Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Finance
National Board of Revenue

No.3(84)NBR(Cus)II/74/1766-70 Dated, Dhaka, the 28th Jan, 1975

From: Shah A. Hannan
First Secretary (Customs).

To: (1) The Commissioner of Customs, Custom House, Chittagong
(2) The Commissioner of Customs & Excise, Dhaka
(3) The Commissioner of Customs & Excise, Chittagong
(4) The Deputy Commissioner of Customs, Chalna Custom House, Khulna.

Subject: **Exemption of duties and taxes on imports by United Nations, UN Bodies and Specialized Agencies of the United Nations for their officials use.**

I am directed to state that it has been brought to the notice of the Board by the UNDP, that there is some confusion in some of the offices of the Customs Department as to whether duties and taxes are leviable on the imports of the United Nations, U.N. Bodies and U.N/Specialized Agencies for their official use.

It is hereby clarified that the United Nations, U.N. Bodies and U.N. Specialized Agencies are exempted from payment of all kinds of import duties and taxes on imports made for their official use under the Conventions on the Privileges and Immunities of the United Nations, Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized agencies. Agreement between the United Nations and the Government of Bangladesh and the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1948 (Act No. XX of 1948) as adapted in Bangladesh.

You may, therefore, allow clearance of all imports made by the aforesaid organizations for their official use without charging any import duty or tax.

The names of the U.N. Bodies and of the U.N. Specialized agencies are given below.

U.N. and U.N. Bodies:

United Nations Headquarter
United Nations Office, Geneva

ECE	Economic Commission for Europe
ECAFE	Economic Commission for Asia and the Far East

ECLA	Economic Commission for Latin America
ECA	Economic Commission for Africa
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNEP	United Nations Environment Programme
UNIDO	United Nations Industrial Development Organization
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNDP	United Nations Development Programme
UNHCR	Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
UNITAR	United Nations Institute for Training and Research
UNRWA	United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UNRISD	United Nations Research Institute for Speial Development
UNJSPFZ	United Nations Staff Pension Fund
ICSAB	International Civil Service Advisory Board
JIU	Joint Inspection Unit
IOB	Inter-Organization Board for Information Systems and Related Acitivies
WFP	World Food Programme (Joint United Nations/FAO Programme)

U.N. Specialized Agencies:

ILO	Inernational labour Organization
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WHO	World Health Organization
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
IDA	International Development Association
IFC	International Finance Corporation
IMF	International Monetary Fund
ICAO	International Civil Aviation Organization
UPU	Universal Postal Union
ITU	International Telecommunication Union
WMO	World Meteorological Organization
IMCO	Inter-Governmental Maritime Consultative Organization

(Shah A. Hannan)
First Secretary (Customs)

Source: *Collection of Customs Notification,2007, Vol-I, P-519-571*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা।

নথি নং-৩(১১)শুল্ক-৪/৮২/১৭৭ তারিখ: ১৭/২/১৯৮৫

প্রেরক: ড: মো: রফিকুল ইসলাম
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)।

প্রাপক: ১। কালেক্টর
শুল্ক ভবন
ঢাকা/চট্টগ্রাম।

২। কালেক্টর
শুল্ক ও আবগারী
ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা।

বিষয়: বিমানবন্দর ও সমুদ্র বন্দরগুলোতে শুল্কমুক্ত বিপণিকেন্দ্র স্থাপন প্রসঙ্গে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হইয়াছে:

(ক) ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুল্কমুক্ত বিপণিকেন্দ্র আরও আকর্ষণীয় মালামালসহ বর্ধিত করিবার প্রচেষ্টা লইতে হইবে।

(খ) চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরে এবং চালনা ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে শুল্কমুক্ত বিপণি কেন্দ্র স্থাপন করিবার ৩০.০৬.১৯৮২ইং তারিখের মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ঢাকা ব্যতীত আর কোন বিমান বন্দরে শুল্কমুক্ত বিপণিকেন্দ্র খোলা হইবে না।

(গ) শুল্কমুক্ত বিপণি কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব শুধুমাত্র বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের নিকট থাকিবে।

(ঘ) বেসরকারি খাতে আর কোন বন্ডেড ওয়্যারহাউস স্থাপন করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(ঙ) বিদেশি কুটনীতিবিদগণ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক সুবিধা না গ্রহণ করে, তজ্জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ যৌথভাবে পর্যালোচনা করিয়া কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

[ড: মো: রফিকুল ইসলাম]
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টম হাউস, কুর্মিটোলা, ঢাকা

নথি নং-৫(১৩)৫৭/কাস-সাঃ বন্ড/৯২/১৮৪২ তারিখ: ০৯/০১/১৯৯৩

প্রেরক: কালেক্টর
কাস্টম হাউস, ঢাকা।

প্রাপক: জনাব জি, এম, রহমান
সদস্য (শুল্ক)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

ঢাকায় অবস্থিত ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহে কুটনৈতিক ও বিশেষ সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের নিকট সিগারেট, মদ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিনাশুল্কে বিক্রয় করা হয়। বিক্রিত পণ্যের ওপর শুল্ক না থাকলেও বিশেষ সুবিধাভোগী ব্যক্তিগণ একটি নির্দিষ্ট অংকের বেশি মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারেন না। নির্ধারিত মূল্য ঠিক রেখে বেশি দ্রব্য সামগ্রী নেওয়ার একটা প্রবণতা এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। ফলশ্রুতিতে অভিযোগ, বিরোধ ও জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সমস্যাদি নিরসনকল্পে অত্র কাস্টম হাউস থেকে সিগারেট এবং মদের নিম্নরূপ সি, আই, এফ মূল্য ধার্য করে ৭ই জানুয়ারি, ১৯৯৩ খ্রিঃ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে যেহেতু শুল্ক আদায় করা হয় না, কাজেই রাজস্বের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

(১)	সিগারেট	প্রতি কার্টন	৬.০০ মাঃ ডলার
(২)	বিয়ার	প্রতি কেস	৮.০০ মাঃ ডলার
(৩)	হুইস্কি:		
	নরমাল/সাধারণ	প্রতি লিটার	৬.০০ মাঃ ডলার
	ডিলাক্স	প্রতি লিটার	১৩.০০ মাঃ ডলার
	রয়েল স্যালুট	প্রতি লিটার	৫৮.০০ মাঃ ডলার
	ভোদকা/জিন/রাম	প্রতি লিটার	৪.০০ মাঃ ডলার
	ওয়াইন	প্রতি লিটার	৪.০০ মাঃ ডলার
	শ্যাম পেইন	প্রতি লিটার	১০.০০ মাঃ ডলার
(৪)	কনিয়্যাক:		
	সাধারণ	প্রতি লিটার	১০.০০ মাঃ ডলার
	এক্স্ট্রা অর্ডিনারী	প্রতি লিটার	৬৫.০০ মাঃ ডলার

২। উপরোক্ত মূল্য হার্ড কারেন্সী এইচ কবির এন্ড কোং এর বেলায় প্রযোজ্য নয় কারণ এদের বিক্রির ওপর শুল্ক আদায়যোগ্য।

৩। উপরোক্ত ব্যবস্থায় বোর্ডের অনুমোদন প্রার্থণীয়।

[খাজা গোলাম সারওয়ার]
কালেক্টর,

কাস্টম হাউস, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

নথি নং-৩(১০)শুল্ক-৪/৯০/৪৮৭ তারিখ: ০৮/০৬/১৯৯৩

প্রেরক: এ এফ এম শাহরিয়ার মোল্লা
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)।

প্রাপক: কালেক্টর
শুল্ক ভবন
কুর্মিটোলা, ঢাকা।

বিষয়: ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাকে বন্ডেড এলাকা ঘোষণা এবং শুল্ক দপ্তর স্থাপন প্রসঙ্গে।

উপরিউক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের পত্র নং-আই, পি, পি-১৮/৭৭৩, তারিখ ১৬.৫.১৯৯৩ইং (অনুলিপি সংযুক্ত) এর সূত্রে নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছেন যে, ঢাকা জেলার আওতাধীন সাভার থানাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-৪০/ডি কাস/৭২, তারিখ ০৯.০৯.১৯৯৭২ইং (অনুলিপি সংযুক্ত) দ্বারা ওয়্যারহাউজিং স্টেশন ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় শুল্ক কর্মকর্তা ও কর্মচারী জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০২। ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাকে শুল্ক প্রশাসন শুল্ক ভবন, ঢাকার ওপর ন্যস্ত করা হলো।

(এ, এফ, এম, শাহরিয়ার মোল্লা)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টম হাউস
কুর্মিটোলা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)১২৫/কাস-সা: বন্ড/৯৩/২৮৭২২ তারিখ: ১৫/০৬/১৯৯৩

প্রেরক: খাজা গোলাম সারওয়ার
কালেক্টর, কাস্টম হাউস, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

প্রাপক: জনাব জিএম রহমান
সদস্য (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: সাভারে প্রতিষ্ঠিত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ জোন কাস্টমস ব্যবস্থাপনা।

উপরোক্ত বিষয়ে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, গতকাল ১৪/৬/৯৩ খ্রি: তারিখে অত্র কাস্টম হাউসের যুগ্ম কালেক্টর, ডেপুটি কালেক্টরসহ আমি সাভারে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রপ্তানি

প্রক্রিয়াকরণ এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করেছি। আমি সেখানে কর্মরত জোন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও তথায় প্রতিষ্ঠিত দুইটি কারখানা কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেছি। জোনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কালেক্টরেটের সার্কেল অফিসও আমি পরিদর্শন করেছি এবং কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেছি।

ঢাকা কাস্টম হাউসের টেরিটোরিয়েল জুরিডেকশন ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা, সাভার মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে অবস্থিত তাই উহা ঢাকা কাস্টম হাউসের আওতা বহির্ভূত। উক্ত ব্যবস্থাপনা শুল্ক ভবনের ওপর ন্যস্ত করা হলে আইনগত পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে। প্রশাসনিক কারণেও রপ্তানি প্রক্রিয়া এলাকা ঢাকা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কালেক্টরেটের ওপর ন্যস্ত করা বিধেয়। কারণ সাভারে উক্ত কালেক্টরেটের একটি সার্কেল অফিস আছে। উক্ত সার্কেল অফিসে ৩ (তিন) জন পরিদর্শক ও ১(এক) জন সুপারিনটেনডেন্ট কর্মরত আছেন। এই সার্কেল অফিসের কর্মচারী কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করে উহার মাধ্যমে রপ্তানি প্রক্রিয়া এলাকায় শুল্ক কর্মকান্ড পরিচালনা করা সহজতর এবং অধিক কার্যকর হবে। উক্ত রপ্তানি এলাকার গেটে সার্বক্ষণিক প্রহরা এবং আমদানি রপ্তানি এ্যাসেসমেন্ট এর জন্য কাস্টমস কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক উপস্থিতি প্রয়োজন। ঢাকা কাস্টম হাউস হতে দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত তাই রপ্তানি এলাকায় কর্মকান্ড ঢাকা কাস্টম হাউসের পক্ষে পরিচালনা অত্যন্ত দুষ্কর এবং প্রশাসনিক বিবেচনায় পরিহারযোগ্য।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে রপ্তানি প্রক্রিয়ার শুল্ক কর্মকান্ড ঢাকা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কালেক্টরের ওপর ন্যস্ত করার জন্য জোর সুপারিশ করছি।

(খাজা গোলাম সারওয়ার)
কালেক্টর
কাস্টম হাউস, কুর্মিটোলা

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট

ঢাকা (উত্তর)

ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)৬৬/কাস-বন্ড(জুতা)/৯৪/১৪৭৭(৪০) তারিখ: ২১/০৯/১৯৯৫ইং

স্থায়ী আদেশ নং-০৭/কাস-বন্ড/৯৫

তারিখ: ২১.০৯.১৯৯৫ইং

বিষয়: স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের ধারা ১১৭(২) এর আওতায় শুল্ক অফিসারের (বন্ড অফিসার) সরাসরি তত্ত্বাবধানে শতভাগ রপ্তানিমুখী চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান (প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পসহ) কর্তৃক কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউসের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম, হিসাব সংরক্ষণ ও মনিটরিং বা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কিত নির্দেশাবলি।

০১। এই আদেশের অধীন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে (শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ) ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের ১৩ ধারার আওতায় বিদ্যমান শুল্ক আইন ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন/আদেশাবলি শর্তাদি প্রতিপালন করিয়া বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। বন্ড লাইসেন্সের আবেদনের সহিত বিদ্যমান লাইসেন্স ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে "১২-কাস্টমস বিবিধ লাইসেন্স ফি" খাতে জমা দিয়া ট্রেজারি চালানের কপিও পেশ করিতে হইবে। বছরে যে কোন সময় বন্ড লাইসেন্স ইস্যু করা হইলে উহা পরবর্তী ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বিদ্যমান নবায়ন ফিস সরকারি কোষাগারে উক্ত খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়া ট্রেজারি চালানের কপি ও অন্যান্য ডকুমেন্টসসহ নবায়নের আবেদন এই কমিশনারেটের বন্ড শাখায় পেশ করিতে হইবে। উল্লেখ্য, নতুন লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়নের সময় বন্ডারকে উক্ত আইনের ধারা ৮৬-এর আলোকে যথাযথ বন্ড সম্পাদন করিতে হইবে। বন্ড লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত উহার হস্তান্তর/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাইবে না। লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলী ও ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের একাদশ অধ্যায়ে ওয়্যারহাউজিং কার্যক্রমের জন্য বর্ণিত ধারাসমূহের (উহার সহিত রাজস্ব বোর্ড হইতে ভবিষ্যতে এতদবিষয়ে প্রজ্ঞাপন/প্রজ্ঞাপনসমূহ বা আদেশ/নির্দেশ জারি করা হইলে উহাও পঠিতব্য) প্রতিপালন সাপেক্ষে বন্ডেড পণ্যের আমদানি রপ্তানি কাজ পরিচালনা করিতে হইবে। উল্লেখ্য, এই আদেশের অধীনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাঁচামাল আমদানিতে ইউটিলাইজেশন পারমিশন জারির প্রয়োজন হইবে না।

০২। প্রজ্ঞাপন নং-১৫৩-আইন/৯৩/১৫২০/শুল্ক তারিখ ০৩.০৮.১৯৯৩ এর বিধি ৪(খ) এর আলোকে প্রত্যেক বন্ডারকে তাঁহার/তাঁহাদের লিয়েন ব্যাংকের নাম ঠিকানা ঘোষণা দিতে হইবে ও লিয়েন ব্যাংক -এ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি রপ্তানি লেনদেনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় একাউন্ট খোলা হইয়াছে মর্মে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক এর প্রত্যয়নপত্র এই কমিশনারেটের বন্ড শাখায় দাখিল করিতে হইবে।

০৩। এই আদেশের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠান নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে শুল্ক অফিসার (বন্ড অফিসার) ও কাস্টমস সিপাই নিয়োগের জন্য আবেদন করিবেন। ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের ধারা ২০০ এর বিধানানুযায়ী শুল্ক অফিসারের সার্ভিস গ্রহণের জন্য কমিশনার কর্তৃক ধার্যকৃত নির্ধারিত ফিস/চার্জ এর টাকা সরকারি কোষাগারে "১২-কাস্টমস বিবিধ ফি" খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়া উহার কপি কমিশনারেটের বন্ড শাখায় পেশ করিতে হইবে। বন্ডেড ফ্যাক্টরিতে শুল্ক অফিসার ও সিপাই এর দায়িত্ব পালনের জন্য অফিস/আসবাবপত্র সরবরাহ. আবাসস্থল, যাতায়াত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি বন্ডারকে করিতে হইবে।

০৪। আমদানি ডকুমেন্টস-এর বিপরীতে আমদানিকৃত কাঁচামালের প্রত্যেকটি চালানের জন্য আমদানি শুল্ক ভবন/স্টেশনের বন্ড শাখায় উক্ত শুল্ক আইনের ধারা ৯৮, ১০০ ও ১০১ এর আওতায় বিদ্যমান নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে ডিউটি বন্ড ও রিস্ক বন্ড সম্পাদন করিয়া বন্ডার চালান খালাস নেওয়ার পর ইন-টু বন্ড করত: প্রস্তুত পণ্য রপ্তানির পর কাঁচামালের পরিপূর্ণ হিসাবসহ বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ নিশ্চিত না করা অবধি উক্তরূপ বন্ডসমূহের বিপরীতে শুল্ক-করাদির সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বন্ডারকে বহন করিতে হইবে।

০৫। আমদানি-রপ্তানির প্রত্যেকটি চালানের তথ্যাদি বন্ডারের মূল পাসবই এবং সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশনের পাসবইতে লিপিবদ্ধ নিশ্চিত করিতে হইবে। বন্ডার বিদ্যমান আমদানিনীতি আদেশের আলোকে এলসি খুলে বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ধারণ ক্ষমতার সীমারেখার মধ্যে বন্ড লাইসেন্সে বর্ণিত পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও নমুনা (স্যাম্পল) ইন-টু বন্ডে আমদানি করিতে পারিবেন এবং এই পদ্ধতিতে আমদানি-রপ্তানির তথ্যাদি আমদানি-রপ্তানি পয়েন্টের পাসবইতে বন্ডার এন্ট্রি করিয়ে দায়িত্ব পালনরত শুল্ক কর্মকর্তাদের (পিএ/সুপারিনটেনডেন্ট/এপ্রেইজার/পরিদর্শক) দ্বারা প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ নিশ্চিত করিবেন। কাঁচামালের প্রকৃত উৎপাদনে ব্যবহার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/দপ্তরের সনদপত্র বন্ডার আবশ্যিকভাবে পেশ করিবেন।

০৬। বন্ডার সংযুক্তি-ক মোতাবেক একটি রেজিস্টারে হিসাব সংরক্ষণ করিবেন ও উক্ত ছকের আলোকে প্রতি তিন মাস অন্তর (জানুয়ারি-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর) পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে একটি বিবরণী (আবদ্ধ "ক" এর বিপরীত পাতায় নির্দেশাবলি দ্রষ্টব্য) চার প্রস্থে তৈরি করিয়া দুই কপি বন্ড অফিসারের নিকট, এক কপি সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকে পেশ করিবেন ও একটি কপি বন্ডার রেকর্ড হিসাবে সংরক্ষণ করিবেন। বন্ড অফিসার রেজিস্টার ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করিয়া তাহার মন্তব্যসহ একটি কপি কমিশনারেট -এর বন্ড শাখায় প্রেরণ করিবেন। বন্ড অফিসারও উক্তরূপ আবদ্ধ "ক" এর ছকে একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন। উভয় রেজিস্টারের এন্ট্রিসমূহের বিপরীতে বন্ডার বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি স্বাক্ষর করিবেন। এন্ট্রিসমূহ ভেরিফাই করিয়া সঠিক পাওয়া গেলে বন্ড অফিসার প্রতিস্বাক্ষর করিবেন এবং কোন প্রকার গরমিল পরিলক্ষিত হইলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়া পরবর্তী নির্দেশ চাহিবেন। এতদ্ব্যতীত বন্ডার তাঁহাদের দৈনন্দিন কাঁচামাল ব্যবহার, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্তরূপ হিসাবসমূহ প্রয়োজনবোধে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত রেজিস্টারের তথ্যাদির সহিত মিলাইয়া দেখার জন্য বন্ড অফিসার বা অন্য কোন উর্ধ্বতন অফিসারের চাহিদা মোতাবেক বন্ডার প্রদর্শন করিবেন।

০৭। (ক) এই আদেশের অধীন শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পের (শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পসহ) মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা পণ্য উৎপাদন করতঃ উহা রপ্তানি করা এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানিকৃত পণ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন করা। কোন ক্ষেত্রে অনিবার্যকারণবশতঃ কোন প্রকার মূল্য সংযোজন না হইলে উহার ব্যাখ্যা বন্ডার এই দপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের নিকট পেশ করিবেন। বন্ডার শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ অধিদপ্তর বা অন্য কোন স্বীকৃত সংস্থা/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত উপকরণ-উৎপাদসহগ অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক/ইপিবি/বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য সংযোজন নীতিমালা অনুসরণ করিবেন। লিয়েন ব্যাংক বিষয়টি আমদানি রপ্তানি তথ্যের সাথে নিয়মিত মনিটরিং করিয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। কোন ক্ষেত্রে নির্ধারিত সহগের অতিরিক্ত অপচয় প্রদান করা হইলে তদ্রুপ অতিরিক্ত কাঁচামালের ওপর আরোপনীয় শুল্ক করাদি দাবি করা মাত্র বন্ডার পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(খ) বন্ডার আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা পণ্য উৎপাদন করত: রপ্তানির বিপরীতে মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ অধিদপ্তর, ঢাকা সমীপে কোন প্রত্যর্পণ দাবি পেশ করিবেন না মর্মে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গিকারনামা পেশ করিবেন।

(গ) বন্ডার প্রতি মাসের শেষে পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট মাসের আমদানিকৃত কাঁচামালের পরিমাণ ও মূল্য (মা: ড:), উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য (মা: ড:), অপচয়ের অধীনে পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য (মা: ড:) ও অপচয়ের শতকরা হার সম্পর্কে দুই প্রস্থ ইউটিলাইজেশন এর বিবরণী পেশ করিবেন এবং উক্তরূপ বিবরণী উপরে বর্ণিত "ক" উপ-অনুচ্ছেদের সহগ অথবা মূল্য সংযোজন করের সহিত বন্ড অফিসার মিলাইয়া দেখিবেন ও এক কপি সদর দপ্তরের বন্ড শাখায় পেশ করিবেন। বন্ড অফিসার মাসিক ইউটিলাইজেশন বিবরণীর তথ্যাদি এই আদেশের অনুচ্ছেদ ০৬ এ বর্ণিত ত্রৈমাসিক বিবরণীতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে কিনা ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রাপ্তির পরই ভেরিফাই করিবেন এবং কোন গরমিল পরিলক্ষিত হইলে উহা উল্লেখ করিবেন।

০৮। আমদানি পয়েন্টের শুল্ক কর্তৃপক্ষ ইন-টু বন্ড বি/এন্ট্রির কপি সরাসরি সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত বন্ড অফিসারের নিকট রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন এবং বন্ড অফিসার উক্তরূপে প্রাপ্ত ইন-টু বন্ড বি/এন্ট্রির অনুকূলে কাঁচামাল ইন-টু বন্ড হওয়ার সাথে সাথে আমদানি পয়েন্টের এসি/ডিসি (বন্ড) কে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবেন।

০৯। [১][(ক)] বন্ডার আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা পণ্য প্রস্তুতপূর্বক রপ্তানির উদ্দেশ্যে কারখানা হইতে নিষ্ক্রান্ত করার পূর্বে বন্ড অফিসারের নিকট সংলাগ-খ মোতাবেক অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদনপত্র (দুই প্রস্থ) পেশ করিবেন। বন্ড অফিসার আবেদন ও উহার সহিত পেশকৃত ডকুমেন্টস পরীক্ষা করিয়া সঠিক পাইলে আবেদনটির ওপর "রপ্তানির জন্য কারখানা হইতে বাহির করার অনুমতি দেওয়া হইল" এমন নির্দেশ দিয়া বন্ড অফিসার নিজের নামীয় সিল ব্যবহার করতঃ তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক উভয় কপিতে স্বাক্ষর করিবেন। প্রথম কপি বন্ডারকে ফেরত দিবেন ও দ্বিতীয় কপি তাঁহার দপ্তরে সংরক্ষণ করিবেন। বন্ডার প্রত্যেক চালান রপ্তানি করার পর রপ্তানি দিবসের ২০(বিশ) দিনের মধ্যে শিপিং বিল ও বিএল/এয়ারওয়ে বিলের কপি বন্ড অফিসারের নিকট পেশ করিবেন। রপ্তানির ১২০ দিনের মধ্যে প্রত্যেকটি রপ্তানি চালানের স্বপক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাংক সনদপত্র পেশ করিতে হইবে।

[(খ) বন্ডার আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা পণ্য প্রস্তুতপূর্বক স্থানীয় রপ্তানিমুখী শিল্পের নিকট স্থানীয় ঋণপত্র ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি অথবা ব্যাংক -এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার চেক/ড্রাফট এর বিপরীতে সরবরাহের পূর্বে বন্ড অফিসারের নিকট সংলাগ "গ" মোতাবেক অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদনপত্র (তিন প্রস্থে) পেশ করিবেন। বন্ড অফিসার আবেদন ও উহার সহিত পেশকৃত ডকুমেন্টস পরীক্ষা করিয়া সঠিক পাইলে আবেদনটির ওপর "প্রচ্ছন্ন রপ্তানির জন্য কারখানা হইতে বাহির করার অনুমতি দেওয়া হইল" এমন নির্দেশ দিয়া বন্ড অফিসার নিজের নামীয় সিল ব্যবহার করতঃ তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক প্রথম ও দ্বিতীয় কপি বন্ডারকে ফেরত দিবেন ও তৃতীয় কপি তাঁহার দপ্তরে সংরক্ষণ করিবেন। বন্ডার চালানের পণ্যসহ প্রথম কপি স্থানীয় রপ্তানিমুখী ক্রেতা শিল্পের মনোনীত প্রতিনিধি অথবা সিএন্ডএফ এর নিকট সরবরাহ গ্রহণের স্বাক্ষর দ্বিতীয় কপির ওপর সংগ্রহ করিয়া উহা সংরক্ষণ করিবেন ও প্রথম কপি চালানের সহিত উক্ত প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করিবেন। বন্ডার উক্তরূপে সরবরাহকৃত প্রত্যেক চালান

[১] নথি নং ৫(১৩)কাস-বন্ড (জুতা) ৯৪/১৬৫০(৪৬), তারিখ: ২৪.১০.১৯৯৫।

সরবরাহের দিবস হইতে ১২০ দিনের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাংক সনদপত্র বন্ড অফিসার এর নিকট পেশ করিবেন। বন্ড অফিসার এই অনুচ্ছেদ এর নির্দেশের আলোকে সরবরাহকৃত চালানসমূহের যাবতীয় তথ্যাদি সংবলিত একটি মাসিক স্টেইটমেন্ট প্রতি মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের সাত তারিখের মধ্যে সরবরাহ গ্রহণকারী শিল্পসমূহের আমদানি রপ্তানির হিসাবের সহিত যাচাই করার জন্য অধিক্ষেত্রের কমিশনারেটের মনোনীত অফিসারের নিকট রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।]

১০। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বন্ডার কোন পণ্য বা বিক্রয়যোগ্য ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিতে চাহিলে পূর্বাহ্নে কমিশনার -এর নিকট আবেদন করিতে হইবে। কমিশনার সঙ্গতকারণে আবেদন বিবেচনা করিলে উক্তরূপ পণ্যাদির ওপর আরোপনীয় শুল্ক-করাদি পরিশোধপূর্বক খালাস নেওয়ার অনুমোদন নিবেন। ধ্বংসযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রেও কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ করিয়া কমিশনারের মনোনীত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বিনষ্টিকরণের কাজ বন্ডার সম্পন্ন করিবেন।

১১। প্রতি ইংরেজি বর্ষ শেষে পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসের মধ্যে বিগত বছরের এলসিওয়ারী পণ্যের আমদানি-রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের তথ্য, মজুদ কাঁচামাল ও প্রস্তুতকৃত পণ্যাদির জের, মূল্য ইত্যাদির এলসিওয়ারী পূর্ণাঙ্গ হিসাব বন্ডার প্রস্তুত করিবেন। ফেব্রুয়ারি মাসের পনের তারিখের মধ্যে এই কমিশনারেট হইতে গঠিত অডিট টীম কারখানায় গিয়া উক্তরূপ হিসাব বিবরণীর সহিত যাবতীয় আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত ডকুমেন্টস তথা এলসি, বিএল/এয়ারওয়ে বিল, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, বি/এন্ট্রি, শিপিং বিল, পাস বুক, বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাংক সনদপত্র ইত্যাদি মিলাইয়া দেখিবেন। অডিট টীম পরীক্ষা/নিরীক্ষার পর সন্তোষজনক প্রতিবেদন পেশ করিলে পরবর্তী বর্ষের জন্য বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করা হইবে (প্রাসঙ্গিক আনুষ্ঠানিকতা বন্ডার কর্তৃক প্রতিপালনপূর্বক বন্ড লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন পেশ করিতে হইবে)। প্রয়োজনবোধে কমিশনার যে কোন বিশেষ অডিটের আদেশ জারি করিবেন।

১২। বন্ড অফিসার প্রতি সপ্তাহের শনিবার হইতে বুধবার সকাল ৯.০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ১৭.০০ ঘটিকা (মধ্যাহ্ন ১৩.০০ ঘটিকা হইতে ১৩.৩০ মি: অর্ধঘণ্টা বিরতী) ও বৃহস্পতিবার সকাল ৯.০০ ঘটিকা হইতে ১৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন। এতদ্ব্যতীত অফিস ছুটির আগে ও পরে এবং সরকারি ছুটির দিনগুলোতে বন্ডার ১২ ঘণ্টা পূর্বে বন্ড অফিসারের সার্ভিস গ্রহণের চাহিদাপত্র পেশ করিলে বন্ড অফিসার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে বন্ডার প্রচলিত হারে বন্ড অফিসারের ওভারটাইম ভাতা সরকারি কোষাগারে যথাযথ খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিবেন।

১৩। বন্ড অফিসার তাঁহার দাপ্তরিক কাজে নথি, রেজিস্টার, রিটার্ন ইত্যাদির বর্ণনা/সূত্র সংবলিত একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবেন। বন্ড অফিসার বদলি হইলে তাঁহার উত্তরসূরীর নিকট বন্ড রেজিস্টার, রেজিস্টার অব রেজিস্টারস এন্ড ফাইলস ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক চার্জ রিপোর্ট তৈরি করিয়া দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন। দায়িত্ব হস্তান্তর রিপোর্ট এ উভয় অফিসার স্বাক্ষর করিবেন (কোন অসঙ্গতি থাকিলে উহা চার্জ রিপোর্টে উল্লেখ করিতে হইবে) ও একটি কপি কমিশনারের নিকট পেশ করিবেন।

১৪। এতদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা বা সমস্যা দেখা দিলে এই কমিশনারেটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ (যথা-কমিশনার, অতিরিক্ত কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার অথবা ভারপ্রাপ্ত সহকারী/ডেপুটি কমিশনারের) এর সহিত তাৎক্ষণিকভাবে বন্ডার অথবা বন্ড অফিসার যোগাযোগ করিয়া উহাদের নিষ্পত্তি করিতে পরিবেন।

১৫। এই আদেশে কোন বিষয় বাদ পড়িলে অথবা কোন প্রকার অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইলে সেই ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত শুল্ক আইন ও প্রজ্ঞাপনের শর্তাদি ধর্তব্য ও প্রতিপালনীয় বলিয়া গণ্য হইবে। এতদ্ব্যতীত এই আদেশের পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতঃ সময়োপযোগী সম্পূরক বা নতুন আদেশ যে কোন সময় জারি করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

[1][১৬। স্থায়ী আদেশ-০৫/কাস-বন্ড/৯৫ তারিখ ১৮.৪.৯৫ইং সংশোধনপূর্বক স্থায়ী আদেশ নং-০৭/কাস-বন্ড/৯৫ করা হয়।]

(মো: তাজুল ইসলাম)
কমিশনার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (উত্তর), ঢাকা।

[1] নথি নং ৫(১৩)কাস-বন্ড (জুতা) ৯৪/১৪৭৭(৪০), তারিখ: ২১.০৯.১৯৯৫।

সংযুক্তি ‘ক’

আমদানি রপ্তানি খতিয়ান

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ .... ত্রৈমাসিক : ....

ক্র	আমদানি তথ্য				উৎপাদিত পণ্যের বর্ণনা			রপ্তানি তথ্য				রপ্তানিকৃত	উৎপাদিত অথচ অরপ্তানিকৃত পণ্য ও কাঁচামালের জের						মন্তব্য
নং	এলসি নং, বিল অব এন্ট্রি ও বন্ড নম্বর সমূহ এবং উহাদের তারিখ	কাঁচা মালের বিবরণ	পরিমাণ/ সংখ্যা /ওজন ইত্যাদি	মূল্য (মা:ডঃ)	উৎপাদিত পণ্যের বর্ণনা/ পরিমাণ/ সংখ্যা/ ওজন	আনুষঙ্গিক, ব্যবহৃত কাঁচামালের বিবরণ	উৎপাদিত পণ্যে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য (মা:ডঃ)	শিপিং বিল, বিএল/ এয়ারওয়ে বিল, এলসি নং ও ইএক্সপি নম্বরসমূহ ও উহাদের তারিখ	পন্যের বর্ণনা	পরিমান/ ওজন ইত্যাদি	মূল্য (মা: ডঃ)	পণ্যে মূল্য সংযোজনের হার (+) অথবা (-) শতকরা হার	উৎপাদিত অথচ অরপ্তানিকৃত পণ্যের বর্ণনা	পরিমান/ ওজন ইত্যাদি	মূল্য (মা: ডঃ)	অবশিষ্ট কাঁচা-মালের বর্ণনা	পরিমান /ওজন ইত্যাদি	মূল্য (মা: ডঃ)	এই কলামে অন্যান্য তথ্যাবলি সংযোজন করিতে হইবে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

প্রতিস্বাক্ষরিত
লিয়েন ব্যাংকের স্বাক্ষর ও সিল

বন্ডারের স্বাক্ষর ও সিল

: বিপরীত পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য :-

কোর্ট ফি স্ট্যাম্প	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	সংযুক্তি "খ"

সূত্র নম্বর- তারিখঃ ....

বরাবর

বন্ড অফিসার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট,
....
.... ।

বিষয়ঃ রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত পণ্যের চালান কারখানা থেকে বাহির করার অনুমতি সম্পর্কে।

উপরিউক্ত বিষয়ে নিম্নবর্ণিত তথ্য ও ডকুমেন্টসের অধীনে পণ্যের চালান কারখানা হইতে বাহির করার অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইল।

০১।	বিদেশি ক্রেতার নাম ও ঠিকানা	:
০২।	(ক) এলসি নম্বর ও তারিখ	:
	(খ) লিয়েন ব্যাংক এর নাম ও ঠিকানা	:
০৩।	পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ ও মূল্য (মাঃ ডলার)	:
০৪।	কোন শুল্ক স্টেশন/বন্দর দিয়ে রপ্তানি হইবে	:
০৫।	আবদ্ধ ডকুমেন্টসসমূহ (এলসি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট ইত্যাদি)	:
০৬।	মনোনীত সি, এন্ড, এফ এর নাম ও ঠিকানা	:

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করা হইল যে, উপরে বর্ণিত পণ্যের চালান, কারখানা হইতে বাহির করিয়া রপ্তানি না হওয়া অবধি অথবা কারখানা হইতে খালাস নেওয়ার পর উহাদের কোন প্রকার ক্ষতি, হরণ বা রপ্তানি ব্যতিরেকে অন্য কোনভাবে হস্তান্তর হইলে উহাদের বিপরীতে কাঁচামাল আমদানিকালে আমদানি পয়েন্টে পেশকৃত ডিউটি বন্ড ও রিক্স বন্ডের অধীনে আরোপনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বহন করিব। রপ্তানি দিবসের ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে শিপিং বিলের কপি ও ১২০(একশত বিশ) দিনের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাংক সনদপত্র পেশ করিব। বিষয়াধীন চালানে বর্ণিত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল হিসাব, উৎপাদিত পণ্য ইত্যাদির হিসাব বন্ড নম্বর ও এলসি ওয়ারী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সংযুক্তি সমূহঃ বন্ডারের নামীয় সিল ও স্বাক্ষর

নির্দেশাবলি

১. উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি না হওয়া ও কাঁচামাল মজুদ থাকার কারণ মন্তব্য কলামে লিপিবদ্ধ করবেন।

২. ছকের তথ্যাদি লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর করে পেশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় এলসিওয়ারী রপ্তানির তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক পৃথকভাবে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাংক সনদপত্র ও প্রাসঙ্গিক আমদানি রপ্তানি ডকুমেন্টসের কপি পেশ করবেন। কোন এলসি বাতিল বা স্টকলট হলে নতুন এলসি এর নম্বর তারিখ ইত্যাদি মন্তব্য কলামে উল্লেখ করবেন।

৩. প্রত্যেক কনসাইনমেন্ট এলসিওয়ারী হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হলো এবং আমদানি রপ্তানির বিষয় চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি কনসাইনমেন্ট/এলসিওয়ারী হিসাব পেশ করিতে হবে এবং পরবর্তী ত্রৈমাসিক হিসাবসমূহ প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪. উল্লেখ্য, যেসব কাঁচামাল ওজন/সংখ্যা/পরিমাণে সহজ বর্ণনা করা যায় ছকের সংশ্লিষ্ট কলামসমূহে উহাদের বিপরীতে ওজন/সংখ্যা/পরিমাণ উল্লেখ করবেন। অন্যান্য বিবিধ কাঁচামালের নাম উল্লেখ করে উহাদের বিপরীতে প্রযোজ্য মার্কিন ডলার উল্লেখ করবেন।

৫. প্রথম রপ্তানির ক্ষেত্রে যে ধরনের এলসি ইন্টারন্যাশনাল (টেন্ডার) বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধের ডকুমেন্টস প্রাসঙ্গিক উহার তথ্যাদি ঘরের সংশ্লিষ্ট কলামে উল্লেখ করবেন।

৬. প্রতি তিন মাস অর্থাৎ জানুয়ায়ী-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কাল শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এই হিসাব দাখিল করবেন।

৭. বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার সংরক্ষণের পরিবর্তে একটি রেজিস্টারে হিসাব সংরক্ষণ করা হলে বন্ডার ও সংশ্লিষ্টদের অন্য হিসাব ও পরীক্ষা সুবিধা হবে।

[বি:দ্রঃ স্থায়ী আদেশ নং -৫/কাস-বন্ড/৯৫, তারিখঃ ১৯.০৪.৯৫ সংশোধনপূর্বক স্থায়ী আদেশ নং -৭/কাস-বন্ড/৯৫, তারিখঃ ২১.০৯.৯৫ জারি করা হয়। স্থায়ী আদেশ নং -৫/কাস-বন্ড/৯৫, তারিখঃ ১৯.০৪.৯৫ রহিত করা হয়নি। তবে আদেশ দুটি আড়াআড়ি যাচাই করে দেখা গেছে, স্থায়ী আদেশ নং -৫/কাস-বন্ড/৯৫, তারিখঃ ১৯.০৪.৯৫ এর সব বিষয়ই স্থায়ী আদেশ নং -৭/কাস-বন্ড/৯৫, তারিখঃ ২১.০৯.৯৫ এ আছে। কিছু কিছু বিষয়ের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। ফলে স্থায়ী আদেশ নং -৭/কাস-বন্ড/৯৫, তারিখঃ ২১.০৯.৯৫ দ্বারাই পুরো বিষয়টি চলে। তাই স্থায়ী আদেশ নং -৫/কাস-বন্ড/৯৫, তারিখঃ ১৯.০৪.৯৫ ছাপানো হলো না।]

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং-১(২৮)এনবিআর/শুল্ক-৪/৯৪/৫২১ তারিখঃ ২৫/৫/১৯৯৫

প্রেরক: ফৌজিয়া বেগম
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)।

প্রাপক: ১। কালেক্টর
কাস্টম হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/মংলা।
২। কালেক্টর
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কালেক্টরেট
ঢাকা (উত্তর)/ঢাকা (দক্ষিণ)/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/যশোর।

৩। মহাপরিচালক
শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো)
১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

বিষয়: ১০০% রপ্তানিমুখী চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে উপর্যুক্ত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত পত্র নং-১(২৮)এনবিআর/শুল্ক-৪/৯৪/৪১৫ ও ৪০০, তারিখ ১২.৪.১৯৯৫ এর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এতদবিষয়ে নিম্নবর্ণিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হলো। ইতিপূর্বে বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তে এই নির্দেশনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

০২। ১০০% রপ্তানিমুখী চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে কালেক্টরগণ উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও যথাযথ শর্তাদি পালন সাপেক্ষে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করতে পারবেন। এই সব বন্ডে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ৯৫ ধারার বিধান অনুযায়ী কালেক্টর মহোদয় অনুমতি প্রদান করবেন।

০৩। লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সমগ্র এলাকা পরিদর্শন করে এবং প্রয়োজন বোধে কারখানা এলাকা লাইসেন্সের অধীনে নিয়ন্ত্রণের উপযোগী করানোর পর লাইসেন্স প্রদান করতে হবে। সমগ্র কারখানাটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকতে হবে ও কারখানাতে মালামাল ও লোকজন প্রবেশ এবং নির্গমনের জন্য সীমিতসংখ্যক (২/৩টি) গেট থাকবে এবং উহাতে কাস্টমস এর সিপাই প্রহরারত থাকবে। সমগ্র এলাকা বন্ডেড এই কারখানাসমূহে দেশীয় বাজার থেকে সংগৃহীত/ক্রয়কৃত কাঁচা, আধা পাকা এবং পাকা চামড়া রেজিস্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে প্রবেশ করানো যাবে। আবার প্রচলিত নিয়মে আন্ত:বন্ডে স্থানান্তর করা যাবে।

০৪। বন্ড লাইসেন্স প্রদান করার পূর্বে উক্ত কারখানায় আমদানিকৃত এবং শুল্ক পরিশোধকৃত যে সকল কাঁচামাল আছে তার পরিমাণ, মূল্য, প্রদত্ত শুল্ক, উহার দ্বারা কি পণ্য কি পরিমাণে প্রস্তুত হবে এবং উৎপাদ-উপকরণ সহগ, একটি কমিটির মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে ও

এই কমিটিতে ডেডো অফিস-এর উপর্যুক্ত পদমর্যাদা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা এবং লাইসেন্স প্রদানকারী কালেক্টরেটের কর্মকর্তা অন্তর্ভূক্ত থাকবেন। কর্মকর্তাগণের মনোনয়ন দান করবেন যথাক্রমে মহাপরিচালক, ডেডো এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর।

০৫। উক্ত কমিটি আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর পরিশোধিত শুল্ক, করাদির পরিমাণ নির্ণয় করবেন। প্রয়োজনীয় রপ্তানি শেষে উক্ত পরিমাণ শুল্ক কর ডেডো অফিস থেকে রপ্তানিকারক/বন্ডারকে প্রত্যর্পণ করা হবে। নির্ণীত সমগ্র শুল্ক কর, প্রত্যর্পণ করার পর এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ডেডো থেকে আর কোন প্রত্যর্পণ পাবে না।

০৬। রপ্তানিমুখী চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচা, আধা পাকা ও পাকা চামড়া ডাইজ ও পিগমেন্টস, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, কমপোনেন্টস ইত্যাদি সুপারভাইজড পদ্ধতির বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানি করা যাবে ও বন্ডে সংরক্ষণ করা যাবে।

০৭। প্রদত্ত বন্ড থেকে উৎপাদিত পণ্য প্রচলিত নিয়মে সরাসরি রপ্তানি করা যাবে। আবার কালেক্টর কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত পরিমাণে উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের জন্য এক্স-বন্ডের মাধ্যমে শুল্ক-করাদি প্রদান করে বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে খালাস করা যাবে।

০৮। দেশীয় বাজারে বিক্রয়ের জন্য এক্স-বন্ডকৃত উৎপাদিত সামগ্রী শুল্কায়নের ক্ষেত্রে ঐ সামগ্রী যে শ্রেণীভুক্ত হয় (অর্থাৎ জুতা, জ্যাকেট, পাকা চামড়া, ওয়েট ব্লু-লেদার) সেই শ্রেণীভুক্ত অবস্থায় এক্স বন্ড হয়েছে বলে পরিগণিত হবে এবং সে অনুযায়ী উহার মূল্য এবং শুল্ক-কর নির্ধারণ ও আদায় করতে হবে।

০৯। দেশীয় বাজারে বিক্রয়তব্য সামগ্রীর শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ণয়ে যথাসময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নীতিগত নির্দেশ প্রদান করবে।

১০। প্রক্রিয়াজাতকরণে বর্জ্য (Wastage) এর নিষ্পত্তিতে শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ৯৫ ধারার বিধান কার্যকর হবে।

১১। বন্ড লাইসেন্সের জন্য আবেদনের সময় লাইসেন্স প্রার্থী এই মর্মে একটি অঙ্গীকার পত্র দাখিল করবেন যে, বন্ড লাইসেন্স পাওয়ার পর বন্ডার কর্তৃক আমদানিকৃত এবং বন্ডেড ওয়্যারহাউস যে মজুদকৃত কাঁচামাল দ্বারা তৈরি সামগ্রী রপ্তানি করার পর শুল্ক করাদির প্রত্যর্পণের জন্য তিনি কোন দাবি উত্থাপন করবেন না। অধিক্ষেত্রের কালেক্টর উক্তরূপ অঙ্গিকারনামা গ্রহণ করার পর উহার অনুলিপি মহাপরিচালক, ডেডো এবং আমদানি পর্যায়ের কালেক্টরগণের নিকট প্রেরণ করবেন এবং নিশ্চিত করবেন যে, ৪ অনুচ্ছেদ এ উল্লিখিত ড্র ব্যাক ব্যতীত বন্ডার/রপ্তানি-কারক আর কোন ডিউটি ড্র-ব্যাক না পান।

১২। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানির পরিমাণ বা উৎপাদন ক্ষমতার (নতুন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে চামড়া শিল্পে ব্যবহার্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কেমিক্যাল ও অন্যান্য উপকরণ আমদানির অনুমতি প্রদান করবেন সংশ্লিষ্ট কালেক্টরগণ, এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে আমদানিকৃত উপকরণের বিবরণ ও পরিমাণ কালেক্টরকে অবহিত করবেন।

১৩। এ ধরনের প্রতিটি সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসের জন্য অথবা একই এলাকায় অবস্থিত একাধিক এরূপ বন্ডেড ওয়্যারহাউসের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শুল্ক কর্মকর্তা,

কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। এদের অফিসের স্থান (Office Accommodation) অফিসের আসবাব পত্র, স্টেশনারী, সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি এবং তাঁদের বেতন ভাতাদি, বাসস্থান ভাতা ইত্যাদির খরচ বাবদ সংশ্লিষ্ট কালেক্টর প্রশাসনিক ব্যয় নির্ণয় করে তাদের ওপর ধার্য করবেন। এই ব্যয় বার্ষিক হিসাবে লাইসেন্স প্রদানকালে বা পরবর্তীতে তা নবায়নকালে অগ্রীম প্রদান করতে হবে। এই খাতে ব্যয় বাবদ অর্থ প্রদান ব্যতিরেকে লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন করা হবে না।

১৪। লাইসেন্স প্রদানের পর প্রতিটি বন্ডারের জন্য একটি স্থায়ী আদেশ জারি করবেন। তাতে উপরোক্ত বিষয়াদিসহ প্রয়োজনীয় পদ্ধতি লিপিবদ্ধ থাকবে।

(ফৌজিয়া বেগম)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নথি নং-৩(৩৯)শুল্ক-৪/৮৭(অংশ-২)/১০৫৭-১০৭৫ তারিখ: ১৫/০৮/১৯৯৫

প্রেরক: সুলতান মোহাম্মদ ইকবাল
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)।

প্রাপক: ১। কমিশনার
কাস্টম হাউস
ঢাকা/চট্টগ্রাম/মংলা।

২। কমিশনার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের কার্যালয়
ঢাকা (উত্তর)/ঢাকা (দক্ষিণ)/চট্টগ্রাম/যশোর/রাজশাহী/খুলনা।

৩। মহাপরিচালক
শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো)
১২২-২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

বিষয়: ১০০% রপ্তানিমুখী কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলসমূহে ব্যবহৃত রং ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ১০০% রপ্তানিমুখী কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস (যেখানে তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে গ্রে কাপড় এবং গ্রেকাপড় থেকে রঙিন ও ছাপানো কাপড় ও পোশাক তৈরির প্রক্রিয়াগুলোর সকল প্রক্রিয়া বা একাধিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়) সমূহের জন্য রং ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি বন্ডের মাধ্যমে শুল্ক/কর মুক্তভাবে আমদানির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রদানে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। তবে যে সকল ১০০% রপ্তানিমুখী কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে শুল্ক-কর মুক্তভাবে রং

ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানির উপরোক্ত সুবিধা প্রযোজ্য হবে না। উক্ত সুবিধা পেতে হলে যে সকল প্রতিষ্ঠান স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা ভোগ করছে তারা উক্ত সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক হলে সে মর্মে স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের পরিবর্তে সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স মঞ্জুরের আবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবরে জানাতে হবে এবং কমিশনার উক্ত দরখাস্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডের অনুমতি নিবেন।

০২। ১০০% রপ্তানিমুখী কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলসমূহের অনুকূলে সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাদি সংবলিত দিক-নির্দেশনা আদেশক্রমে প্রদান করা হলো:

(ক) কমিশনারগণ উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে ও যথাযথ শর্তাদি পালন সাপেক্ষে সুপারভাজইড বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করতে পারবেন। এই সব বন্ডে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ৯৫ ধারা মোতাবেক কমিশনার অনুমতি প্রদান করবেন;

(খ) লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সমগ্র এলাকা পরিদর্শন এবং তা লাইসেন্সের অধীন নিয়ন্ত্রণের উপযোগী করণপূর্বক লাইসেন্স প্রদান করতে হবে। সমগ্র কারখানাটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হতে হবে, মালামাল ও লোকজন প্রবেশ এবং নিয়ন্ত্রনের জন্য কারখানায় সীমিত সংখ্যক (২/৩টি) গেট থাকবে। উক্ত গেটে কাস্টমস সিপাই প্রহরারত থাকবে। সমগ্র এলাকা বন্ডেড এই কারখানাসমূহে আমদানিকৃত সুতা রং ও রাসায়নিক দ্রব্যসহ সকল পণ্যের পরিমাণ ও বিবরণ রেজিস্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার পর কারখানার ভিতর প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে।

(গ) বন্ড লাইসেন্স প্রদান করার পূর্বে উক্ত কারখানায় যদি আমদানিকৃত এবং শুল্ক পরিশোধকৃত কাঁচামাল থেকে থাকে তবে তার পরিমাণ, মূল্য, প্রদত্ত শুল্ক, উহার দ্বারা কি পণ্য কি পরিমাণে প্রস্তুত হবে, উৎপাদ উপকরণ সহগ একটি কমিটির মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে। এই কমিটিতে ডেডো অফিসের উপযুক্ত পদমর্যাদা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা এবং লাইসেন্স প্রদানকারী কমিশনারের কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। কর্মকর্তাগণের মনোনয়ন দান করবেন যথাক্রমে মহাপরিচালক, ডেডো এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনার। উক্ত কমিটি আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর পরিশোধিত শুল্ক করাদির পরিমাণ নির্ণয় করবেন। প্রয়োজনীয় রপ্তানি শেষে উক্ত পরিমাণ শুল্ক-কর ডেডো অফিস থেকে রপ্তানিকারক/বন্ডারকে প্রত্যর্পণ করা হবে। নির্ণীত সমগ্র শুল্ক কর, প্রত্যর্পণ করার পর এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ডেডো থেকে আর কোন প্রত্যর্পণ পাবে না।

(ঘ) ১০০% রপ্তানিমুখী কম্পোজিট বস্ত্র কারখানায় (যেখানে তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে গ্রে কাপড় এবং গ্রেকাপড় থেকে রঙিন ও ছাপানো কাপড় ও পোশাক তৈরির প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে সকল প্রক্রিয়া বা একাধিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়) এর জন্য আমদানিতব্য তুলা, পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার, সুতা, ডাইস, পিগমেন্টস, সাইজিং ম্যাটেরিয়ালস ও বিভিন্নপ্রকার রং রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি

সুপারভাইজড পদ্ধতির বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স সুবিধার আওতায় আমদানি করত: বন্ডিং সময়সীমা পর্যন্ত বন্ডে সংরক্ষণ করা যাবে।

(ঙ) বন্ড লাইসেন্সের জন্য আবেদনের সময় লাইসেন্স প্রার্থী এই মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র দাখিল করবেন যে, বন্ড লাইসেন্স পাওয়ার পর বন্ডার কর্তৃক আমদানিকৃত এবং বন্ডেড ওয়্যারহাউস এ মজুদকৃত কাঁচামাল দ্বারা তৈরি সামগ্রী রপ্তানি করার পর শুল্ক করাদির প্রত্যর্পণের জন্য তিনি কোন দাবি উত্থাপন করবেন না। অধিক্ষেত্রের কমিশনার উক্তরূপ অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করার পর উহার অনুলিপি মহা-পরিচালক ডেডো এবং আমদানি পর্যায়ের কমিশনারগণের নিকট প্রেরণ করবেন এবং নিশ্চিত করবেন যে, “গ” অনুচ্ছেদ-এ উল্লিখিত ড্র-ব্যাক ব্যতীত বন্ডার/রপ্তানিকারক আর কোন ডিউটি ড্র ব্যাক না পান।

(চ) এ ধরনের প্রতিটি সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসের জন্য অথবা একই এলাকায় অবস্থিত একাধিক এরূপ বন্ডেড ওয়্যারহাউসের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শুল্ক কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। এদের অফিসের স্থান, অফিসের আসবাবপত্র, স্টেশনারী সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি এবং তাদের বেতন, ভাতাদি, বাসস্থান ভাতা ইত্যাদির খরচ বাবদ সংশ্লিষ্ট কমিশনার প্রশাসনিক ব্যয় নির্ণয় করে তাদের ওপর ধার্য করবেন। এই ব্যয় বার্ষিক হিসাবে লাইসেন্স প্রদানকালে বা পরবর্তীতে তা নবায়নকালে অগ্রীম প্রদান করতে হবে। এই খাতে ব্যয় বাবদ অর্থ প্রদান ব্যতিরেকে লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন করা হবে না।

০৩। লাইসেন্স প্রদানের পর প্রতিটি বন্ডারের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনার একটি স্থায়ী আদেশ জারি করবেন। স্থায়ী আদেশে উপরোক্ত বিষয়াদিসহ প্রয়োজনীয় পদ্ধতি লিপিবদ্ধ থাকবে।

(সুলতান মোহাম্মদ ইকবাল)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

০৬-০৩-১৯৯৬ ইংরেজি

স্থায়ী আদেশ নং-১৬৫৫/৯৬/শুল্ক তারিখ: ---------------------

২৩-১১-১৪০২ বাংলা

The Customs (Export Processing Zones) Rules, 1984 এর বিধি ৬ ও ১০-এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ এবং পদ্ধতি অনুসরণ সাপেক্ষে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকায় রপ্তানি/আমদানির বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের কমিশনার উপরোক্ত বিধান অনুসারে নিম্নলিখিত শর্তাদি পূরণ ও প্রতিপালন সাপেক্ষে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা থেকে উৎপাদিত পণ্য অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকায় বাংলাদেশী আমদানিকারগণকে এলসি-র মাধ্যমে আমদানির অনুমতি প্রদান করতে পারবেন:-

(ক) কেবলমাত্র সংযুক্ত পরিশিষ্ট 'ক'-তে উল্লিখিত পণ্যসামগ্রী আমদানির অনুমতি দেওয়া যাবে;

(খ) আমদানিকৃত পণ্যের বার্ষিক পরিমাণ সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিট কর্তৃক পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে রপ্তানিকৃত মোট পণ্যের ১০% ভাগের বেশি হবে না;

(গ) আমদানির জন্য 'বেপজার' অনুমোদন/অনুমতি থাকতে হবে;

(ঘ) The Customs (Export Processing Zones) Rules, 1984-এর অন্যান্য সকল বিধি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

পরিশিষ্ট 'ক'

ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের পণ্য তালিকা (পোশাক শিল্প বাদে)

১। ওভেন ডাইড এবং প্রিন্টেড কাপড়

২। নিটেড ডাইড এবং প্রিন্টেড কাপড়

৩। টেরি টাওয়েল, শপ টাওয়েল, সার্জিক্যাল টাওয়েল

৪। সেলাই সুতা

৫। সোয়েটারের ইয়ার্ন

৬। হ্যান্ড ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, লাগেজ

৭। লেবেল, পলিব্যাগ ও অন্যান্য গার্মেন্টস এক্সেসরিজ

৮। প্যাডিং ও কুইল্টিং মেটিরিয়াল

৯। জিপার

১০। কার্টন বক্স

১১। স্পোর্টস জুতা, চামড়ার জুতা

১২। ইলিকট্রনিক্স পণ্য

১৩। ইলিকট্রিক্যাল দ্রব্য

১৪। সার্কিট বোর্ড

১৫। অডিও ভিডিও টেপস
১৬। ইলেকট্রনিক্স ব্যালাস্ট
১৭। সফটওয়্যার
১৮। ফ্লপি ডিসকেট
১৯। ফ্যান মটর
২০। কৃত্রিম ফুল
২১। প্লাস্টিক ব্যাগ
২২। প্রিন্টেড জুট ব্যাগ, দড়ি
২৩। ভিনাইল বেল্ট
২৪। খেলনা
২৫। চেয়ার, টেবিল, বাসকেট, ফোল্ডিং ও কমপ্যাক্ট চেয়ার
২৬। প্লাইউড
২৭। এ্যালুমিনিয়াম ইনগট
২৮। ফিসিং রিল ও গলপ স্যাফট
২৯। গাড়ির ও অন্যান্য ধাতব যন্ত্রাংশ/যন্ত্রপাতি
৩০। ধাতব পাইপ ফিটিংস
৩১। স্টিল মেরিন চেইন
৩২। সাইকেল
৩৩। সাইকেলের যন্ত্রাংশ
[১][৩৪। ডাই কাস্ট পার্টস;]
৩৫। মেরিন/ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেকানিক্যাল পার্টস;
৩৬। প্লাস্টিক গ্রানুলস্;
৩৭। অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের পার্টস;
৩৮। ক্রিস্টাল ব্লাংক;
৩৯। কোয়ার্টজ ক্রিস্টাল;
৪০। হেংগার ও হেংগার একসেসরিজ এবং
৪১। গ্লাভস

(আ. মু. মসরুর আহমেদ)
প্রথম সচিব (শুল্ক-রপ্তানি ও বন্ড)।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

উৎস: *মূল কপি।*

[১] নথি নং ২(৫) শুল্ক-রপ্তানি ও বন্ড/৯৬, তারিখ: ০১.১২.৯৭।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নথি নং-৩(৫৩)শুল্ক-২/৮৮(অংশ)/১১৩৭ তারিখ: ২৮/৫/১৯৯৭

বিষয়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও Japan International Co-operation Agency (JICA) এর মধ্যে গত ১৩.৫.৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

বিষয়োল্লিখিত সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(মো: সাইফুল ইসলাম)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: প্রকল্প সুবিধা)

বিষয়: কাস্টমস পাসবই সংক্রান্ত বিষয়ে Japan International Co-operation Agency (JICA) এর সাথে গত ১৩.৫.৯৭ইং তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

ঢাকাস্থ 'জাইকা' অফিসের একটি প্রতিনিধি দল গত ১৩.৫.১৯৯৭ইং তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য (শুল্ক) -এর সাথে বৈঠক করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: প্রকল্প সুবিধা) এবং দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: যাত্রী সুবিধা) উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জাইকা-এর কর্মকর্তা বিশেষজ্ঞ এবং JOCV এর অনুকূলে কাস্টমস পাসবই ইস্যু সংক্রান্ত নীতিমালা, পাসবই ইস্যুর পদ্ধতি, বিলম্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বৈঠককালে আলোচিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রণীত ঐসব নীতিমালা এবং অনুসৃত পদ্ধতি সহজীকরণের জন্য 'জাইকা' প্রতিনিধিদল বৈঠকে অনুরোধ জানান।

২। আলোচনা-অন্তে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) কাস্টমস পাসবই (CPB) ইস্যু করার অনুমতির জন্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশপত্র মন্ত্রণালয় সূত্রে অথবা JICA এর authorized এর প্রতিনিধির মাধ্যমে বোর্ডের শুল্ক (প্রকল্প সুবিধা/যাত্রী সুবিধা) শাখায় প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে CPB ইস্যুর অনুমতিপত্র জারি করতে হবে। তবে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশপত্র বোর্ডের উক্ত শাখাতে পৌঁছার ৩/৪ দিনের মধ্যে অনুমতি পত্র জারি করা হয়েছে কিনা তা জানার জন্য JICA এর authorised প্রতিনিধিগণ টেলিফোনে অথবা ব্যক্তিগতভাবে দ্বিতীয় সচিব/শাখা প্রধান এর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

(খ) JICA এর কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ও JOCV এর অনুকূলে CPB ইস্যুর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মূল সুপারিশপত্রটি JICA এর authorised প্রতিনিধি জরুরী প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় হতে সংগ্রহ করে হাতে হাতে বোর্ডের শুল্ক: প্রকল্প সুবিধা অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শুল্ক: যাত্রী সুবিধা শাখাতে জমা দিতে পারবেন। এতদুদ্দেশ্যে জাইকা অফিস তাদের ৩/৪ জন authorised প্রতিনিধির নাম ও স্বাক্ষরের একটি সত্যায়িত তালিকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অগ্রীম ভিত্তিতে দাখিল করবেন।

(গ) জাইকা-এর কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ এবং জেওসিভি-এর অনুকূলে CPB ইস্যুর অনুরোধ পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংবলিত নির্ধারিত ছক (Format) প্রেরণ না করা হলেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সে আবেদন বিবেচনা করবে। তবে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী না হ'লেও অত্যাবশ্যকীয় কিছু তথ্য যেমন: সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের নাম, দায়িত্ব/কর্মস্থলের নাম, বাংলাদেশে তার এককালীন কর্মমেয়াদ, ভিসার বলবৎ মেয়াদ ইত্যাদি এবং এসব তথ্যাদির প্রামাণ্য দলিলাদির সত্যায়িত কপি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে যথারীতি প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত কাস্টমস পাসবই ইস্যু করণের অনুমতিপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন কর্তৃপক্ষ উক্ত CPB ইস্যু করবেন।

(ঙ) জাইকার কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ এবং ভলেন্টিয়ারগণ বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বে তাঁদের নিজ নিজ কাস্টমস পাসবইয়ের মাধ্যমে আমদানিকৃত durable goods এর নিষ্পত্তি অবশ্যই সম্পন্ন করবেন এবং নিষ্পত্তিকৃত পাসবই সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। Durable goods এর নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গাড়ি বা অন্য কোন durable শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ (surrender) করতে পাসবইধারী ব্যক্তি আবেদন করলে শুল্ক ভবন কর্তৃপক্ষ সেসব মালামাল গ্রহণের জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কোন বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তা/ভলেন্টিয়ার তার পাসবই -এর মালামালের নিষ্পত্তি না করে বাংলাদেশ ত্যাগ করলে তার দায়-দায়িত্ব ঢাকাস্থ জাইকা কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তাবে।

(চ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভূতপূর্ব স্থায়ী আদেশ নং-২/৯০-এ 'durable goods' এর যে সংজ্ঞা বিধৃত ছিল- কাস্টমস পাসবইয়ের মাধ্যমে আমদানিকৃত durable মালামাল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সেই একই সংজ্ঞা আগামীতে অনুসরণীয় হবে।

(মো: সাইফুল ইসলাম)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: প্রকল্প সুবিধা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

স্মারক নং ১(৩) শুল্ক-রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/ তারিখ: ১২/০৬/১৯৯৭ইং

অফিস স্মারক

বিষয়: ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প খাতের শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যাবলি নিরসনকল্পে বিজিএমইএ-এর প্রস্তাবাবলি।

সূত্র: (১) বোর্ডের স্মারক নং ৩(৩৯) শুল্ক-৪/৮৭ (অংশ-৩)/৩৯৯-৪১৫, তারিখ: ১-৩-৯৭
(২) বোর্ডের স্মারক নং ৩ (৩৯) শুল্ক-৪/৮৭ (অংশ-৩)/৪৫০-৫৯, তারিখ: ৯-৩-৯৭
(৩) বোর্ডের স্মারক নং ১(৩৯) শুল্ক-৪/৮৭(অংশ-৩)/৫৯২-৬০০, তারিখ: ৩১-৩-৯৭

সূত্রে উল্লিখিত স্মারকসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ১৭/২/৯৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় তাৎক্ষণিকভাবে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সেগুলো সূত্রে উল্লিখিত (৩) নং স্মারকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে এবং তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু বিজিএমইএ-এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অনেকগুলোই বিভিন্ন শুল্ক স্টেশনে এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এমতাবস্থায়, গৃহীত তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তসমূহ আলোচিত অন্যান্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে নিম্নরূপ নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে:

(১) **আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্রুততার সঙ্গে খালাস:** পোশাক শিল্পের কাঁচামালের চালানসমূহের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শুল্কায়ন পদ্ধতি অনুসৃত হবে। সেই সাথে জাহাজ আগমনের পূর্বে চালানের শুল্কায়ন সম্পন্ন করার যে আইনগত সুযোগ আছে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চালানের ক্ষেত্রে তা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কমিশনার আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্রুততার সাথে খালাস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(২) **রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ডের পরিবর্তে সাধারণ বন্ডের বিপরীতে মালামাল ছাড়করণ:** সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিটি চালানের জন্য আলাদা রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ডের পরিবর্তে লাইসেন্স গ্রহণ বা নবায়নের সময় প্রদত্ত সাধারণ বন্ডের আওতায় মালামাল ছাড় করতে হবে। সাধারণ বন্ডের (General Bond) আওতায় কাঁচামাল খালাসের জন্য বন্ডার প্রতি চালানের জন্য দাখিলকৃত বিল-অব-এন্ট্রির সাথে গৃহীত বন্ডের ফটোকপি সংযুক্ত করবেন।

(৩) **পণ্য পরীক্ষা পদ্ধতি সহজীকরণ:** পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঁচামালের চালানের ক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহ বা অভিযোগ না থাকলে এসব চালানের সর্বোচ্চ ৫% পরীক্ষা করা হবে। পণ্য পরীক্ষা পদ্ধতি সহজীকরণ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৪) **আমদানিকৃত কাঁচামাল পুণঃরপ্তানিতে জটিলতা নিরসন:** কোন কারণে আমদানিকৃত কাঁচামাল, বিশেষ করে কাপড়, অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে প্রয়োজনীয় শর্ত ও আনুষ্ঠানিকতা পূরণসাপেক্ষে এর পুনঃরপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে কমিশনারগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে আইনগত অথবা অন্য কোন জটিলতা অথবা বিলম্বের কারণ থাকলে তা নিরসনের ব্যবস্থা নেবেন এবং প্রয়োজনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোচরে আনয়ন করবেন।

(৫) **রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য নমুনা বিনা শুল্কে আমদানির সুবিধা:**

(ক) তৈরি পোশাকের নমুনা আমদানির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি প্রচলিত আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্মারক নং ৩ (৩৯) শুল্ক-৪/(৩৯) শুল্ক-৪/৮৭ (অংশ-৫)/১০৫২-৬০ তারিখ ০৯-১১-৯৬ ইং (কপি সংযুক্ত) এর মাধ্যমে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করেছে। এ নির্দেশ অনুসারে "আমদানি নীতি আদেশে নমুনা আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তসমূহ পূরণ করে ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন নমুনা আমদানির ক্ষেত্রে তা কর্তন বা mutilate করে আমদানিকারকের পাসবইতে যাবতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করতঃ into বন্ড প্রক্রিয়ায় বিনা শুল্কে খালাস প্রদান" করতে হবে। সকল কমিশনার ঐ

নির্দেশ অনুসারে দ্রুততার সাথে নমুনা খালাসের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(খ) সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, বন্ডে কাঁচামাল হিসাবে আমদানিকৃত অন্যান্য কাপড়ের মতো পোশাকের নমুনা তৈরির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় পাস-বইতে এন্ট্রি করে আমদানি করা যাবে এবং তা দিয়ে পোশাক তৈরি করে একই পদ্ধতিতে রপ্তানি করা যাবে। ঐ সিদ্ধান্তের আলোকে এখন থেকে নমুনা তৈরির জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ কাপড় উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আমদানি করা যাবে:

নমুনা	**সর্বোচ্চ পরিমাণ**
(i) ওভেন কাপড়	ইউডি-তে অনুমোদিত কাপড়ের পরিমাণের সর্বোচ্চ ১%। তবে কোন অবস্থাতেই একটি অর্ডারের ক্ষেত্রে ২০০ গজের বেশি হবে না।
(ii) উল/এ্যাক্রিলিক/ নীট কাপড়	ইউডি-তে অনুমোদিত কাপড়ের পরিমাণের সর্বোচ্চ ১.৫%। তবে কোন অবস্থাতেই একটি অর্ডারের ক্ষেত্রে ২০০ পাউন্ডের বেশি হবে না।
(iii) সূতা	ইউডি-তে অনুমোদিত মোট পরিমাণের সর্বোচ্চ ১.৫%। তবে কোন অবস্থাতেই একটি অর্ডারের ক্ষেত্রে ২০০ পাউন্ডের বেশি হবে না।

(৬) **শিপিং বিলের তৃতীয় কপি প্রত্যয়নকরণ:** শিপিং বিলের তৃতীয় কপি প্রত্যয়নকরণে বিলম্ব হয় বলে পাসবইতে রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করতেও বিলম্ব ঘটে বলে জানানো হয়েছে। এমতাবস্থায় রপ্তানির অনুমতি প্রদানের পর পরই তৃতীয় কপি প্রত্যয়ন এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য পাসবইতে লিপিবদ্ধ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল কমিশনার সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করবেন।

(৭) **শর্ট ল্যান্ডিং/ডেলীভারী/কনটেন্ট-এর ক্ষেত্রে সৃষ্ট জটিলতা:** এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সকল কমিশনার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনে কমিটি গঠনপূর্বক কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করবেন যাতে সৃষ্ট জটিলতার নিরসন ঘটে এবং এ ধরনের ক্ষেত্রে কম প্রাপ্ত কাপড় আমদানির পদ্ধতি সহজতর হয়।

(৮) **কাপড়ের বহর নির্ধারণ:** কাপড়ে নিডিল মার্ক থাকলে বহর নির্ধারণের সময় নিডিল মার্ক বাদ দিয়ে তা হিসাব করতে হবে। টাফেটা কাপড়ের ক্ষেত্রে গাম এরিয়া বাদ দিয়ে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সালভেজ (salvage) থাকলে ঐ অংশ বাদ দিয়ে কাপড়ের বহর নির্ধারণ করতে হবে।

(৯) **বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়ন:** লাইসেন্স প্রতিবছর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা নবায়ন ফি পরিশোধ এবং সাধারণ বন্ড (General Bond) দাখিল সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৭ দিনের মধ্য নবায়ন করতে হবে। তবে শুল্ক কর্তৃপক্ষ প্রচলিত নিয়মে পরিদর্শন/নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করবে এবং অনিয়ম থাকলে সে ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ করবে।

(১০) **আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসন:** বিজিএমইএ আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের অনুমোদন দিয়ে এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের কাছে পাঠাবে। সংশ্লিষ্ট পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন করবে।

০২। সকল কমিশনারকে নির্দেশ মোতাবেক যথাযথ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করতে এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে। গৃহীত ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে ৩০-৬-৯৭ ইং তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

(শাহনাজ পারভীন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.১৮-২০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

স্মারক নং ৬(১৫) এনবিআর/শুল্ক-৪/৯২/ তারিখ: ১০/০৭/১৯৯৭

অফিস স্মারক

বিষয়: ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের অধীনে আমদানিকৃত মালামাল দ্বারা তৈরি পোশাক রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়া প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের অধীনে ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল দিয়ে তৈরি পোশাক ঋণপত্রের শর্তানুযায়ী যথাসময়ে রপ্তানি না হলে সংশ্লিষ্ট সিডিউল ব্যাংক ঐ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অথবা সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের অবহিত করে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হলে বোর্ড তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে থাকে। ব্যাংকের কাছ থেকে সরাসরি অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত উল্লিখিত পত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণ করেন না বলে বোর্ডের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এর ফলে ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত এ মূল্যবান তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে unactioned বা unattended অবস্থায় পড়ে থাকে। অথচ প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ শুল্ক/কর আদায়ের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

০২। এমতাবস্থায়, কোন ঋণপত্রের আওতায় পোশাক রপ্তানিতে ব্যর্থ হওয়ার তথ্য ব্যাংক থেকে পাওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কমিশনার আমদানিকৃত মালামালের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি আদায়ের লক্ষ্যে দাবিনামা জারির উদ্দেশ্যে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করবেন এবং জবাব সন্তোষজনক না হলে দাবিনামা জারির ব্যবস্থা নেবেন। বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ না হয়ে থাকলে জারিকৃত দাবিনামা প্রকৃত অর্থে সাময়িক ধরনের (nature) হবে এবং পরবর্তীতে বন্ডিং মেয়াদের মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হলে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। অন্যথায় বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে দাবিকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

০৩। ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত উপরোক্ত তথ্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বিধায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত ব্যবস্থাগ্রহণ করতে সকল কমিশনারকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(শাহ্নাজ পারভীন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক-রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.২০-২১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জন্য
সার-সংক্ষেপ

বরাত: তারিখ: ০৮/০৯/১৯৯৭ইং

বিষয়: ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।

বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধায় অপব্যবহার করে শুল্ক ফাঁকি সম্পর্কিত অভিযোগ, বন্ড ব্যবস্থাপনা ও এর শুল্ক তত্ত্বাবধান, শুল্ক কর্মকর্তাদের সংখ্যার স্বল্পতা ইত্যাদি বিবেচনা করে ১৯৯২ সনে তদানীন্তন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত ৩০.০৬.৯২ ইং তারিখের আদেশবলে ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানকে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ঐ আদেশ জারির পর থেকে ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ছাড়া অন্য কাউকে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করা হয়নি। তবে দুয়েকটি ক্ষেত্রে আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

০২। ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আবেদন পাওয়া গেছে। কিন্তু আরোপিত উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের সকল ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা প্রদানে অপারগতা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

০৩। সম্প্রতি বহুজাতিক কোম্পানি বিদেশি বিনিয়োগ অথবা যৌথ উদ্দ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদেশি সরবরাহকারী, রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে সরবরাহের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামালের জন্য আমদানিকৃত মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের পর রপ্তানির উদ্দেশ্যে সংরক্ষণের জন্য ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের আবেদন পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের মধ্যে নেসলে বাংলাদেশ লি., এ্যাপোলো ইস্পাত কমপ্লেক্স লি. এর মতো বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মেসার্স নিতান নামক একটি প্রতিষ্ঠান মাছ আমদানি করে রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়াকরণের জন্য মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের হিমাগারে বন্ড সুবিধা চেয়েছে। বিজিএমইএ এর তরফ থেকে ১০০% রপ্তানিমুখী

পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে সরবরাহের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সংরক্ষণের জন্য বন্ড সুবিধা প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়েছে। মেসার্স সিডকো লি. নামক একটি প্রতিষ্ঠান রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে তাদের চাহিদা মোতাবেক কাপড় সরবরাহের লক্ষ্যে আমদানিকৃত কাপড় সংরক্ষণের জন্য ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ড সুবিধা চেয়ে আবেদন করেছে। কিন্তু ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় অথবা অন্য কোন সীমাবদ্ধতার কারণে এসব ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করা যায়নি।

০৪। ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের পর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও শুল্ক আইনে এই সুবিধা প্রদানের বিধান পূর্বের মতই বহাল আছে। তাই আইনে যে সুবিধার বিধান আছে তা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা কতটা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত তা প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা ও পুনঃপরীক্ষা করে দেখা সমীচীন হবে। যেহেতু বন্ড সুবিধা শিল্প বাণিজ্য প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে তাই শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে এ সুবিধা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা আইনের স্পিরিট এর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। বিশেষ করে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল শুল্ক কর পরিশোধ করে আমদানি করে তাদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। একইসাথে এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বন্ড সুবিধা দেয়া হয়েছিল তাদের অনেকেই এখনও সে সুবিধা ভোগ করে আসছে। এর ফলে অন্যদের একই সুবিধা না দেয়ায় তারা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার শিকার হয়ে যাচ্ছে। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্র, আইনের বিধান, উপরিল্লিখিত অসুবিধা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে এবং কিছু শর্ত ও নীতিমালা নির্ধারণ করে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা সঙ্গত হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

০৫। ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাইভেট বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা দেয়া হলে শুল্ক ফাঁকির আশংকা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। তবুও সমতা, আইনের স্পিরিট এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে এর সহায়ক ভুমিকা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বন্ড সুবিধা প্রদানের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত threshold নির্ধারণ করে এ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। দেশের বর্তমান শিল্পায়নের পর্যায় এবং শিল্প খাতে বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়:

(১) শিল্প প্রতিষ্ঠানের paid up capital অন্তত ১০ কোটি টাকা হতে হবে;

(২) সর্ব্বোচ্চ যে পরিমাণ মাল কোন এক সময়ে ওয়্যারহাউসে রাখবে সে পরিমাণ মালের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক করের সমপরিমাণ অর্থের ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে। উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ শর্ত শিথিল করবে;

(৩) ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরবরাহের লক্ষ্যে কেবল আমদানিকৃত কাপড়ের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স দেয়া যাবে; এবং

(৪) চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনারের চাপ লাঘবের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি মালিকানায় আইসিডি স্থাপনের উদ্দেশ্যে দেশে বন্ডেড ওয়্যারহাউসের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স দেয়া যাবে।

০৬। অনুচ্ছেদ ০৫ এর প্রস্তাব সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

(শাহ আব্দুল হান্নান)
সচিব

মাননীয় অর্থমন্ত্রী

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.২১-২২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

স্মারক নং-৩(১)শুল্ক-৪/৮২(অংশ-৪)/১৬৩২ তারিখ: ২৩/০৯/১৯৯৭

অফিস স্মারক

বিষয়: ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত কয়েক বছর যাবত ১০০% রপ্তানিমুখী ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রাইভেট বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স না দেয়ার একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছিল। সম্প্রতি উক্ত সিদ্ধান্তটি আংশিকভাবে সংশোধন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বর্তমান নীতি সম্যকভাবে বোঝার সুবিধার্থে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত এতদ্‌সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপের আলোকলিপি সংযুক্ত করা হলো।

০২। তবে উল্লেখ্য যে, অনুমোদিত নীতিমালা এবং বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য শর্ত/মানদণ্ড/নীতিমালার ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

(শাহ্‌নাজ পারভীন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.২৩-২৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

স্মারক নং-১(১৬)এনবিআর/শুল্ক-৪/৯৩(অংশ-১)/২৩৫৬ তারিখ: ১৭/১২/১৯৯৭ইং

বিষয়: সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী প্যাকেজিং ও প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বন্ড সুবিধার আওতায় কাঁচামাল আমদানির বিষয়ে ০৯.১২.৯৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী প্যাকেজিং ও প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বন্ড সুবিধার আওতায় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্প্রতি যেসব আদেশ জারি করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বাংলাদেশ করোগেটেড কার্টন ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ পেপার এন্ড বোর্ড মিলস এসোসিয়েশন কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ০৯.১২.৯৭ ইং তারিখে সকাল ৯টা ১৫মিনিটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও অডিট) জনাব মাহবুবুর রহমান উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং উপরোল্লিখিত সমিতি/চেম্বারসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (সংলাগ-ক)।

০২। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রতিনিধিদেরকে স্বাগত জানিয়ে এবং সভা আহ্বানের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে আলোচ্য বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধান বের করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড) সভার আলোচ্য বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক এর পটভূমি ব্যাখ্যা করেন।

০৪। আালোচ্য বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:

(১) ৩০০ জিএসএম এবং তার অধিক পুরুত্বের ডুপ্লেক্স বোর্ড ও কার্ড বোর্ড বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স সুবিধার আওতায় সাধারণভাবে আমদানি করা যাবে।

(২) ৩০০ জিএসএম এর কম পুরুত্বের ডুপ্লেক্স বোর্ড ও কার্ড বোর্ড নিম্নের শর্তাদিপূরণ পূর্বক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় আমদানি করা যাবে:

(ক) একজন বন্ড লাইসেন্সধারী প্যাকেজ উৎপাদনকারী ৩০০ জিএসএম-এর কম পুরুত্বের ডুপ্লেক্স বোর্ড/কার্ড বোর্ড প্রথম চালানে ২০' সাইজের এক কন্টেইনার আমদানি করতে পারবেন ;

(খ) উল্লিখিত এক কন্টেইনার কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির পর যদি আরও এক কন্টেইনার আমদানি করতে চান তবে সে ক্ষেত্রে পূর্বে আমদানিকৃত ডুপ্লেক্স বোর্ড/কার্ড বোর্ড রপ্তানির স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত প্রসিড রিয়ালাইজেশন সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ

কার্টন ম্যানুফেকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন এবং বিজিএমইএ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি/সুপারিশপত্র সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট দাখিল করতে হবে; এবং এভাবে পূর্বের এক কন্টেইনার দ্বারা তৈরি পণ্য রপ্তানির বিষয়ে পিআরসিসহ বাংলাদেশ করোগেটেড কার্টন ম্যানুফেকচারার্স ও বিজিএমইএ-এর সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী এক কন্টেইনার আমদানি করা যাবে।

(৩) বন্ড ব্যবস্থায় আমদানি ও খালাসকৃত পেপার ও পেপার বোর্ড শুল্কায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেপার ও বোর্ড মিলস এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ করোগেটেড কার্টন ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন উভয়ের প্রতিনিধি পণ্য পরীক্ষাকালে কাস্টমস পয়েন্টে উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে কেউ উপস্থিত না থাকলে তাদের উপস্থিতি ছাড়াই পণ্য পরীক্ষণ, শুল্কায়ন ও খালাস করা যাবে।

(৪) সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী কার্টন ম্যানুফেকচারার্স শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইউপি আপাতত পূর্বের ন্যায় শুল্ক কর্তৃপক্ষই ইস্যু করবেন। তবে বিজিএমইএ ও বাংলাদেশ কার্টন ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক গঠিত ‘এক্সপার্ট কমিটি’ কর্তৃক ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন ইস্যুর আইনগত ও বাস্তব দিক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরীক্ষা করে দেখবে এবং আইনানুগ হলে দায়িত্ব গ্রহণে তাদের প্রস্তুতি সাপেক্ষে তাদেরকে ইউপি প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা হবে।

(৫) প্যাকেজিং ও প্লাস্টিক শিল্পখাতের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় আর্ট পেপার ও স্টিকার পেপার আমদানির সুযোগ প্রদান করা হবে না।

(৬) বাংলাদেশ করোগেটেড কার্টন ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন প্যাকেজিং শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের একটি তালিকা যথাশীঘ্র সম্ভব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর প্রেরণ করবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্য সনদপত্র এবং সুপারিশ ব্যতীত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হবে না।

০৫। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: মাহবুবুর রহমান)
সদস্য (রপ্তানি-বন্ড ও অডিট)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জন্য

সার-সংক্ষেপ

স্মারক নং-৩(১)শুল্ক-৪/৮২(অংশ-৪)/ তারিখ: ২২/০২/১৯৯৮ইং

বিষয়: ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে পেশকৃত একটি সারসংক্ষেপ মাননীয় অর্থমন্ত্রী অনুমোদন করেছিলেন। উক্ত সারসংক্ষেপে ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত প্রস্তাব করা হয়েছিল। তন্মধ্যে এ মর্মে একটি প্রস্তাব ছিল যে, "সর্বোচ্চ যে পরিমাণ মাল কোন এক সময়ে ওয়্যারহাউজে রাখবে সে পরিমাণ মালের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক করের সমপরিমাণ অর্থের ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে। উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ শর্ত শিথিল করবে"।

০২। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী অনেকে জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে কোন বন্ডেড ওয়্যারহাউজে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ মাল রাখা যায় তার পরিমাণ, কোন একটি চালানে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে আমদানিকৃত কোন পণ্য আমদানি না করে বা অল্প পরিমাণ পণ্য আমদানি করেও তার অধিক পরিমাণ পণ্যের শুল্ক-করাদির জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হচ্ছে। এতে করে শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে।

০৩। বর্ণিত অবস্থায় উল্লিখিত শর্তটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে-

(২) "পণ্য আমদানিকালে আমদানি শুল্ক স্টেশন/হাউসের চালান ভিত্তিক শুল্ক করের সমপরিমাণ ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে এবং এক চালানে বা পৃথক চালানে ০৩ (তিন) মাসের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি করা যাবে না এবং আমদানিকৃত ০৩ (তিন) মাসের কাঁচামাল এক্সবন্ড করার পর পরবর্তী তিন মাসের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় আমদানি করা যাবে। এ লক্ষ্যে কোন শুল্ক স্টেশন/হাউস দিয়ে পণ্য আমদানিকালে এতদ্‌বিষয়ে বন্ড অফিসারের প্রত্যয়নপত্র পেশ করতে হবে"।

০৪। অনুচ্ছেদ ০৩ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো।

(সাইফুল ইসলাম খান)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)

মাননীয় অর্থমন্ত্রী

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.২৪-২৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা।

স্মারক নং-৩(১)শুল্ক-৪/৮২(অংশ-৪)/৬০৯ তারিখ: ২৩/০৪/১৯৯৮ইং

অফিস স্মারক

বিষয়: ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নথি নং- ৩(১)শুল্ক-৪/৮২(অংশ-৪)/১৬২৭-১৬৩৫ তারিখ-২৩.০৯.৯৭ এর মাধ্যমে প্রেরিত সংযুক্ত সার-সংক্ষেপ-এর অনুচ্ছেদ ৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হবে:

(২) পণ্য আমদানিকালে আমদানি শুল্ক স্টেশন/হাউসে চালান ভিত্তিক শুল্ক করের সমপরিমাণ ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে এবং এক চালানে বা পৃথক চালানে ০৩ (তিন) মাসের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি করা যাবে না এবং আমদানিকৃত ০৩ (তিন) মাসের কাঁচামাল এক্সবন্ড করার পর পরবর্তী তিন মাসের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় আমদানি করা যাবে। এ লক্ষ্যে কোন শুল্ক স্টেশন/হাউস দিয়ে পণ্য আমদানিকালে এতদ্‌বিষয়ে বন্ড অফিসারের প্রত্যয়নপত্র পেশ করতে হবে।

০২। আদেশের অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

(শাহনাজ পারভীন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক ঃ রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.২৫-২৬।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা

নথি নং-৩(১৩) বো: প্র:-২/(স:)৯৮/৭৭৩ তারি: ২৫/১০/১৯৯৮

বিষয়: চট্টগ্রাম শুল্কভবনের বিরুদ্ধে রুজুকৃত রিট মামলাসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আইন শাখার স্ট্রাকচার গঠন প্রসঙ্গে।

চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিপুলসংখ্যক রিট মামলাসমূহের সংশ্লিষ্ট নথি, দলিলাদি (documents), প্রজ্ঞাপন ইত্যাদির আলোকে সঠিক দফাওয়ারী মন্তব্য এবং ওকালতনামা দ্বারা আইনী মোকাবিলা মূল বিবাদী (প্রিন্সিপ্যাল রেসপনডেন্ট) হিসাবে শুল্ক ভবনের আইন শাখা দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু এ যাবৎ বোর্ডের মাধ্যমে রিটসমূহের দফাওয়ারী মন্তব্য প্রেরণ অথবা আপিল মামলা রুজু করা হলে দেখা যায় যে, এতে সময় নষ্ট হওয়া ছাড়াও বোর্ড পর্যায়ে মূল রেকর্ডপত্র ইত্যাদি না থাকাতে সলিসিটর উইং বা এ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক কোন তথ্যাদি প্রদান করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে মূল বাদীপক্ষের সরাসরি সম্পৃক্ততার অভাবে মামলাসমূহের সঠিকভাবে অনুসরণ ও

পরিচালনাও সম্ভব হয় না। বিষয়টি নিয়ে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হলে উক্ত মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, মাঠ পর্যায়ের কমিশনারেটসমূহের কমিশনার ও তাঁর অধঃস্তন কর্মকর্তাগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিট মামলা দাখিল করা হলে সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল রেসপনডেন্ট হিসেবে কমিশনারেট থেকে সরাসরি সলিসিটর উইং এ দফাওয়ারী মন্তব্য, ওকালতনামা ও প্রাসঙ্গিক দলিলাদি প্রেরণ এবং মাননীয় হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করাই যথাযথ। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে রিট মামলাসমূহের সঠিক আইনী মোকাবিলার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের বকেয়া আদায় করে রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের আইন শাখা থেকে এই আদেশ জারির সাথে সাথে উক্তরূপ দফাওয়ারী মন্তব্য প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপিল দায়ের করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন শাখার সংগঠন (Structure) নিম্নরূপে বিন্যাস করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো, যথাঃ-

আইন শাখার সংগঠন ও কার্যাবলিঃ

(ক) আইন শাখার দায়িত্বে একজন সহকারী, ডেপুটি কমিশনার নিয়োজিত থাকবেন। উক্ত শাখায় একজন প্রিন্সিপাল এ্যাপ্রেইজার, একজন এসপিএস একজন এ্যাপ্রেইজার ও প্রিভেন্টিভ অফিসার তাঁকে সহায়তা করবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মচারী কমিশনার নিয়োগ করবেন।

(খ) আইন শাখা রিট পিটিশন, অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বা চূড়ান্ত আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রুপে দফাওয়ারী মন্তব্য, ছায়ানথি প্রজ্ঞাপন ইত্যাদিসহ একটি নির্ধারিত সময় নির্দেশ করে পেশ করার জন্য গ্রুপের দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী/ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবে। সহকারী/ডেপুটি কমিশনার দফাওয়ারী মন্তব্য গ্রুপের প্রিন্সিপাল এ্যাপ্রেইজারকে সাথে নিয়ে প্রস্তুত করতঃ অনতিবিলম্বে প্রাসঙ্গিক তথ্য/ডকুমেন্টসসহ তাদের স্বাক্ষরে আইন শাখায় প্রেরণ করবে। আইন শাখা প্রাপ্তির সাথে সাথে কমিশনারের স্বাক্ষর নিয়ে বিশেষ দূত মারফত সলিসিটর, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, সলিসিটর উইং, ১৪, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা সমীপে ওকালতনামাসহ মূল দফাওয়ারী মন্তব্য, আরজি, ইত্যাদির কপিসহ প্রেরণ করতঃ কপি এ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর ও বোর্ডের সংশ্লিষ্ট আইন ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করবে। আপীলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে হবে। এই আদেশটি যেসব ক্ষেত্রে ইতোঃ পূর্বে বোর্ড থেকে দফাওয়ারী মন্তব্য প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেসব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(গ) আইন শাখার সাথে সকল গ্রুপ/শাখার কাজের সমন্বয় ও প্রতিপালনীয় বিষয়গুলো সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা তা সুপারভাইজ করার জন্য একজন যুগ্ম কমিশনারকে দায়িত্ব দিতে হবে।

(ঘ) ইতিপূর্বে বোর্ড থেকে বিভিন্ন ধরনের মামলার শ্রেণী বিন্যস্ত (categorywise) তালিকা করে তিনটি খন্ডে (volume) পাঠানো হয়েছে। শুল্ক ভবনের রেকর্ড পর্যালোচনা করে উক্ত তালিকায় বাদ পড়েছে এমন মামলাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে শুল্ক ভবন কম্পিউটারে সেগুলোর অনুরূপ তালিকা প্রস্তুতের কাজ চালু ও

অব্যাহত রাখবে। তালিকাসমূহে মামলার অগ্রগতি, ফলাফল, বকেয়া আদায় ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যের সংযোজনের ব্যবস্থাও নিতে হবে ও সময় সময় তা হালনাগাদ (Update) করতে হবে।

(ঙ) আশা করা যায় যে, প্রথম পর্যায়ের সমপর্যায়ের (Analogous) মামলাসমূহের তালিকা ইতোমধ্যে প্রস্তুত হয়েছে। তাদের দফাওয়ারী মন্তব্য, নথিপত্রগুলোসহ, অনতিবিলম্বে সদ্য পদস্থ ও হাইকোর্টের কার্যাবলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ডেপুটি কমিশনার জনাব মো: নুরুল ইসলাম কে রিটসমূহের একসাথে চূড়ান্ত শুনানির পদক্ষেপ নিতে এ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দায়িত্ব দেবেন। তাকে সহায়তা করার জন্য একজন পি. এ বা এ্যাপ্রেইজারকে দায়িত্ব দিতে পারেন। উক্ত কর্মকর্তাগণ তাদের সাথে আনীত রেকর্ডপত্র প্রয়োজনবোধে সাময়িকভাবে হাইকোর্টে অবস্থিত সমন্বয় কর্মকর্তার কক্ষে রাখতে পারেন এবং হাইকোর্টে তাদের দায়িত্ব পালনকালে হাইকোর্টে কর্মরত সহকারী কমিশনার (সমন্বয় কর্মকর্তা) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সহায়তা প্রদান করবেন। কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক আইনী পরামর্শের প্রয়োজন হলে শুল্ক ভবনের যে কোন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে বোর্ডের আইন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং সে ক্ষেত্রে আইন কর্মকর্তা তাঁর বিজ্ঞ পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবেন।

(চ) কমিশনার মামলাসমূহের সুষ্ঠুরূপে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উপর্যুক্ত দিক-নির্দেশনার অতিরিক্ত কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন মনে করলে তা করবেন। এই দিক-নির্দেশনার দ্বারা চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের পত্র নথি নং-আইন/পত্র/ বিবিধ/ ৩৬১/২৯৯৭-কাস তারিখ ৭/১০/১৯৯৮ এ উত্থাপিত বিষয় বিবেচিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(ছ) চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপর্যুক্ত উপানুচ্ছেদ ক-চ এর আলোকে অন্যান্য কমিশনারেটসমূহ আইন শাখা গঠন করবে এবং মামলার সংখ্যা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৩। উপর্যুক্ত দিক-নির্দেশনার আলোকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বোর্ডকে অবহিত করার অনুরোধ করা হলো।

[সাইফুল ইসলাম খান]
সদস্য (বোর্ড প্রশাসন)

উৎস: মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং-৩(৩৯)শুল্ক ০/৮৭(অংশ-২১)/৫৫৭ তারিখ: ২৮/১২/১৯৯৮

বিষয়: ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা প্রদানে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে।

সূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৩(৩৯)শুল্ক-০/৮৭/১৮৬২-৬৮ তারিখ ২৮.১২.১৯৯২।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিভিন্ন ধরনের রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করে রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা প্রদানের ওপর আরোপিত উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলো। তবে যেসব ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল হিসেবে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য নিশ্চিতরূপে অত্যাবশ্যক এবং যাদের বন্ড লাইসেন্সে রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের নাম উল্লেখ আছে কেবলমাত্র সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আমদানিকৃত রং ও রাসায়নিক দ্রব্য ইন্টু বন্ড করতে দেয়া যাবে।

(শাহনাজ পারভীন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

নথি নং-৪(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৯ তারিখ: ১৪/০২/৯৯ইং

অফিস আদেশ

বিষয়: বিনা শুল্কে ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহ কর্তৃক বন্ডে আমদানির বার্ষিক প্রাপ্যতা (entitlement) নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের আমদানির প্রাপ্যতা (entitlement) বিষয়ে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে প্রদত্ত শর্ত অস্পষ্ট হওয়ার কারণে আমদানি পণ্য খালাসে এবং অন্যান্য ব্যাপারে সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বনে প্রতিটি ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসের জন্য পৃথক পৃথক আমদানির প্রাপ্যতা (entitlement) সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস নির্ধারণ করবেন এবং এ পদ্ধতি বর্তমান অর্থ বছর (১৯৯৮-৯৯) থেকে কার্যকর হবে:–

(১) প্রতিটি ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক বিগত তিন বছরে বৈধভাবে বিক্রিত পণ্যের ক্রয় মূল্যের গড় করে ঐ বন্ডেড ওয়্যারহাউস বন্ডে বিনা শুল্কে বছরে কি মূল্যের পণ্য আমদানি করতে পারবে তা মার্কিন ডলারে নির্ধারণ করতে হবে;

(২) যদি ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে উল্লিখিত আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে ৩ বছরের গড় বিক্রয় মূল্য থেকে ৩০% বাদ দিয়ে উল্লিখিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (entitlement) মার্কিন ডলারে নির্ধারণ করতে হবে;

(৩) কোন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করতে পারবে না এবং কোন অতিরিক্ত আমদানি যেন না হয়, তা আমদানি কাস্টম হাউস/স্টেশন এর শুল্ক কর্মকর্তাগণ নিশ্চিত করবেন;

(৪) বর্তমান অর্থ বছরে কোন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস যা আমদানি করেছে এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে যা আমদানি করবে তার যোগফল বা সমষ্টি নির্ধারিত স্বত্বসীমার (entitlement) বেশি হতে পারবে না;

(৫) যদি বর্তমান বছরে কোন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসের আমদানি উল্লিখিত নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে তবে, সে প্রতিষ্ঠান এ বছরের অবশিষ্ট সময়ে আর আমদানি করতে পারবে না এবং অতিরিক্ত পণ্য পরের বছরের সত্ত্বসীমার সাথে সমন্বয় করা হবে;

(৬) উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রতিটি ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়ারহাউস এর জন্য বিনা শুল্কে বন্ডে বার্ষিক আমদানির প্রাপ্যতা (entitlement) ১৫ই মার্চ ' ৯৯ এর মধ্যে নির্ধারণ করে কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা সংশ্লিষ্ট সকল কমিশনার ও ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহকে অবহিত করবেন।

(শাহ্‌নাজ পারভীন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.২৬-২৭।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং-৪(১)শুল্ক-৪/৯৩/৩৩২-৩৪০ তারিখঃ ১০/০৩/৯৯ইং

আদেশ

বিষয়ঃ ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসের মালামাল ধ্বংসকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, এখন থেকে ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের মালামাল ধ্বংসকরণ বিষয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা চালু করতে হবেঃ—

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত শুল্ক কর্মকর্তা প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউজে নষ্ট হয়ে যাওয়া মালামালের তালিকা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কমিশনারকে অবহিত করবেন;

(খ) একজন কর্মকর্তা বদলি হলে পরবর্তী কর্মকর্তাকে দায়িত্ব হস্তান্তরের পূর্বে আবশ্যিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ গ্রহণ করে নষ্ট হয়ে যাওয়া

মালামাল যথানিয়মে ধ্বংস করবেন এবং দায়িত্ব হস্তান্তর পত্রে এ মর্মে নতুন কর্মকর্তা বুঝে নেবেন যে তার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেকার কোন নষ্ট হয়ে যাওয়া মালামাল নেই। দায়িত্ব হস্তান্তরকারী কর্মকর্তা এই প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করে ফটোকপি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের দপ্তরে জমা দেবেন এবং নিজে মূল কপিটি রেকর্ড হিসাবে সংরক্ষণ করবেন;

(গ) প্রত্যেক ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসে একটি রেজিস্টার রাখা হবে, যাতে নষ্ট হয়ে যাওয়া মালামাল দৈনিক ভিত্তিতে এন্ট্রি করা হবে এবং ভারপ্রাপ্ত শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক দিনের শেষে স্বাক্ষরিত হবে। উর্ধ্বতন/পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে এই রেজিস্টার যাচাই করবেন এবং পরিদর্শনের তারিখসহ পরিস্কারভাবে নাম ও পদবি লিখে স্বাক্ষর করবেন। এই রেজিস্টার কোন সময় ওয়্যারহাউসের বাইরে নেয়া যাবে না এবং সকল এন্ট্রি [পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ (সংখ্যায় ও অক্ষরে)] পরিচছন্নভাবে সতর্কতার সঙ্গে লিখতে হবে। কাটাকাটি কিংবা Overwriting থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অসদাচরণ হিসাবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত রেজিস্টারটির প্রথম পৃষ্ঠায় মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার স্বাক্ষর করবেন এবং উহা শুল্ক কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক হেফাজতে থাকবে এবং বন্ডের কোন কর্মচারী বা বন্ড মালিক এতে কোন কিছু লিখতে পারবেন না।

(ঙ) উল্লিখিত রেজিস্টার ১৪-০৩-৯৯ ইং তারিখ থেকে সকল ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউজে আবশ্যিকভাবে চালু করে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

(শাহ্নাজ পারভীন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক:রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.২৭-২৮।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(১৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/১৪৮৯ তারিখ: ২০/০৯/১৯৯৯

বিষয়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বিজিএমইএ'র মধ্যে অনুষ্ঠিত ০১/০৮/১৯৯৯ইং তারিখের সভার বিষয়াবলি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ:

আলোচ্য সূচি:

১। **স্যাম্পল আমদানি:**

ক) আমদানি নীতি (১৯৯৮-২০০০) অনুযায়ী ক্যাটাগরী প্রতি ২০টি করে (সর্বোচ্চ ১০০টি) নমুনা আমদানি করা যাবে।

খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-১(৩)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/৯৭৬-৯৯৩ তারিখ ১২/৬/১৯৯৭ অনুযায়ী নিম্নরূপ স্যাম্পল ফেব্রিক্স/ইয়ার্ন/এক্রেলিক উল আমদানি সম্ভব:

	নমুনা	সর্বোচ্চ পরিমাণ
(i)	ওভেন কাপড়	ইউডিতে অনুমোদিত কাপড়ের পরিমাণের সর্বোচ্চ ১%। তবে কোন অবস্থাতেই একটি অর্ডারের ক্ষেত্রে ২০০ গজের বেশি হবে না।
(ii)	উল/এক্রেলিক/নীট কাপড়	ইউডিতে অনুমোদিত কাপড়ের পরিমাণের সর্বোচ্চ ১.৫%। তবে কোন অবস্থাতেই একটি অর্ডারের ক্ষেত্রে ২০০ পাউন্ডের বেশি হবে না।
(iii)	সুতা	ইউডিতে অনুমোদিত মোট পরিমাণের সর্বোচ্চ ১.৫%। তবে কোন অবস্থাতেই একটি অর্ডারের ক্ষেত্রে ২০০ পাউন্ডের বেশি হবে না।

উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই স্যাম্পল আমদানি খুবই জটিলময় এবং Practical field এ উহা ছাড় করাতে অনেক সময় গেলে যায়।

ZIA পোর্টে অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলারের কপি পাঠিয়ে দিয়ে কারখানার জন্য স্যাম্পল ছাড় করাতে হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ পুরাতন তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরে রপ্তানিকৃত পোশাক ব্যবহৃত ফেব্রিক্স/ইয়ার্ন/এক্রেলিক নীট কাপড়ের ০.৫০ পরিমাণ এবং নতুন পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকের জন্য যে পরিমাণ কাপড়/ফেব্রিক্স/ইয়ার্ন উল/এক্রেলিক প্রয়োজন তার ০.৫% পরিমাণ ফেব্রিক্স/ইয়ার্ন/উল/এক্রেলিক নমুনা হিসাবে 'নমুনা পাসবই' এ অন্তর্ভুক্ত করে শুধুমাত্র জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও বেনাপোল স্থল শুল্ক বন্দরের মাধ্যমে বিনা শুল্কে আমদানি করা যাবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফরমেট অনুযায়ী বিজিএমইএ নিজস্ব সদস্য প্রতিষ্ঠানের নামে নমুনা পাসবই ইস্যু করবে। বিজিএমইএ কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য এবং বিজিএমইএ'র সচিব উক্ত নমুনা পাসবইতে যৌথ স্বাক্ষর করবেন। বিজিএমইএ প্রত্যেক বন্ডারের অনুকূলে ১০০ পৃষ্ঠা সংবলিত ১ কপি পাসবই ইস্যু করবে এবং পাসবই ইস্যুর তথ্য সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমসকে অবহিত করবে। আমদানি পর্যায়ে নমুনা পাসবই যাচাইয়ের লক্ষ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষ নমুনা পাসবই ইস্যুর তথ্য একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবে। যে কোন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান অডিট/পরিদর্শনকালে উল্লিখিত নমুনা পাসবই অডিটযোগ্য দলিল হিসাবে গণ্য হবে। কোন পোশাক শিল্পের অনুকূলে নমুনা পাসবই ইস্যু করা হলে ঐ প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র নমুনা পাসবইয়ের মাধ্যমেই নমুনা আমদানি করতে পারবে। অর্থাৎ ঐ প্রতিষ্ঠান পূর্বের নিয়মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-১(৩)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/৯৭৬-৯৯৩ তারিখ ১২.০৬.১৯৯৭ অনুযায়ী কোন নমুনা আমদানি করতে পারবে না। নমুনা পাসবইয়ের উভয় পাতায় তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। লাইসেন্সের বার্ষিক মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বছরের নমুনা আমদানির স্বত্বসীমা (entitlement) নিঃশেষ হবে এবং নতুন বছরের জন্য নতুন স্বত্বসীমা নির্ধারণ করে নমুনা আমদানি তথ্য নতুন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

আলোচ্য সূচিঃ

২। পোশাক শিল্পে আমদানি-রপ্তানি ত্বরান্বিত করা এবং এ সেক্টরের আমদানি রপ্তানিতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আনার লক্ষ্যে গ্রিন চ্যানেল পদ্ধতি চালুকরণ ও কম্পিউটারাইজেশন এর পদক্ষেপ গ্রহণঃ

সিদ্ধান্তঃ গ্রিন চ্যানেল পদ্ধতির অধীনে নিম্নবর্ণিত শ্রেণীর পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল পরীক্ষা ব্যতীত ছাড় করা যাবে। তবে ৫% দৈবচয়ন পরীক্ষার এখতিয়ার শুল্ক কর্তৃপক্ষের থাকবে এবং ঘোষিত পরিমাণের সাথে পরীক্ষার কখনও গরমিল পাওয়া গেলে রপ্তানির স্বার্থে ২% পর্যন্ত কম/বেশি গরমিল পাসবইয়ে এন্ট্রি সাপেক্ষে এবং এর অতিরিক্ত হলে রপ্তানির শর্তে কাপড় খালাস নেয়া যাবে:

ক) বিগত ২ বছরের মধ্যে যেসব পোশাক শিল্পের মূল মালিকানায় সর্বমোট ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগের) এর বেশি পরিবর্তন হয় নাই।

খ) যেসব পোশাক শিল্পের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ/অনিয়ম/দাবিনামা নেই এবং নিয়মিত অডিট ও পরিদর্শন করা হয়েছে।

গ) কোন প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত চালানে ঘোষণার সাথে ২% এর বেশি গরমিল বা অন্য কোন রকম গরমিল তিনবারের বেশি পাওয়া গেলে সেই প্রতিষ্ঠানের গ্রিন চ্যানেলের সুবিধা বাতিল করা হবে।

আলোচ্য সূচিঃ

৩। কোনরূপ এলসি প্রতিষ্ঠা ছাড়াই কাঁচামাল আমদানিঃ

এসআরও ২৭১-আইন/৯৪/১৫৬৪/Customs Act, 1969 (iv of 1969) তারিখ ১৯/০৪/১৯৯৪ মোতাবেক নিম্নলিখিত উপায়ে বন্ডদাতা মাস্টার রপ্তানি ঋণপত্র বা ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকেই অনধিক চার মাসের জন্য কাঁচামাল আমদানি করতে পারে:

“ক) বন্ডদাতা কাঁচামাল আমদানির পূর্বেই, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফরমে উক্ত আমদানি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট কালেক্টর (বন্ডেড ওয়্যারহাউস) এর নিকট একটি ঘোষণাপত্র এবং উপ-বিধি (১)(ক)(ই) তে উল্লিখিত বন্ড (অর্থাৎ ইউডি ইস্যু করার সময় যে ধরনের বন্ড প্রদান করতে হয়) এর তিনটি অনুলিপি দাখিল করিবেন এবং উক্ত কালেক্টর সংশ্লিষ্ট বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ধারণক্ষমতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল খালাসের সুপারিশ করিয়া উক্ত ফরম ও বন্ডের অনুলিপিগুলো আমদানি পর্যায়ের কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করিবেন।

খ) উক্ত কাঁচামাল আমদানির পর আমদানি পর্যায়ের কালেক্টর বা কালেক্টরগণ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা দফা ক-এর অধীনে সুপারিশ অনুসারে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল খালাস করিয়া খালাসের বিষয়টি বন্ডদাতার পাসবইতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত ঘোষণাপত্র ও বন্ডের একটি অনুলিপি বন্ডদাতাকে ফেরত দিবেন এবং অপর একটি অনুলিপি কালেক্টরের (বন্ডেড ওয়্যারহাউসের) নিকট প্রেরণ করিবেন।

সিদ্ধান্তঃ এতদ্‌বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করবে।

আলোচ্য সূচিঃ

৪। ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি চার্জ এবং সিএন্ডএফ এজেন্টস কমিশনের ওপর ভ্যাট (VAT):

১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেটে রপ্তানির সাথে সম্পর্কিত সেবাসমূহকে মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা-২৩ বাজেট বক্তৃতা)। এতদসত্ত্বেও তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকগণের নিকট থেকে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি চার্জ এবং সিএন্ডএফ এজেন্টস কমিশনের ওপর (VAT) ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প খাতকে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি চার্জ এবং সিএন্ডএফ এজেন্টস কমিশনের ওপর ভ্যাট প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

আলোচ্য সূচিঃ

৫। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় কাঁচামাল আমদানিঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাম্প্রতিক অফিস স্মারক ৩(১৭)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/৬৯৪ তারিখ ১২.০৫.১৯৯৯ এর মাধ্যমে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পূর্ণ বন্ডের সুবিধার আওতায় কাঁচামাল আমদানির ওপর restriction আরোপ করা হয়েছে যা রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম প্রচন্ডভাবে ব্যাহত করবে; ফলে শুধু পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হবে মারাত্মকভাবে।

সিদ্ধান্তঃ কোনরূপ এলসি (ব্যাক-টু-ব্যাক) প্রতিষ্ঠা ছাড়াই সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি করা যাবে– এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উল্লিখিত আদেশ স্থগিত থাকবে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উল্লিখিত আদেশ স্থগিত থাকবে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারির পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এতদ্সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করবে।

আলোচ্য সূচিঃ

৬। আইজিএম সংশোধনীঃ

আইজিএম (Import General Manifest) সংশোধনীর বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস আদেশ থাকা সত্ত্বেও কাস্টমস পয়েন্টে বিজিএমইএ'র সুপারিশ চাওয়া হয় (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৩(১)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/১৯৫৭ তারিখ ২৭/১০/১৯৯৮)।

সিদ্ধান্তঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৩(১)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/১৯৫৭ তারিখ ২৭/১০/১৯৯৮ তে আইজিএম সংশোধনীর বিষয়ে বিজিএমইএ'র সুপারিশ গ্রহণের কোন শর্ত নেই। শুল্ক কর্তৃপক্ষ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উল্লিখিত আদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

আলোচ্য সূচিঃ

৭। বিজিএমইএ এর সদস্যপদঃ

কাঁচামাল ছাড়করণের সময় অনেক ক্ষেত্রে কাস্টমস পয়েন্টে বিজিএমইএ সদস্যপদ হালনাগাদ নবায়নকে পূর্বশর্ত হিসাবে আরোপ করা হয়। এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং আমদানি/রপ্তানি কর্মকাণ্ডের বিলম্ব ঘটায়। কেননা শুধু সংগঠনের বোনাফাইড সদস্যরাই বিজিএমইএ থেকে ইউডি গ্রহণ করে থাকে।

সিদ্ধান্ত: বিজিএমইএ যেহেতু কেবল তার বোনাফাইড সদস্যদের অনুকূলে ইউডি ইস্যু করে থাকে সেহেতু বিজিএমইএ থেকে ইস্যুকৃত ইউডি'র বিপরীতে মালামাল ছাড়করণের সময় পুনরায় মেম্বারশিপ সার্টিফিকেট চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

আলোচ্য সূচি:

৮। শর্ট শিপমেন্ট:

তৈরি পোশাক কারখানার শর্ট শিপমেন্ট এর বিষয় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনায় আনার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কেননা উৎপাদনজনিত বা ফেব্রিক্সের প্রকারভেদের কারণে শর্ট শিপমেন্ট হতে পারে।

সিদ্ধান্ত: শর্ট শিপমেন্ট এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মেম্বার (কাস্টমস) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটিতে সদস্য হিসাবে কাজ করবেন সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস, বিজিএমইএ'র ২ জন প্রতিনিধি (যাদের মধ্যে ১ জন হবেন বিজিএমইএ'র সহ-সভাপতি) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড) এই কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

আলোচ্য সূচি:

৯। ছুটির দিনে রপ্তানির পাশাপাশি আমদানি শুল্ক সেকশন খোলা রাখার জন্য অনুরোধ:

ছুটির দিনে ও রাত ৮টার পর মালামাল ছাড়করণের জন্য রপ্তানির পাশাপাশি আমদানি শুল্ক সেকশন খোলা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত: আলোচ্য বিষয়টি বিজিএমইএ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের সভায় উত্থাপন করতে পারে।

আলোচ্য সূচি:

১০। একই সময়ে একাধিক কাস্টমস পয়েন্ট থেকে কাঁচামাল ছাড়করণ:

অরিজিন্যাল ইউডি'র বিপরীতে কোন এক কাস্টমস পয়েন্ট থেকে মালামাল ছাড় করতে গেলে একই সময় এমনকি জরুরী প্রয়োজনের জন্য কাস্টমস পয়েন্ট থেকে উক্ত অরিজিন্যাল ইউডি'র অভাবে বন্ডার মালামাল ছাড় করাতে পারেন না। এতে বন্ডার অনেক সময় যথাসময়ে পোশাক তৈরি করে রপ্তানি করতে ব্যর্থ হন। ফলে বন্ডার স্টকলটের শিকার হয়ে পড়েন।

সিদ্ধান্ত: বিজিএমইএ কর্তৃক সত্যায়িত অরিজিন্যাল ইউডি'র কপির বিপরীতে কাঁচামাল ছাড় করা যাবে। এক্ষেত্রে সত্যায়িত কপির বিপরীতে কোন কাস্টমস হাউস/স্টেশন দিয়ে মালামাল খালাস করা হবে তার নাম এবং পণ্যের বর্ণনা ও পরিমাণ সম্পর্কে সত্যায়িত ইউডি'র

গায়ে প্রত্যায়ন করবেন এবং সত্যায়িত ইউডি'র মাধ্যমে যে মালামাল খালাস হবে সে তথ্য মূল ইউডি-তে বিজিএমইএ ইউডি'র কপি সত্যায়নকালে লিপিবদ্ধ করবে। ইউডি-তে স্বাক্ষর করার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তিই কেবল ইউডি সত্যায়িত করতে পারবেন। সত্যায়িত ইউডি'র মাধ্যমে মালামাল খালাস তথ্য মূল ইউডি-তে ১০ দিনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সত্যায়িত ইউডি'র বিপরীতে মালামাল খালাস তথ্য মূল ইউডি-তে যথাসময়ে এন্ট্রি করা হয়েছে কি না তা যে কাস্টমস হাউস/স্টেশনের মাধ্যমে সত্যায়িত ইউডি'র বিপরীতে পণ্য খালাস দেয়া হয়েছে সে কাস্টমস হাউস/স্টেশন যথাযথভাবে মনিটর করবে। মূল কপিতে যথাসময়ে এন্ট্রি সম্পন্ন করা না হলে পরবর্তীতে ইউডি ইস্যু বন্ধসহ বন্ডারের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য আমদানি কাস্টম হাউস/স্টেশন বন্ড লাইসেন্সিং অথরিটি এবং বিজিএমইএ-কে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবে। একটি ইউডি'র জন্য শুধুমাত্র একবার সত্যায়িত কপি প্রদান করা যাবে।

আলোচ্য সূচিঃ

১১। প্রাইভেট বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠাঃ

তৈরি পোশাক শিল্প খাতের কাঁচামাল সম্পূর্ণ বন্ডেড সুবিধার আওতায় প্রাইভেট বন্ডেড ওয়্যারহাউসে মজুদ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। এই সুবিধার আওতায় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকগণ বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানির জন্য অপেক্ষা না করে উক্ত প্রাইভেট বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে তা সংগ্রহ করে বিদেশি ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক লিড টাইম মোকাবিলা করে তৈরি পোশাক রপ্তানি করতে সক্ষম হবে।

সিদ্ধান্তঃ বিজিএমইএ'র যৌথ মালিকানায় উল্লিখিত ধরনের বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠান জন্য বিজিএমইএ-কে উদ্যোগ নিতে সভায় অনুরোধ জানানো হয়। বিজিএমইএ বিষয়টি পরীক্ষা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে জানাবে।

আলোচ্য সূচিঃ

১২। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাটিং ইন্সপেকশনে বিজিএমইএ'র প্রতিনিধিঃ

কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন তৈরি পোশাক কারখানার ওপর ফেব্রিক্স কাটিং ইন্সপেকশনের শর্ত আরোপ করা হলে সেখানে বিজিএমইএ'র প্রতিনিধি রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন তৈরি পোশাক শিল্পের আমদানিকৃত ফেব্রিক্সের ওপর কাটিং ইন্সপেকশন শর্ত আরোপ করা হলে, তা কাস্টমস অফিসিয়াল ও বিজিএমইএ প্রতিনিধির যৌথ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবে। এই কাটিং ইন্সপেকশনের জন্য বন্ডার যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিসে ও বিজিএমইএ-কে অবহিত করবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিজিএমইএ বা শুল্ক কর্তৃপক্ষ যে কোন এক পক্ষের প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকলে অন্য পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কাটিং সম্পন্ন করা যাবে। শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত নোটিং সকল সময় সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নামে তার দপ্তরে বিশেষ বাহক মারফত আর একটি কপি ফ্যাক্সযোগে পাঠাতে হবে।

আলোচ্য সূচি:

১৩। **এলসিতে উল্লিখিত ঠিকানা ও বন্ড লাইসেন্সে ঘোষিত ঠিকানা ভিন্ন হলে ডকুমেন্টসের গ্রহণযোগ্যতা:**

এলসিতে উল্লিখিত ঠিকানা ও বন্ড লাইসেন্সে ঘোষিত ঠিকানা ভিন্ন হলে ডকুমেন্টস আমদানি ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না - ফলে বন্ডারগণ মালামাল ছাড় করাতে পারেন না। করসপনডেন্স-এর সুবিধার্থে কারখানা কর্তৃপক্ষের অফিসের ঠিকানা এলসিতে উল্লেখ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল খালাসের ক্ষেত্রে আমদানি ঋণপত্র/ব্যাক-টু-ব্যাক এলসিতে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্সে ঘোষিত বন্ডেড ওয়্যারহাউসের তথা কারখানার ঠিকানা এবং হেড অফিসের ঠিকানা উভয়ই উল্লেখ থাকতে হবে।

(আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা।

নথি নং ২(৯) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৬/৩৭ — তারিখ: ০৪-০১-২০০০ইং

অফিস স্মারক

বিষয়: **রপ্তানিমুখী প্রক্রিয়াকরণ এলাকার জন্য এবং তথায় অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্য আমদানি প্রসঙ্গে।**

সূত্র : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-এর পত্র নং ৫১.৫৮.০৭.০.০.১.৯৯ (অংশ-২)/১৪১(১০), তারিখ ২৪-৪-২০০০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গভর্নর বোর্ড সচিবালয়ের ৮ম সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্য সূচি ৬-এর ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত নিম্নরূপ:

(ক) ইপিজেড এ্যাক্ট ১৯৮০ এর সেকশন ৭(ই) এফ, প্রাইভেট ইপিজেড এ্যাক্ট ১৯৯৫ এর ধারা ৭(ক), (খ) ও ধারা ১৫ এর আওতায় আলোচ্য প্রকৃতির মালামাল অন্তর্ভুক্ত হবে- মর্মে সংশ্লিষ্ট ইপিজেড এর 'গভর্নর বোর্ড' সিদ্ধান্ত দিয়ে বন্ড পদ্ধতিতে এসব পণ্যের শুল্ককর মওকুফ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আপত্তি করবে না।

(খ) রাংগুনিয়া ইপিজেড যথাশীঘ্র বন্ড এলাকা/ওয়্যারহাউজিং স্টেশন ঘোষণার জন্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ইপিজেড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এলাকার ম্যাপসহ কাস্টম হাউস

চট্টগ্রাম বরাবর আবেদনপত্র প্রেরণ করতে হবে। শুল্ক ভবনের মতামত প্রাপ্তির পর ইপিজেড কর্তৃপক্ষ থেকে তথ্য/দলিলাদি পাওয়া সাপেক্ষে বোর্ড হতে “ওয়্যার হাউজিং” স্টেশন ঘোষণা করা হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট কমিশনার বন্ড লাইসেন্স ইস্যু করবেন। এসব প্রক্রিয়া সম্পন্নের আগেই তালিকাভুক্ত মালামাল আমদানি হবে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে “প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এসব পণ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন ও এর ব্যত্যয় হলে পণ্যের শুল্ক-কর প্রদান করবেন”- মর্মে অঙ্গীকারনামা নিয়ে এবং যথাযথভাবে দাবিনামা জারি করে এসব পণ্য খালাস করা যাবে। ওয়্যারহাউজিং স্টেশন ঘোষণা ও বন্ড লাইসেন্স প্রদানের পর প্রকল্পে পণ্যের ব্যবহার হয়েছে- মর্মে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিশ্চিত হওয়ার পর বন্ড রেজিস্টারে সে মর্মে এন্ট্রি করতে হবে।

(মো: মুজিবুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.৩৩।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নথি নং-৩(২১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮ তারিখ: ২৭/৪/২০০০

বিষয়: সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পসমূহের বন্ডেড ওয়্যারহাউস কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে নির্দেশ।

সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি ঋণপত্রের জাহাজীকরণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ না থাকলে স্টকলটকৃত মালামাল সরেজমিন যাচাই না করে আমদানিকৃত কাঁচামালের পরবর্তী চালান খালাস করা যাবে। তবে এখানে শর্ত থাকে যে পূর্ববর্তী দুটি ঋণপত্রের মালামাল স্টকলট হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে আমদানি কাস্টম হাউস/ স্টেশন মালামাল খালাসের সাথে সাথে খালাস তথ্য লাইসেন্সিং অথরিটিকে জানাবে (ফ্যাক্স ও ডাকযোগে) এবং একই পত্রে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে স্টকলট সরেজমিন যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন আমদানি কাস্টমস হাউস জানানোর জন্য অনুরোধ জানাবে। লাইসেন্সিং অথরিটি উক্ত পনের দিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। এতদ্বারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নথি নং-৩(১৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/১৫৭ তারিখ ১১.০২.১৯৯৯ বাতিল করা হলো।

২। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহ বা অভিযোগ না থাকলে এসব চালানের সর্বোচ্চ ৫% পরীক্ষা করা হবে। তবে, শার্টিং, সুটিং পলিস্টার প্যান্টের কাপড় ও জর্জেট কাপড়ের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত চালানের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ কায়িক পরীক্ষা করা হবে এবং কোন চালানের বিষয়ে কমিশনার সন্দেহ পোষণ করলে সে ক্ষেত্রে কমিশনার যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সে পরিমাণ পণ্য পরীক্ষা করা যাবে। এতদ্বারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস স্মারক নং-১(৩)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/৯৭৬-৯৯২ তারিখ ১২.০৩.১৯৯৭ এর অনুচ্ছেদ ৩ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক

নং-৩(৩)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/১৭২৭-১৭৩৯ তারিখ ২১.১.১৯৯৮ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ অনুচ্ছেদ ৬ এতদ্বারা বিলুপ্ত করা হলো।

৩। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শুল্ক আইনের ধারা ৮০ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী ৩(তিন) বছর পর পর জেনারেল বন্ড নতুনভাবে দাখিল করতে হবে। উক্ত তিন বছর মেয়াদে কোন রকমের অনিয়ম সংঘটিত না হলে জেনারেল বন্ডটি তিন বছরের জন্য বহাল থাকবে। তিন বছর পর নতুন করে জেনারেল বন্ড দাখিল করতে হবে এবং পূর্ববর্তী তিন বছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে ন্যূনপক্ষে দুটি অডিট রিপোর্ট অবশ্যই সম্পন্ন হতে হবে। কোন অনিয়ম না থাকলে নতুন জেনারেল বন্ড গ্রহণ করা যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত জেনারেল বন্ডের মূল্যমানের অতিরিক্ত পণ্য কখনোই বন্ডেড গুদামে মজুদ রাখা যাবে না, এ লক্ষ্যে আমদানি কাস্টম হাউস/স্টেশনে আমদানি চালান খালাসকালে রপ্তানি পরিসংখ্যান যাচাই করবে।

৪। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের বার্ষিক অডিটের সময়কাল হবে ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর অর্থাৎ কোন বছরের বার্ষিক ফি প্রদানকালে পূর্ববর্তী বছরের (১ লা জানুয়ারী থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর) কার্যক্রম সংক্রান্ত অডিট রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

[শাহনাজ পারভীন]
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

Government of the People's Republic of Bangladesh
National Board of Revenue
Dhaka

Standing Order
(Customs)
Dated: 25 July, 2000

No.100/2000/shulka.- In supercession of the Standing Order No-. 01/99/Cus. dated the 12 July, 1999, the National Board of Revenue is pleased to issue this new standing order for the disposal of:

(a) motor vehicles and durable/semi-durable goods imported without payment of duties and taxes by diplomatic missions/ diplomats/privileged organizations or other authorized persons for official/personal use; and

(b) motor vehicles, machineries, equipments and durable/semi-durable goods imported without payment of duties and taxes by project implementing agencies/donor organizations/ contractors for implementing foreign aided/government funded projects in Bangladesh with prior concurrence of the National Board of Revenue.

02. This order comes into force with immediate effect.

03. Disposal of vehicles and durable/semi-durable goods imported by diplomatic missions, diplomats, privileged organizations and privileged persons:

Disposal of vehicles and durable/semi-durable goods imported by diplomatic missions, diplomats, privileged organizations and persons shall be done in any of the following manners:

(a) Vehicles, durable or semi-durable goods imported without payment of duties and taxes may be re-exported with permission from the commissioner through whose jurisdiction the goods were imported.

(b) A diplomatic mission/diplomat/privileged organization or person may sell/transfer such goods without payment of duties and taxes only to another diplomatic mission/diplomat/ privileged organization or person with prior permission from the National Board of Revenue.

(c) A diplomatic mission/diplomat/privileged organization or person may sell such goods to any non-privileged organization/person on payment of duties and taxes either expiry of 3 (three) years or on completion of assignment in Bangladesh.

(d) Vehicles/durable or semi-durable goods may be sold/transferred by diplomatic missions/diplomats as stated in sub-para (b) and (c) above only after obtaining a certificate from the Ministry of Foreign Affairs, Government of Bangladesh. A copy of the said certificate shall be endorsed to the Commissioner of Customs who would make necessary assessment and realize duties and taxes, if applicable. The privileged person/organization concerned shall directly apply to the Commissioner for permission with a copy to the National Board of Revenue. The Commissioner shall issue necessary permission within 15 (fifteen) working days of receipt of the application with intimation to the Board.

(e) Such vehicles, durable and semi-durable goods may be sold through sealed tender provided, in case of a vehicle, it has been used for at least 08 (eight) years and, in case of other durables/semi-durables, such goods have been used for at least 05 (five) years in Bangladesh. In such cases, the following formalities shall be observed:

(i) The concerned diplomatic mission/privileged organization shall submit a list of disposable vehicles (with registration particulars)/durable or semi-durable

goods (with manufacturer's number where applicable) alongwith copies of corresponding import-bill, invoice, bill of lading etc. to the concerned Commissioner (through whose jurisdiction goods were imported) and obtain prior permission for selling the same through sealed tender. Another copy of the same list, without other documents, will be submitted to the National Board of Revenue for information.

(ii) The sealed tender will be conducted under the direct management and supervision of the concerned diplomatic mission/privileged organization/concerned Ministry/Division and, in special cases, with prior written permission from the National Board of Revenue by a government agency, department or autonomous corporation/authority. On formal request of the diplomatic mission/privileged organization, the Commissioner of customs will nominate an officer, not below the rank of an Assistant Commissioner, to remain present at the opening of sealed tenders and to sign the comparative tender sheet. Competitive tender must be ensured through publication of notice in at least 03 (three) national dailies (two Bangladesh and one English). In cases of tender by government authorities, strict adherence to government rules and regulations governing such tenders shall be ensured. All expenses incidental to the entire process of sale through sealed tender as described above shall be borne by the concerned diplomatic mission/privileged organization/ Ministry/ Division/ or government agency/ department/ autonomous corporation or authority concerned.

(iii) Entire sale-proceeds of the sealed tender will be deposited in to the government treasury in the account of the Custom House/station concerned. The diplomatic mission/privileged organization shall then submit to the Commissioner of customs, copies of tender notice, newspaper cutting, tender documents and documentary evidence of deposition of sale-proceeds into the government treasury and obtain prior clearance from him before handing over the goods to the successful tenderer. The Commissioner of Customs shall give the clearance to hand over the goods to the successful tenderer within

15 (fifteen) working days of receipt of these documents from the diplomatic mission/privileged organization concerned. If the Commissioner fails to dispose of the matter within the stipulated time then the requesting body will approach the National Board of Revenue. The Board shall arrange for final disposal of the matter within 21 (twenty one) working days from receipt of such a request.

(iv) All the formalities described above will have to be completed within 06(six) months from the date of issuance of the permission by the Commissioner of Customs as described in para 3 (e) (i). The Board may in exceptional cases of difficulty extend this time limit by a maximum of 3 (three) months.

04. Disposal of vehicles, machineries, equipments and other durable and semi-durable goods imported without payment of duties and taxes on re-exportable basis by project implementing agency/ donor agency/contractor:

Disposal of project vehicles, machineries, equipments and other durable and semi-durable goods shall be done in any of the following manners:

(a) They may be re-exported within 06(six) months of completion of the project with permission from the Commissioner through whose jurisdiction that were imported; or

(b) They may be sold or handed-over or retained on payment of duties and taxes with prior permission from the National Board of Revenue within 06 (six) months of completion of the project; or

(c) Vehicles, heavy machineries and equipments may be sold through sealed tender provided that they have been used for at least 08 (eight) years in Bangladesh. In case of other durable or semi-durable goods, such goods can be sold through sealed tender only if they have been used for at least 05 (five) years in Bangladesh. However, if the project period is less than 05 (five) years, all such goods may also be sold in the same manner on completion of the project. In such cases, the relevant procedure laid down in para 3(e) above shall be followed. But the entire process of conducting the sealed tender in accordance with the procedure laid down in the said para shall be completed within the prescribed time limit by the concerned project implementing Ministry/Division or where

special permission has been given by the National Board of Revenue to the concerned Govt. agency/Department/ autonomous corporation/authority. The process laid down in sub-para (i) of para 3(e) must, in such cases, be completed within 06(six) months of completion of the project or after completion of 08 (eight)/05 (five) years of use of the goods, as the case may be.

05. No vehicle/machinery/equipment/durable or semi-durable goods imported on temporary basis for implementation of projects shall be retained in Bangladesh without payment of duties and taxes beyond 06(six) months after expiry of the project completion date without prior written permission from the National Board of Revenue.

06. Vehicles, machineries, equipments and other durable/semi-durable goods already imported without payment of duties and taxes on permanent/consumable basis by the government/donor agency for implementation of projects included in the ADP or under a TAPP may also be disposed off in the same manner described in para 4 (c).

07. General conditions for availing concessions under this order:

(a) In case of unauthorized transfer/retention/sale of vehicles/ machineries/equipments/ durable or semi-durable goods, such goods shall be confiscated by the Government. Vehicles transferred legally should carry fresh registration number in conformity with the status of the new owner or organization and in no case should ply with the previous number plates. The organization or person disposing of vehicles shall ensure that the vehicles are handed over to the buyer only after these have been duly reregistered as per law of Bangladesh.

(b) Transfer/sale/retention of items, the import of which are prohibited shall not be allowed under this order. This order will also be subject to all restrictions/prohibitions/conditions under any law/order/regulation in force.

(c) Violation of this standing order shall attract penal provision of the Customs Act, 1969.

Assessment of duties and taxes : Assessment of duties and taxes at the time of sale/transfer/retention shall be made on the basis of the value, rates of duties and taxes and exchange rate as are applicable/effective/prevalent at the date on which the payment of duty will be made as provided under section 30(1)(C) of The Customs Act, 1969. As used goods, having no standard value, the assessable value will be computed by allowing depreciation from the value at the time of first importation at the rate of 10 (ten) percent per year subject to a maximum of 80 (eighty) percent

calculated from the date of importation of motor vehicles/ machineries/ equipments/durable/or semi- durable goods. Any part of the year exceeding 06 (six) months shall be treated as a complete year for calculation of depreciation.

[Abul Quasem]
Member (Customs).

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-১; পৃ.৫৭৬-৫৮০।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং-৪(১) শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড/৯৯/৩৩৪ তারিখ: ২৮/০৮/২০০০

অফিস স্মারক

বিষয়: ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেজড এবং নন-ডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহ অডিট/নিরীক্ষা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষপূর্বক নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ১০ বছরে বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের আমদানি, বিক্রি, বিক্রির আইনানুগতা, পরিশোধিত শুল্ক ও কর, ফাঁকিকৃত শুল্ক ও কর (যদি থাকে), মজুদ/স্টক পরিস্থিতি ও রেকর্ডপত্র ইত্যাদি অডিট/নিরীক্ষা করা হয়নি। অডিট/নিরীক্ষা করা হয়নি বিধায় সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিটে পণ্য আমদানি করলেও এসব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিগত এক দশকে বছর ভিত্তিক কি কি পণ্য কি পরিমাণে ও মূল্যে আমদানি করেছে, আমদানির বার্ষিক প্রাপ্যতা ও এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি কি ছিল, সেভাবে পণ্য আমদানি করেছে কিনা, কোন ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর ফাঁকি হয়েছে কিনা, বন্ডেড পণ্য Clandesting home consumption এ গেছে কিনা, কোন পণ্যের বন্ডিং মেয়াদ অতিক্রম করেছে কিনা। তাছাড়া এসব বন্ডে বিগত সময়ে যেসব বন্ড অফিসার কর্মরত ছিলেন-তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন কিনা। বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের যথাযথ কূটনীতিকগণের নিকট ভিয়েনা কনভেনশন-এর বিধান অনুযায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র/বিবরণী অনুযায়ী বৈধ Entitlement এর মধ্যে, বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান (বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, জাতিসংঘ ইত্যাদি) কর্মরত ও সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরসহ বৈধ কাস্টমস্ পাসবুকধারী সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট নির্ধারিত Entitlement এর মধ্যে সব বন্ড হতে পণ্য বৈধ নিয়মে বিক্রি করা হয়েছে কিনা। তাছাড়া বিগত এক দশকেরও বেশি সময়কালে বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত প্রিভিলেজড ব্যক্তিদের অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ঢাকা শুল্ক ভবন হতে যেসব কাস্টমস্ পাসবুক দেয়া হয়েছিল- সেগুলোর হালনাগাদ হিসাব সমন্বয় ও বৈধ মেয়াদান্তে সংশ্লিষ্ট পাসবুকগুলো শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল কিনা- হলে সেগুলো সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বিনষ্ট/ধ্বংস করেছে কিনা কিংবা এসব মেয়াদোত্তীর্ণ বা নকল কোন পাসবুক বাজারে আছে কিনা, থাকলে তার বিপরীতে এসব বন্ডেড ওয়্যারহাউস হতে কোন পণ্য বিক্রি করা হয়েছে কিনা- তারও জরীপ দরকার। অধিকন্তু শুল্ক আইনের বিধানমতে কোন প্রতিষ্ঠানে শুল্ক ফাঁকি সংঘটিত হলে তা সংঘটনের তারিখ হতে তিন বছরের মধ্যে যথাযথ নিয়মে ফাঁকিকৃত শুল্ক ও কর দাবি করা না হলে সেক্ষেত্রে শুল্ক ও কর তামাদি হয়ে যায়। এই কারণে বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

প্রতি দু/তিন বছরে অন্তত, একবার অডিট/নিরীক্ষা করা অনেকটা আইনানুগ বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে।

০২। বর্ণিত পরিস্থিতিতে ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেজড এবং নন- ডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেজড বন্ডেড ওয়্যারহাউস যেমন- (১) বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, ৮৩-৮৮, মহাখালী, ঢাকা-১২১২, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নং-৬৩৭/কাস-এসবিডব্লিউ/৮৮ তারিখ-০১-০২-৮৮ ইং। (২) মেসার্স ইস্টার্ন ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসেস, ৪০/১, গুলশান এভিনিউ (উত্তর), ঢাকা। লাইসেন্স নং-১২৫/কাস/এসবিডব্লিউ/৮৪ তারিখ-০২-০৮-৮৪ ইং। (৩) মেসার্স টিউটেলার অয়েল সার্ভিসেস কোম্পানী (প্রাঃ) লিঃ, রোড নং-১৩১, হাউস নং-৬০/বি, গুলশান (দক্ষিণ), ঢাকা। লাইসেন্স নং-২/কাস/এসবিডব্লিউ/৭৯ তারিখ-১৯-০১-৭৯ ইং। (৪) মেসার্স সাবের ট্রেডার্স লিঃ, হাউস নং-২৫, রোড নং-১০, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা। লাইসেন্স নং-৪/কাস/এসবিডব্লিউ/৮২ তারিখ-১৬-০২-৮২ ইং। (৫) মেসার্স ঢাকা ওয়্যারহাউস লিঃ, প্লট নং-৩৪, রোড নং-৪৬, গুলশান মডেল টাউন, ঢাকা। লাইসেন্স নং-৭/কাস/এসবিডব্লিউ/৮১ তারিখ-১১-০৪-৮১ ইং। (৬) মেসার্স ন্যাশনাল ওয়্যারহাউস, ৮০৪, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, গুলশান (উত্তর), ঢাকা। লাইসেন্স নং-৮/কাস/এসবিডব্লিউ/৮২ তারিখ-১৬-০৩-৮২ ইং। (৭) মেসার্স এইচ কবির এন্ড কোং লিঃ, ১২ আব্বাস গার্ডেন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা। লাইসেন্স নং-৩/কাস/পিবিডব্লিউ/৭৮ তারিখ-৩১-০৮-৭৮ ইং এর বিগত ১০ বছরের বর্ণিত কার্যক্রম উল্লিখিত পদ্ধতিতে সত্ত্বর অডিট/নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ লক্ষে কমিশনার (বন্ড) এর নেতৃত্বে ও যুগ্ম/সহকারী কমিশনার (বন্ড কমিশনারেট) এবং শুল্ক গোয়েন্দার উপ-পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিশনার (বন্ড) এ কাজের সুবিধার্থে বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা শুল্ক ভবন, শুল্ক গোয়েন্দা হতে সুপারিনটেনডেন্ট পর্যায়ের তিনজন ও পরিদর্শক পার্যায়ের ছয়জন পরিদর্শককে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারেন। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের অর্জিত আয়ের ওপর প্রদেয় আয়কর ফাঁকি দিয়েছে কিনা- তা তদন্ত পার্যায়ে নিশ্চিত করতে উক্ত কমিটিতে আয়কর বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। কমিটি আগামী ১৫-০৩-২০০১ ইং এর মধ্যে উপরোক্ত সকল বিষয় পরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট Findings ও সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদনে তৈরি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

(মোঃ মুজিবুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.৩৬-৩৭।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নথি নং-৩(২৩) শুল্ক-৪/৮৫/ তারিখঃ ০৭/০৯/২০০০

অফিস স্মারক

বিষয়ঃ ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে শুল্ক-কর পরিশোধপূর্বক বিদেশিদের নিকট পণ্য বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহ শুল্ক-কর পরিশোধ না করে পণ্য আমদানি করে এবং শুল্কমুক্তভাবে ডিপ্লোমেট এবং প্রিভিলেজড পারসন্সদের নিকট বৈদেশিক মুদ্রায় বিক্রি করে থাকে। এ সকল ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস

থেকে শুল্ক-কর পরিশোধ করে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে বিদেশি নাগরিকদের নিকট পণ্য বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ শুল্ক-করাদি পরিশোধ করে বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশি নাগরিকদের নিকট পণ্য/দ্রব্যাদি (যা বর্তমানে তাদেরকে বন্ডে আনতে দেয়া হয়) বিক্রয় করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেকে অবহিত করে অনুমতিপত্র নিতে পারবেন।

০২। তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি ব্যক্তির নিকট (বিদেশি নাগরিক) মাসে সিএন্ডএফ ৭২০ টাকা মূল্যের লিকার ও টোব্যাকো এবং সিএন্ডএফ ৬০০ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্য বিক্রি করা যাবে ও ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহ কর্তৃক শুল্ক-কর পরিশোধ করে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে বিদেশি নাগরিকদের নিকট পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কাস্টম হাউস, ঢাকা আদেশ জারি করবে।

(শাহ্নাজ পারভীন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.৩৭-৩৮।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
শাখা-৩

নথি নং-অম/অসবি-৩/শুল্ক-২৩/৯৯/৪৭০ তারিখ: ৪ কার্তিক, ১৪০৭/১৯ অক্টোবর, ২০০০

প্রেরক: ও. এন. সিদ্দিকা খানম
সিনিয়র সহকারী সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।

প্রাপক: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৪২/৪৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

বিষয়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে নতুন ৩টি কমিশনারেট সৃষ্টি সংক্রান্ত।

মহোদয়,

আমি নির্দেশিত হইয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট প্রশাসনকে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসপূর্বক নিম্নবর্ণিত ৩(তিন)টি নতুন কমিশনারেট সৃষ্টির সরকারি আদেশ জ্ঞাপন করিতেছি:

	সদর দপ্তরের অবস্থান
১। শুল্ক, আবগারী ও মূসক কমিশনারেট, সিলেট	সিলেট শহর
২। শুল্ক ভবন, বেনাপোল	বেনাপোল
৩। বন্ড কমিশনারেট	ঢাকা শহর

০২। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এর সম্মতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এই আদেশ জারি করা হইল।

০৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

[ও. এন. সিদ্দিকা খানম]
সিনিয়র সহকারী সচিব।

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.৩৯।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/ তারিখ: ০১/১১/২০০০

অফিস আদেশ

বিষয়: সম্পূর্ণ (একশভাগ) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের (পোশাক শিল্প ব্যতীত) বন্ডেড ওয়্যারহাউস পরিচালনা প্রসঙ্গে।

সম্পূর্ণ (একশভাগ) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের (পোশাক শিল্প ব্যতীত) বন্ডেড ওয়্যারহাউস পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলি প্রতিপালনীয়:

১। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী সকল রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সবিস্তারে তদন্ত করে কাঁচামালের বার্ষিক আমদানির প্রাপ্যতা, এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারণপূর্বক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে অবশ্যই লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(ক) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আবেদন পত্রের সাথে মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদিতব্য পণ্যের বর্ণনা, উৎপাদিতব্য পণ্য তৈরিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বর্ণনা ও এর পরিমাণ সম্পর্কে ঘোষণা দিতে হবে এবং মেশিনের ক্যাপাসিটি যাচাইয়ের লক্ষ্যে মেশিনের প্রস্তুতকারক কোম্পানির ছাপানো ক্যাটালগ (ফটোকপি নয়) পেশ করতে হবে। অত:পর সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিন তদন্ত/যাচাইয়ের পর প্রদত্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশনার মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবেন। যেসব ক্ষেত্রে ছাপানো ক্যাটালগ পাওয়া যাবে না সেসব ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সমিতির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সরেজমিন তদন্ত/যাচাই করে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একই স্পেসিফিকেশনস/ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিনের ক্ষমতার ভিত্তিতে উৎপাদন ক্ষমতা বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করবেন। প্রাপ্ত এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশনার মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবেন। পরবর্তীতে মেশিনের কোন রকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন করলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেশ করে উপরোক্ত প্রযোজ্য পদ্ধতিতে লাইসেন্সের প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।

(খ) প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেলায় প্রযোজ্য সদস্য সনদপত্র ও অন্য কোন ধরনের প্রত্যয়ন বাংলাদেশ প্লাস্টিকদ্রব্য প্রস্তুতকারক এসোসিয়েশন (বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত) থেকে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কার্টন ম্যানুফ্যাকচারার

এসোসিয়েশনের বা এক্সেসরিজ ম্যানুফ্যাকচারার এসোসিয়েশনের সদস্য সনদপত্র বা অন্য কোন রকম প্রত্যয়ন গ্রহণ করা যাবে না। তবে একই প্রতিষ্ঠান প্লাস্টিক পণ্য এবং কার্টনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য (Accessories) উৎপাদন করলে কার্টনের জন্য তাকে বাংলাদেশ করোগেটেড কার্টন ও এক্সেসরিজ ম্যানুফেকচারার এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনেরও প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সমিতির প্রত্যয়নপত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানটির পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি, প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতির বিবরণ, উৎপাদিতব্য পণ্যের বিবরণ, উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদিতব্য পণ্য তৈরিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বিবরণ ও পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে;

(গ) বন্ডেড ওয়্যারহাউজে স্থাপিত প্রতিটি প্রধান মেশিনের অর্থাৎ আমদানিকৃত/সংগৃহীত কাঁচামাল সরাসরি যেসব মেশিনে ব্যবহার করা হবে সেসব মেশিনের মেশিনভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ করতে হবে;

(ঘ) উল্লিখিত মেশিনারিজ দিয়ে কী কী পণ্য প্রস্তুত হয়, তা সরেজমিন প্রত্যক্ষ করে নিশ্চিত হবে হবে;

(ঙ) উৎপাদিত পণ্য প্রস্তুত করতে কী কী কাঁচামাল কী পরিমাণে (উপকরণ উৎপাদন সহগ) প্রয়োজন, তা সুনির্দিষ্টভাবে (গ্রেড/কাউন্ট/গ্রাম ইত্যাদি উল্লেখসহ) নির্ধারণ করতে হবে;

(চ) বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উৎপাদন কার্যকাল দৈনিক সর্বোচ্চ ১৮(আঠার) ঘণ্টা এবং বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) দিন ধরতে হবে।

২। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় আমদানিতব্য প্রতিটি কাঁচামালের বর্ণনা, এইচএস কোড ও পরিমাণ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং একই এইচএস কোড ভুক্ত একাধিক কাঁচামালের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণের জন্য বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য/স্পেসিফিকেশনস্ থাকলে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে (যেমন-পলি প্রোপাইলিন ও ইথিলিনের গ্রেডে, সুতার কাউন্টে, কাগজের গ্রামেজে ভিন্নতা রয়েছে)।

৩। নবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ন্যূনতম ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে বন্ডার লাইসেন্সিং অথরিটির নিকট পেশ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি ও আনুসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন করার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে লাইসেন্সিং অথরিটিকে লাইসেন্স নবায়ন সম্পন্ন করতে হবে। কমিশনার নিজ যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক লিখিত আদেশ দিয়ে নবায়নের জন্য সর্বোচ্চ ৭(সাত) দিন অতিরিক্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন।

৪। (ক) প্রতিটি বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা এবং এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

(খ) নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম বছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা স্থাপিত মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয় বছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রথম বছরের রপ্তানি পারফরমেন্সের সাথে আরো শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যোগ করে বার্ষিক নবায়ন তদন্তকালে পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।

(গ) দু'বছরের অধিক পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বার্ষিক নবায়ন তদন্তকালে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে লিপিবদ্ধ বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দু'বছরের গড় রপ্তানি পারফরমেন্সের সাথে আরও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যোগ করে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করতে হবে।

(ঘ) উপরের (খ) ও (গ) তে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার বেশি পরিমাণ পণ্য ঐ বছরে রপ্তানি করার মতো কোন সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক সম্ভাবনা কোন প্রতিষ্ঠানের থাকিলে সেসব তথ্য ও দলিলাদিসহ নিয়ন্ত্রণকারী কমিশনারেটের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করলে বোর্ড পরীক্ষান্তে ও সন্তুষ্টিসাপেক্ষে প্রাপ্যতা যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করতে পারে।

(ঙ) উপরোক্ত পদ্ধতিতে নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা এবং কাঁচামালের গুদাম এর ধারণক্ষমতা এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম সেটিই সর্বোচ্চ এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি হিসেবে বিবেচিত হবে। কাঁচামাল গুদামের ধারণক্ষমতা পরিমাপের সময় কাঁচামাল ওঠানো-নামানোর জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ জায়গা খালি রাখতে হবে-যা কোনভাবেই গুদামের মোট ধারণক্ষমতার ১০% (দশ শতাংশ) এর কম হবে না।

৫। যেসব প্রতিষ্ঠানের নবায়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নবায়ন তদন্তকালে উল্লিখিত বিষয়াদি পরীক্ষা করা না হয়ে থাকলে পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত বিষয়াদি পরীক্ষা করে কাঁচামালের বার্ষিক আমদানির প্রাপ্যতা, এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি, আমদানিতব্য পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ ও এইচ. এস. কোড ইত্যাদি নবায়িত সময়ের জন্য নির্ধারণ করে লাইসেন্সে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৬। লাইসেন্স নবায়নকালে পূর্ববর্তী সর্বশেষ কর বছরের আয়কর রিটার্ন দাখিলের দালিলিক প্রমাণ এবং সর্বশেষ নিরূপিত আয়কর আদেশের কপি পেশ করতে হবে। একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা এবং অডিট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত বার্ষিক (আয়কর আইন অনুসারে যে বছরের অডিট সম্পন্ন হওয়ার কথা সে বছরের) অডিট রিপোর্টের কপি পেশ করতে হবে।

৭। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের (পোশাক শিল্প ব্যতীত) লাইসেন্সের সরেজমিন নবায়ন তদন্তের দশ শতাংশ ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে। যেখানে ডেপুটি কমিশনার নেই সেখানে সহকারী কমিশনার উল্লিখিত তদন্ত সম্পন্ন করবেন।

৮। প্রত্যেক লাইসেন্সিং অথরিটি, বর্তমান মেয়াদের হালনাগাদ বৈধ লাইসেন্সের তালিকা এই আদেশ জারির পনের দিনের মধ্যে এবং পরবর্তীতে নতুন লাইসেন্স ইস্যুর তথ্য সকল আমদানি শুল্ক ভবন/স্টেশন বরাবর যথাসময়ে প্রেরণ করবেন। আমদানি শুল্ক ভবন/স্টেশন মালামাল খালাসের সময় উক্ত তালিকার সাথে মিলিয়ে যথাযথ ক্ষেত্রে মালামাল খালাস করবে। কোন রকম ব্যত্যয়/ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, যথাবিহীত ব্যবস্থাগ্রহণকরতঃ পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণার্থে লাইসেন্সিং অথরিটিকে অবহিত করবে।

৯। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী সকল শিল্পের ক্ষেত্রে এসআরও ১৫৩-আইন/৯৩/১৫১০/শুল্ক, তারিখ ০৩.০৮.৯৩ এর বিধি ৬ অনুসারে কাস্টমস পাসবই প্রথা চালু করতে হবে এবং প্রচ্ছন্ন

রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অথরিটির বন্ড অফিসার সরবরাহকারীর (প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের) পাসবইয়ে রপ্তানি তথ্য এবং ক্রেতার (সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের) পাসবইয়ে আমদানি তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন।

১০। এসআরও ১৫৩-আইন/৯৩/১৫১০/শুল্ক, তারিখ ০৩.০৮.৯৩ এ বর্ণিত পাসবইয়ের অতিরিক্ত হিসাবে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সিং অথরিটি সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ক্রেতার অনুকূলে দুই কপি কাস্টমস পাসবই ইস্যু করবেন। যার এক কপি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের বন্ড অফিসারের নিকট এবং এক কপি সরাসরি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ক্রেতার নিকট থাকবে।

১১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে পাসবইয়ের নতুন ফরমেট জারি করার পূর্ব পর্যন্ত পোশাক শিল্পের জন্য নির্ধারিত পাসবইয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে, সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্পের আমদানি-রপ্তানি তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১২। প্রতিটি আমদানি শুল্ক ভবন/স্টেশন থেকে পণ্য খালাসের পরের দিনই খালাস তথ্য সংযুক্ত ছকে ফ্যাক্সযোগে এবং ডাকযোগে লাইসেন্সিং অথরিটি বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। লাইসেন্সিং অথরিটি মালামাল যথাযথভাবে ইন-টু বন্ড হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করবে এবং উক্ত ফ্যাক্স বার্তা প্রাপ্তির সাত কার্যদিবসের মধ্যে বন্ড অফিসার ইন-টু বন্ড তথ্য এবং ইন-টু বন্ডের তারিখে বন্ডেড গুদামে মজুদের মোট পরিমাণ বি/ই-এর দ্বিতীয় কপিতে লিপিবদ্ধ করে আমদানি শুল্ক ভবন/স্টেশন বরাবরে প্রেরণ করবেন। সকল ক্ষেত্রে শুল্ক ভবন/স্টেশন পণ্য খালাসের তারিখ থেকে ৫(পাঁচ) দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে ইন্টু বন্ড করতে হবে। ঐ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে বন্ডার কারণ ব্যাখ্যা করে কমিশনারের নিকট আবেদন করলে কমিশনার নিজে লিখিত আদেশ দিয়ে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিন অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করতে পারবেন। এর যে কোন ব্যত্যয় শুল্ক আইনের শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

১৩। কোন বি/ই-এর পণ্য ইন-টু-বন্ড করার সময় বন্ডেড ওয়্যারহাউসে মজুদ কাঁচামাল ও সংশ্লিষ্ট বি/ই-এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের মোট পরিমাণ যেন কোন অবস্থাতে এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি/কাঁচামালের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত না হয় এবং বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে লিপিবদ্ধ পণ্যের বর্ণনা ও এইচএস কোড বহির্ভূত কোন পণ্য ইন-টু-বন্ড না হয় তা বন্ড অফিসার নিশ্চিত করবেন।

১৪। কোন প্রতিষ্ঠান এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটির অতিরিক্ত পণ্য এককালীন আমদানি করতে পারবে না। কোন প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি/বার্ষিক প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি করছে কিনা তা আমদানি কাস্টম হাউস/স্টেশন কর্তৃক যাচাইয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (বন্ডার) কোন পণ্য খালাসকালে আমদানিকৃত পণ্যের বর্তমান মজুদ এবং বন্ডেড গুদামে রক্ষিত সকল পণ্যের মোট মজুদ সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করবে।

১৫। সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে এইচডিপিই এর প্রয়োজনীয়তা যাচাই, এইচডিপিই এর সংশ্লিষ্ট গ্রেড ব্যবহারের প্রয়োজনীয় মেশিন আছে কিনা, থাকলে মেশিনটির উৎপাদন ক্ষমতা, কাঁচামাল গুদামের ধারণক্ষমতা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রপ্তানি পারফরমেন্স ইত্যাদি বিবেচনা করে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে এইচডিপিই অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

১৬। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান সাধারণভাবে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় এইচডিপিই আমদানি করতে পারবে না। তবে অনুচ্ছেদ-১৫ অনুসরণে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কমিশনারের সুস্পষ্ট অনুমোদনক্রমে বিশেষ ক্ষেত্রে এইচডিপিই আমদানির অনুমোদন দেয়া যাবে এবং ঐ অনুমোদন সম্পর্কে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

১৭। যেসব পণ্যের গ্রেড/স্পেসিফিকেশন রয়েছে সেসব পণ্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় আমদানিকালে পণ্যের এল.সি, প্রোফরমা ইনভয়েস ও ইনভয়েসে গ্রেড/স্পেসিফিকেশন (যেমন-গ্রাম, কাউন্ট, সাইজ ইত্যাদি) আবশ্যিকভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। HDPE, LDPE, LLDPE এবং TPMC আমদানিকালে এল.সি, প্রোফরমা ইনভয়েস ও ইনভয়েসে এদের গ্রেড উল্লেখ আছে কিনা তা শুল্ক ভবন/স্টেশনকে এবং বন্ড অফিসারকে ইন-টু-বন্ড করার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

১৮। কোন প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ইউপি'র জন্য আবেদনকালে, ক্রেতার অনুকূলে ইস্যুকৃত ইউ, ডি/ইউপি'র অনুলিপি দাখিল করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কোন সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান, কোন প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে চাইলে তার অনুকূলে ইস্যুকৃত ইউপি/ইউডি এর একটি অনুলিপি কাঁচামাল সরবরাহকরী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যু করতে হবে। এক্ষেত্রে ইউডি/ইউপি'র তে ইপ্সিত পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ, মূল্য, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ করতে হবে (বিজিএমইএ, বিকেএমইএ তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করবে)।

১৯। ইপিজেড এ অবস্থিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ডোমেসটিক ট্যারিফ এরিয়া থেকে পণ্য ক্রয়কালে অর্থাৎ ডোমেসটিক ট্যারিফ এরিয়ার কোন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন ইপিজেড এ অবস্থিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য সরবরাহ করবে, সেক্ষেত্রে ইউপি ইস্যুকালে ইউপি ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ইউডি/ইউপি (এই আদেশের অনুচ্ছেদ ১৮ তে বর্ণিত) এর পরিবর্তে ইপিজেড এ অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বেপজা কর্তৃক ইস্যুকৃত আমদানি অনুমতি পত্র ও ইনভয়েস এর কপি পেশ করতে হবে। এ লক্ষ্যে উক্ত আমদানি অনুমতি পত্র ও ইনভয়েসের কপি বেপজা ডোমেসটিক ট্যারিফ এলাকায় অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ পণ্য সরবরাহকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর প্রেরণ করবে।

২০। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অন্তত: ৪৮(আটচল্লিশ) ঘণ্টা পূর্বে ইউপির জন্য আবেদনপত্র বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং অথরিটির ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর পেশ করতে হবে।

২১। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোন সরবরাহ আদেশের মূল্য ৩০০০ (তিন হাজার) মার্কিন ডলার বেশি হলে নিয়মানুযায়ী ইন-ল্যান্ড-ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি এবং ইউপি গ্রহণ না করে পণ্য সরবরাহ দেয়া যাবে না। ৩০০০ (তিন হাজার) মার্কিন ডলার মূল্য পর্যন্ত সরবরাহ আদেশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণে সমন্বয় করা যাবে।

(ক) প্রতিটি সরবরাহ আদেশের জন্য তারিখসহ একটি যথাযথ ও সম্পূর্ণ পৃথক (Unique) আদেশ নম্বর (Order number) থাকতে হবে;

(খ) সরবরাহ আদেশ, অবশ্যই শুল্ক সংক্রান্ত কাগজপত্র স্বাক্ষরের জন্য বন্ডার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত (authorized) কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে;

(গ) প্রতিটি সরবরাহ আদেশ ৪(চার) কপিতে জারি করতে হবে। প্রথম কপিটি সরবরাহকারী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য, দ্বিতীয়টি ইউপি জারিকারী সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তার জন্য, তৃতীয়টি সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজের জন্য এবং চতুর্থটি সরবরাহকারী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত বন্ড অফিসারের জন্য।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান এ ধরনের সরবরাহ আদেশ দেয়ার সাথে সাথে একটি রেজিস্টারে তা লিপিবদ্ধ করবে, যাতে সরবরাহ আদেশ নম্বর ও তারিখ, রপ্তানি ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ, ইউডি/ইউপি নম্বর ও তারিখ, পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম, সরবরাহের তারিখ, ইন-ল্যান্ড-ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ (ঋণপত্র খোলার পর) ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে;

(ঙ) আদেশ প্রাপ্ত প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান অনুরূপ রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে যাতে উল্লিখিত তথ্যসমূহের সাথে ইউপি নম্বর ও তারিখ (ইউপি ইস্যুর পর) এবং ব্যবহৃত কাঁচামালের বিবরণ ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বে নিয়োজিত শুল্ক কর্মকর্তা ঐ রেজিস্টারটি প্রতিস্বাক্ষর করবেন। ইউপি ইস্যুর পর ইউপি নম্বর ও তারিখ এবং ইন-ল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(চ) সরবরাহ আদেশের দ্বিতীয় কপিটি আদেশ ইস্যুর অনধিক সাত কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউপি জারিকারী কর্মকর্তার কাছে পৌঁছাতে হবে;

(ছ) সরবরাহকৃত পণ্যের কাঁচামাল কোন অবস্থাতেই ৩ (তিন) মাসের বেশি সময়ের জন্য অসমন্বিত অবস্থায় রাখা যাবে না। ৩ (তিন) মাসের মধ্যেই ইন-ল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র খুলে এবং ইউপি গ্রহণ করে অবশ্যই কাঁচামালের সমন্বয় সাধন করতে হবে। পণ্য চালানসমূহের মূল্য নির্বিশেষে এই বিধান কার্যকর হবে।

২২। জারিকৃত ইউপির শর্ত মোতাবেক ইউপি জারির ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে প্রসিডস রিয়ালাইজেশন সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। যেক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত সার্টিফিকেট জমা দিতে ব্যর্থ হবে- সেক্ষেত্রে তা না পাওয়ার কারণ ও উহা সম্ভাব্য কত দিনের মধ্যে দিতে পারবে-উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে ব্যাখ্যা পত্র দাখিল করতে হবে।

২৩। নতুন বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের ক্ষেত্রে ডেডো কর্তৃক নির্ধারিত উপকরণ উৎপাদন সহগ (Input-output coefficient) দাখিলের পূর্বে আমদানিকৃত কাঁচামাল ইন-টু-বন্ড করা বা ইউপি ইস্যু করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, ডেডো কর্তৃক যে কোন একটি পণ্যের জন্য নির্ধারিত সহগ সেই একই পণ্য উৎপাদনকারী সকল বন্ডারের জন্য গ্রহণ করা হবে।

২৪। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় খালাসকৃত কাঁচামাল রপ্তানি এবং তদ্বিপরীতে লিয়েন ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ এবং কোন ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কাঁচামাল বা তৈরি পণ্য অরপ্তানিকৃত থেকে গেলে (স্টক লট) তার

পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যাদি উক্ত ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রতি তিন মাস অন্তর পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলসির বিপরীতে প্রদর্শন করে একটি বিবরণী কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং অথরিটি) এর নিকট প্রেরণ করবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে বিবরণী না পাওয়া গেলে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং অথরিটি) যথাবিহীত ব্যবস্থাগ্রহণ করবেন।

২৫। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের (পোশাক শিল্প ব্যতীত) বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের বৈধতার মেয়াদ ইস্যুর/নবায়নের তারিখ থেকে ১(এক) বছর হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে কমিশনার মেয়াদ কম (আদেশে এ জন্য যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হবে) ধার্য্য করতে পারবেন।

২৬। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং অথরিটি তার আওতাধীন বন্ড অফিসারদের "কর্মবন্টন তালিকা" এবং কমিশনার কর্তৃক তাদের সত্যায়িত স্বাক্ষর, দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ উল্লেখপূর্বক দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ফ্যাক্সযোগে এবং ডাকযোগে প্রত্যেক কাস্টম হাউস/স্টেশন বরাবর প্রেরণ করবে।

২৭। এই আদেশ জারি থেকে ছয় মাসের মধ্যে সকল বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স, এ আদেশের আলোকে সংশোধন করতে হবে। এই আদেশ প্রাপ্তির সাথে সাথে কমিশনারগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের লাইসেন্সসমূহ সংশোধনের মাসওয়ারী প্রোগ্রাম তৈরি করে বোর্ডে প্রেরণ করবেন এবং তদনুসারে ছয় মাসের মধ্যে সংশোধন সম্পাদন করে বোর্ডে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

২৮। এই আদেশ জারির পূর্বে ইস্যুকৃত আমদানি ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে কাঁচামাল ব্যবহারের মেশিন আছে কিনা, উৎপাদন ক্ষমতা, সর্বোচ্চ এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি এবং রপ্তানিতব্য পণ্য তৈরিতে কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করার পর পরীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইন-টু-বন্ড ও ইউপি ইস্যু করা যাবে।

২৯। এই আদেশের আলোকে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটসমূহ তাদের বলবৎ স্থায়ী/অফিস আদেশ সংশোধন করবে।

৩০। এই আদেশের অনুচ্ছেদ ১৮ এর বিধান ১লা জানুয়ারী, ২০০১ থেকে কার্যকর হবে।

৩১। এই আদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-২(১)শুল্ক-রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/৯৩১-৯৪২, তারিখ ১৭.০৭.২০০০ এর মাধ্যমে জারিকৃত "অফিস আদেশ" ও ইহার সংশোধনী নথি নং-২(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৭ তারিখ ২৮.৮.২০০০ইং বাতিল বলে গণ্য হবে।

(মো: মুজিবুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

ছক

.... তারিখে ইন-টু-বন্ড পদ্ধতিতে রিস্ক বন্ডের বিপরীতে .... অধিক্ষেত্রে অবস্থিত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধ গুদামে প্রেরিত আমদানি চালানের বিবরণী

ক্র. নং	বন্ডারের নাম ও ঠিকানা	বন্ড নং	তারিখ	বি/হ নং	তারিখ	পণ্যের বিবরণ (যথার্থ স্পেসিফিকেশনস/ গ্রেড/গ্রাম ইত্যাদিসহ	পরিমাণ	শুল্কায়নযোগ্য মূল্য	শুল্ক করের পরিমাণ

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা

তারিখ: ১লা নভেম্বর, ২০০০

১(৬)শুঃ ভঃ প্রঃ-২/৯১।- রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট প্রশাসনের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ড কমিশনারেট নামে একটি নতুন কমিশনারেট গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিশনারেট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শতভাগ রপ্তানিমুখী ও অন্যান্য যাবতীয় বন্ড কেন্দ্রীয়ভাবে তদারকী করিবে। নব গঠিত বন্ড কমিশনারেটের অধিক্ষেত্র হইবে সমগ্র বাংলাদেশ।

০২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

[মোঃ ওয়াজি উল্লাহ]

দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক প্রশাসন-২)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.৪১।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, **ঢাকা।**

নথি নং- ২(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/১৫১৬-১৫২৭ তারিখ: ০৯/১১/২০০০

<u>অফিস স্মারক</u>

বিষয়ঃ নতুন সৃষ্ট বন্ড কমিশনারেটে সকল প্রকৃতির বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নথিপত্র, তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ
১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নথি নং অম/সবি-৩/শুল্ক-২৩/৯৯/৪৭০, তাং-২৯/৯/২০০০ ইং।
২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং ৫(২) শুঃ ভঃ প্রঃ/৮৯/১৫২২, তাং-০১/১১/২০০০ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রোক্ত আদেশের মাধ্যমে বন্ড কমিশনারেট নামে একটি নতুন কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি ও তাতে একজন কমিশনার পদস্থ করা হয়েছে। নব সৃষ্ট এই বন্ড কমিশনারেটের প্রধান কাজ হবে- বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে অবস্থিত/অন্যান্য কমিশনারেট/কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল-

(ক) স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠান (শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প);

(খ) সাধারণ বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রচ্ছন্ন রপ্তানিসহ অন্যান্য শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(গ) সাধারণ বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) সরকারি ও বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) অবস্থিত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) ডিপ্লোমেটিক, ডিউটি ফ্রি, ডিউটি পেইড, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠান - ইত্যাদির বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা, লাইসেন্সীর বন্ড সংক্রান্ত অতীত ও বর্তমান সকল কর্মকাণ্ড যথা- লাইসেন্স নবায়ন/বাতিলকরণ, বিভাগীয় ও ফৌজদারী মামলা পরিচালনা, দাবিনামা জারি করা/দাবির অর্থ/বকেয়া অর্থ আদায়, নিরীক্ষা/অডিট করা ইত্যাদি (বন্ড লাইসেন্সের আওতায় পণ্য/উপকরণ আমদানি ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি সংক্রান্ত শুল্ক বিষয়ক কার্যক্রম ব্যতীত) পরিচালনা, তদারক, নিয়ন্ত্রণ, সেবা প্রদান ও ব্যবস্থাপনা করা। তবে, বন্ড লাইসেন্সের আওতায় উপকরণ/পণ্য বন্ড পদ্ধতিতে আমদানি ও তা শুল্কায়ন ও খালাস প্রদান এবং বন্ডারের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির প্রক্রিয়াকরণ এ দুটো কাজ পূর্বের ন্যায় সংশ্লিষ্ট শুল্ক স্টেশন কর্তৃপক্ষ সম্পন্ন করবে।

০২। উপরিউক্ত লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত ও দেশের সকল এলাকায় অবস্থিত সকল প্রকৃতির বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণিত সকল কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত নথিপত্র তাঁদের বর্তমান স্ব-স্ব কমিশনারেট/কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষ হতে নতুন সৃষ্ট বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর/স্থানান্তরের আবশ্যকতা রয়েছে। যথাযথভাবে সত্বর বন্ড কমিশনারেটের কার্যাবলি আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান বন্ড নিয়ন্ত্রণকারী কাস্টম হাউস/কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ এখন হতে আগামী ৩০শে নভেম্বর/২০০০ খ্রি: এর মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্য বিবরণী প্রস্তুতিসহ অন্যান্য কার্যাবলি সম্পন্ন করে রাখবেন এবং নব সৃষ্ট বন্ড কমিশনারেটে উহা সরবরাহ করবেন:

(ক) স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প (নীট পোশাকসহ) সংক্রান্ত তথ্যাবলি “পরিশিষ্ট-১” এর ছকে লিপিবদ্ধ করে এবং উপ/যুগ্ম কমিশনারের নিচে নয় এমন কর্মকর্তা দ্বারা তা যাচাই করে ও তাতে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাক্ষর, নামীয় সিল দিয়ে - তথ্য বিবরণী (দুই কপি) প্রস্তুত করে বিবরণীর ক্রম অনুসারে সংশ্লিষ্ট নথি গুলো গুছিয়ে রাখতে হবে। একইসাথে এ সংক্রান্ত সকল রেজিস্টার (লাইসেন্স প্রদান, বিভাগীয়/ফৌজদারী মামলা, দাবিনামা/বকেয়া রাজস্ব সংক্রান্ত) রাখতে হবে। এ কাজ করার সময় সংশ্লিষ্ট নথি ও রেজিস্টার সমূহের তথ্য, নোটাংশ, পত্রাংশ পৃষ্ঠা, ডকুমেন্ট/দলিল ঠিকমতো আছে কিনা- তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিশ্চিত করবেন।

(খ) সাধারণ বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রচ্ছন্ন রপ্তানিসহ অন্যান্য শতভাগ রপ্তানিমুখী অন্যান্য শিল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলি “পরিশিষ্ট-২” এর ছকে লিপিবদ্ধ করে ও উপরের (ক) মতে অন্যান্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রস্তুত রাখতে হবে।

(গ) সাধারণ বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত আমদানি বিকল্প (Import Substitution) শিল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলি "পরিশিষ্ট-৩" এর ছকে লিপিবদ্ধ করে ও উপরের (ক) মতে অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

(ঘ) সাধারণ লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রিভিলেজড্/ডিপ্লোমেটিক, ডিউটি ফ্রি, ডিউটি পেইড শীপস স্টোর বন্ডেড ওয়্যারহাউস (শীপস স্টোর, পর্যটনের ডিউটি ফ্রি শপ, নন-প্রিভিলেজড্ বিদেশিদের নিকট ডিউটি প্রদান করে পণ্য বিক্রিকারীসহ) সংক্রান্ত তথ্যাবলি "পরিশিষ্ট-৪" এর ছকে লিপিবদ্ধ করে উপরের (ক) মতে অন্যান্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রস্তুত রাখতে হবে।

(ঙ) সাধারণ বন্ডেড লাইসেন্সপ্রাপ্ত সরকারি/বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ প্রতিষ্ঠিত শিল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলি "পরিশিষ্ট-৫" এর ছকে লিপিবদ্ধ করে উপরের (ক) মতে অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

(চ) বন্ড নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন। বিভিন্ন প্রকৃতির বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য ও রেকর্ডস যাতে বন্ড কমিশনারেটে যায় - বন্ড নিয়ন্ত্রণকারী বর্তমান কর্তৃপক্ষ তা নিশ্চিত করবেন। বোর্ডের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা দ্বারা বিশেষ সতর্কমূলক ব্যবস্থায় এসব নথি ও রেকর্ডস বন্ড কমিশনারেটে পাঠাতে হবে।

০৩। সূত্রের পত্রের মাধ্যমে তাঁদের ওপর বর্ণিত দায়িত্বসমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব বর্তমানের বিভিন্ন বন্ড নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হতে বুঝে নেয়ার লক্ষ্যে এবং সে দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালনের উদ্দেশ্যে নবসৃষ্ট বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ সত্বর নিবেন:

(ছ) বন্ড কমিশনারেটের কর্তৃপক্ষ তাঁদের অফিস, লোকবল, লজিস্টিক সাপোর্ট, সাংগঠনিক ব্যবস্থা যথাশীঘ্র সম্ভব ঠিক করে নিবেন এবং বোর্ডকে তা জানাবেন।

(জ) বর্তমান বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ হতে অনুচ্ছেদ-২ এর তথ্য, নথি/রেকর্ড যথাযথভাবে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা দ্বারা বুঝে নিতে হবে।

০৪। নবসৃষ্ট বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক উপরোক্ত প্রাসঙ্গিক সকল দলিলাদি এবং তথ্যাদি বুঝে না নেওয়া পর্যন্ত বন্ড সংক্রান্ত বর্তমান সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ কর্তৃক সম্পন্নকরণ অব্যাহত থাকবে। বন্ড সংক্রান্ত কার্যক্রম এই ক্রান্তিকাল সময়ে (Transition period) যাতে কোন রকমে ব্যাহত না হয় সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কমিশনারগণ সতর্কতা অবলম্বন করবে।

(মো: মুজিবুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)।

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.১৭৮-১৮০।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

নথি নং-৩(১৫) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮(অংশ-১)/৪০-৫৩ তারিখ: ০৭/০১/২০০১

অফিস আদেশ

বিষয়: শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল গ্রিন চ্যানেল পদ্ধতিতে খালাস প্রসঙ্গে।

জাতীয় অর্থনীতিতে শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনা এবং স্বচ্ছ ও সুনামধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত খাতের নিম্নোক্ত শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্পেশাল বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল বর্ণিত শর্ত ও ব্যবস্থায় গ্রিন চ্যানেল পদ্ধতিতে শুল্ক খালাস প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রীন চ্যানেল পদ্ধতি ব্যবহারযোগ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নের অনুচ্ছেদ ০২ ও অনুচ্ছেদ ০৩ এ ব্যাখ্যা/বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই পদ্ধতিতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত শতকরা দশভাগ (১০%) পণ্য চালান ব্যতীত গ্রিন চ্যানেল পদ্ধতিতে আমদানিকৃত কাঁচামালের বন্দরে শুল্ক খালাসপূর্ব কোন কায়িক পরীক্ষা করা হবে না।

০২। গ্রিন চ্যানেল ব্যবহারযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও তা নির্ধারণ পদ্ধতি: যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্রিন চ্যানেল পদ্ধতিতে কাঁচামাল শুল্ক খালাস করতে পারবে, তা হচ্ছে-

(ক) বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে যেসব পোশাক শিল্পের মূল মালিকানায় সর্বমোট ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) এর বেশি পরিবর্তন হয় নাই।

(খ) যেসব পোশাক শিল্পের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ/অনিয়ম/দাবিনামা নাই এবং নিয়মিত অডিট ও পরিদর্শন করা হয়েছে এবং আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত ও স্বাভাবিক আছে।

(গ) উপরের (ক) ও (খ) বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজিএমইএ এতদসঙ্গে সংযুক্ত ছকে (কপি সংযুক্ত) তালিকা প্রণয়ন করে তা সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন। এর অনুলিপি সদস্য (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকেও দিবেন। তালিকা প্রাপ্তির পনের (১৫) কার্যদিবসের মধ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ/অনিয়ম/দাবিনামা/২০২ ধারা প্রয়োগ আছে কিনা এবং নিয়মিত প্রতি বছর ৩০ শে জুনের মধ্যে বার্ষিক অডিট ও পরিদর্শন করা হয়েছে কিনা, আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক কিনা ইত্যাদি ন্যূনপক্ষে অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার পর্যন্ত নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনবোধে বিজিএমইএ-এর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করে কমিশনারের স্বাক্ষরে আমদানি শুল্ক স্টেশনের যথাযথ

কর্তৃপক্ষের নিকট বাহক মারফত/গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস ডাকে প্রেরণ করবেন। এর অনুলিপি বোর্ডের সদস্য (শুল্ক),-কে দিবেন।

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত চালানে ঘোষণার সাথে ২% (শতকরা দুই ভাগ) বেশি গড়মিল তিন বারের বেশি পাওয়া গেলে সে প্রতিষ্ঠানের গ্রিন চ্যানেল সুবিধা বাতিল করা হবে। এ লক্ষ্যে আমদানি শুল্ক স্টেশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রত্যেক বার প্রাপ্ত অনিয়ম/গড়মিল এর বিবরণ দিয়ে- তা বাহক মারফত/গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস ডাকে বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ, বিজিএমইএ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অন্যান্য শুল্ক স্টেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। প্রাপ্ত তথ্য প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের সংশ্লিষ্ট নথিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। এভাবে তিন বারের বেশি প্রাপ্ত অনিয়মের ভিত্তিতে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ অথবা আমদানিকৃত চালান খালাসকারী শুল্ক কর্তৃপক্ষ উপ-অনুচ্ছেদ (গ)-তে বর্ণিত তালিকা হতে খেলাপি প্রতিষ্ঠানটিকে বাদ দিবেন এবং উপরের অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে বর্ণিত পদ্ধতিতে অবহিত করবেন।

(ঙ) উপ-অনুচ্ছেদ (ঘ) এর বিধানের কারণে উপ-অনুচ্ছেদ (গ)-তে বর্ণিত তালিকা হালনাগাদ রাখার উদ্দেশ্যে এ আদেশে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ করে বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ উক্ত তালিকা প্রতি ছয় মাস পর যাচাই-বাছাই করতঃ উপরের একই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন।

০৩। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গ্রিন চ্যানেল প্রয়োগ পদ্ধতি: অনুচ্ছেদ ০২ এর উপ- অনুচ্ছেদ (ঘ)-এর বিধানসাপেক্ষে উপ-অনুচ্ছেদ (গ) ও (ঙ)-তে বর্ণিত চূড়ান্ত তালিকা 'সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন দাবিনামা, অভিযোগ, অনিয়ম নেই'- মর্মে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র (Credibility Report) হিসেবে বিবেচিত হবে। অতএব এ তালিকায় উল্লিখিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত কাঁচামাল নিম্নোক্ত শর্তে গ্রিন চ্যানেল পদ্ধতিতে শুল্ক খালাস দিতে হবে:

(ক) গ্রিন চ্যানেল পদ্ধতিতে খালাসতব্য পণ্য চালানের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে শতকরা দশ ভাগ (১০%) পণ্য চালান নির্বাচন করে তা কায়িক পরীক্ষা করে ঘোষণা মোতাবেক পাওয়া সাপেক্ষে খালাস দেয়া হবে। দৈবচয়নের ভিত্তি ও দৈবচয়ন প্রক্রিয়াকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কমিশনার নির্ধারণ করবেন। তবে দৈবচয়নের ভিত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের প্রকৃতি, আমদানি-রপ্তানি দলিলাদির গুণাগুণ (Merit), লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হতে সংযুক্ত ছকে প্রাপ্ত তালিকায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বর্ণিত আমদানি-রপ্তানি ও অন্যান্য তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদিও বিবেচনা করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে দৈবচয়নের প্রক্রিয়াকারী কর্মকর্তা যথাযথ রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। কমিশনার মাঝে মাঝে সে রেজিস্টার পরীক্ষা করে তাতে অনুস্বাক্ষর করবেন।

(খ) তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত পণ্য চালান স্বাভাবিক পদ্ধতিতে শুল্কায়নের পর শতকরা দশ ভাগ (১০%) পণ্য চালান দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্বাচন করে কায়িক পরীক্ষা করা হবে। কায়িক পরীক্ষার আওতায় না পড়লে চালানটি শুল্ক কর্তৃপক্ষের কায়িক পরীক্ষা ব্যতিরেকে খালাস দেয়া হবে। এছাড়া সুনির্দিষ্ট তথ্য/অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের অনুমতির ভিত্তিতে উপ-

অনুচ্ছেদ (ক)-তে বর্ণিত ১০% এর অতিরিক্ত যে কোন পণ্য চালান বন্দরে অথবা বন্ডারের ফ্যাক্টরি অঙ্গনে কায়িক পরীক্ষা করা যাবে।

(গ) দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত পণ্য চালান কায়িক পরীক্ষাকালে শতকরা দু ভাগ (২%) পর্যন্ত বেশি গড়মিল সংশ্লিষ্ট পাসবইয়ে এন্ট্রি সাপেক্ষে, শতকরা দুভাগ (২%) এর অধিক গড়মিলের ক্ষেত্রে (তিন বার পর্যন্ত) অতিরিক্ত প্রাপ্য পণ্যের ওপর প্রদেয় শুল্ক ও করাদি আদায় করা ছাড়াও কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ সনের ধারা ৩২ লংঘনের অভিযোগে ধারা ১৫৬(১) এর বিধান মতে আমদানিকারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(ঘ) দৈবচয়নের ভিত্তিতে কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত পণ্য চালান এফসিএল (Full Container Load) কন্টেইনার হলে এবং আমদানিকারক সেটি কায়িক পরীক্ষার পূর্বে তার ফ্যাক্টরি এলাকায় নিয়ে সেখানে পরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে তাকে সে অনুমতি দেয়া হবে। এ কন্টেইনার বন্দর হতে খালাসের পর ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সিলমোহর ভাংগা/খোলা যাবে না। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ সেখানে গিয়ে কায়িক পরীক্ষা না করলে কন্টেইনার হতে মালামাল খালাস করা যাবে। সেক্ষেত্রে যে কর্মকর্তার গাফিলতির জন্য চালানটি পরীক্ষা করা যায় নাই তার বিরুদ্ধে কর্তব্য কর্মে অবহেলার দায়ে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যদিকে কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয় নাই ও এফসিএল কন্টেইনারে আমদানিকৃত এমন পণ্য চালান বন্দরে খালাস না নিয়ে গ্রিন চ্যানেল ব্যবহারকারী আমদানিকারক কন্টেইনারটি তাঁর ফ্যাক্টরি এলাকায় নিয়ে পণ্য খালাস করতে চাইলে তাঁকে নিম্নোক্ত শর্তে সে অনুমতি দেয়া হবে:

(i) বিজিএমইএ কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়নকৃত খ্যাতনামা ক্রেতাদের ঋণপত্রের বিপরীতে এসব পণ্য চালান আমদানি হতে হবে।

(ii) শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট মিথ্যা ঘোষণা সংক্রান্ত তথ্য/অভিযোগ থাকলে তা পরীক্ষা/যাচাইয়ের লক্ষ্যে কন্টেইনারটি বন্দর হতে খালাসের পর ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সিলমোহর ভাংগা/খোলা এবং পণ্য খালাস করা যাবে না। এ ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কায়িক পরীক্ষার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন শুল্ক কর্মকর্তা উপস্থিত না হলে উক্ত সময়ের পর কন্টেইনারটি ভাংগা/খোলা এবং পণ্য খালাস করা যাবে। এ লক্ষ্যে বর্ণিত মর্মে আমদানিকারক শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট একটি অঙ্গীকারনামা দাখিল করবেন।

০৪। উপরিউক্ত পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক শুল্ক স্টেশন প্রয়োজনীয় রেজিস্টার তৈরি করে তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড করবেন। পদ্ধতির বাস্তবায়ন অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম-কমিশনার পদমর্যাদার কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করতে হবে।

(মো: মুজিবুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক-রপ্তানি ও বন্ড)

গ্রিন চ্যানেল পদ্ধতির সুবিধালাভের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রে সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাইকৃত বিবরণী (অনুচ্ছেদ ২(গ) দ্রষ্টব্য):

ক্রমিক নং	পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	বন্ড লাইসেন্স নাম্বার	মূল মালিকানা ২৫% এর বেশি পরিবর্তন		অভিযোগ/ অনিয়মের বিবরণ (যদি থাকে)	দাবিনামা সংক্রান্ত তথ্য	অডিট বা বার্ষিক পরীক্ষণের অবস্থা	মন্তব্য
			হ্যাঁ	না				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.৫১-৫৩।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নথি নং ২(৫) শুল্ক : রপ্তানি ও বন্ড/৯৬ (অংশ-১)/ তারিখ: ১০-০১-২০০১

অফিস স্মারক

বিষয়: ঢাকা ইপিজেড হতে ডোমেস্টিক ট্যারিফ এলাকায় (ডিটিএ) ব্যবহারের অযোগ্য মেশিনারিজ স্ক্র্যাপ হিসাবে শুল্কমুক্তভাবে বিক্রয় করার অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১। মেসার্স গোরিয়ং (বিডি) টেক্সটাইল লিঃ-এর পত্র নং নেই, তারিখ ২৯-১০-২০০০।
২। মেসার্স সাউথ চায়না ব্লেসিং এন্ড ডায়িং ফ্যাক্টরি লিঃ-এর পত্র নং নেই, তাং ২৯-১০-২০০০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স গোরিয়ং (বিডি) টেক্সটাইল লিঃ এবং মেসার্স সাউথ চায়না ব্লেসিং এন্ড ডায়িং ফ্যাক্টরি লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানদ্বয় ইপিজেড, ঢাকায় অবস্থিত শিল্পে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি হিসাবে যথাক্রমে-উইভিং লুম ও জিগার মেশিন ও যন্ত্রাংশ আমদানি করেছেন। কিন্তু আমদানির পর ব্যবহারের/ব্যবহারান্তে অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় এক্ষণে তাঁরা সেগুলো/যেগুলো কোন কোন যন্ত্রাংশ স্ক্র্যাপ হিসাবে বিক্রি করতে চাইছেন। সংশ্লিষ্ট বন্ড নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (আলোচ্য ক্ষেত্রে ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ) হিসাবে সরেজমিন পরীক্ষা করে এসব মালামাল ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি হিসাবে না পেয়ে স্ক্র্যাপ হিসাবে পাওয়া সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তে বিক্রির অনুমতি দিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মত হয়েছে:

(ক) যেসব শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে এসব মালামাল আমদানি করা হয়েছিল, সে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে।
(খ) সংশ্লিষ্ট লগ্নিকারী ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র নিতে হবে।
(গ) অকেজো যন্ত্রপাতি পুরাতন স্ক্র্যাপ হিসাবে বিক্রির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পত্র নিতে হবে;
(ঘ) ইপিজেড অথরিটি-এর অনাপত্তি পত্র নিতে হবে।
(ঙ) উপর্যুক্ত সকল অনাপত্তি পত্রসহ বন্ড নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (ঢাকা উত্তর কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ) এর নিকট আবেদন করতে হবে। উক্ত আবেদন প্রাপ্তির

পর উক্ত কর্তৃপক্ষ সরেজমিন মালামাল পরীক্ষা করে স্ক্র্যাপ হিসাবে পেয়ে যথাযথ এইচএস কোড-এ বিন্যাস করে স্ক্র্যাপ হিসাবে শুল্কায়ন করবেন এবং আবেদনকারী হতে প্রযোজ্য শুল্ক ও করাদি আদায় করে খালাস নিবেন। খালাসান্তে সংশ্লিষ্ট আমদানি শুল্ক স্টেশন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন যাতে- তাঁরা তাঁদের রেকর্ডস সেভাবে হালনাগাদ করে রাখতে পারেন।

(মো: মুজিবুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক : রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭, ভলিউম-২; পৃ.৫৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, ঢাকা।

নথি নং- ২(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/৭০৫-৭৩২ তারিখ: ১৪/০৫/২০০১

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বিকেএমইএ, বিসিসিএএমইএ ও বন্ড কমিশনারেটের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সদস্য (শুল্ক) মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কার্টন ও এক্সেসরিজ সংগ্রহের সমস্যা দূরীকরণের বিষয়ে ২২.০৪.২০০১ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা সংলাগ “ক” তে দেখানো হয়েছে।

০১। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

আলোচনা: বিসিসিএমইএ-এর প্রতিনিধি জানান যে, নিয়ম অনুযায়ী ইনল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সংগ্রহ না করে ইউপি প্রদান করা হয় না অন্যদিকে গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ সরবরাহ আদেশের ৬ মাস পূর্বে এলসির বিপরীতে সমন্বয় করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে বন্ড কমিশনারেট যথাসময়ে ইউপি দিতে অপারগতা প্রকাশ করে।

০২। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বিজিএমইএ-এর প্রতিনিধি আব্দুস সালাম মূর্শেদীকে বক্তব্য প্রদান করতে বললে তিনি জানান যে, ক্রেতার কাছ থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদায় করতে ৪-৬ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পোশাক শিল্পসমূহ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ঋণপত্রে মার্জিন থাকে না বিধায় স্থানীয় উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ওয়ার্ক অর্ডারের অর্থাৎ ৭টি মাস্টার এলসির মধ্যে যে কোন এক বা একাধিক ঋণপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত মার্জিনে (বৈদেশিক মুদ্রা) -এর দ্বারা সমন্বয় করার সুবিধা প্রদানের জন্য আবেদন করেন। অন্যথায় প্রত্যেকটি ঋণপত্রের বিপরীতে অনেক ক্ষেত্রে বিবিএলসির মাধ্যমে পেমেন্ট করা সম্ভব নয়। বিষয়টির ওপর বিদ্যমান বাস্তব সমস্যা সকল সদস্য উপলব্ধি করেন। এই ক্ষেত্রে বিদ্যমান আমদানিনীতি আদেশের সংশোধনীসাপেক্ষে সকলের আলোচনাক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

(ক) প্রতিটি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ১০০০০ (দশ হাজার) মার্কিন ডলার পর্যন্ত ক্রয় (পার্সেজ অর্ডার) আদেশের ভিত্তিতে ইউপি প্রদান করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ৭টি ক্রয়াদেশের মধ্যে যে কোন একটি বা একাধিক

ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে উহা সমন্বয় করা যাবে। প্রত্যেকটি আদেশে ঋণপত্র/বিবিএলসির নম্বর ও সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

(খ) প্রতিটি ক্রয় আদেশের জন্য তারিখসহ একটি যথাযথ ও সম্পূর্ণ পৃথক (Unique) আদেশ নম্বর (order number) থাকতে হবে।

(গ) প্রতিটি সরবরাহ আদেশ ৪(চার) কপিতে জারি করতে হবে এবং উহা বিজিএমইএ/বিকেএমইএ কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হতে হবে। প্রথম কপিটি সরবরাহকারী/প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য, দ্বিতীয়টি ইউপি জারিকারী সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তার জন্য, তৃতীয়টি সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজের জন্য এবং চতুর্থটি সরবরাহকারী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বন্ড অফিসারের জন্য।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান এ ধরনের সরবরাহ আদেশ দেয়ার সাথে সাথে একটি রেজিস্টারে তা লিপিবদ্ধ করবে যাতে সরবরাহ আদেশ নম্বর ও তারিখ, রপ্তানি ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ, ইউডি/ইউপি নম্বর ও তারিখ, পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম, সরবরাহের তারিখ, ইনল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ (ঋণপত্র খোলার পর) ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে।

(ঙ) আদেশপ্রাপ্ত প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান অনুরূপ রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে যাতে উল্লিখিত তথ্যসমূহের সাথে ইউপি নম্বর ও তারিখ (ইউপি ইস্যুর পর) এবং ব্যবহৃত কাঁচামালের বিবরণ ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির অধিক্ষেত্রের এলাকা শুল্ক কর্মকর্তা ঐ রেজিস্টারটি প্রতিস্বাক্ষর করবেন। ইউপি ইস্যুর পর ইউপি নম্বর ও তারিখ এবং ইনল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(চ) সরবরাহ আদেশের দ্বিতীয় কপিটি আদেশ ইস্যুর অনধিক সাত কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউপি জারিকারী কর্মকর্তার কাছে পৌঁছাতে হবে।

(ছ) সরবরাহকৃত পণ্যের কাঁচামাল কোন অবস্থাতেই ৬ (ছয়) মাসের বেশি সময়ের জন্য অসমন্বিত অবস্থায় রাখা যাবে না। ৬ (ছয়) মাসের মধ্যেই ইনল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র খুলে এবং ইউপি গ্রহণ করে অবশ্যই কাঁচামালের সমন্বয় সাধন করতে হবে। পণ্য চালানসমূহের মূল্য নির্বিশেষে এই বিধান কার্যকর হবে।

০৩। বিজিএমইএ/বিকেএমইএ ক্রয় আদেশের purchase order-এর মাধ্যমে ইউপি জারি করা যাবে এবং রপ্তানিকৃত শিল্পের ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের স্বার্থে অন্তর্বর্তীকালীন গৃহীত এই সিদ্ধান্তকে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ ৭টি রপ্তানি ঋণপত্রের মধ্যে যে কোন একটি বা একাধিক ঋণপত্রের (বিবিএলসি) বিপরীতে সমন্বয় করার বিষয়ে বিজিএমইএ/বিকেএমইএ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে আমদানি নীতি আদেশের অনুচ্ছেদ ২৪(ঈ)(চ) এর ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সংশোধনী আদেশ সংগ্রহ করে পেশ করবেন। অন্যথায় এক মাস পরে আর এই সুযোগের আওতায় ইউপি জারি করা হবে না এবং এই ধরনের ক্ষেত্রগুলোকে ITC contravention পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হবে।

০৪। প্রতিটি সরবরাহ আদেশের উপরে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর সিলসহ প্রতিস্বাক্ষর করবে। বিজিএমইএ/বিকেএমইএ বন্ড কমিশনারেটের সাথে আলোচনা করে উল্লিখিত আদেশের/রেজিস্টার ফরমেট প্রণয়ন করবেন।

০৫। নিরীক্ষা ও বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে বিজিএমইএ ও বিসিসিএএমইএ সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

০৬। নথি নং-২(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/১৪.৮২-১৪৯৩ তারিখ ১.১১.২০০০ইং এর অনুচ্ছেদ ২১ এর শর্তাবলি আংশিক সংশোধন করা হলো।

০৭। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আবুল কাসেম)
সদস্য (শুল্ক)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং ১(২০) শুল্ক মূল্যঃ (PSIও নীতি) /২০০০(খণ্ড)/২৮৮ তারিখ ১৭/০৫/২০০১

আদেশ

বিষয়ঃ প্রত্যয়ন পত্র (CRF) ভুক্ত পণ্যচালান বাংলাদেশে প্রবেশের পূর্বে পুনঃ যাচাই।

স্থলপথে ট্রাক বা অন্য কোন যানে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পরিদর্শন সংস্থা কর্তক পরিদর্শিত/ প্রত্যায়িত পণ্যের বাংলাদেশ প্রবেশ নিশ্চিত করণে পরিদর্শন সংস্থাকে, ট্রাক বা যান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে দৈনিক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র (CRF) ভূক্ত পণ্যচালানের শতকরা ২০ ভাগ পুনঃ যাচাই বা পরীক্ষা করতে হবে।

০২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আবুল কাসেম)
সদস্য (শুল্ক)

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

এফ, ই সার্কুলার নং-২৯

২২ কার্তিক, ১৪০৮
তারিখ ....
০৬ নভেম্বর, ২০০১

বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের
সকল অনুমোদিত ডিলার

প্রিয় মহোদয়গণ,

তৈরী পোশাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে ডিসকাউন্টে মূল্য প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে এফ,ই, সার্কুলার নং ২৩/১৯৯৩ এবং Guidelines for Foreign Exchange Transactions (Vol-1) এর অধ্যায় ১৬, অনুচ্ছেদ ১৭ এ বর্ণিত নির্দেশনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। উক্ত সার্কুলার ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানী দলিলাদি, শর্ট শিপমেন্ট, লেট শিপমেন্ট, কনজারভেটিভ এ্যারেস্ট, কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে প্রেরিত দ্রব্যের গুণগতমান নষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে বিদেশী আমদানীকারকগণের দাবীর প্রেক্ষিতে রপ্তানীকারকগণ কর্তৃক উথাপিত ডিসকাউন্ট দাবী কেসের Genuineness যাচাইপূর্বক রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর ডিসকাউন্ট এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ডিসকাউন্টে রপ্তানিমূল্য গ্রহণের অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

২। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, রপ্তানি বাণিজ্য অধিদপ্তর সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকারের অনুমোদনক্রমে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ডিসকাউন্ট এ্যাসেসমেন্ট কমিটির পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন নির্বাহী পরিচালককে আহবায়ক করিয়া ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি ডিসকাউন্ট কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটি তৈরী পোশাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে ডিসকাউন্টে মূল্য প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ/সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত শাখাসমূহ উক্ত সুপারিশ/সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

০৩। এতদপ্রেক্ষিতে, ডিসকাউন্ট প্রদান সংক্রান্ত কেইসসমূহ পরিশিস্ট 'ক' তে বর্ণিত বিষয়গুলির উপর পর্যাপ্ত পর্যালোচনা সমেত কমিটির সদস্য সচিব উপ-মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ (প্রায়োগিক উপ-বিভাগ), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর বরাবরে প্রেরণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করা যাইতেছে। প্রেরণের পূর্বে প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট দাবীর যথার্থতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত ডিলারকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। তাছাড়া

কোন রপ্তানীকারকের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্টের দাবী পুনঃপুনঃ উত্থাপিত হইলে সেই রপ্তানীকারক সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করিতে হইবে।

০৪। উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবহিত করিবার জন্য অনুমোদিত ডিলারকে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ এবতাদুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

পরিশিষ্ট ‘‘ক’’ (এফ,ই সার্কুলার নং-২৯)

ক-বিভাগ

১। রপ্তানিকারকের নাম ও ঠিকানাঃ

২। একই রপ্তানিকারকের পূর্ববর্তী ৩ বৎসরের অনুমোদনকৃত ডিসকাউন্টের বিবরণ (ছক মোতাবেক)ঃ

ক্রঃ নংঃ	রপ্তানি এলসি নং ও মূল্য	রপ্তানি বিল মূল্য	প্রত্যাবাসিত মূল্য ও তাং	অনুমোদিত ডিসকাউন্টের পরিমাণ	ডিসকাউন্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ডিসকাউন্টের শতকরা হার

৩। একই রপ্তানিকারকের পূর্ববর্তী ৩ বৎসরের রপ্তানির performance (ছক মোতাবেক)ঃ

ক্রঃ নংঃ	রপ্তানি এলসি নং ও মূল্য	রপ্তানি বিল নং ও তারিখ	ইএক্সপি নং ও তারিখ	ইনভয়েস নং ও মূল্য	প্রত্যাবাসিত মূল্য	ডিসকাউন্টের হার

খ-বিভাগ

১। বিদেশী ক্রেতা কর্তৃক ডিসকাউন্ট দাবী উত্থাপনের কারণ এবং ক্রেতা পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের বিবরণ (Correspondence)ঃ

২। ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি নম্বর, তারিখ, মূল্য ইত্যাদিঃ

৩। আমদানিকৃত মালামাল গ্রহণের তারিখ, বিল নম্বর, বিলের তারিখ ও বিল মূল্যঃ

৪। আমদানি দায়ের পরিমাণ ও পরিশোধের তারিখঃ

৫। মূল্য রপ্তানি ঋণপত্রের নম্বর, তারিখ, মূল্য, জাহাজীকরণ তারিখ ইত্যাদিঃ

৬। রপ্তানিকৃত তৈরী পোশাকের পরিমাণ ও ইনভয়েস মূল্যঃ

৭। প্রস্তাবিত বিক্রয়ের বিবরণঃ

৮। কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে দাবীকৃত ডিসকাউন্টের পরিমাণ ও শতকরা হারঃ

৯। ফ্রেইট ফরোওয়ার্ডারের নাম, ঠিকানা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি পত্রের নম্বরঃ

বিঃদ্রঃ প্রতিটি বিষয়ের দালিলিক প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(১)বন্ড কমিঃ/অফিস আদেশ/এ-২/২০০১/ তারিখঃ ৯/১২/২০০১

আদেশ

এ বিষয়টি উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইউপি আবেদনসমূহ যথাসময়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবহিত করা হয় যে, নথি খুঁজে না পাওয়ার জন্য ইউপি আবেদন উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। অথচ সুপারিনটেনডেন্ট (ইউপি) সহ সকল শাখা সহকারী এবং পরিদর্শকগণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, ইউপি আবেদন পাওয়ার পর নথি খুঁজে না পেলে সহকারী/উপ-কমিশনারকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করতে হবে। কারণ লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, কতিপয় ঝুঁকিবহুল প্রতিষ্ঠান ইউপি আবেদন ফেলে রেখে আর যোগাযোগ করেন না এবং রপ্তানির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পণ্য রপ্তানি হয়েছে মর্মে দাবি করেন। আর এই কর্মের সাথে পরোক্ষভাবে ইউপি উপস্থাপন না করার দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তড়িৎ পদক্ষেপের অভাবেই ঝুঁকিবহুল প্রতিষ্ঠানটিকে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করে দেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক ও যত্নবান হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো এবং ভবিষ্যতে ইউপি আবেদন ফেলে রাখা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

০২। এখন থেকে ইউপির আবেদন নথিতে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়াবলি পরীক্ষান্তে সুস্পষ্ট মতামতসহ পেশ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(ক) বন্ড লাইসেন্সটি হালনাগাদ নবায়নকৃত কিনা;

(খ) বন্ডারের বিরুদ্ধে কোন অনিয়ম মামলা/দাবিনামা বা সরকারের পাওনা আছে কিনা;

(গ) উপকরণ উৎপাদনসহগ ডেডো কর্তৃক অনুমোদিত কিনা এবং সে মোতাবেক ব্যবহৃত কাঁচামালের আলোকে consumption chart পরীক্ষান্তে সঠিক পাওয়া গিয়েছে কিনা;

(ঘ) সর্বশেষ এলসি পরিদর্শন কত তারিখে হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত ফলাফল;

(ঙ) এলসি, পি/আই, consumption chart, ইউপির আবেদনপত্র বন্ডার অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কিনা এবং দলিলাদি লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত কিনা;

(চ) মাস্টার এলসি দাখিল করা হয়েছে কিনা এবং এ সংক্রান্ত পর্যালোচনা প্রতিবেদন;

(ছ) বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার মধ্যে চাহিদাতব্য কাঁচামাল রয়েছে কিনা এবং বন্ড রেজিস্টার মোতাবেক ইন-বন্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি হাল-নাগাদ পরীক্ষা করে সঠিক পাওয়া গিয়েছে কিনা;

(জ) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে কিনা;

(ঝ) বন্ড রেজিস্টারের একটি ডুপ্লিকেট কপি এলাকা অফিসারের নিকট জমা দেয়া হয়েছে কিনা।

০৩। এই আদেশ ১০.১২.২০০১ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

[মো: মতিউর রহমান]
সহকারী কমিশনার
বন্ড এলাকা-২
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

নথি নং-০৫(১৩)২৭৬/বন্ড-ইউপি/পলিসি/২০০১/১০৪০৬(১) তারিখ: ০৩/০৬/২০০২

বিষয়: প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইউপি আবেদনের সাথে ইউডি কপি দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সদস্য (শুল্ক) মহোদয়ের কক্ষে গত ৩০.০৮.২০০২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-২(১)শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড/৯৭ তারিখ ০১.১১.২০০০ইং এর মাধ্যমে জারিকৃত আদেশের অনুচ্ছেদ ১৮ অনুযায়ী জানানো যাচ্ছে যে, কোন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ইউপি'র জন্য আবেদনকালে ক্রেতার অনুকূলে ইস্যুকৃত ইউডি/ইউপি'র অনুলিপি দাখিল করবে। কোন সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কোন প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের কাছ থেকে কাঁচামাল সরবরাহকারী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যু করতে হবে। এক্ষেত্রে ইউপি/ইউডি তে ইত্যাদি পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ, মূল্য, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ করতে হবে। সেক্ষেত্রে মূল ইউডিতে ঈপ্সিত আনুষঙ্গিক দ্রব্যের পরিমাণ ও নাম উল্লেখ থাকতে হবে। পরবর্তীতে সংশোধিত ইউডি-তে মূল ইউডি ক্রমিক নং ও তারিখ, মাস্টার ঋণপত্র নং ও মূল্য, জাহাজীকরণের তারিখ, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ইপ্সিত পণ্যের বর্ণনা (সাইজসহ), পরিমাণ ও মূল্য উল্লেখ থাকতে হবে। প্রতিক্ষেত্রে ইউডি'র একটি কপি আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহকারীর প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যু করতে হবে। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক ইউপি আবেদনের সাথে তার অনুকূলে মূল কপিটিও দাখিল করবেন অন্যথায় ইউপি ইস্যু করা হবে না।

(হাসিনা খাতুন)
কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৯/৭৯৬ তারিখ: ১৭/০৭/২০০২

বিষয়: সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় তৈরি পোশাকের মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিজিএমইএ এর অনাপত্তিপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতিতে M/S KUEHNE & NAGEL LIMITED, ঢাকা এর অনুকূলে নিম্নবর্ণিত শর্তে একটি তৈরি পোশাকের মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি প্রদান করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মত হয়েছে:

(১) বিভিন্ন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহকৃত তৈরি পোশাকের মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে শুধুমাত্র তৈরি পোশাক পরীক্ষা করে বিদেশে রপ্তানি করতে হবে;

(২) পোশাকের মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে শুধুমাত্র পোশাক থাকবে এখানে কোন কাঁচামাল থাকবে না;

(৩) সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে পোশাকের মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে;

(৪) যেসব তৈরি পোশাকের ক্রেতা GERMANY এর M/S OTTO VERSAND GMBH & CO শুধুমাত্র সেইসব পোশাকের জন্য এ মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (বন্ডেড ওয়্যারহাউস) ব্যবহার করতে পারবেন।

(৫) মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের নিমিত্তে তৈরি পোশাক প্রবেশ ও নির্গমন যথাক্রমে আগমন নির্গমন রেজিস্টারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। মালামাল প্রবেশের সময় আগমন ও নির্গমন রেজিস্টারে যথাযথভাবে এন্ট্রি করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদিতে আগমনের ক্রমিক নং, সময় ও তারিখ লিপিবদ্ধ করতে হবে। মালামাল নির্গমনের বিষয়টি অনুরূপভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ক্রেতার নাম, রপ্তানি ঋণপত্র নম্বর, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ইউডি নম্বর উল্লেখপূর্বক চালানে (ইনভয়েস) বর্ণিত দলিলাদি পরীক্ষা করে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে নিয়োজিত বন্ড অফিসার মালামাল রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবেন। আগমন ও নির্গমন রেজিস্টারে স্বাক্ষর কলামে কেন্দ্রে নিয়োজিত বন্ড অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে। আগমন ও নির্গমন রেজিস্ট্রারে অতিরিক্ত একটি কলামে মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন।

(৬) রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান তথা পোশাক প্রস্তুতকারী বন্ডার কর্তৃক মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে তৈরি পণ্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত পণ্যের একটি বিস্তারিত বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে। উক্ত ফরমে মাস্টার এলসি নম্বর ও তারিখ, ইউডি নম্বর, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি নম্বর ও তারিখ, পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, M/S KUEHNE & NAGEL LIMITED এ আগমনের তারিখ, ক্রমিক নম্বর, নির্গমনের তারিখ, মন্তব্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য কলাম থাকতে হবে। ফরমে রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ উভয় পক্ষের স্বাক্ষরের পৃথক কলাম

থাকবে। যার এক কপি বন্ডার, এক কপি বন্ড অফিসার (ইন্সপেক্টর) ও এক কপি মাননিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করবেন। পণ্য নির্গমনের পর রপ্তানির উদ্দেশ্যে সরাসরি বন্দরে পাঠাতে হবে এবং এ তথ্য লিপিবদ্ধকরণের জন্য নির্ধারিত ছকে একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। তদুপরি রপ্তানি বন্দর পর্যন্ত বর্ণিত তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি চালানপত্র (ইনভয়েস) মাননিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান ইস্যু করবে। বন্ড শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার/ সহকারী কমিশনার/সুপারিনটেনডেন্ট সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করবেন এবং তিনি নিয়মিত মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

(৭) মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি রপ্তানিকারকের (গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান) নামে উক্ত কেন্দ্রে (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্দেশিত) আগমন ও নির্গমন রেজিস্টার হিসাবে পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত রেজিস্ট্রারে বন্ডারের প্রতিনিধি, মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রতিনিধি ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর করতে হবে। বন্ডারের প্রতিনিধি বলতে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে বুঝাবে। বন্ড অফিসারের স্বাক্ষর কলাম নির্ধারিত থাকবে।

(৮) পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে মালামাল মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে নেয়া থেকে শুরু করে পরিদর্শন শেষে মালামাল বের হবার পর রপ্তানির উদ্দেশ্যে জাহাজীকরণ পর্যন্ত সকল পর্যায়ে মালামালের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকগণ (প্রস্তুতকারী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান) বহন করবে।

(৯) প্রত্যেক রপ্তানিকারক তৈরি পোশাকের মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে রপ্তানির উদ্দেশ্যে মালামাল প্রেরণের পূর্বেই ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে শুল্ক ভবন অনুমোদিত ৩ (তিন) কোটি টাকার সাধারণ বন্ডের ছায়ালিপি সংরক্ষণ করতে হবে, যাহা প্রতি বছর নবায়নযোগ্য। প্রত্যেক রপ্তানিকারকের জন্য অনুরূপ সাধারণ বন্ড সংরক্ষণের নিমিত্তে মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের দপ্তরে একটি রেজিস্টারে রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে

(১০) মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে অর্থাৎ আলোচ্য স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউসের সমুদয় কার্যক্রম যথা তৈরি পোশাকের শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে গুদামজাতকরণ, পরীক্ষা, যাচাই, খালাস, রপ্তানি এবং জাহাজীকরণ Customs Act, 1969-এর একাদশ চ্যাপ্টার এবং সেকশন ১৩ এর শর্ত ও বিধানানুযায়ী পরিচালিত হবে। মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনাকারী বন্ডার (পণ্য ওয়্যারহাউস এ থাকাকালীন) সমস্ত মালামাল ও শুল্ক করের দায় দায়িত্ব বহন করবেন এবং মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যে সময়/মেয়াদের জন্য পণ্য তাহার গুদামে থাকবে সেই সময়ের জন্য একজন প্রাইভেট বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ হিসাবে সরকারের সকল আইন ও বিধানের আওতায় দায়বদ্ধ থাকবে।

(১১) তৈরি পোশাকের মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সুপারভাইজড পদ্ধতিতে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের ইন্সপেক্টরের পদ মর্যাদার নিচে নহে এমন একজন কর্মকর্তা সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি দিনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন পরের দিন সংশ্লিষ্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব কাস্টমস-এর নিকট দাখিল করবেন।

(১২) মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে কোন ধরনের অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে অথবা রপ্তানিকারক (প্রস্তুতকারী) কর্তৃক কোন ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে বা কোনরূপ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তাহার জন্য বন্ডার (মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ) দায়ী থাকবেন।

(১৩) কর্তব্যরত অফিসারের অফিস কক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সার্বিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বন্ডার বাধ্য থাকবেন। কর্তব্যরত অফিসারের সাথে যাবতীয় কার্যাদির সহযোগী হিসাবে এবং কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের সাথে যোগাযোগের লক্ষ্যে একজন সিপাহী উক্ত কেন্দ্রে পদস্থ করতে হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সুপারিনটেনডেন্ট এবং কর্মরত অফিসার ও সিপাহী ওভার-টাইম ও যাবতীয় সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্য হবেন। অবিলম্বে এতদ্‌বিষয়ে আদেশ, নীতিমালা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে জারি করতে হবে।

(১৪) ১লা জানুয়ারী হতে ৩১ শে জুন এবং ১লা জুলাই থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর মেয়াদ হিসাবে বছরে ২ বার মাননিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত ও সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসারের নিকট রক্ষিত রেজিস্টারসমূহের সাথে শুল্কায়ন গ্রুপে রক্ষিত পাশবই (কাস্টমস্ কপি) মিলিয়ে দেখে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাময়িক রপ্তানি বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট সুপারিনটেনডেন্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পেশ করবেন। মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হতে বের হওয়া মালামাল যথারীতি ও যথাসময়ে রপ্তানি নিশ্চিত না হলে তা উক্ত প্রতিবেদনে মতামতসহ তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

(১৫) আলোচ্য মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত রপ্তানিতব্য পোশাক ব্যতীত অন্য কোন কাঁচামাল বা অর্ধ-প্রস্তুতকৃত পোশাক ইন্টু বন্ড বা অন্য কোন প্রকারে ও পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যাবে না।

(১৬) সুপারভাইজড পদ্ধতিতে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শুল্ক কর্মকর্তা পদস্থ হবার পর ওয়্যারহাউসের দায়িত্ব গ্রহণ করা সাপেক্ষে আলোচ্য বন্ড প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু করতে হবে।

(১৭) মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিক্ষেত্রে ২(দুই) সেট রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। ১(এক) সেট নিয়োজিত বন্ড অফিসার ও অনুরূপ অন্য সেট মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং উভয় কর্তৃপক্ষের (ইন্সপেক্টর ও বন্ডার) যৌথভাবে স্বাক্ষর করে উহা শুরু ও সমাপ্ত হবে।

(মো: সহিদুল ইসলাম)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুন বাগিচা

ঢাকা-১০০০

নথি নং-৫(১৩)১৯/বন্ড: কমি.(সদর)/স্থায়ী আদেশ/০২/১৫২৬৯(১-৮৮) তারিখ: ০৫/০৮/২০০২

আদেশ

বিষয়: বন্ড লাইসেন্সের মালিকানা পরিবর্তন প্রসঙ্গে।

কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটে, ঢাকার বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ডারগণের মধ্যে অনেকেই লাইসেন্সের মালিকানা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করে থাকেন। এখন থেকে এই বিষয়ে অনুমোদন দেয়ার আগে নিম্নলিখিত সতর্কতাসমূহ অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হলো:

(১) হালনাগাদ অডিট কার্যসম্পাদন করা আছে কিনা এবং সরকারি কোন পাওনা আছে কিনা; তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতে হবে। হালনাগাদ অডিটসম্পন্ন না থাকলে এবং সরকারের পাওনা থাকলে মালিকানা পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়া যাবে না। এই ক্ষেত্রে পূর্বের মালিকের দায়দেনা নতুন মালিক বহন করবেন, মর্মে কোন অঙ্গিকারনামা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

(২) কোন আদালতে প্রতিষ্ঠানের নামে কোন মামলা থাকলে তা নিস্পত্তি ব্যতিরেকে অথবা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন নির্দেশ থাকলে তা প্রতিপালন ব্যতিরেকে মালিকানা পরিবর্তনের অনুমোদন করা যাবে না।

(৩) মালিকানা পরিবর্তনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল দপ্তর যেমন বিনিয়োগ বোর্ড, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি মূখ্য আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ভ্যাট নিবন্ধন ইত্যাদিসহ অন্যান্য সকল দলিলাদিতে পরিবর্তনের অনুমোদন থাকতে হবে।

(৪) লিয়েন ব্যাংক/ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র থাকতে হবে।

[হাসিনা খাতুন]
কমিশনার

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপন সমূহের সংকলন, পৃ.-৬৬*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বস্ত্রকোষ, ঢাকা

১২.০৮.২০০২ তারিখে যুগ্ম সচিব (রপ্তানি) মহোদয়ের সভাপতিত্বে তার অফিস কক্ষে বন্ডেড ওয়্যারহাউসের আওতায় আমদানিকৃত ত্রুটিযুক্ত কাপড় পুনঃরপ্তানি পদ্ধতি সহজীকরণ বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

গত ১২.০৮.২০০২ তারিখে যুগ্ম-সচিব (রপ্তানি) জনাব মোহাম্মদ ইসমাইলের সভাপতিত্বে তার অফিস কক্ষে (কক্ষ নং-১৩১) বন্ডেড ওয়্যারহাউসের আওতায় আমদানিকৃত ত্রুটিযুক্ত কাপড় সরবরাহকারীর নিকট ফেরত পাঠানোর পদ্ধতি সহজীকরণ বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, সভাটি একই বিষয়ে বিগত ২৩.০৩.২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পুনঃরপ্তানির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের "Post-Facto" অনাপত্তিপত্র গ্রহণ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত। বাংলাদেশ ব্যাংক ৪টি কারণ উল্লেখ করে এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেছে।

২। সভায় সভাপতির আহ্বানে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (বস্ত্রসেল) এর পরিচালক জনাব তৌফিক হাসান প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন এবং ২৩.০৩.২০০২ এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে "Post-Facto" অনাপত্তিপত্র গ্রহণের বিষয়টি সমর্থন করেন। এর উত্তরে যুগ্ম সচিব (রপ্তানি) বিষয়টি আরো সহজ করা যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনার আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে বিজিএমইএ'র অতিরিক্ত সচিব জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ বিজিএমইএ-এর প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে বলে যে পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ লিয়েন ব্যাংক পূর্বেই ত্রুটিযুক্ত কাপড়ের বিপরীতে বিদেশি মুদ্রা প্রেরণ করে না এবং প্রেরিত হয়ে থাকলেও তার বিপরীতে রপ্তানি ঋণপত্র বা টিটি এর মাধ্যমে অগ্রীম অর্থপ্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই প্রত্যয়নপত্র জারি করবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি জনাব আবুল কালাম আজাদ আপত্তি জানান যে, বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের তদারকী করে থাকেন এবং বর্তমানে অনাপত্তি পত্রের ব্যবস্থা সাধারণ রপ্তানির জন্য প্রবর্তিত ইএক্সপি ব্যবস্থার অংশ। বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি পরিহার করে পুনঃরপ্তানিকরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণে তাদের কোন আপত্তি নেই। বিজিএইএ'র পরিচালক জনাব আব্দুস সালাম মুর্শেদী পোশাক শিল্পের বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনামূলক প্রতিযোগিতার উল্লেখ করে বলেন যে, বর্তমানে বিশ্ববাজারে টিকে থাকার জন্য পদ্ধতিগত জটিলতা দূর করে এর জন্য ব্যয়িত সময় হ্রাস করতে হবে। বিকেএমইএ'র প্রতিনিধি জি. এম. হায়দার আলী জনাব মূর্শেদীর বক্তব্যকে সমর্থন করে পদ্ধতিগত জটিলতা দূর করার ওপর জোর দেন। সভায় সভাপতি পদ্ধতিগত জটিলতা সহজীকরণের বিষয়ে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে একমত পোষণ করে ঐকমতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানান।

এইরূপ আলোচনান্তে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে-

ক) যে সকল ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত কাপড় সরবরাহকারী কর্তৃক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হতে কোন বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় করা হয়নি এবং লিয়েন ব্যাংক

ঐ অর্থ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে প্রদান করতে হবে না মর্মে নিশ্চিত হয়ে সনদপত্র প্রদান করেছেন সে সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রত্যয়ন ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ড কমিশনার পুনঃরপ্তানি অনুমোদন করবেন এবং সে মতে রপ্তানি সম্পাদিত হবে।

খ) যে সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয়েছে এবং সরবরাহকারী কর্তৃক ত্রুটিযুক্ত কাপড় পুনঃরপ্তানির জন্য রপ্তানি ঋণপত্র স্থাপন করা হয়েছে বা টিটির মাধ্যমে অর্থ অগ্রীম প্রেরণ করেছে সে সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র এবং বন্ডারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ড কমিশনার পুনঃরপ্তানির অনুমোদন করবেন।

গ) ত্রুটিযুক্ত কাপড় পুনঃরপ্তানির জন্য সকল ক্ষেত্রে আবেদনপত্র কাপড় আমদানির ৯০ দিনের মধ্যে বন্ড কমিশনারের বরাবরে দাখিল করতে হবে।

ঘ) সনদপত্র প্রদানকারী লিয়েন ব্যাংক মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট এ বিষয়ে একটি বিবরণী দাখিল করবেন।

ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক এই জাতীয় কেসসমূহ যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন বোধে এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারবেন।

০৩। আলোচনার জন্য আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ ইসমাইল)
যুগ্ম সচিব (রপ্তানি)

উৎস: *অনির্ভরশীল সূত্র।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৬(২৯)এনবিআর/শুল্ক-৪/৯৪ তারিখ: ১৭/১০/২০০২

আদেশ

বিষয়: রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রাপ্য বকেয়া রাজস্ব কিস্তিতে আদায় সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা।

লক্ষ্য করা গেছে যে, রপ্তানিমুখী বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অসত্য ঘোষণা জালিয়াতি, মালামাল খোলা বাজারে বিক্রি, ভূয়া রপ্তানি, স্টক লট, অডিট হতে উদ্ভূত দাবিনামা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে মূলতঃ রাজস্ব বকেয়ার উদ্ভব হয়। যে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অসত্য ঘোষণা জালিয়াতি, খোলাবাজারে মালামাল বিক্রি, ভূয়া রপ্তানি ইত্যাদি কারণে বকেয়ার উদ্ভব ঘটে যে সকল প্রতিষ্ঠান বকেয়া রাজস্ব কিস্তিতে পরিশোধের সুবিধা কোনক্রমেই দাবি করতে পারে না বা তাদের সেরূপ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে স্টক লট বা রপ্তানি আদেশ বাতিল, মালামালের গুণগতমান নষ্ট হওয়া তথা যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত কারণে পণ্য রপ্তানি করতে ব্যর্থ হলে এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে

আমদানিকৃত পণ্য/উৎপাদিত পণ্য বন্ডে রক্ষিত থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শুল্ক-করাদি ফাঁকির কোন অভিযোগ বা মামলা না থাকলে কেবল তখনই কিস্তিতে বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের সুযোগ দাবি করা যেতে পারে।

০২। এ সকল দিক বিবেচনায় যৌক্তিক কারণে সৃষ্ট বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের ক্ষেত্রে এখন থেকে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেট-এর কমিশনার নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে বকেয়া রাজস্ব কিস্তিতে পরিশোধের সুবিধা প্রদান করতে পারবেন:

(ক) প্রতি মাসে একটি কিস্তি করে সর্বোচ্চ ১২টি সমান কিস্তিতে বকেয়া পরিশোধের সুবিধা দেয়া যেতে পারে;

(খ) মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ কোন অবস্থাতেই এক লক্ষ টাকার কম হবে না। কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য বকেয়া রাজস্বের মোট পরিমাণ ১ (এক) লক্ষ টাকার অথবা তার কম হলে সমুদয় বকেয়া এককালীনভাবে পরিশোধযোগ্য হবে।

(গ) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বকেয়া রাজস্ব কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ গ্রহণ করবে এবং ২/১টি কিস্তি পরিশোধ করে পরবর্তীতে আর কোন কিস্তি সময়মত পরিশোধ করবে না তাদের কিস্তি সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ২০২ ধারা প্রয়োগ এর মাধ্যমে তাদের সকল কার্যক্রম স্থগিত রেখে সমস্ত বকেয়া রাজস্ব এককালীন আদায়ের ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিস্তি সুবিধা প্রদান করা হবে তাদের কিস্তি পরিশোধের বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

(ইসমাইল হোসেন সিরাজী)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

সূত্র: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.৬৯-৭০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট,
৩৪২/১ সেগুন বাগিচা
ঢাকা।

স্থায়ী আদেশ নং-০৩/২০০১ তারিখ: ২৭ ডিসেম্বর, ২০০২

বিষয়: "ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেইজড পারসন্স" বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নির্দেশনাবলি।

বর্তমানে নিম্নবর্ণিত "ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেইজড পারসন্স" বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহ বিদ্যমান ও চালু আছে।

০১.	মেসার্স ন্যাশনাল ওয়্যারহাউস মতি মঞ্জিল, বাড়ি নং-১৮, সড়ক নং-৩২, গুলশান, ঢাকা।
০২.	মেসার্স সাবের ট্রেডার্স

	বাড়ি নং-২৫, সড়ক নং-১০, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা।
০৩.	মেসার্স ঢাকা ওয়্যারহাউস ৮০ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা।
০৪.	মেসার্স টস বন্ড (প্রাঃ) লিঃ প্লট নং-৩৫, সড়ক নং-১০ আবেদীন টাওয়ার ফোর্থ ফ্লোর, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, ঢাকা।
০৫.	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশেন মহাখালী, ঢাকা।
০৬.	মেসার্স এইচ কবীর এন্ড কোং লিঃ ১২ আব্বাস গার্ডেন, নিউ এয়ারপোর্ট, ঢাকা।
০৭.	মেসার্স ইস্টার্ন ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসেস হাউস নং-ই(ডি)৯, রোড নং-১৪০, গুলশান-১, ঢাকা।
০৮.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

এই সকল বন্ডেড ওয়্যারহাউস পরিচালনার জন্য বিদ্যমান আইনের আলোকে এই স্থায়ী আদেশ জারি করা হইল।

০২। বন্ড লাইসেন্স প্রসঙ্গেঃ

এই আদেশে বর্ণিত প্রত্যেক বন্ডার ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের ধারা ১৩ ও ৮৬ এর আওতায় বিদ্যমান শুল্ক আইন ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন/আদেশাবলির শর্তাদি প্রতিপালন করিয়া বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই মাস পূর্বে বন্ড লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন পেশ করিবেন। প্রত্যেক বন্ডেড ওয়্যারহাউস ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের ধারা ১১৭(২) এর আওতায় একজন শুল্ক ইন্সপেক্টর ও একজন সিপাই নিয়োজিত থাকিবেন ও ইন্সপেক্টরের তত্ত্বাবধানে বন্ডের কাজ পরিচালিত হইবে। বন্ড লাইসেন্সে আবেদনের সহিত বিদ্যমান লাইসেন্স ফিস্ ৳ ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ও নিয়োজিত ইন্সপেক্টর (অতঃপর বন্ড অফিসার) এবং সিপাই এর বার্ষিক বেতন ভাতাদির সমপরিমাণ সার্ভিসচার্জ (শুল্ক আইনের ধারা ২০০ দ্রষ্টব্য) যথাক্রমে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে যথাযথ খাতে জমা দিয়া উহাদের কপি, উক্ত আইনের ধারা ৮৬-এর অধীনে যথাযথ নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বন্ড সম্পাদন ও বিগত বছরের আমদানি বিক্রয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্পর্কিত বিবরণী (বন্ডার ও লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক স্বাক্ষরিত) এবং সময় সময় এই দপ্তর অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত তথ্যাবলি পেশ করিতে হইবে। বন্ডারকে একটি মাত্র লিয়েন ব্যাংক এর মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করিতে হইবে ও লিয়েন ব্যাংক এর কোন পরিবর্তন এই দপ্তরের পূর্বানুমতি ব্যতীত করা যাইবে না। বন্ডারকে The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক এ নিয়মিত হিসাব প্রদানসহ উক্ত আইনের অধীনে জারিকৃত নির্দেশাবলি প্রতিপালন করিতে হইবে।

০৩। বন্ডারের আমদানি ও বিক্রয় কার্যক্রমঃ

(ক) প্রত্যেক বন্ডার SRO 88-L/85/906/CUS dated, the 13th February 1985, SRO 89-L/85/907/CUS dated, the 13th February 1985 (to be readwith SRO 3-L/97/1697/CUS dated : 04-01-97, এসআরও নং-২৪৯-আইন/৯৮/১৭৬৪/শুল্ক তারিখ: ০৪/১১/৯৮ইং ও এসআরও নং-১০৩-আইন/৮৮/১১২১/শুল্ক তারিখ: ০৯/০৫/৯৮ইং), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৪(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড তারিখ: ১৪/০২/৯৯ইং, ৪/৯৩/৩৩২-৩৪০ তারিখ: ১০/০৩/৯৯ইং, ৪ (৬) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮ তাং: ০৬/০১/৯৯ইং ও ৪(৬) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/৫৪৮-৫৫৬ তাং: ১৫/০৪/৯৯ইং এর আমদামী ও বিক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন।

(খ) বন্ডারের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ:

প্রত্যেক বন্ডারের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতাসীমা লাইসেন্স নবায়নের সময় নির্ধারণ করা যাইবে। বন্ডার কর্তৃক পেশাকৃত বার্ষিক আমদানি ও বিক্রয় বিবরণী পর্যালোচনা ও পরীক্ষার জন্য বন্ডসমূহের সংশ্লিষ্ট শাখার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি/সহকারী কমিশনার, এই শাখার সুপারিনটেনডেন্ট ও ইন্সপেক্টর সমন্বয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হইল। উক্ত কমিটি ডিপ্লোমেটিক পারসন্স/মিশনসমূহের স্বপক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত বছরে কি পরিমাণ পণ্য ও কত মূল্যের (মাঃ ডঃ) Exemption Certificate ইস্যু করিয়াছে এবং কতজন প্রিভিলেইজড্ পারসন্স বর্তমানে কর্মরত আছে (পাসবইয়ের হিসাব নিতে হইবে) ও তাহাদের অনুকূলে আগামী বছরে SRO 89-L/85/907/CUS dated, the 15th February 1985, (এসআরও ১০৩-আইন/৮৮/ ১১২১/শুল্ক, তাং-০৯-০৪-৯৮ইং দ্বারা সংশোধিত)-এর Sl O1ও Sl O2 এর আলোকে কি পরিমাণ পণ্য ও কত মূল্যের (মাঃ ডঃ) প্রয়োজন উহা নিরূপণপূর্বক প্রত্যেক বন্ডারের বিগত বছরের Transaction এর Volume এর ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে বন্টন করতঃ প্রত্যেকের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতাসীমা নির্ধারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক কমিশনারের নিকট পেশ করিবেন।

(গ) উক্তরূপে নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতাসীমার মধ্যে বন্ডার প্রত্যেকটি আমদানি চালান খালাসের সময় আমদানি পয়েন্টের শুল্ক ভবন/স্টেশনে ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের ধারা ৮৬ এবং ১০২ এর আওতায় সংশ্লিষ্ট চালানের ওপর আরোপনীয় শুল্ক করাদির দ্বিগুণ পরিমাণ মূল্যের প্রচলিত ডিউটি বন্ড ও রিক্স বন্ড যথাযথ নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদন করিয়া পেশ করিবেন।

(ঘ) আমদানি পয়েন্টের শুল্ক ভবন/স্টেশন শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন পূর্বক পণ্যের চালানের ইন-টু বন্ডে খালাসের সময় উক্ত আইনের ধারা ৮৭ এর আওতায় পণ্যের চালান বন্ডারের মনোনীত সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট ও পরিবহনকারীর নিকট প্রাপ্তি রসিদ মূলে বুঝাইয়া দেওয়ার পরবর্তী দিবসে জিইপিযোগে সংশ্লিষ্ট বন্ডেড ওয়্যার হাউজের ইন্সপেক্টরের নিকট ইন-টু বন্ডের অধীন চালানের তথ্যাদি প্রেরণ করতঃ একটি কপি এই কমিশনারেটে প্রেরণ করিবেন। খালাসকৃত চালানের তথ্য লাইসেন্সে বর্ণিত প্রাপ্যতাসীমার অংক হইতে বাদ দিয়া সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তা উহাতে স্বীয় নামীয় সিল ও স্বাক্ষরে এনডোরস্ করিবেন।

(ঙ) বন্ডেড ওয়্যার হাউজে পণ্যের চালান আনার সাথে সাথে আমদানি ডকুমেন্টস-এর সহিত মিলাইয়া বন্ড অফিসার ইন-টু বন্ড করতঃ রেজিস্টারে নিজের ও বন্ডারের সিল স্বাক্ষর প্রদান করতঃ স্বাক্ষরপূর্বক এন্ট্রি এনডোরস্ করিবেন ও ইন-টু বন্ডের তথ্য সংশ্লিষ্ট আমদানি

পয়েন্টের শুল্ক ভবন/স্টেশনে পরবর্তী দিবসে জিইপি ডাকযোগে জানাইবেন। বন্ড অফিসার কর্তৃক ইন-টু বন্ড হওয়ার প্রত্যয়ন পাওয়ার পর আমদানি পয়েন্টের শুল্ক ভবন/স্টেশন রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ড অবমুক্ত করিবেন।

(চ) বন্ড অফিসার ও বন্ডারের যৌথ তালাবদ্ধ (বন্ড অফিসার নিজস্ব তালা ব্যবহার করিবে) অবস্থায় বন্ডেড পণ্য থাকিবে এবং উভয়ে সিলগালা করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন। প্রত্যেকদিন উভয়ের উপস্থিতিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউস খোলা, বিক্রয় ও বন্ধের কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে। সরকারি কর্মদিবসের অফিস সময় অনুযায়ী বন্ডেড ওয়্যারহাউসের কার্যক্রম চালু থাকিবে ও সকল সরকারি ছুটির দিবসে বন্ডেড ওয়্যারহাউস বন্ধ রাখিতে হইবে। প্রত্যেক বন্ডার বন্ডেড ওয়্যারহাউজে বন্ড অফিসার ও শুল্ক অফিসের জন্য আসবাবপত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহসহ অফিসের কক্ষ বরাদ্দ করিবেন।

(ছ) প্রত্যেক বন্ডার সংলাগ “ক” এর ছকে একটি বন্ড রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন। প্রত্যেকটি ইন-টু বন্ড ও এক্স বন্ডের বিল অব এন্ট্রির তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতঃ বন্ডার ও বন্ড অফিসার স্বাক্ষর সিল প্রদান করিবেন। প্রিভিলেইজড্ পারসন্স এর পাসবই ও ডিপ্লোমেটিক মিশন/পারসন্স এর স্বপক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত Exemption Certificate এর বিপরীতে বিক্রয়ের তথ্য উহাদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া (যেই ক্ষেত্রে যাহাই প্রযোজ্য হয়) বন্ডার ও বন্ড অফিসার সিল ও স্বাক্ষর দিবেন। এই ধরনের আমদানিকৃত পণ্যের স্থানীয় মূল্য সংযোজনসহ লাভের অংক বৈদেশিক মুদ্রায় উক্তরূপ ক্রেতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় ব্যাংক একাউন্টে জমা দিতে হইবে। বন্ডার ব্যাংকিং পদ্ধতি ব্যতীত বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করিতে পারিবে না। বন্ডার পণ্যের চালান আমদানির জন্য বিদেশি সাপ্লায়ার্স এর ক্রেডিট বা বিদেশি সাপ্লায়ারের লোনের ওপর ভিত্তি করিয়া পণ্য আমদানি করিবেন ও বাংলাদেশ ব্যাংকও অন্য কোন উৎসের বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণপত্র খোলা যাইবে না। বন্ডে পণ্যের পরিবহন ও বন্ড সংরক্ষণ কালে পণ্যের ক্ষয়-ক্ষতি হইলে উহার ওপর আরোপনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধসহ অন্যান্য আইনানুগ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ বন্ডার মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

(জ) উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত উপানুচ্ছেদ (ক) থেকে (ছ) এর বাধ্যবাধকতাসহ এই আদেশে উল্লিখিত মেসার্স এইচ কবীর এন্ড কোং লিঃ, ১২ আব্বাস গার্ডেন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড। তাঁদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত পন্থায় আরোপনীয় শুল্ক করাদি আদায়পূর্বক বিদেশি বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসাধারীদের নিকট পণ্য বৈদেশিক মুদ্রায় বিক্রয় করিবেন ও অনুরূপভাবে দৈনন্দিন, মাসিক ও বার্ষিক তথ্য বিবরণী পেশ করিবেন।

০৪। (ক) বন্ড অফিসারের অন্যান্য করণীয়ঃ

বন্ড অফিসার প্রত্যেক দিন বন্ডার কোন কোন প্রিভিলেইজড পারসন্স ও ডিপ্লোমেটিক পারসন্স/মিশনে কি পরিমাণ পণ্য কত মূল্যের (মাঃ ডঃ) বিক্রয় করিল (যেই বন্ডারের ক্ষেত্রে শুল্ক করাদি পরিশোধ করিবার বাধ্যবাধকতা আছে সেই বন্ডারের ক্ষেত্রে শুল্ক করাদিও আদায় তথ্যসহ) উহাদের সূত্রাদি উল্লেখপূর্বক একটি বিবরণী প্রস্তুত করিয়া (উহাতে বন্ড অফিসার ও বন্ডার স্বাক্ষর করিবেন) উহাদের কপি এই আদেশে বর্ণিত সকল বন্ডেড ওয়্যারহাউসের বন্ড অফিসারের নিকট ও এই দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সুপারের নিকট পরবর্তী দিবসে সিপাই-এর মাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন। প্রত্যেক বন্ড অফিসার অপরাপর বন্ড অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত তালিকার সহিত

তার অধীনের বন্ডের বিক্রির তথ্য পরীক্ষা করিয়া কোন অমিল/অনিয়ম পাইলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সুপারের মাধ্যমে অনিয়ম প্রতিবেদন এই দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন। অনুরূপভাবে সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখায় নিয়োজিত ইন্সপেক্টর প্রতিষ্ঠানওয়ারী দৈনন্দিন বিক্রয় বিবরণীর নথি খুলিয়া সকল বিবরণীর ক্রয় ভেরিফিকেশন করিয়া কোন অনিয়ম পাইলে সাথে সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতঃ পরবর্তী আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(খ) বন্ড অফিসার প্রতি মাসের বিক্রয় তথ্যের একটি সমন্বিত (Consolidated statement) বিবরণী প্রস্তুত করিয়া পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি/সহকারী কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন। এই বিবরণীগুলোকে প্রতিষ্ঠানওয়ারী সংরক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর ও সুপার ডিসি/এসির নিকট পেশ করিবেন।

(গ) প্রত্যেক বন্ড অফিসার দায়িত্ব হস্তান্তরকালে তাহার উত্তরসূরীদের লিখিতভাবে সকল রেকর্ড, রেজিস্টার ইত্যাদির তথ্য লিখিতভাবে বুঝাইয়া দিয়া তাহার দপ্তরের নথিতে কপি সংরক্ষণ করতঃ একটি কপি সদর দপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

০৫। ডিপ্লোমেটিক/প্রিভিলেইজড পারসন্স বন্ডেড ওয়্যার হাউজের দায়িত্বে নিয়োজিত সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের করণীয়:

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপার ও ইন্সপেক্টরদের প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রত্যেকটি বন্ডেড ওয়্যারহাউস ভিজিট করিয়া পণ্যের আমদানি, মজুদ ও বিক্রয় এবং রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে সাথে সাথে অনিয়ম মামলা রুজু করিয়া সংশ্লিষ্ট ন্যায় নির্ণয়কারী কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন।

(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি/সহকারী কমিশনার প্রতিমাসে অন্ততঃ একটি ওয়্যারহাউস অতর্কিতে ভিজিট করিয়া বন্ডার ও বন্ড অফিসার বিধি মোতাবেক দায়িত্ব পালন করিতেছে কিনা দেখিবেন। এতদ্ব্যতীত সদর দপ্তরের যে কোন কর্মকর্তা যে কোন সময় কমিশনারের নির্দেশক্রমে বন্ডারের প্রেমিজে প্রবেশ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(গ) সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখা পাসবই ইস্যুর রেজিস্টার (যাহাতে ক্রমিক নম্বর, বোর্ডের আদেশের সূত্র নম্বর, প্রিভিলেইজড্ পারসন-এর নাম ও ঠিকানা, পাসবই ইস্যুর তারিখ, মেয়াদকাল, মেয়াদকাল বৃদ্ধিকরা হইলে উহার সূত্র এবং কোন সময়কাল পর্যন্ত, পাসবই সারেন্ডারের তারিখ ও মন্তব্য সংবলিত) পাসবই গ্রহণ ও মজুদ রেজিস্টার, এক্সজেম্পশন সার্টিফিকেটের নম্বর, তারিখ, কোন ডিপ্লোমেটিক পারসন্স/ব্যক্তির অনুকূলে এক্সজেম্পশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হইল, কি পরিমাণ পণ্য ও কত মূল্যের (মাঃ ডঃ) ও মন্তব্য সংবলিত রেজিস্টার সংরক্ষণ ও মনিটর করিবে। এই আদেশের অধীন বন্ডারের হিসাব বিবরণী ও রেকর্ড এর সহিত উহা সময় সময় ক্রস চেক করিয়া দেখিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেকটি বন্ডারের লাইসেন্স নথি, দাবিনামা ও অন্যান্য কেইস নথি সংরক্ষণ, কার্যক্রম গ্রহণ ও মনিটর এর কাজও সম্পন্ন করিতে হইবে। দাবিনামা ও রীট মামলার রেজিস্টার সংরক্ষণ করতঃ উহাদের পরবর্তী ফলাফল, আদায়ের তথ্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

০৬। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত Exemption Certificate এর একটি করিয়া কপি এই বন্ড কমিশনারেটে প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর জন্য যথাসময়ে প্রেরণ করার জন্য ও যে সকল কর্মকর্তা Exemption Certificate জারি বা স্বাক্ষর করিবেন তাঁহাদের নমুনা

স্বাক্ষর এই কমিশনারেটসহ সকল শুল্ক ভবন/স্টেশনের অধিক্ষেত্রের কমিশনার বরাবরে পূর্বাহ্নে প্রেরণ করার জন্যও বিনীত অনুরোধ করা হলো। Exemption Certificate এর অপব্যবহার অথবা ভুয়া Exemption Certificate-এর রোধকল্পে এই বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বিবিধঃ

(১) এতদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা বা সমস্যা দেখা দিলে বন্ডার ও বন্ড অফিসার এই কমিশনারেট-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের (যথা: কমিশনার, অতিরিক্ত কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার অথবা ভারপ্রাপ্ত সহকারী/ডেপুটি কমিশনার (বন্ড)-এর সহিত তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করিয়া উহার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন);

(২) এই আদেশে কোন বিষয় বাদ পড়িলে অথবা কোন প্রকার অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইলে সেই ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত শুল্ক আইন ও প্রজ্ঞাপনের শর্তাদি (ভবিষ্যতে বিদ্যমান শুল্ক আইন ও প্রজ্ঞাপনে কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা হইলে উহাদের সহিত পঠিতব্য) ধর্তব্য ও প্রতিপালনীয় বলিয়া গণ্য হইবে। এতদ্ব্যতীত এই আদেশের পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতঃ যুগোপযোগী সম্পূরক বা নতুন আদেশ যে কোন সময় জারি করিবার ক্ষমতা কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট সংরক্ষণ করেন। এই আদেশে বিদ্যমান আমদানিনীতি, ১৯৪৭ সনের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলাদেশ ব্যাংক-এর guide lines-এর আওতায় দিক্‌নির্দেশনাসমূহ সংশ্লিষ্টদের প্রতিপালনের জন্য জারি করা হইল। উল্লেখ্য, এই আদেশে বন্ডারগণের জন্য বর্ণিত নির্দেশাবলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের ধারা ১৩(২)(বি) এর আওতায় বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের শর্তাবলি হিসাবে গণ্য হইবে।

নবসৃষ্ট কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হইতে এই আদেশ জারির ফলে ইতো: পূর্বে বিভিন্ন কমিশনারেট হইতে জারিকৃত আদেশসমূহ (সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা ও কার্যক্রম ব্যতীত) এই আদেশ জারির পরবর্তী ১৫ (পনের) টি কার্যদিবস

অতিবাহিত হওয়ার পর বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আদেশ জারির ফলে কার্যকারিতা শুরু হওয়ার পূর্বে যেইসব আদেশ বিদ্যমান ছিল উহাদের কার্যকারিতা/প্রয়োগ প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহে সংশ্লিষ্ট সময়কালে অক্ষুণ্ন থাকিবে।

[হাসিনা খাতুন]
কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-১(১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৯/২০৩(১) তারিখ: ১৮/০৩/২০০৩

বিষয়: রাজস্ব সংরক্ষণ ও দেশজ শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে Home Consumption Bond ব্যবস্থাপনায় অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাসহ কতিপয় শিল্প খাতে বন্ড সুবিধা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, আমদানি-বিকল্প শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে বিভিন্ন শিল্পখাতে ব্যাপক বন্ড সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। এই বন্ড সুবিধার অপব্যবহার হচ্ছে মর্মে নানা অভিযোগ রয়েছে। অধিকন্তু, ইতোপূর্বে যে প্রেক্ষপটে ও যেসব দিক্ বিবেচনায় এধরনের বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল সে প্রেক্ষাপট বর্তমানে পরিবর্তীত হয়েছে। এরূপ পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে বাস্তব ব্যবস্থা বিবেচনায় রাজস্ব সংরক্ষণ ও দেশজ শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে সে খাতগুলোর সকল বন্ড লাইসেন্স প্রত্যাহার করা যায় তার বিস্তারিত তথ্য, পর্যালোচনা ও সুপারিশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করার জন্য কমিশনার, বন্ড কমিশনারেট, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে, বিদ্যমান Home Consumption Bond এর সংখ্যা, আমদানির পরিমাণ, রাজস্ব প্রাপ্তির, বন্ডের আওতায় খালাস যোগ্য পণ্যের বর্তমান শুল্ক হার, লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বন্ড কার্যক্রম, একইখাতে বন্ড সুবিধা বিহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে বন্ড কমিশনারেটের একটি প্রতিবেদন/সুপারিশ উক্ত দপ্তরের পত্র নং-৫(১৩)৬/বন্ড/কমি./কাস্টম শাখা/পলিসি/ ২০০১/ ২১৭৪৭ তারিখঃ ৩১/১২/২০০২খৃ: এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী Home Consumption Bond সুবিধাভোগী ১৮ টি খাত (যথা: জি.পি.শীট ও সি.আই শীট, স্টিল ড্রাম, প্যাকেট কৃত গুড়াদুধ, কন্ডেন্স মিল্ক, সরিষা ও নারকেল তৈল, বৈদ্যুতিক ফিটিংস, ওয়েলডিং ইলেকট্রোডস্, কাগজ ও কাগজের বোর্ড দ্বারা তৈরি প্যাকিংসামগ্রী, কাগজ, কার্টন, পিপি ওভেন ব্যাগ, পলিয়েস্টার সুতা, মোটর গাড়ি, সিমেন্ট, মার্বেল ও গ্রানাইট স্লাব, ডিটারজেন্ট পাউডার, নৌযান এবং এমএস রড) এর অন্তর্ভূক্ত ৭০টি প্রতিষ্ঠানের বন্ড কার্যক্রম, প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ, একই খাতের বিদ্যমান বন্ড সুবিধাপ্রাপ্ত ও বন্ড সুবিধাবিহীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি দিক পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যে, একদিকে বন্ড সুবিধার আওতায় কোন কোন প্রতিষ্ঠান শুল্ক কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল শুল্ক স্টেশন হতে খালাস গ্রহণ করছে এবং অপরদিকে একই খাতের অন্য সকল প্রতিষ্ঠান শুল্ক-কর পরিশোধ করে আমদানিকৃত কাঁচামাল শুল্ক স্টেশন হতে খালাস নিচ্ছে। ফলে একই খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া বন্ড সুবিধাপ্রাপ্ত কোন কোন প্রতিষ্ঠানের আমদানিযোগ্য কাঁচামাল দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের স্বার্থে কাঁচামাল উৎপাদনকারী ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

০২। এখানে আরোও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের বাজেটে বন্ড সুবিধা সংকোচন ও নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে। সরকার গঠিত Revenue Reform Commission-কর্তৃক সম্প্রতি দাখিলকৃত Interim Report-এ এ ধরনের বন্ডেড ওয়্যারহাউস পরিচালন, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি প্রণয়নের সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

০৩। উপরি উক্ত প্রেক্ষাপটে রাজস্ব সংরক্ষণ ও দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে অনুচ্ছেদ ০১ এ উল্লিখিত সকল প্রতিষ্ঠানের বন্ড সুবিধা প্রত্যাহার করাসহ কতিপয় ক্ষেত্রে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সমীচীন বিবেচনা করে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যথা:

(ক) অনুচ্ছেদ ০১ এ উল্লিখিত ১৮টি খাতভুক্ত সকল বন্ড লাইসেন্স বাতিলের লক্ষ্যে কমিশনার (বন্ড), ঢাকা, শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৩(২) এর দফা (এ)

অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ করবেন। তবে, যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট সরকারের পাওনা রয়েছে তাঁদের বন্ড লাইসেন্সগুলো প্রথমে সাময়িকভাবে বাতিল করে বকেয়া আদায় কার্যক্রম শেষে তা চূড়ান্তভাবে বাতিল করতে হবে;

(খ) অনুচ্ছেদ ০১ এ উল্লিখিত ১৮ (আঠার) টি শিল্প খাতে নতুন করে আর কোন Home Consumption বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হবে না;

(গ) অনিবার্য কোন কারণে উপরি উল্লিখিত ৭০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাদের লাইসেন্স তাৎক্ষণিক বাতিলকরণ, যতদিন পর্যন্ত সম্ভব হবে না, ততদিন পর্যন্ত সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক/কর/ফি/চার্জ এর বিপরীতে নির্ধারিত ফরম-এ নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণপূর্বক শুল্ক আইন ১৯৬৯ এর 86A ধারা অনুযায়ী পণ্য শুল্ক ভবন/স্টেশন হতে খালাস দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। উক্তরূপ বন্ড লাইসেন্স বাতিলকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অন্তরায়সমূহ দ্রুত অপসারণ করে অনুচ্ছেদ (ক) এ বর্ণিত ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) এছাড়া, Home Consumption বন্ড সুবিধাপ্রাপ্ত অপরাপর খাতের সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও রাজস্ব সংরক্ষণকল্পে নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করে শুল্ক আইন ১৯৬৯ এর 86A ধারা অনুযায়ী আমদানি পণ্য খালাস দেয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। তবে, মূল্য সংযোজন কর প্রাপ্তির প্রধান উৎসের কথা বিবেচনায় রেখে সিগারেট শিল্পের ক্ষেত্রে উক্তরূপ ব্যবস্থা প্রয়োগের বিষয়ে করনীয় সম্পর্কে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

(ঙ) যেসব পণ্যের গুণগত মানের অবনতি ঘটার আশংকা থাকে-সেসব পণ্যের ক্ষেত্রে বন্ডি মেয়াদ ০৩ (তিন) মাসের অধিক নির্ধারণ না করার লক্ষ্যে শুল্ক আইন ১৯৬৯ এর ধারা ৯৮(১)-তে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।

০৪। কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ০৩ এ বর্ণিত ব্যবস্থা কার্যকরণে মাননীয় আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ থেকে থাকলে সেক্ষেত্রে মাননীয় উচ্চতর আদালত হ'তে উক্ত নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ এর বিপরীতে প্রতিবিধান গ্রহণ করে সেমতে পরবর্তী ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে।

০৫। সরকারের উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হ'ল।

দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ. ৭৬-৭৮*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৫(১৩)১৯/বন্ড কমি.(সদর)/অফিস আদেশ/০২/৩৫৫৭(৯) তারিখঃ ২/৪/২০০৩

আদেশ

বিষয়ঃ The Customs Act, 1969 এর Section 91 এর আওতায় শুল্ক কর্মকর্তার (বন্ড অফিসার) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বন্ডেড ওয়্যারহাউস সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম, হিসাব সংরক্ষণ ও মনিটরিং বা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী।

০১। (ক) এই আদেশের অধীন শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে The Customs Act, 1969 এর Section 13 এর আওতায় বিদ্যমান শুল্ক আইন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন ও আদেশাবলীর শর্তাদি প্রতিপালন করিয়া বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে (এখন থেকে আইন বলতে The Customs Act, 1969 বুঝাইবে),

(খ) বন্ড লাইসেন্সের আবেদনের সহিত বিদ্যমান হারে লাইসেন্স ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে "১/১১৩১/০০০০/০৪২১" খাতে জমা দিয়া ট্রেজারি চালানের কপিও পেশ করিতে হইবে,

(গ) লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে উহা পরবর্তী ১(এক) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। প্রতি বছর লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ২(দুই) মাস পূর্বে বিদ্যমান হারে নবায়ন ফি সরকারি কোষাগারে উপরিউক্ত খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়া ট্রেজারি চালানের কপি ও অন্যান্য ডকুমেন্টসসহ নবায়নের আবেদন এই কমিশনারেটে পেশ করিতে হইবে। বন্ড লাইসেন্স গ্রহন ও নবায়নের সময় বন্ডারকে উক্ত আইনের ধারা ৮৬ এর আলোকে যথাযথ বন্ড সম্পাদন করিতে হইবে,

(ঘ) বন্ড লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত উহার হস্তান্তর/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাইবে না,

(ঙ) লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলি ও The Customs Act, 1969 এর একাদশ অধ্যায়ে ওয়্যার হাউজিং কার্যক্রমের জন্য বর্ণিত ধারাসমূহের (উহার সহিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে এতদবিষয়ে প্রজ্ঞাপন/প্রজ্ঞাপনসমূহ বা স্মারক/আদেশ/নির্দেশ জারি করা হইলে উহাও পঠিতব্য) প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রাপ্যতাভুক্ত পণ্যের আমদানি রপ্তানি কাজ পরিচালনা করিতে হইবে। উল্লেখ্য, এই আদেশের অধীনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাঁচামাল আমদানিতে/ব্যবহারে ইউটিলাইজেশন পারমিশন জারির প্রয়োজন হইবে না। তবে, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক উৎপাদ-উপকরণ সহগ নির্ধারণ (যদি না করা হইয়া থাকে) করাইয়া তদানুযায়ী উপকরণ ব্যবহারপূর্বক রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদন করিতে হইবে।

০২। প্রজ্ঞাপন নং-১৫৩-আইন/৯৩/১৫২০/শুল্ক তারিখঃ ০৩.০৮.১৯৯৩ এর বিধি ৪(খ) এর আলোকে প্রত্যেক বন্ডারকে তাঁহার/তাঁহাদের লিয়েন ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা ঘোষণা দিতে হইবে। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন/সংযোজন করা যাইবে না।

০৩। সরকারি রাজস্বের স্বার্থে The Customs Act, 1969 এর Section 91 এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বন্ডেড ওয়্যারহাউস নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বন্ড অফিসার নিয়োগ করা হইবে। The Customs Act, 1969 এর Section 200 এর বিধানানুযায়ী শুল্ক কর্মকর্তার (বন্ড অফিসার এর) সার্ভিস গ্রহণের জন্য কমিশনার কর্তৃক ধার্যকৃত নির্ধারিত ফিস/চার্জ এর টাকা নতুন লাইসেন্স গ্রহণের পূর্বে এবং পুরাতন লাইসেন্স নবায়নের প্রাক্কালে সরকারি কোষাগারে "১/১১৩১/০০০০/০৪২১" খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়া চালানের মূলকপি বন্ড কমিশনারেটে পেশ করিতে হইবে। বন্ডেড ওয়্যারহাউস এ বন্ড অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য অফিস, অসবাবপত্র ও স্টেশনারী সরবরাহসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি বন্ডারকে করিতে হইবে। বন্ড অফিসারের অধিকাল ভাতা এবং যাতায়াত ভাতা সরকারি নিয়ম/জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস স্মারকের আলোকে বন্ডার যথাযথ সরকারি খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিবেন।

০৪। আমদানি দলিলাদির বিপরীতে আমদানিকৃত উপকরণের প্রত্যেকটি চালানের জন্য আমদানি সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশনের বন্ড শাখায় আইনের Section 98, 100 ও 101 এর আওতায় প্রযোজ্য মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প এ ডিউটি বন্ড ও রিস্ক বন্ড সম্পাদন করিয়া বন্ডার চালান খালাস নিয়া ইন-টু বন্ড করতঃ বন্ড গুদামে মজুদ করিবে। ইন-টু বন্ডের আওতায় মজুদকৃত পণ্যের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির পর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ নিশ্চিত না হওয়া অবধি উক্তরূপ বন্ডসমূহের বিপরীতে শুল্ক করাদির সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বন্ডারকে বহন করিতে হইবে।

০৫। আমদানি ও রপ্তানির প্রত্যেকটি চালানের তথ্যাদি বন্ডারের মূল পাসবই/বন্ড রেজিস্টার এবং সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশনের পাসবই/বন্ড রেজিস্টার এ লিপিবদ্ধকরণ নিশ্চিত করিতে হইবে। বন্ডার বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশের আলোকে এলসি খুলিয়া বন্ডেড ওয়্যারহাউসের এককালীন ধারণক্ষমতা ও অনুমোদিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার সীমার মধ্যে বন্ড লাইসেন্সে বর্ণিত পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও নমুনা (স্যাম্পল) বন্ডের আওতায় আমদানি করিতে পারিবেন এবং এই পদ্ধতিতে আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/শুল্ক স্টেশনের পাসবইতে/বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি করাইয়া দায়িত্ব পালনরত শুল্ক কর্মকর্তাদের (পিএ/সুপারিনটেনডেন্ট/এপ্রেইজার/পরিদর্শক) দ্বারা প্রতিস্বাক্ষর নিশ্চিত করিবেন।

০৬। বন্ডার "সংযুক্তি-ক" মোতাবেক একটি রেজিস্টারে হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত ছকের আলোকে প্রতি তিন মাস অন্তর (জানুয়ারি-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর) পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে একটি বিবরণী (ছকের বিপরীত পাতায় নির্দেশাবলি দ্রষ্টব্য) চার কপি তৈরি করিয়া দুই কপি বন্ড অফিসারের নিকট ও এক কপি সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকে পেশ করিবেন এক কপি বন্ডার রেকর্ড হিসাবে সংরক্ষণ করিবেন। বন্ড অফিসার রেজিস্টার ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মন্তব্যসহ একটি কপি কমিশনারেটের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করিবেন। বন্ড অফিসারও উক্তরূপ একটি রেজিস্টার

সংরক্ষণ করিবেন। উভয় রেজিস্টারের এন্ট্রিসমূহের বিপরীতে বন্ডার বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি স্বাক্ষর করিবেন। এন্ট্রিসমূহ যাচাই করিয়া সঠিক পাওয়া গেলে বন্ড অফিসার প্রতিস্বাক্ষর করিবেন এবং কোন প্রকার গরমিল পরিলক্ষিত হইলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়া পরবর্তী নির্দেশ চাহিবেন। এতদব্যতীত বন্ডার তাহাদের দৈনন্দিন উপকরণ ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্তরূপ হিসাবসমূহ প্রয়োজনবোধে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত রেজিস্টারের তথ্যাদির সহিত মিলাইয়া দেখার জন্য বন্ড অফিসার বা অন্য কোন উর্ধ্বতন অফিসারের চাহিদা মোতাবেক বন্ডার দলিলাদি উপস্থাপন করিবেন।

০৭। শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো আমদানিকৃত উপকরণ দ্বারা পণ্য উৎপাদনপূর্বক উহা রপ্তানি করা এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানিকৃত পণ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন করা। কোন ক্ষেত্রে অনিবার্য কারণবশতঃ কোন প্রকার মূল্য সংযোজন না হইলে উহার ব্যাখ্যা বন্ডার এই দপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের নিকট পেশ করিবেন। বিজিএমইএ/ বিকেএমইএ/ বিসিসিএএমইএ/বিজিপিএমএ/বিএফএলএলইএ এবং লিয়েন ব্যাংকও এই বিষয়টির ওপর নিয়মিত মনিটরিং করিয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

০৮। আমদানি সংশ্লিষ্ট শুল্ক স্টেশনের শুল্ক কর্তৃপক্ষ ইন-টু বন্ড বিল অব এন্ট্রির কপি সরাসরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত বন্ড অফিসারের নিকট রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন এবং বন্ড অফিসার উত্তরূপে প্রাপ্ত ইন-টু বন্ড বিল অব এন্ট্রির উপকরণ ইন-বন্ড হওয়ার সাথে সাথে আমদানি পয়েন্টের এসি/ডিসি (বন্ড) কে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবেন।

০৯। বন্ডার আমদানিকৃত উপকরণ দ্বারা পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানির উদ্দেশ্যে কারখানা হইতে অপসারণের পূর্বে বন্ড অফিসারের নিকট "সংলাগ-খ" মোতাবেক আবেদনপত্র (দুই কপি) পেশ করিবেন। বন্ড অফিসার আবেদন ও উহার সহিত পেশকৃত ডকুমেন্টস পরীক্ষা করিয়া সঠিক পাইলে আবেদনটির ওপর "রপ্তানির জন্য কারখানা হইতে বাহির করার অনুমতি দেওয়া হইল" মর্মে নির্দেশ দিয়া বন্ড অফিসার নিজের নামীয় সিল ব্যবহার করিয়া তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক উভয় কপিতে স্বাক্ষর করিবেন; প্রথম কপি বন্ডারকে ফেরত দিবেন ও দ্বিতীয় কপি তাঁহার দপ্তরে সংরক্ষণ করিবেন। বন্ডার প্রত্যেক চালান রপ্তানি করার পর রপ্তানির দিবস হইতে ২০(বিশ) দিনের মধ্যে শিপিং ডকুমেন্টসের কপি বন্ড অফিসারের নিকট পেশ করিবেন। রপ্তানির ১২০ দিনের মধ্যে প্রত্যেকটি রপ্তানি চালানের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাংক সনদপত্র পেশ করিতে হইবে।

১০। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বন্ডার কোন ক্রুটিযুক্ত উপকরণ বা ক্রুটিযুক্ত উৎপাদিত পণ্য বা বিক্রয়যোগ্য ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস (উৎপাদন প্রক্রিয়া হইতে উদ্ভূত বর্জ্য) স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিতে চাহিলে কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের নিকট লিখিতভাবে তথ্যাদিসহ আবেদন করিলে কমিশনার আবেদন অনুমোদন করিলে উক্তরূপ পণ্যাদির ওপর আরোপনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধপূর্বক কারখানা হইতে অপসারণ ও বিক্রয় করা যাইবে। ধ্বংসযোগ্য পণ্য বিনষ্টকরণের কাজ বন্ডার বন্ড কমিশনারেটের অনুমোদনের ভিত্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন করিবেন। উৎপাদন প্রক্রিয়া হইতে উদ্ভূত বিক্রয়ের অযোগ্য বর্জ্য (উৎপাদ

উপকরণ সহগের ভিত্তিতে) এর নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

১১। লাইসেন্সের মেয়াদ পূর্তির ১৫(পনের) দিন পূর্বে বিগত বছরের এলসিওয়ারী আমদানি রপ্তানি তথ্য, বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের তথ্য, মজুদ উপকরণ ও প্রস্তুতকৃত পণ্যাদির জের ও মূল্য ইত্যাদির তথ্য সংবলিত এলসিওয়ারী পূর্ণাঙ্গ হিসাব বিবরণী বন্ডার প্রস্তুত করিবেন। এই কমিশনারেটের সংশ্লিষ্ট সুপারিনটেনডেন্ট কারখানায় গিয়া উক্তরূপ হিসাব বিবরণীর সহিত যাবতীয় আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত ডকুমেন্টস, তথ্য, এলসি, বি/এল/এয়ারওয়ে বিল, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, বি/এন্ট্রি, শিপিং ডকুমেন্টস, বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাংক সনদপত্র ইত্যাদি মিলাইয়া দেখিবেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সন্তোষজনক প্রতিবেদন পেশ করিলে পরবর্তী মেয়াদের জন্য বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করা হইবে (প্রাসঙ্গিক আনুষ্ঠানিকতা বন্ডার কর্তৃক প্রতিপালনপূর্বক বন্ড লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন পেশ করিতে হইবে)।

১২। বন্ড অফিসার প্রতি সপ্তাহের শনিবার হইতে বুধবার সকাল ৯.০০ ঘটিকা হইতে বেলা ১৬.০০ ঘটিকা (মধ্যাহ্ন ১৩.০০ ঘটিকা হইতে ১৩.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত অর্ধঘণ্টা বিরতি) এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৯.০০ ঘটিকা হইতে ১৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন। এতদব্যতীত অফিস ছুটির আগে ও পরে এবং সরকারি ছুটির দিনগুলোতে বন্ডার ১২ ঘণ্টা পূর্বে বন্ড অফিসারের সার্ভিস গ্রহণের চাহিদাপত্র পেশ করিলে বন্ড অফিসার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে বন্ডার প্রচলিত হারে বন্ড অফিসারের অধিকাল ভাতা সরকারি কোষাগারে যথাযথ খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিবেন।

১৩। বন্ড অফিসার তাঁহার দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত নথি, রেজিস্টার, রিটার্ন ইত্যাদির বর্ণনা/সূত্র সংবলিত একটি কন্ট্রোল রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন। বন্ড অফিসার বদলি হইলে তিনি তাঁহার উত্তরসূরীর নিকট বন্ড রেজিস্টার, কন্ট্রোল রেজিস্টার ও নথিসমূহ ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক চার্জ রিপোর্ট তৈরি করিয়া দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন। দায়িত্ব হস্তান্তর রিপোর্ট এ উভয় অফিসার স্বাক্ষর করিবেন (কোন অসঙ্গতি থাকিলে উহা চার্জ রিপোর্ট এ উল্লেখ করিতে হইবে) এবং চার্জ রিপোর্টের একটি কপি কমিশনারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

১৪। এতদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা/সমস্যা দেখা দিলে এই কমিশনারেটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ (যথা-কমিশনার, অতিরিক্ত কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার অথবা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি/সহকারী কমিশনার) এর সহিত তাৎক্ষণিকভাবে বন্ডার অথবা বন্ড অফিসার যোগাযোগ করিয়া উহাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

১৫। এই আদেশে কোন প্রকার অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইলে সেইক্ষেত্রে উপর্যুক্ত শুল্ক আইন ও প্রজ্ঞাপনের শর্তাদি ধর্তব্য ও প্রতিপালনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। যে কোন সময়ে এই আদেশের পরিবর্তন/পরিবর্ধন করার এবং সময়োপযোগী সম্পূরক বা নতুন আদেশ জারি করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

১৭। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(হেলাল উদ্দিন আহমেদ)
কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

সংযুক্তি-ক

ইন-বন্ড							এক্স বন্ড									
ক্র. নং	বন্ড নং ও তাং	বি/ই নং ও তাং	পণ্যের বিবরণ	পণ্যের পরিমাণ	মন্তব্য	কর্মকর্তার স্বাক্ষর	ক্রমিক	বিবিএলসি নং ও তাং	বিবিএলসির ক্ষেত্রে	ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণ	ব্যবহৃত উপকরণের বিবরণ	ব্যবহৃত উপকরণের পরিমাণ (সংখ্যা অনুযায়ী)	মূসক চালান নং/ বিল নং ও তাং	রপ্তানিকা-রকের অর্ডার	বন্ড কর্মকর্তার স্বাক্ষর
								রপ্তানি এলসি নং ও তাং	ইউডি নং ও তাং							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

সংযুক্তি-খ

তারিখঃ

বরাবর
বন্ড অফিসার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত পণ্যের চালান কারখানা থেকে বাহির করার অনুমতি প্রসঙ্গে।

উপরিউক্ত বিষয়ে নিম্নেবর্ণিত তথ্য ও ডকুমেন্টসের অধীনে পণ্যের চালান কারখানা হইতে বাহির করার অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। ক্রেতার নাম ও ঠিকানা	:	
২। (ক) মাস্টার এলসি নং ও তারিখ	:	
(খ) বিবিএলসি নম্বর ও তারিখ	:	
(গ) ইনভয়েস নম্বর তারিখ	:	
(ঘ) লিয়েন ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা	:	

২। পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ ও মূল্য (মাঃ ডঃ)

ক্রমিক নং	উৎপাদিতব্য পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য (মাঃ ডঃ)
(ক)			
(খ)			
(গ)			
(ঘ)			
(ঙ)			
(চ)			

৩। কোন শুল্ক বন্দর দিয়ে রপ্তানি করা হইবেঃ
৪। পরিবহনের নাম্বারঃ
৫। বন্ডেড ওয়্যারহাউস হইতে খালাসের সময়ঃ
৬। আবদ্ধ ডকুমেন্টসমূহ এলসি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট ইত্যাদি।

এই মর্মে ঘোষণা করা হইলো যে, উপরে বর্ণিত পণ্যের চালান কারখানা থেকে বাহির করিয়া রপ্তানি না হওয়া অবধি অথবা কারখানা থেকে খালাস নেয়ার পর এর কোন প্রকার ক্ষতি, হরণ বা রপ্তানি ব্যতিরেকে অন্য কোনভাবে হস্তান্তর হলে এর বিপরীতে কাঁচামাল আমদানিকালে আমদানি পয়েন্টে পেশকৃত ডিউটি বন্ড ও রিস্ক বন্ডের অধীনে আরোপনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বহন করিব। রপ্তানি দিবসের ২০ দিনের মধ্যে শিপিং ডকুমেন্টের কপি ও ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাংক সনদপত্র পেশ করিব। বিষয়াধীন চালানে বর্ণিত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের হিসাব, উৎপাদিত পণ্য ইত্যাদির হিসাব বন্ড নম্বর ও এলসিওয়ারী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উৎপাদিত পণ্য শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের নির্ধারিত সহগ অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ঘোষণায় কোন অসত্য ও ভুল থাকিলে উহার আইনী দায়-দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য থাকিব।

সংযুক্ত:
০১। মূসক-১১
০২। রপ্তানি ঋণপত্র, ইনভয়েস ও প্যাকিং লিস্টের সত্যায়িত কপি

বন্ডারের নামীয় সিল ও স্বাক্ষর

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)২৭৬/বন্ড ইউপি/পলিসি/২০০১/৬৯৭২ তারিখ: ০৮/০৬/২০০৩

বিষয়: পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক করের সমপরিমাণ অর্থ মূল্যের জন্য দাখিলকৃত নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি আমদানি শুল্ক স্টেশনে গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে।

সূত্র: শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম এর পত্র নথি নং-এম-৮-২০/বিবিধ/বন্ড (সা:)/২০০৩/১১২৭-কাস তারিখ ১৩.৫.২০০৩ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রের পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত খসড়া অফিস আদেশটি এ দপ্তরে পর্যালোচনা করা হয়েছে। দেখা যায় যে, উক্ত খসড়া আদেশ -এর অনুচ্ছেদ (ঘ) -এ আমদানিকৃত সংশ্লিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ রপ্তানি, বন্ড কমিশনারেটের প্রত্যয়নপত্র এবং যাবতীয় রপ্তানি দলিলাদি শুল্ক ভবনে উপস্থাপনের শর্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

০৩। প্রকৃতপক্ষে আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও দলিলাদি কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট হতেই পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে রপ্তানির নিশ্চিয়তা জ্ঞাপক প্রত্যয়নপত্র দেয়া হবে। এ কারণে উক্ত অনুচ্ছেদ (ঘ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা যায় বলে এ দপ্তর মনে করে।

"(ঘ) আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির সমর্থনে অধিক্ষেত্রভুক্ত কাস্টমস বন্ড কর্মকর্তার (সহকারী কমিশনার এর নিম্নপদের নহে) নিকট হতে রপ্তানির নিশ্চয়তা জ্ঞাপক প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার পর গচ্ছিত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্ত করা হবে।"

০৪। উক্ত প্রস্তাব আপনার অবগতি ও বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হলো।

[হেলাল উদ্দিন আহমেদ]
কমিশনার

প্রাপকঃ কমিশনার
শুল্ক ভবন
চট্টগ্রাম

উৎসঃ মূল কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা
ঢাকা।

নথি নং-১ (১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৯(অংশ-১) তারিখ: ০৯/০৬/২০০৩

বিষয়: পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক (Deemed Exporter) খাতে কাস্টমস্ বন্ড লাইসেন্সের অপব্যবহার রোধ এবং রাজস্ব সংরক্ষণকল্পে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল।

০২। দেশে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পকে ব্যাপক বন্ড সুবিধা দেয়া হয়েছে। এই বন্ড সুবিধা অন্যান্য শিল্প খাতেও ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করা হয়। ফলে, দেশব্যাপী রপ্তানিমুখী বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল ও এক্সেসরীজ বন্ড সুবিধার অধীনে আমদানি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। বিগত কয়েক বছর ধরে দেশব্যাপী এই বন্ড সুবিধার ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে মর্মে নানা অভিযোগ রয়েছে। পিভিসি, পলি-প্রোপাইলিন, পলিইথিলিনসহ বিভিন্ন কাঁচামাল ও এক্সেসরীজ শুল্ক-কর মুক্তভাবে আমদানি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ কারণে সরকার বিপুল অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে। অন্যদিকে এসব এক্সেসরীজ উৎপাদনের জন্য ইতোমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে উঠেছে এবং বন্ড সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে অসম প্রতিযোগিতার মুখে এইসব শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে রাজস্ব ফাঁকি রোধসহ দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

(ক) পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে এখন থেকে নিম্ন বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন করতে হবে, যথা:

(১) বন্ড লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মান সম্পন্ন মূলধনী যন্ত্রপাতি থাকতে হবে যাতে করে সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী (যার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত) পূর্ণাঙ্গ (complete) ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে উৎপাদন করার ব্যবস্থা উক্ত প্রতিষ্ঠানে থাকে;

(২) উক্তরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকার অনুমোদিত শিল্প এলাকা (যেমনঃ বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট)-তে অবস্থিত হতে হবে অথবা উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান (licensed premise)-এ যাতায়াতের জন্য যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল উপযোগী প্রশস্ত রাস্তা থাকতে হবে;

(৩) প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দের আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ আয়কর বিভাগে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী পরীক্ষা করে দেখতে হবে;

(৪) বন্ড লাইসেন্সের বিপরীতে আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থমূল্যের নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি আমদানি শুল্ক স্টেশনে consignment basis-এ জমা রেখে শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ৮৬(এ) এর বিধান মতে পণ্য খালাস দিতে হবে। খালাসকৃত কাঁচামাল দ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্য সম্পূর্ণরূপে রপ্তানি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্ত করা হবে।

(৫) শুল্ক করের সমপরিমাণ অর্থমূল্যের নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি (নির্ধারিত ফরম -এ) রেখে শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ৮৬ (এ) এর বিধান মতে শুল্ক স্টেশন হতে প্রতিটি পণ্য চালান খালাস দিতে হবে। উক্তরূপ খালাসকৃত কাঁচামাল দ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্য সম্পূর্ণরূপে রপ্তানি হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত দেয়া যাবে।

০৩। খালাসকৃত পণ্যের বন্ডিং মেয়াদ শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর বিধান মতে উত্তীর্ণ হয়ে গেলে অথবা বন্ড লাইসেন্সের কোন শর্ত, শুল্ক আইন বা এর অধীনে প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ প্রতিপালনে বন্ডার ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক কর ও ক্ষেত্র মতে জরিমানা, উভয়বিধ অর্থের বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করতে পারবে।

০৪। সরকার কর্তৃক গৃহীত উপরি উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। গৃহীত ব্যবস্থা কার্যকর মনিটরিং করাসহ ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্ত করার পদ্ধতি উল্লেখ করে বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এতদসংক্রান্ত একটি স্থায়ী আদেশ জারি করে জা:রা:বো ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে। আমদানি শুল্ক স্টেশনে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে শুল্ক ভবন; চট্টগ্রাম এতদসংক্রান্ত অপর আর একটি স্থায়ী আদেশ জারি করে অন্যান্য শুল্ক স্টেশন/ভবন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করবে। শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম আদেশের খসড়া অন্যান্য শুল্ক স্টেশন/ভবন-এ প্রেরণ করে তাঁদের অভিমত সমন্বয়পূর্বক চূড়ান্তভাবে আদেশটি জারি করবে। উক্ত স্থায়ী আদেশ সকল শুল্ক স্টেশন/ভবনের জন্য অনুসরণযোগ্য হবে।

(দ্বিতীয় সচিব)
শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.৭৯-৮০*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-১ (২৮) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৪(অংশ-১)/৪৫৮(১৩) তারিখ: ২৮/০৬/২০০৩

বিষয়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও LFMEAB এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

গত ১৭-০৫-২০০৩ তারিখে সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে Leathergoods and Footware Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB) (Proposed) এর সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সদস্য (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা। নিম্নে উল্লিখিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন:

১।	জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ	কমিশনার, কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
২।	জনাব ডঃ রশীদ উল আহসান চৌধুরী	কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
৩।	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন	কমিশনার, কাস্টম হাউস, বেনাপোল।
৪।	জনাব মোহাম্মদ আলম	কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৫।	জনাব সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর	এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ
৬।	জনাব সাইফুল ইসলাম	পিকার্ড বাংলাদেশ লিঃ
৭।	জনাব নাসির খান	জেনি স্যুজ লিঃ

০২। উক্ত সভায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২.১। বন্ড লাইসেন্সের স্বয়ংক্রিয় নবায়ন পদ্ধতি:

LFMEAB নেতৃবৃন্দ তাঁদের প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স পোশাক শিল্পের বন্ড লাইসেন্স নবায়নের মত সমিতির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নের পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব রাখেন। এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদিসহ নবায়নের আবেদন সমিতির নিকট উপস্থাপন করবেন। সমিতি দলিলাদি যাচাই করে সঠিক পেলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকলে প্রাপ্ত কাগজপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নের জন্য কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করবে।

উক্ত বিষয়ে আলোচনা/পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২.১.১। ফুটওয়্যার ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পের বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নবায়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে;

২.১.২। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ড লাইসেন্স নবায়নের উদ্দেশ্যে মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্যূন ০১ (এক) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নবায়ন ফি জমার রসিদসহ আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকানা/অবকাঠামো/যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত অন্য যে কোনরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র LFMEAB-এর নিকট দাখিল করবেন;

২.১.৩। LFMEAB প্রাপ্ত দলিলাদি যাচাই করে সঠিক পেলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শুল্ক কর্তপক্ষ কর্তৃক কোন অভিযোগ উত্থাপিত না হয়ে থাকলে উক্ত কাগজপত্র/দলিলাদি কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করবে;

২.১.৪। উক্তরূপে প্রাপ্ত দলিলাদি যাচাই/বাছাই করে সঠিক পাওয়া গেলে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন করে দিয়ে নবায়ন পরবর্তী নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করবে। নিরীক্ষার কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার কাজে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তপক্ষ শুল্ক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবেন।

২.১.৫। বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নের পর তিন মাসের মধ্যে নিরীক্ষা/তদন্ত সম্পন্ন করে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানিতব্য কাঁচামালের নতুন বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করে প্রাপ্যতা শীট জারি করবে। উক্ত বার্ষিক প্রাপ্যতা শীট জারি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী মেয়াদের প্রাপ্যতা বহাল রয়েছে বলে গণ্য হবে। পরবর্তী নিরীক্ষায় কোন উপকরনের আমদানি প্রাপ্যতা কম নিরূপিত হলে এবং নতুন প্রাপ্যতা শীট জারির পূর্বে একই উপকরণ তার চেয়ে অধিক পরিমাণ আমদানি হয়ে থাকলে পরবর্তী মেয়াদের নিরূপিত প্রাপ্যতা হতে অতিরিক্ত পরিমাণ উপকরণ সমন্বয় করা যাবে। প্রাপ্যতা শীটের কপি ফ্যাক্সযোগে/ডাকযোগে কাস্টম হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বেনাপোল/মংলা এবং বাহক মারফত আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা-তে প্রেরণ করতে হবে।

২.২। রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ড গ্রহণের পদ্ধতি অবলুপ্ত করে একত্রে একটি সাধারণ বন্ড গ্রহণ প্রসঙ্গেঃ

বর্তমানে ফুটওয়্যার ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করনের জন্য প্রতিটি চালানের ক্ষেত্রে রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ড গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এই পদ্ধতিতে পণ্য ছাড়করনের ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগে বিধায় এক্ষেত্রে সাধারণ বন্ড গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব রাখেন।

উক্ত বিষয়ে আলোচনা/পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ স্বয়ংক্রিয় নবায়নের আবেদনের সঙ্গে যথাযথ মূল্যমানের স্ট্যাম্পে ০৩ (তিন) কোটি টাকার একটি সাধারণ বন্ড (রিস্ক বন্ডের আইনানুগ আওতা কাভার করে অনুমোদিত ফরমেটে) দাখিল করবেন। উক্ত সাধারণ বন্ডের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপিও তাঁরা উপস্থাপন করবেন। কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট উক্ত সাধারণ বন্ড গ্রহণ করে ফটোকপি সমূহ সত্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশনে প্রেরণ করবে। সাধারণ বন্ডের সত্যায়িত ফটোকপি'র ভিত্তিতেই পণ্য খালাস হবে। এই সাধারণ বন্ডের মেয়াদ হবে ০১ (এক) বছর। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার তারিখ থেকে আলোচ্য খাতের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্য চালান খালাসের বেলায় চালানভিত্তিক পৃথক পৃথক রিস্ক বন্ড/ডিউটি বন্ড সম্পাদন করার প্রয়োজন হবে না।

২.৩। আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করণের সিদ্ধান্ত সুপারিনটেনডেন্ট/প্রিন্সিপ্যাল এপ্রেইজার পর্যায়ে সম্পন্নকরণঃ

বর্তমানে আলোচ্য শিল্পের বন্ডের আওতায় পণ্য ছাড়করণের সিদ্ধান্ত ন্যূনতম সহকারী কমিশনার পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। এতে সময় বেশি লাগে। উক্তরূপ সিদ্ধান্ত সুপারিনটেনডেন্ট/ প্রিন্সিপ্যাল এপ্রেইজার পর্যায়ে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সমিতির নেতৃবৃন্দ অনুরোধ জানান। উক্ত বিষয়ে আলোচনা/পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি চালানের জন্য রিস্ক

বন্ড/ডিউটি বন্ড গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় উক্তরূপ চালান ছাড় করার সিদ্ধান্ত সহকারী কমিশনার পর্যায়ে গৃহীত হয়। বর্তমানে সাধারণ বন্ড গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় এখন সুপারিনটেনডেন্ট/প্রিন্সিপাল এপ্রেইজার পর্যায়েই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তবে কোনরূপ অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা উল্লেখপূর্বক নথি/বিল অব এন্ট্রি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

২.৪। পণ্য ছাড়করণে সত্যায়িত বন্ড লাইসেন্স উপস্থাপন প্রসঙ্গে:

সমিতির নেতৃবৃন্দ সভায় জানান যে, কখনো কখনো একই সময়ে একাধিক শুল্ক ভবন/স্টেশনে আমদানিকৃত তাদের প্রতিষ্ঠানের খালাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কারণে বন্ড সুবিধায় পণ্য খালাসের লক্ষ্যে প্রত্যেক স্টেশনে মূল বন্ড লাইসেন্স উপস্থাপন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে তাঁরা শুল্ক ভবন/স্টেশনে বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি উপস্থাপনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুরোধ জানান।

আলোচনা শেষে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

২.৪.১। বন্ড লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন আমদানি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ অথবা বন্ড লাইসেন্স/আমদানি-প্রাপ্যতায় কোনরূপ সংশোধন হওয়ার পরপরই কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বন্ড লাইসেন্সের ফটোকপি ও প্রাপ্যতা শীটের কপি সংশ্লিষ্ট সকল শুল্ক ভবন/স্টেশনে প্রেরণ করবে। তাছাড়া, বন্ড লাইসেন্স ও প্রাপ্যতা শীট-এর সত্যায়িত ফটোকপির ৩ (তিন) সেট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হবে যাতে একইসঙ্গে একাধিক আমদানি পয়েন্ট দিয়ে আমদানিকৃত পণ্য-চালান খালাসে সমস্যা না হয়।

২.৪.২। বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি শুল্ক ভবন/স্টেশনে পৌছানোর পর প্রথমবারে পণ্যচালান খালাসের পূর্বেই বা খালাসের সময়ে মূল লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশনে প্রদর্শন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশনে একজন সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তা বন্ড লাইসেন্সের মূল কপির সাথে (বন্ড কমিশনারেটের কর্মকর্তা কর্তৃক) সত্যায়িত ফটোকপি যাচাই করে দেখবেন। উক্তরূপ যাচাই-এ বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি যথাযথ রয়েছে মর্মে বিবেচিত হলে যাচাইকৃত সত্যায়িত ফটোকপি শুল্ক ভবন/স্টেশনে যাচাইকারী কর্মকর্তা প্রত্যয়ন করবেন।

২.৪.৩। বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত ও প্রত্যায়িত ফটোকপি সাধারণভাবে বন্ড লাইসেন্সের পরবর্তী নবায়ন মেয়াদ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং এক মেয়াদ অন্তে পুনরায় একই পদ্ধতিতে বন্ড লাইসেন্সের মূল কপি'র ফটোকপি সত্যায়ন ও প্রত্যয়ন করতে হবে। এ সকল ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পর (বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত) শুল্ক ভবন/স্টেশনে বন্ড লাইসেন্সের মূলকপি প্রদর্শন/দাখিল করা বাধ্যতামূলক হবে না বরং বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত/প্রত্যায়িত ফটোকপির ভিত্তিতে শুল্ক ভবন/শুল্ক স্টেশন থেকে পণ্য চালান খালাসের ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে।

২.৪.৪। সত্যায়িত বন্ড লাইসেন্স ও প্রাপ্যতা শীটের বিপরীতে ছাড়কৃত পণ্যের তথ্য সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশন অনতিবিলম্বে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করবে।

২.৪.৫। বিভিন্ন শুল্ক ভবন/শুল্ক স্টেশনে এরূপ প্রাপ্যতা শীট পাওয়ার পর তাতে বর্ণিত কাঁচামাল/উপকরণওয়ারী প্রাপ্যতার বিবরণ ও পরিমাণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বন্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তার আলোকে বন্ড সুবিধায় কাঁচামাল/উপকরণ আমদানির বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হবে। কাস্টম হাউস/কাস্টম স্টেশন থেকে এরূপ পণ্য চালান খালাসের পর পর

বন্ড কমিশনারেটকে ফ্যাক্স/পত্র মারফত অবহিত করা হবে। কাঁচামাল/উপকরণ খালাসের প্রতিষ্ঠানওয়ারী মাসিক বিবরণী (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে Computer Generated Report) কাস্টম হাউস/কাস্টম স্টেশন কর্তৃপক্ষ বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করবে।

২.৪.৬। বন্ড কমিশনারেট দপ্তরে সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসার প্রতিষ্ঠানওয়ারী কাঁচামাল/উপকরণ আমদানির তথ্য নিয়মিত পর্যালোচনা করবেন এবং কোন কাঁচামাল/উপকরণ আমদানির পরিমাণ প্রাপ্যতাসীমার অতিরিক্ত হলে বা কোন কাঁচামাল বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভূক্ত না থাকলে সে বিষয়ে অনতিবিলম্বে তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি উদঘাটিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ করাসহ উদঘাটিত তথ্য সঙ্গে সঙ্গে বন্ড কমিশনারেট দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন শুল্ক ভবন/শুল্ক স্টেশনকে জানাতে হবে।

২.৫। আমদানিকৃত পণ্য চালান ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে ছাড় প্রদানের নির্দেশনা প্রদান:

সমিতির নেতৃবৃন্দ জানান যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করণে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এতে করে তাদের রপ্তানি আদেশ যথাসময়ে সম্পাদন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এ কারণে তারা ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে পণ্য খালাসের ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ জানান।

উক্ত বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, শুল্ক ভবন/শুল্ক স্টেশন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারে।

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জনিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মনযুর মান্নান)
সদস্য (শুল্ক)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.৯০*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)১৩৮/কাস-বন্ড/ইউডি/পলিসি/২০০৩/৮৪৬৭ তারিখ: ০২/০৭/২০০৩

প্রেরক: কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

প্রাপক: সভাপতি
বিজিএমইএ, বিটিএমসি ভবন
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।

বিষয়: বন্ডার (গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক বিবরণী এবং পাসবইয়ে রপ্তানি এন্ট্রি যাচাই সংক্রান্ত মতামত বিজিএমইএ-এর দেয়া ইউডি'র কপিতে উল্লেখকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা হতে বিজিএমইএ -কে ইউডি জারির ক্ষমতা অর্পণ করে যে এসআরও নং-২৭১ জারি করা হয় তাতে শর্ত দেয়া হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে প্রতি তিন মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে একটি বিবরণী লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত করে কমিশনারের নিকট প্রেরণ করা হবে। উক্ত বিবরণী দাখিল করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল খালাস বন্ধ করে দেয়া যাবে। রেকর্ডস অনুযায়ী জানা যায় যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এই বিবরণী দাখিল করছেন না।

০৩। রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পখাতে বন্ড সুবিধার অপব্যবহার করে শুল্ক ফাঁকি এবং এর প্রতিকার প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ২১ শে জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ ১০ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইউডি ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ ইউডি ইস্যুর পূর্বে বন্ডারের পাসবইয়ে রপ্তানি এন্ট্রি যাচাইয়ের মাধ্যমে পূর্বে ইস্যুকৃত ইউডি-এর মালামাল রপ্তানির বিষয়টি মনিটর করবেন এবং এ বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ বা মতামত থাকলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমসকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য অবহিত করবেন। এই বিধানও অনুসরণ করা হচ্ছে না।

০৪। এমতাবস্থায় উপরোল্লিখিত ত্রৈমাসিক বিবরণী নিয়মিত দাখিল নিশ্চিত করত: বন্ডারের পাসবই যাচাই করে আমদানি রপ্তানির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ-এর ফলাফল/মতামত ইউডি -এর কপিতে উল্লেখ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইউডি জারি করা বাঞ্ছনীয়। এতদসংক্রান্ত বিষয়টি বিজিএমইএ-এর সকল সদস্যকে অবহিতকরণসহ কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।

০৫। উপরিউক্ত বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হলে সংশ্লিষ্ট গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান কর্তক প্যাকিং সামগ্রী ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি (Cartons & accessories) সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রদত্ত ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি ও ইউডি-এর বিপরীতে উক্তরূপ পণ্য (Cartons & accessories) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইউপি জারি স্থগিত রাখা হবে।

০৬। বিষয়টি জরুরী হিসেবে বিবেচ্য।

[হেলাল উদ্দিন আহমেদ]
কমিশনার

***উৎস:** মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-১(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৯(অংশ-১)/৪৭৭(১) তারিখ: ০৯/০৭/০৩

বিষয়: প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক (Deemed Exporter) খাতে পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত কাঁচামাল খালাস পর্যায়ে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণের বিধান কার্যকর করা প্রসঙ্গে।

প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক (Deemed Exporter) খাতে পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত কাঁচামাল বন্ড লাইসেন্সের মাধ্যমে শুল্ক স্টেশন/ভবন হতে খালাস পর্যায়ে The Customs Act, 1969 এর section 86A এর বিধান মতে ব্যাংক গ্যারান্টি

গ্রহণের জন্য, একই আইনের ধারা 219B অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথাঃ

ক) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক (Deemed Exporter) খাতে পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত কাঁচামাল বন্ড লাইসেন্সের মাধ্যমে খালাসের পর্যায়ে **প্রযোজ্য শুল্ক-করের শতকরা ২৫ ভাগ-এর সমপরিমাণ অর্থমূল্যের নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি** (নির্ধারিত ফরম-এ) শুল্ক ভবন/স্টেশনে চালানভিত্তিক (consignment basis) গ্রহণপূর্বক খালাস দিতে হবে। কমিশনার শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম/ঢাকা/বেনাপোল-এর মতামত গ্রহণপূর্বক কমিশনার (বন্ড) তা সমন্বয় করে (এরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করার জন্য) একটি ফরম নির্ধারণ করবেন। ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণের জন্য কমিশনার (বন্ড) কর্তৃক নির্ধারিত উক্ত ফরম সকল শুল্ক ভবন/স্টেশনের জন্য প্রযোজ্য হবে। উক্তরূপে খালাসকৃত কাঁচামাল দ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্য সম্পূর্ণরূপে রপ্তানি হওয়া প্রসঙ্গে বন্ড কমিশনারেটের প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তযোগ্য হবে।

খ) ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে খালাসকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সম্পূর্ণরূপে রপ্তানি হওয়া প্রসঙ্গে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট নির্ধারিত ছকে প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করবে। উক্ত প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে (আমদানি পণ্য খালাস সংশ্লিষ্ট) শুল্ক ভবন/স্টেশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণ নিশ্চিত করবেন।

গ) পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক (Deemed Export) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত/আমদানিতব্য কাঁচামালের যেসব চালানের বিল অব্ এন্ট্রি ১লা জুলাই, ২০০৩ খৃঃ তারিখ ও তদপরবর্তীতে দাখিল হয়েছে/হবে - সেসব চালানের ক্ষেত্রে এ আদেশ কার্যকর মর্মে গণ্য হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে
(মোঃ মাহবুবুজ্জামান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.৮১-৮৪।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা
ঢাকা।

নথি নং-১(১)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৯(অংশ-১)/৫৩১(৪) তারিখ: ২৩/০৮/২০০৩

বিষয়: প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক (Deemded Exporter) খাতে পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল শুল্ক স্টেশন/ভবন থেকে খালাস পর্যায়ে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণের বিধান কার্যকর করা প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-১(১)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৯(অংশ-১)/৪৭৭ তারিখ ৯.৭.২০০৩।

২. বন্ড কমিশনারেটের পত্র নং-৫(১৩)১৯১/বন্ড কমি:/এসআরও/২০০১/৯৮৩৭ তারিখ ২৯.৭.২০০৩।

উপর্যুক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক খাতে পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত কাঁচামাল শুল্ক ভবন/শুল্ক স্টেশন হতে খালাস পর্যায়ে প্রযোজ্য শুল্ক করের ২৫% ব্যাংক গ্যারান্টি শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ৮৬(এ) এর বিধান মতে গ্রহণের জন্য প্রথমোক্ত সূত্রে উল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে ইতোমধ্যে আদেশ জারি করা হয়েছে। সূত্রে উল্লিখিত কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের পত্রের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবহিত হয়েছে যে, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক খাতে পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার ছাড়াও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানি করে থাকে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার ব্যতীত অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সকল কাঁচামাল আমদানি করা হচ্ছে প্রথমোক্ত সূত্রে উল্লিখিত আদেশের আওতায় সে সকল কাঁচামাল খালাস প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে কিনা সে ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ের কোন কোন দপ্তরে সংশয় দেখা দিয়েছে।

২। উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে জানানো যাচ্ছে যে, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক খাতে শুধুমাত্র পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনে ব্যবহার্য কাঁচামাল শুল্ক স্টেশন/ভবন থেকে খালাস পর্যায়ে প্রথমোক্ত সূত্রে উল্লিখিত আদেশ মোতাবেক ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনে ব্যবহার্য কাঁচামাল নিম্নরূপ:

(ক) পলিপ্রোপাইলিন (ফিল্ম/ইনজেকশন গ্রেড), পলিইথাইলিন (এলডিপিই/ এলএলডিপিই/ এইচডিপিই), পলি স্টাইরিন (জিপিপিএস/এইচআইপিএস ও অন্যান্য পলিমার অব স্টাইরিন), ফ্লেক্সো প্রিন্টিং ইংক, থিনার, মাস্টার ব্যাচ/পিগমেন্ট, হ্যাঙ্গার উৎপাদনে ব্যবহার্য মেটাল হুক ও মেটাল ক্লিপ, রাবার ব্যান্ড, সফট প্যাড, থার্মো প্লাস্টিক রাবার, প্লাস্টিক সাইজার স্টিক।

(খ) কেবলমাত্র পলিব্যাগ উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত বিওপিপি ফিল্ম।

৩। অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত এক বা একাধিক কাঁচামাল অন্যান্য কাঁচামালের সাথে একই চালানে বন্ডে আমদানি হলে সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র অনুচ্ছেদ ০২ এ বর্ণিত কাঁচামালের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক করের ২৫% ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে।

৪। পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার ছাড়া অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সকল কাঁচামাল প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক খাতে পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি হচ্ছে সে সকল কাঁচামাল খালাসের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত সূত্রে উল্লিখিত আদেশের আওতায় ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে না।

(মো: মাহবুবুজ্জামান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)১৯১/বন্ড: কমি./এসআরও/২০০১/ তারিখ: ৩১/০৮/২০০৩

আদেশ

কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, সদর দপ্তর, ঢাকা-এর অধিক্ষেত্রাধীন বন্ড সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল খালাস পর্যায়ে দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিপালন সাপেক্ষে এ দপ্তরে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সহকারী/ডেপুটি কমিশনারগণ নির্ধারিত ছকে প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করবেন।

(১) ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে খালাসকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সম্পূর্ণরূপে রপ্তানি হওয়া নিশ্চিত হয়ে প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করতে হবে;

(২) রপ্তানি সম্পাদনের স্বপক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের সমর্থনে ইস্যুকৃত পিআরসি (Proceeds Realization Certificates) যাচাই করতে হবে;

(৩) রপ্তানি সম্পাদন/রপ্তানির বিপরীতে মুদ্রা প্রত্যাবাসনের সমর্থনে পিআরসি প্রাপ্তির পূর্বে ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণের আবেদনের ক্ষেত্রে রপ্তানি সম্পাদনের স্বপক্ষে সকল দলিলাদি বন্ডারের লিয়েন ব্যাংক/বিবিএলসি ইস্যুকারী ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে কিনা; সে ব্যাপারে লিয়েন ব্যাংক-এর প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির পর যাচাইয়ান্তে তা সঠিক পাওয়া গেলে অনুচ্ছে-১ এ বর্ণিত প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা যাবে;

(৪) প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের স্বপক্ষে ইস্যুকৃত মূসক-১১ চালানপত্র সংশ্লিষ্ট মূসক বিভাগ/সার্কেল হতে যাচাই করতে হবে।

০২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[হেলাল উদ্দিন আহমেদ]
কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-১ (১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৯(অংশ-১)/ তারিখ: ১৬/০৯/২০০৩

বিষয়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও BLMEA এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

গত ৩১-০৮-২০০৩ খৃ: তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে Bangladesh Label Manufactures & Exporters Association-এর সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ শোয়েব আহমেদ, চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। জনাব এম. নাসের রহমান, এম.পি. সভাপতি, Bangladesh Label Manufactures & Exporters Association ও নিম্নে উল্লিখিত কর্মকর্তা, ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন:

১।	জনাব মনযুর মান্নান	সদস্য (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
২।	জনাব এ.কে. রিয়াজুল করিম	সদস্য (মূসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
৩।	জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ	কমিশনার, বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
৪।	জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন	অতিরিক্ত কমিশনার, বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
৫।	জনাব মোঃ রেজাউল হাসান	প্রথম সচিব (মূসকঃ বাস্তবায়ন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
৬।	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	প্রথম সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
৭।	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান	যুগ্ম-কমিশনার, কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
৮।	জনাব মোঃ মাহবুবুজ্জামান	দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
৯।	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	আজাদ লেবেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১০।	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	মাহীন লেবেল টেক্স লিঃ
১১।	জনাব মোঃ সিব্বির মাহমূদ	সুইচ টেক্স লেবেল।

০২। সভায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২.১। Garments label উৎপাদনের জন্য Input-Output Co-efficient (IOC) যৌক্তিকীকরণঃ

শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯১ সালে জরিপ করে label উৎপাদনের একটি সহগ নির্ধারণপূর্বক আদেশ জারি করা হয়েছিল। এ খাতের ইউ.পি. জারি করার জন্য উক্ত সহগ এখনো অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু ইতোমধ্যে লেবেলের Design/মান ইত্যাদিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে সরেজমিন যাচাই করে লেবেল উৎপাদনের জন্য Input-Output Co-efficient (IOC) যৌক্তিকীকরণ করা আবশ্যক মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

এ খাতের Input-Output Co-efficient (IOC) যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বন্ড কমিশনারেট, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর-এর প্রতিনিধিসহ জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার ও জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ-BLMEA এর প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত কমিটিতে থাকবেন।

উৎপাদনকারী এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ/যাচাই করে উপরি উক্ত কমিটি আলোচ্য ক্ষেত্রে সহগ যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে। প্রয়োজনে কোন Specialist কে কমিটি এ কাজের জন্য Co-opt করতে পারবে। ওভেন লেভেল (টাফেটা) ও সাটিন লেবেলের জন্য পৃথক পৃথক সহগ এবং Salvage Wastage ও Sample wastage এর পৃথক পৃথক অপচয় হার নির্ধারণের লক্ষ্যে কমিটির সুপারিশে বিস্তারিত তথ্য ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকতে হবে।

৩.১। Label Manufacturing শিল্পের বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নঃ

BLMEA নেতৃবৃন্দ তাঁদের প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স পোশাক শিল্পের বন্ড লাইসেন্স নবায়নের মত সমিতির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নের পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব রাখেন। এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদিসহ নবায়নের আবেদন সমিতির নিকট উপস্থাপন করবেন। সমিতি দলিলাদি যাচাই করে সঠিক পেলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরূদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকলে প্রাপ্ত কাগজপত্র স্বয়ংক্রিয় নবায়নের জন্য কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করবে।

উক্ত বিষয় আলোচনা/পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্তঃ

৩.১.১। লেদার পণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় Label Manufacturing শিল্পের বন্ড লাইসেন্সও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নবায়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৩.১.২। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ড লাইসেন্স নবায়নের উদ্দেশ্যে মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্যূন ০১ (এক) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নবায়ন ফি জমার রসিদসহ আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকানা/অবকাঠামো/যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত অন্য যে কোনরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র BLMEA-এর নিকট দাখিল করবেন।

৩.১.৩। প্রাপ্ত দলিলাদি যাচাই করে সঠিক পেলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন অভিযোগ উত্থাপিত না হয়ে থাকলে উক্ত কাগজপত্র/দলিলাদি কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করবেন।

৩.১.৪। উক্তরূপে প্রাপ্ত দলিলাদি যাচাই/বাছাই করে সঠিক পাওয়া গেলে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন করে দিয়ে নবায়ন পরবর্তী নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করবে। নিরীক্ষার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার কাজে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শুল্ক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবেন।

৩.১.৫। বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নের পর তিন মাসের মধ্যে নিরীক্ষা/তদন্ত সম্পন্ন করে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানিতব্য কাঁচামালের নতুন বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ করে প্রাপ্যতা শীট জারি করবে। উক্ত বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতা শীট জারি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী মেয়াদে প্রাপ্যতা বহাল রয়েছে বলে গণ্য হবে। পরবর্তী নিরীক্ষায় কোন উপকরণের আমদানি-প্রাপ্যতা কম নিরূপিত হলে এবং নতুন প্রাপ্যতা শীট জারির পূর্বে একই উপকরণ সমন্বয় করা যাবে। প্রাপ্যতা শীটের কপি ফ্যাক্সযোগে ও ডাকযোগে কাস্টম হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বেনাপোল/মংলা এবং বাহক মারফত আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকাতে প্রেরণ করতে হবে।

৩.২। রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ড গ্রহণের পদ্ধতি অবলুপ্ত করে একত্রে একটি সাধারণ বন্ড গ্রহণ প্রসঙ্গেঃ

বর্তমানে লেবেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য ছাড় করনের জন্য প্রতিটি চালানের ক্ষেত্রে রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ড গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এ পদ্ধতিতে পণ্য ছাড় করনের ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগে বিধায় এক্ষেত্রে সাধারণ বন্ড গ্রহণের ব্যবস্থা

প্রচলনের জন্য সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব রাখেন। উক্ত বিষয়ে আলোচনা/পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ স্বয়ংক্রিয় নবায়নের আবেদনের সঙ্গে যথাযথ মূল্যমানের স্ট্যাম্পে ০১ (এক) কোটি টাকার একটি সাধারণ বন্ড (রিস্ক বন্ডের আইনানুগ আওতা কাভার করে অনুমোদিত ফরমেটে) দাখিল করবেন। উক্ত সাধারণ বন্ডের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপিও তারা উপস্থাপন করবেন। কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট উক্ত সাধারণ বন্ড গ্রহণ করে ফটোকপি সমূহ সত্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট ভবন/স্টেশনে প্রেরণ করবে। সাধারণ বন্ডের সত্যায়িত ফটোকপির ভিত্তিতেই পণ্য খালাস হবে। এই সাধারণ বন্ডের মেয়াদ হবে ০১ (এক) বছর। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার তারিখ থেকে আলোচ্য খাতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্য চালান খালাসের বেলায় চালান ভিত্তিক পৃথক পৃথক রিস্ক বন্ড/ডিউটি বন্ড সম্পাদন করার প্রয়োজন হবে না।

৩.৩। আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করণের সিদ্ধান্ত সুপারিনটেনডেন্ট/প্রিন্সিপ্যাল এপ্রেইজার পর্যায়ে সম্পন্নকরণ:

বর্তমানে আলোচ্য শিল্পের বন্ডের আওতায় পণ্য ছাড় করনের ন্যূনতম সহকারী কমিশনার পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। এতে সময় বেশি লাগে। এ সকল ক্ষেত্রে সুপারিনটেনডেন্ট/ প্রিন্সিপ্যাল এপ্রেইজার পর্যায়ে শুল্কায়ন কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সমিতির নেতৃবৃন্দ অনুরোধ জানান। প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সম্প্রতি নতুন অনেক সহকারী কমিশনার যোগদান করায় পূর্বের ব্যবস্থাই চালু থাকবে।

৩.৪। পণ্য ছাড়করণে সত্যায়িত বন্ড লাইসেন্স উপস্থাপন প্রসঙ্গে:

সমিতির নেতৃবৃন্দ সভায় জানান যে, কখনো কখনো একই সময়ে একাধিক শুল্ক ভবন/স্টেশনে আমদানিকৃত তাদের প্রতিষ্ঠানের খালাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কারণে বন্ড সুবিধায় পণ্য খালাসের লক্ষ্যে প্রত্যেক স্টেশনে মূল বন্ড লাইসেন্স উপস্থাপন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে শুল্ক ভবন/স্টেশনে বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি উপস্থাপনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুরোধ জানান। আলোচনা শেষে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

সিদ্ধান্ত:

৩.৪.১। বন্ড লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন আমদানি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ অথবা বন্ড লাইসেন্স/আমদানি-প্রাপ্যতায় কোনরূপ সংশোধন হওয়ার পর পরই কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, যুগ্ম-কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বন্ড লাইসেন্সের ফটোকপি ও প্রাপ্যতা শীটের কপি সংশ্লিষ্ট সকল শুল্ক ভবন/স্টেশনে প্রেরণ করবে। তাছাড়া বন্ড কমিশনারেটের একই কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বন্ড লাইসেন্স ও প্রাপ্যতা শীটের ৩ (তিন) সেট ফটোকপি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হবে; যাতে, একই সাথে একাধিক আমদানি পয়েন্ট দিয়ে আমদানিকৃত পণ্য-চালান খালাসে সমস্যা না হয়।

৩.৪.২। বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি শুল্ক ভবন/স্টেশনে পৌছানোর পর প্রথমবারে পণ্য-চালান খালাসের পূর্বেই বা খালাসের সময়ে মূল লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশনে প্রদর্শন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ভবন/স্টেশনে একজন সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা বন্ড লাইসেন্সের মূল কপির সাথে (বন্ড কমিশনারেটের কর্মকর্তা কর্তৃক)

সত্যায়িত ফটোকপি যাচাই করে দেখবেন। উক্তরূপ যাচাই-এ বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি যথাযথ রয়েছে মর্মে বিবেচিত হলে যাচাইকৃত সত্যায়িত ফটোকপি শুল্ক ভবন/স্টেশনে যাচাইকারী কর্মকর্তা প্রত্যয়ন করবেন।

৩.৪.৩। বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত ও প্রত্যায়িত ফটোকপি সাধারণভাবে বন্ড লাইসেন্সের পরবর্তী নবায়ন মেয়াদ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং এক মেয়াদ অন্তে পুনরায় একই পদ্ধতিতে বন্ড লাইসেন্সের মূলকপির ফটোকপি সত্যায়ন ও প্রত্যায়ন করতে হবে। এ সকল ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পর (বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত) শুল্ক ভবন/স্টেশনে বন্ড লাইসেন্সের মূলকপি প্রদর্শন/দাখিল করা বাধ্যতামূলক হবে না বরং বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপির ভিত্তিতে শুল্ক ভবন/স্টেশন থেকে পণ্য চালান খালাসের ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে।

৩.৪.৪। সত্যায়িত বন্ড লাইসেন্স ও প্রাপ্যতা শীটের বিপরীতে ছাড়কৃত পণ্যের তথ্য সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশন অনতিবিলম্বে বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করবে।

৩.৪.৫। বিভিন্ন শুল্ক ভবন/স্টেশনে এরূপ প্রাপ্যতা শীট পাওয়ার পর তাতে বর্ণিত কাঁচামাল/উপকরণওয়ারী প্রাপ্যতার বিবরণ ও পরিমাণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বন্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তার আলোকে বন্ড সুবিধায় কাঁচামাল/উপকরণ আমদানির বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হবে। শুল্ক ভবন/স্টেশন থেকে এরূপ পণ্য চালান খালাসের পর পর বন্ড কমিশনারেটকে ফ্যাক্স/পত্র মারফত অবহিত করা হবে। কাঁচামাল/উপকরণ খালাসের প্রতিষ্ঠান ওয়ারী মাসিক বিবরণী (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে Computer Generated Report) শুল্ক ভবন/স্টেশন কর্তৃপক্ষ বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করবে।

৩.৪.৬। বন্ড কমিশনারেট দপ্তরে সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসার প্রতিষ্ঠান ওয়ারী কাঁচামাল/উপকরণ আমদানির তথ্য নিয়মিত পর্যালোচনা করবেন এবং কোন কাঁচামাল/উপকরণ আমদানির পরিমাণ প্রাপ্যতাসীমার অতিরিক্ত হলে বা কোন কাঁচামাল বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভূক্ত না থাকলে সে বিষয়ে অনতিবিলম্বে তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি উদঘাটিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ করাসহ উদঘাটিত তথ্য সাথে সাথে বন্ড কমিশনারেট দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন শুল্ক ভবন/স্টেশনকে জানাতে হবে।

৩.৫। আমদানিকৃত পণ্য চালান ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে ছাড় প্রদানের নির্দেশনা প্রদান:

সমিতির নেতৃবৃন্দ জানান যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করণে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এতে করে তাদের রপ্তানি আদেশ যথাসময়ে সম্পাদন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এ কারণে তারা ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে পণ্য খালাসের ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত: উক্ত বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, শুল্ক ভবন/স্টেশন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারে।

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জনিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. শোয়েব আহমেদ)
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১০৫-১০৯।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা
ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)২৭৬/বন্ড ইউপি/পলিসি/২০০১/১২৭৯৪(১-২৪) তারিখ: ২৯/৯/২০০৩

আদেশ

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, সদর দপ্তর, ঢাকা এর ২২.০৪.২০০৩ তারিখের আদেশ নং-৫(১৩)০৬/বন্ড পলিসি/২০০১/৪৪২৪ দ্বারা কার্টন ও এক্সেসরিজ শিল্প প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত ইউপি'র আবেদন পত্রসমূহ দ্রুত বাছাইপূর্বক স্বল্প সময়ের মধ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে ইউপি ইস্যুর উদ্দেশ্যে এ দপ্তরে একটি ইউপি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি কর্তৃক কয়েক মাস যাবৎ যাচাই-বাছাইপূর্বক ইউপি ইস্যু করার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকারের প্যাকিং সামগ্রী ও এক্সেসরিজের গ্রহণযোগ্য ও স্বাভাবিক পরিমাপ এবং প্রতি একক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ সম্পর্কে কতিপয় মানদন্ড ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্তরূপ মানদন্ড বিবেচনায় রেখে এখন বাছাই কমিটি ব্যতিরেকেই স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ইউপি ইস্যু করা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়।

০২। উপরিউক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্ণিত আদেশ দ্বারা গঠিত ইউপি বাছাই কমিটি এতদ্বারা বিলুপ্ত করা হলো।

০৩। এখন হতে যুগ্ম কমিশনার-১ এর তত্ত্বাবধানে ইউপি ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি/সহকারী কমিশনারগণ প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই অন্তে নিয়মিতভাবে ইউপি ইস্যু করবেন। ইউপি'র আবেদন এ দপ্তরে গৃহীত হওয়ার তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ইউপি অনুমোদনপূর্বক তা জারি করতে হবে। উক্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইউপি জারি করা কোন ক্ষেত্রে সম্ভব না হলে তার যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

০৪। ইউপি বাছাই ও জারি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনানুযায়ী পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগ্ম কমিশনার-১ কমিশনারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ করবেন।

০৫। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[হেলাল উদ্দিন আহমেদ]
কমিশনার

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৮(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/৬৬২(১-১৩) তারিখ: ০৫/১১/২০০৩

বিষয়: শুল্ক আইন-এর ধারা ৯৮-এর আওতায় পণ্যের বন্ডিং মেয়াদ প্রসঙ্গে।

বন্ড লাইসেন্সের বিপরীতে খালাসকৃত পণ্যের বন্ডিং মেয়াদ (Period for which goods may remain warehoused) সংক্রান্ত The Customs Act, 1969 এর section-98-এর বিধান অর্থ আইন, ২০০৩-এর ধারা-১০-এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। নতুন এই বিধান ১লা জুলাই, ২০০৩ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে।

০২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই মর্মে অবহিত হইয়াছে যে, The Customs Act, 1969 এর section-98-এর বিধান প্রতিস্থাপিত হওয়ার পূর্বে যেই সকল পণ্য-চালান In-bond (warehoused) হইয়াছে সেই সকল পণ্য-চালানের ক্ষেত্রে section-98-এর নতুন বিধান কার্যকর হইবে কিনা সেই ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ে কিছু সংশয় দেখা দিয়াছে। কারণ, section-98-এর প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী warehoused goods এর বন্ডিং মেয়াদ পূর্বাপেক্ষা সংকুচিত হইয়াছে। ফলে, ইতোমধ্যেই যেই সকল পণ্য চালানের বন্ডিং মেয়াদ Home Consumption Bond-এর ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাস এবং শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ডের ক্ষেত্রে ১ (এক) বছর অতিক্রান্ত হইয়াছে সেই সকল পণ্য-চালানের বন্ডিং মেয়াদ বিষয়েই মূলতঃ প্রশ্ন দেখা দিয়াছে।

০৩। উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক সংশয় দূরীকরণার্থে The Customs Act, 1969 এর section-219A-এর অধীনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ Ruling জারি করিল; যথা:

(ক) ১লা জুলাই, ২০০৩ তারিখের পর যেই সকল পণ্য-চালান In-bond (warehoused) হইয়াছে/হইবে সেই সকল পণ্য-চালানের বন্ডিং মেয়াদ নতুন বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থিত হইবে;

(খ) ১লা জুলাই, ২০০৩ তারিখের পূর্বে যেই সকল পণ্য-চালান In-bond হইয়াছে সেই সকল পণ্য-চালানের বন্ডিং মেয়াদ সেই সময়ে (পণ্য warehousing এর সময়ে) বলবৎ বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থিত হইবে;

(গ) উক্ত উভয় ক্ষেত্রে warehoused goods এর বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশ্নে The Customs Act, 1969 এর section-98-এর নতুন বিধান অভিন্নভাবে প্রযোজ্য হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে
(মো: মাহবুবুজ্জামান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১১০-১১১।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(১)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০১/ তারিখঃ০৯/১১/০৩

বিষয়ঃ ২৫/০৮/২০০৩ খৃঃ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৫/০৮/২০০৩ খৃঃ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের একটি সভা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও বিজিএমইএ-এর নেতৃবৃন্দের নাম ও পদবি পরিশিষ্ট-ক এর দেখানো হ'ল। সভায় আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

০২। সাধারণ বন্ড সম্পাদনঃ

পোশাক শিল্পের কাঁচামাল warehousing এর জন্য এককালীন সম্পাদিত ডিউটি বন্ড ও প্রতিটি আমদানি-চালানের বিপরীতে পৃথক পৃথকভাবে দাখিলযোগ্য রিস্ক বন্ডের পরিবর্তে একত্রে একটি সাধারণ বন্ড সম্পাদনের সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, এরূপ সাধারণ বন্ড সম্পাদন কার্যক্রমকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের audit সম্পন্ন হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে ফলে, কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ বন্ড সম্পাদনে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যথাসময়ে audit নিস্পন্ন না হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানই audit এর জন্য প্রয়োজনীয় সমুদয় দলিলাদি জমা প্রদান করেন না; তেমনি প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র জমা প্রদান করা হলেও জনবলের অপ্রতুলতার কারণে বন্ড কমিশনারেট হতে audit অনিস্পন্ন থেকে যায়। কাজেই, রপ্তানি বাণিজ্যের স্বার্থে এক্ষেত্রে আরোপিত উক্তরূপ শর্ত শিথীল করার জন্য বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। কমিশনার, কাস্টমস্ (বন্ড) বলেন যে, এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ-এর সাথে বন্ড কমিশনারেটে আলোচনা হয়েছে। বিজিএমইএ-এর প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় মর্মে তিনি অভিমত রাখেন।

সিদ্ধান্তঃ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে (ডিউটি বন্ড ও রিস্ক বন্ড একত্রিত করে) একটি সাধারণ বন্ড সম্পাদন করা যাবে; যথাঃ

(১) যে সকল প্রতিষ্ঠানের audit কার্যক্রম হালনাগাদ আছে;

(২) Audit সংক্রান্ত সমূদ্বয় দলিলাদি জমা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু লোকবলের স্বল্পতার কারণে শুল্ক কর্তৃপক্ষ audit কাজ শেষ করেননি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন অসহযোগিতা ছিলনা এরূপ ক্ষেত্রে audit দু বছর বাকী থাকলে;

(৩) গত তিন বছরের মধ্যে দু'বছর audit সম্পন্ন রয়েছে। কিন্তু audit এর জন্য তৃতীয় বছরের সকল আনুষঙ্গিক দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি;

(৪) যে সকল প্রতিষ্ঠানের audit দুই বছরের অধিক সময়ের জন্য অনিস্পন্ন রয়েছে এবং সমুদয় দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তিন মাস সময়ের জন্য

সাধারণ বন্ড সম্পাদন করা যেতে পারে। audit এর জন্য সমূদয় দলিলাদি উক্ত তিন মাসের মধ্যে জমা দেয়া না হলে উক্তরূপ সীমিত সময়ের জন্য সম্পাদিত সাধারণ বন্ড বাতিল করা হবে।

০৩। Customs pass-book- এ export entry প্রসঙ্গেঃ

বিজিএমইএ পক্ষ থেকে সভায় বলা হয় যে, পোশাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানি-তথ্য যেভাবে তাৎক্ষণিক Customs pass-book- এ entry করা হয়, তেমনি রপ্তানির ক্ষেত্রেও রপ্তানি-তথ্য Customs pass-book- এ তাৎক্ষণিক entry হওয়া বাঞ্চনীয়। তাৎক্ষণিক export entry প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে বিজিএমইএ এর সাথে শুল্ক ভবন পর্যায়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সদস্য (শুল্ক) বলেন যে, শুধু bill of export এর ভিত্তিতে Customs pass-book- এ export entry দেয়া বাস্তব সম্মত নয়; তাছাড়া, এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। Bill of export এর সাথে (রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের) EGM মিলিয়ে Customs pass-book- এ export entry দেয়া হয়। বিধায়, বিদ্যমান জনবল এবং পদ্ধতিতে export entry হালনাগাদ রাখা খুবইদুরূহ ব্যাপার। এক্ষেত্রে অন্যকোন বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হলে হয়তো বা এ সমস্যা এড়ানো যেতো। সভাপতি বলেন যে, audit এর প্রয়োজনে Customs pass-book- এ export entry দ্রুত সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন-এ যাতে করে এক থেকে দুই মাসের মধ্যে export entry সম্পন্ন হয় সে লক্ষ্যে পদ্ধতি প্রণয়ন ও অনুসরণ করতে হবে।

বিস্তারিত পর্যালোচনা করে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্তঃ রপ্তানি-পণ্য জাহাজীকরণের Export General Menifest (EGM) পাওয়ার এক মাসের মধ্যে Customs pass-book- এ export entry সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য/পদ্ধতি প্রণয়ন ও অনুসরণ করার জন্য চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনসহ অন্যান্য শুল্ক ভবনে নির্দেশ প্রদান করা হবে।

০৪। পোশাক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকানা পরিবর্তন, কারখানা স্থানান্তর এবং সম্প্রসারণের জন্য বন্ড কমিশনারেটের পূর্বনুমতি গ্রহণ প্রসঙ্গেঃ

সভায় বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, কোন কোন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ড কমিশনারেট হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে কারখানা পরিবর্তন/স্থানান্তর করছে। পরবর্তীতে এরূপ পরিবর্তনের বিষয় অনুমোদনের জন্য বন্ড কমিশনারেট আবেদন দাখিল করা হয়। কিন্তু পূর্বানুমতি গ্রহণ না করায় বন্ড কমিশনারেট হতে এ সকল ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ করা হচ্ছে।

কমিশনার (বন্ড) বলেন যে, প্রতিষ্ঠানের কাযক্রম পরিদর্শন/তত্ত্বাবধান করার স্বার্থে কারখানার স্থানান্তর,সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পূর্বেই বন্ড কমিশনারেটে অবহিত করার বিধান রয়েছে। বন্ড লাইসেন্সেও এরূপ শর্ত রয়েছে। বন্ড প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ পরিবর্তনের বিষয়গুলো কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ড কমিশনারেটে অবহিত করেন না বরং, এরূপ পরিবর্তনের বিষয়গুলো তদন্ত/পরিদর্শনের সময় উদঘাটিত হয়ে থাকে। বিধায়, বলবৎ বিধানের পরিপন্থী উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য আইনতঃ জরিমানা আরোপ করা হয়ে থাকে। তবে, বাস্তব কারণ থাকলে এরূপ বিষয়গুলো নমনীয়ভাবে দেখা হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্তঃ বিদ্যমান পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বন্ড কমিশনারেট হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করে মালিকানা পরিবর্তন ও কারখানা স্থানান্তর করতে হবে।

০৫। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে Custom House কর্তৃক fabrics এর cutting তদারকী করার সিদ্ধান্ত প্রদান করার পরিবর্তে সেখান থেকে fabrics এর নমুনা বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক fabrics এর cutting তদারকী করা প্রসঙ্গেঃ

সভায় বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, পলিয়েস্টার কাপড় দ্বারা বর্তমানে বিভিন্ন ফ্যাশনের পোশাক তৈরি হচ্ছে যা বহুল ব্যবহৃত এবং প্রচলিত। পলিয়েস্টার ও জর্জেট কাপড় আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস্ হাউস, চট্টগ্রাম কর্তৃক (escort প্রদান করাসহ) fabrics এর cutting তদারকী করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হচ্ছে। ফলে, এ ধরনের কাঁচামাল খালাসে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হচ্ছে।

জানা যায় যে, বিজিএমইএ-এর এক সময়ের প্রস্তাব মোতাবেকই শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম থেকে উক্তরূপ ব্যবস্থা নেয়া হয়ে আসছে। কমিশনার (বন্ড) বলেন যে, কাস্টমস্ হাউস, চট্টগ্রাম কর্তৃক fabrics এর cutting তদারকী করার সিদ্ধান্ত প্রদান না করে নমুনা বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করা হলে ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য চালান/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্ড কমিশনারেট হতে fabrics এর cutting তদারকীর সিদ্ধান্ত প্রদান ও তা বাস্তবায়ন করা হবে-মর্মে শুল্ক ভবন, চট্টগ্রামকে জানানো হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ fabrics যে শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি হবে সেখানকার শুল্ক কর্তৃপক্ষ fabrics এর cutting তদারকীর করার সিদ্ধান্ত প্রদান না করে fabrics এর নমুনা বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করবে। তবে, এরূপ কোন চালান ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন escort এর মাধ্যমে তা বন্ড প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানোর ব্যবস্থাগ্রহণ করবে এবং আবশ্যিকভাবে fabrics এর নমুনা প্রেরণসহ বন্ড কমিশনারেটকে তা অবহিত করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্ড কমিশনারেট fabrics এর cutting তদারকীর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করবে।

০৬। একই premise-এ বন্ড কার্যক্রম সীমিত থাকার বিধান হোসিয়ারী নীট শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শিথিলকরণ প্রসঙ্গেঃ

বিকেএমইএ-এর প্রতিনিধি বলেন যে, হোসিয়ারী নীট প্রতিষ্ঠানের সার্কুলার নিটিং মেশিন অনেক সময় একই কারখানায় স্থাপন করা সম্ভব হয় না। কারণ, সার্কুলার নিটিং মেশিনের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উচ্চতা সম্পন্ন floor আবশ্যক এবং যন্ত্রপাতিগুলো আকারে বড় ও ভারী। ফলেএসব যন্ত্রপাতি একই কারখানায় স্থাপন করা সম্ভব হয় না। একই premise-এ বন্ড প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সীমিত থাকার বিধান রয়েছে বিধায়, একাধিক স্থানে স্থাপিত মেশিন এবং উৎপাদন কার্যক্রমকে সমন্বিত করে বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে না এবং এরূপ অনেক বন্ড লাইসেন্স বন্ড কমিশনারেট হতে স্থগিত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ একাধিক স্থানে মেশিন স্থাপন করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হলে ইউনিট-১, ইউনিট-২ এভাবে পৃথক পৃথক বন্ড লাইসেন্স গ্রহণ/প্রদান করতে হবে।

০৭। পোশাক শিল্পের আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক বিবরণী বন্ড কমিশনারেটে দাখিলকরণ প্রসঙ্গেঃ

পোশাক শিল্পের আমদানি-রপ্তানির সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক বিবরণী বন্ড কমিশনারেটে দাখিল করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস.আর.ও.১৫৩-আইন/৯৩/১৫২০/শুল্ক

তারিখ ৩রা আগস্ট, ১৯৯৩ এর বিধি ৫(ক) উপবিধি-৪ ও উপবিধি-৫ এর আওতায় আদেশ দেয়া হচ্ছে। কোন প্রতিষ্ঠানের ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল করা থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানের audit অনিস্পন্ন রাখাসহ সাধারণ বন্ড সম্পাদন করা হচ্ছে না। বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বর্তমানে রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যবাসনে প্রায় ১৮০ দিন সময় প্রয়োজন হচ্ছে। স্বল্প মেয়াদ অন্তর অন্তর আমদানি-রপ্তানির বিবরণী প্রস্তুত এবং দাখিল করতেও জনবল ও শ্রমের প্রয়োজন হয়। এ সকল কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল করা সম্ভব হচ্ছে না। ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিলের পরিবর্তে এক বছর অন্তর উক্তরূপ বিবরণী দাখিল করার বিধান প্রবর্তন করার জন্য বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে সভায় প্রস্তাব করা হয়। ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল এবং যাচাই করা পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ-উভয়ের জন্যই দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া, রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যবাসনে সময়সীমা ১৮০ দিন (ছয় মাস)। অধিকন্তু বিস্তারিত অডিটের জন্য বার্ষিক ভিত্তিতে সকল আমদানি-রপ্তানি দলিলাদি দাখিল করার বিধান রয়েছে। মূলত, বন্ড প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অন্তর্বর্তীকালীন যাচাই/পর্যালোচনার জন্য ত্রৈমাসিক বিবরণী গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিলের পরিবর্তে ছয় মাস অন্তর উক্তরূপ বিবরণী দাখিল করা যুক্তিযুক্ত হবে।

সিদ্ধান্তঃ আমদানি-রপ্তানির ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল করার পরিবর্তে ষান্মাসিক বিবরণী দাখিল করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি প্রয়োজনীয় রূপে পরিবর্তন করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

০৮। পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে Audit প্রতিবেদন প্রদান প্রসঙ্গেঃ

বার্ষিক audit সম্পন্ন হওয়ার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত audit প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদান করা প্রয়োজন। বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বন্ড কমিশনারেট পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

অনুমোদিত audit প্রতিবেদনের সারাংশ সংশ্লিষ্ট পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করার বিজিএমইএ'র প্রস্তাবের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে।

সিদ্ধান্তঃ audit প্রতিবেদন বন্ড কমিশনারেটের যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর প্রতিবেদনের সারাংশ পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদান হবে।

০৯। DEPZ হতে fabrics খালাস প্রসঙ্গেঃ

পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল (fabrics ও accessories) কোন কোন ক্ষেত্রে DEPZ হতে আমদানি করা হয়ে থাকে। আমদানি ঋণপত্রের মূল্য ১০,০০০/(দশ হাজার) মার্কিন ডলার বা ততোধিক হলে DEPZ এ অবস্থিত কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ সে সকল ঋণপত্র সরেজমিন ব্যাংকে গিয়ে যাচাই করার জন্য উদ্যোগী হয়। এতে করে কাঁচামাল আমদানি বিলম্বিত হয়। ব্যবস্থাপনাগত সার্বিক উন্নয়নের জন্য DEPZ -এ সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা পদস্থ করার জন্য বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে প্রস্থাব করা হয়।

বন্ডের আওতায় পোশাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানির বিপরীতে প্রযোজ্য শুল্ক-কর অনাদায়ী থাকে বিধায়, ঋণপত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ আমদানি-দলিল random basis -এ যাচাই করার আবশ্যকতা রয়েছে। তবে, এরূপ যাচাই কাজ ঢালাওভাবে না করে বরং তা risk analysis পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখা যায়। DEPZ -এ

সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা পদস্থ করার বিজিএমইএ'র প্রস্তাবের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে। তবে, বর্তমানে শুল্ক কর্তৃপক্ষের জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন করতে সমস্যা রয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ DEPZ শুল্ক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সেখানে একজন সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পদস্থ করার বিষয় বিচেনা করা হবে।

১০। প্রতিষ্ঠিত শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের BMRE-এর জন্য আমদানিকৃত মেশিনারিজ-এর ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণ প্রসঙ্গেঃ

শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি, স্থাপনের পর এক বছরের উৎপাদিত সমূদ্বয় পণ্য রপ্তানি-এ সকল শর্ত প্রতিপালন করার পর কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান BMRE (Balancing Modernizating, Replacement, Expansion)-এর জন্য পুনরায় মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করে থাকে। বর্তমানে বলবৎ বিধায় অনুযায়ী BMRE-এর জন্য আমদানিকৃত মেশিনারিজের বিপরীতে PRC দাখিলপূর্বক ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করতে হয়। প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম উৎপাদন কাজ শুরু করার পূর্বে আমদানিকৃত সমূদ্বয় মেশিনারীজের মোট মূল্যের ১০% মূল্য সীমা পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করে ইনডেমনিটি বন্ডের আওতায় খালাস নেয়া হলে শুধুমাত্র Installation Certificate-এর ভিত্তিতে সে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়।

বিজিএমইএ'র উক্ত প্রস্তাব সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে দেখা হয়।

সিদ্ধান্তঃ যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই পণ্য উৎপাদন রপ্তানি শুরু করেছে সে সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদন-সহায়ক মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করে ইনডেমনিটি বন্ডের আওতায় খালাস নেয়া হলে সেক্ষেত্রে উক্ত যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছে এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে ন্যূনতম এক বছর সময় ব্যবহৃত হয়েছে-বন্ড কমিশনারেটের এরূপ প্রত্যয়নের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করা যাবে। প্রথম উৎপাদন কাজ শুরু করার পূর্বে আমদানিকৃত সমূদ্বয় মেশিনারীজের মোট মূল্যের ১০% মূল্য সীমা পর্যন্ত উক্তরূপ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করে এ পদ্ধতিতে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করা যাবে।

১১। পুরাতন নথিপত্র ধ্বংসকরণঃ

কোন প্রতিষ্ঠানের অডিট নিষ্পন্ন হওয়ার পর নথিপত্র ধ্বংসকরণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিজিএমইএ প্রস্তাব করে। তারা জানান যে, এ ধরনের নথিপত্রের volume দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং space দখল করে রাখছে। সদস্য (শুল্ক) বলেন যে, শুল্ক ভবন এবং বন্ড কমিশনারেটেও এরূপ দলিলাদির সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, সংশ্লিষ্ট অফিস ভবনের অনেক অংশ জুড়ে তা সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। এতে করে দৈনন্দিন নতুন নতুন দলিলাদি সংরক্ষণের স্থানের সংকুলান হচ্ছে না।

সিদ্ধান্তঃ নথি/দলিল সংরক্ষণের আইনানুগ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এবং অনিষ্পন্ন কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট না থাকলে অডিটের সে সকল নথিপত্র ধ্বংস করা যায়।

১২। বিবিধঃ

Purchase order এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে accessories সংগ্রহের মূল্যসীমা মার্কিন ডলার ১০,০০০/০০ এর পরিবর্তে ২০,০০০/০০ করার জন্য বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ Purchase order এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে accessories সংগ্রহের মূল্যসীমা মার্কিন ডলার ১৫,০০০/০০ (পনর হাজার) এ উন্নীত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উক্ত accessories প্রচলিত বিধান মোতাবক পরবর্তীতে সমন্বয় করতে হবে।

(মনযুর মান্নান)
সদস্য (শুল্ক)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,

***উৎসঃ** শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১১২-১১৭।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৩(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০১/ তারিখঃ ০৯/১১/২০০৩

বিষয়ঃ ১৯.১০.২০০৩ খৃঃ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

গত ১৯.১০.২০০৩ খৃঃ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের একটি সভা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনাব খায়রুজ্জামান চৌধুরী। সভায় আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

০১। পোশাক শিল্পের এক্সেসরিজ সরবরাহকারী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের audit এর জন্য বিজিএমইএ কর্তৃক জারিকৃত Utilization Declaretion (U/D) audit প্রসঙ্গেঃ

পোশাক শিল্পের accessories সরবরাহকারী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সমূহের বন্ড কার্যক্রম audit কালে বিজিএমইএ কর্তৃক জারিকৃত Utilization Declaretion (U/D) যাচাই করে দেখা প্রসঙ্গে বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, পোশাক শিল্পে আনুষঙ্গিক দ্রব্য (accessories) এর ব্যবহারের বিষয়টি অতীতে audit করা হতো না। বিধায়, এগুলোর হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠানগুলো নজর দেয়নি। তাঁরা আরো বলেন যে, accessories-এর consumption মিলিয়ে audit করা না হলে audit আংশিকভাবে সম্পন্ন হয় এটা সত্য; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান-এর পক্ষে accessories ব্যবহারের বিস্তারিত হিসাব দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে আরো বলা হয় যে, accessories-এর ব্যবহার যাচাই করে U/D জারি করা তাঁরা সবেমাত্র শুরু করেছেন। বিস্তারিত audit-যোগ্য U/D এর জন্য ডিসেম্বর/২০০৩ পর্যন্ত সময় দেয়ার জন্য সভায় বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়।

কমিশনার (বন্ড) বলেন, বন্ডভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে monitor করার জন্য পৃথক বন্ড কমিশনারেট গঠিত হয়েছে। বন্ড audit এর জন্য সাম্প্রতিক সময়ে বন্ড কমিশনারেটে

একটি সেল গঠন করা হয়েছে। ফলে, পূর্বের তুলনায় অডিট কার্যক্রম অনেক গতিশীল হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, accessories এর ব্যবহার audit এর জন্য বিজিএমইএ-এর Utilization Declaretion (U/D) যাচাই করে অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া, রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে garments accessories consumption স্থানীয় audit-এ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়ে থাকে। বিধায়, এ ধরনের audit কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। বিস্তারিত পর্যালোচনা করে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পোশাক শিল্প এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পের audit এর ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণপত্র ও ইউ.ডি ভিত্তিক accessories এর ব্যবহার audit কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;

(২) ডিসেম্বর/'০৩ পর্যন্ত accessories এর ব্যবহার audit-এ গরমিল/অনিয়ম পাওয়া গেলে শুধুমাত্র সে কারণে কোন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে না। এই সময়ের গরমিল/অনিয়মসমূহ কিভাবে নিষ্পত্তি বা ব্যবস্থিত হবে সেজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি কমিটি গঠন করে দিবে। উক্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

০২। আলোচনা শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(খায়রুজ্জামান চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

***উৎসঃ** শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১১৮-১১৯।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৩(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০১/৭০২(১) তারিখঃ ১৩/১২/২০০৩

বিষয়ঃ শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানিকৃত ৪ (চার) মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বন্ডের আওতায় খালাস প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ
১. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-বাম/অবা-১/১(২)/৯৬(অংশ)/৪৫৯, তারিখঃ ০৬/০৯/২০০৩ খৃঃ।
২. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-বাম/অবা-১/১(২)/৯৬(অংশ)/৫৬৭, তারিখঃ ১৩/১১/২০০৩ খৃঃ।
৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র নথি নং-৩(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০১/৬৮৫, তারিখঃ ২২/১১/২০০৩ খৃঃ।
৪. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র নথি নং- ৩(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০১/৬৯১(৮), তারিখঃ ০৪/১২/২০০৩ খৃঃ।
৫. বন্ড কমিশনারেটের পত্র নথি নং- (১৩)০৬/বন্ড কমি./কাঃ শাঃ/পলিসি/২০০১/১৫৫২৩, তারিখঃ ২২/১১/২০০৩ খৃঃ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সূত্রোক্ত আদেশ/পরিপত্রসমূহের প্রেক্ষিতে ঋণপত্র ব্যতিরেকে শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের আমদানিকৃত কাঁচামাল বন্ডের আওতায় ছাড় করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য হবে, যথাঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব লিয়েন ব্যাংক হতে পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি পারফরমেন্স-এর ভিত্তিতে ০৪ (চার) মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বিবরণ ও পরিমাণ সম্বলিত বিবরণী (statement) সংগ্রহ করবে;

(খ) ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত উক্ত বিবরণী (statement) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিজিএমইএ এর নিকট দাখিল করবে। ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত উক্ত বিবরণীর ভিত্তিতে বিজিএমইএ 'সংলাগ-ক' অনুযায়ী একটি প্রাপ্যতা-তালিকা জারি করবে এবং লিয়েন ব্যাংক হতে প্রদত্ত বিবরণী সত্যায়িত করে উক্ত প্রাপ্যতা-তালিকার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেবে। এই প্রাপ্যতা-তালিকার মূল কপি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট থাকবে, দ্বিতীয় কপি কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নথিতে সংরক্ষিত হবে এবং তৃতীয় কপি বিজিএমইএ-এর নথিতে সংরক্ষিত থাকবে। উল্লেখ্য যে, প্রাপ্যতা-তালিকা জারি করার সময় উক্ত তালিকার উপরিভাগে "মূল কপি", "দ্বিতীয় কপি", "তৃতীয় কপি" (যেখানে যাহা প্রযোজ্য) বোল্ড অক্ষরে (bold) লিপিবদ্ধ করে দিতে হবে;

(গ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ পণ্য চালান ছাড় করার ক্ষেত্রে বিজিএমইএ কর্তৃক প্রদত্ত প্রাপ্যতা-তালিকার মূল কপি সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশনে উপস্থাপন করতে হবে। ইউ/ডি নাম্বার ও তারিখসহ আমদানি এবং খালাস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পাসবই-এ লিপিবদ্ধ করে পণ্য-চালান খালাস প্রদান করতে হবে। এরূপে খালাসকৃত পণ্য-চালানের তথ্য সাথে সাথেই বন্ড নিয়ন্ত্রণকারী কমিশনারেটে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া, শুল্ক ভবন/স্টেশন মূল প্রাপ্যতা-তালিকার অপর পৃষ্ঠায় সমুদয় আমদানি তথ্য লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর ও সিল দিয়ে দেবে। প্রাপ্যতা-তালিকার বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ দেখা দিলে তা কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা/চট্টগ্রাম হতে যাচাই করিয়ে নিতে হবে।

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রিভলভিং পদ্ধতি কাঁচামাল আমদানি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা-তালিকার অধীনে আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পোশাক রপ্তানি হয়েছে এই মর্মে লিয়েন ব্যাংক-এর নিকট থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক বিজিএমইএ-এর নিকট দাখিল করতে হবে। উক্তরূপ প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে বিজিএমইএ প্রযোজ্য পরিমাণ কাঁচামাল চলতি বছরের অবশিষ্ট প্রাপ্যতার সঙ্গে যোগ করে চূড়ান্ত অবশিষ্ট প্রাপ্যতা নির্ধারণ করে দেবে। উক্তরূপে নিরূপিত চূড়ান্ত অবশিষ্ট প্রাপ্যতা উপ-অনুচ্ছেদ ১(খ)-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নতুনভাবে জারি করতে হবে। সেক্ষেত্রে "রিভলভিং পদ্ধতিতে নিরূপিত চূড়ান্ত অবশিষ্ট প্রাপ্যতা" শব্দগুলো উক্ত তালিকার উপরিভাগে বোল্ড অক্ষরে (bold) লিপিবদ্ধ করে দিতে হবে।

০২। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটের কোন পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে না। যে শুল্ক ভবন/স্টেশনের মাধ্যমে পণ্য-চালান আমদানি হবে সে শুল্ক ভবন/স্টেশনের সংশ্লিষ্ট কমিশনার অথবা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তা পণ্য-চালান খালাসের অনুমতি প্রদান করবেন।

০৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সংযুক্ত: সংলাগ-ক।

(মো: মাহবুবুজ্জামান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১২৬-১২৭।*

সংলাগ "ক"

আগমন ও নির্গমন রেজিস্টার

ক্রমিক নং	রপ্তানিযোগ্য পোষাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	পণ্যের নাম ও ক্যাটাগরি (যদি থাকে)	পণ্যের পরিমাণ	পণ্যের মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায়	বৈদেশিক ক্রেতার নাম ও ঠিকানা	রপ্তানি এলসি নং	ইউডি নং	লিয়েন ব্যাংক ও শাখার নাম	আগমনের তারিখ	নির্গমনের তা রিখ	মন্তব্য	শুল্ক কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ সীলমোহর সহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

নথিনং-৫(১৩)৩৪/কাস-বিবিধ/২০০৩/১০০৪০(১২) তারিখ: ০৯/০৬/২০০৪

বিষয়: ০৩.০৬.২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিজিএমইএ এবং কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের যৌথ সভার কার্যবিবরণী:

বিগত ০৩.০৬.২০০৩ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এর নেতৃবৃন্দ ও কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের কর্মকর্তাবৃন্দের একটি যৌথ সভা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, সদর দপ্তর, ঢাকার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' এ দ্রষ্টব্য।

উক্ত সভায় আলোচিত বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

০১। আলোচ্য বিষয়:

বন্ড লাইসেন্স স্থগিতকরণ প্রসঙ্গে:

সভায় বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন যে, নিম্নবর্ণিত কারণে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হচ্ছে:

(১) যে সকল পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান সরাসরি রপ্তানি কার্যে নিয়োজিত নেই, তাদের বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হচ্ছে; কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে। তবে বন্ড লাইসেন্স নবায়িত রয়েছে এবং মাঝে মাঝে সাব-কন্ট্রাক্ট এর কাজ করছে তাদের বন্ড লাইসেন্সও স্থগিত হচ্ছে; সকল প্রতিষ্ঠান সব সময় অর্ডার গ্রহণ করতে পারে না। অনেক অনেক নতুন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যোগাযোগের অভাবে ঋণপত্র লাভ করতে সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে Sub contract এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। Sub contract এর কারখানাও রপ্তানিতে প্রচ্ছন্নভাবে সহায়তা করছে। Sub contract বন্ধ করা হলে গার্মেন্টস শিল্প মুখ থুবড়ে পড়বে বলে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ আশংকা প্রকাশ করেন।

(২) অডিটের কাগজপত্র দাখিল না করার জন্য ২/৩ বার নোটিশ প্রদানের পর বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হচ্ছে; বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ এ প্রসঙ্গে চলমান কারখানার ক্ষেত্রে ৩(তিন) বছরের নিরীক্ষা বাকী থাকলেও বন্ড লাইসেন্স স্থগিত না করে কার্যক্রম চালু রাখার জন্য ৩(তিন) মাস মেয়াদী প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

(৩) বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করার সঙ্গে রপ্তানিও বন্ধ করা হচ্ছে; পূর্বে রপ্তানি বজায় রাখার অনুমতি দেয়া থাকতো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

(১) সাব-কন্ট্রাক্ট: আলোচনায় জানা যায় যে, সাম্প্রতিক সময়ে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে কেবল সাব-কন্ট্রাক্টের কার্যক্রম পরিচালনাকারী গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না মর্মে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা হয়েছে। বন্ড কমিশনারেটের কর্মকর্তাগণ জানান যে, এ ব্যাপারে বোর্ডের দিক-নির্দেশনা চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দিক-নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান সরাসরি রপ্তানি কাজে নিয়োজিত নেই অর্থাৎ যারা কেবল Sub contract এর কাজ করছে তাদের লাইসেন্স স্থগিতাদেশ সংক্রান্ত SCN জারি বন্ধ থাকবে।

(২) নিরীক্ষা বাকী থাকলেও ৩ (তিন) মাস মেয়াদী প্রত্যয়নপত্র প্রদান: কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ সভায় জানান যে, চলমান কারখানার ক্ষেত্রে ৩ (তিন) বছরের নিরীক্ষা অনিষ্পন্ন থাকলে ৩ (তিন) মাসের জেনারেল প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর কোন অবকাশ নেই। তবে বিজিএমইএ যদি কোন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতে উদ্ভূত দায়-দেনা (Risk and Liability) বন্ডার বহন করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে, তবে বন্ড কমিশনারেট উক্ত নিশ্চয়তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১-৩ মাসের জেনারেল প্রত্যয়নপত্রের বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে দুই মাসের মধ্যে অডিট সম্পন্ন করিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: কোন চলমান প্রতিষ্ঠানের তিন বছরের নিরীক্ষা অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতে উদ্ভূত দায়-দেনা (Risk and Liability) বন্ডার বহন করবে এ মর্মে বিজিএমইএ কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা এবং দুই মাসের মধ্যে হালনাগাদ অডিট সম্পন্ন করবেন মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকারনামা গ্রহণ সাপেক্ষে রপ্তানির স্বার্থে ১-৩ মাসের জেনারেল প্রত্যয়ন পত্রের বিষয় বিবেচনা করা হবে।

(৩) বন্ড লাইসেন্স স্থগিতাদেশ জারি হলেও রপ্তানির সুযোগ বহাল থাকবে: কমিশনার মহোদয় বলেন যে, বন্ড কমিশনারেট হতে জারিকৃত বন্ড লাইসেন্স স্থগিতাদেশ বহাল থাকা অবস্থায় কোন চালু প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির সুযোগ অব্যাহত থাকবে মর্মে এ দপ্তর কর্তৃক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (লাইসেন্স স্থগিতকৃত) বন্ড কমিশনারেট আবেদন করার কোন প্রয়োজন নেই। এখন থেকে বন্ড লাইসেন্সের স্থগিতাদেশে "রপ্তানির সুযোগ অব্যাহত থাকবে" মর্মে উল্লেখ করা হবে।

সিদ্ধান্ত: বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান চালু থাকা সাপেক্ষে তাঁদের শুধুমাত্র রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

০২। আলোচ্য বিষয়:

নিরীক্ষায় এক্সেসরিজের হিসাব প্রসঙ্গে:

আলোচনা: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৯.১০.২০০৩ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৩ সাল পর্যন্ত অডিটে এক্সেসরিজের হিসাবে কোন গরমিল পাওয়া গেলে তা নিষ্পত্তির জন্য বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল; কিন্তু বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন যে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক দপ্তর নিরীক্ষায় এক্সেসরিজের ব্যবহারে অনিয়মের জন্য জরিমানা করছে। আলোচনায় আরো জানা যায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৯.১০.২০০৩ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০০৩ইং পর্যন্ত নিরীক্ষায় এক্সেসরিজের হিসাবে যদি অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়, তবে তা বোর্ডে পাঠাতে হবে এবং বোর্ড একটি কমিটি করে তা Review করবে।

সিদ্ধান্ত: ২০০৩ সাল পর্যন্ত এক্সেসরিজের হিসাবে কোন গরমিল পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

০৩। আলোচ্য বিষয়:

রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে মারজিন না থাকলে ঐ রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে প্রয়োজনীয় এক্সেসরিজ অন্য রপ্তানি ঋণপত্র ও ইউডিতে সংস্থান করা প্রসঙ্গে:

আলোচনা: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মতে কোন রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে মারজিন না থাকলে ঐ রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে প্রয়োজনীয় এক্সেসরিজ অন্য রপ্তানি ঋণপত্র ও ইউডিতে সংস্থান করার সুযোগ আছে।

সিদ্ধান্ত: এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত ২২.৪.২০১১ তারিখের সভার কার্যবিবরণীটি সভায় আলোচিত হয়। উক্ত সভা এবং বর্তমান আমদানি নীতির অনুচ্ছেদ ২৪.৭.১৫.১ এ উল্লেখ রয়েছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দিক-নির্দেশনা ও আমদানি নীতি আদেশ ২০০৩-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ২৭.৪.১৫.১ এর আলোকে কোন ঋণপত্রের বিপরীতে কার্টন ও এক্সেসরিজের আমদানি মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব না হলে অন্য অনধিক ৭ (সাত)টি ঋণপত্রের বিপরীতে উক্ত মূল্য সমন্বয় করা যাবে।

০৪। আলোচ্য বিষয়:

শর্ট শিপমেন্ট, তৈরি পোষাকের স্টকলট এবং ফেব্রিক্স স্টকলটের ক্ষেত্রে এক্সেসরিজ Wastages হিসেবে বিবেচনা করা।

আলোচনা: এটি সম্পূর্ণভাবে আইনগত/নীতিগত (Policy) বিষয় বিধায় এই সভায় এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয় মর্মে সভায় ঐকমত্য হয়।

সিদ্ধান্ত: বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে উত্থাপন করা যেতে পারে বলে সবাই মত প্রকাশ করেন।

০৪(ক)। আলোচ্য বিষয়:

জেনারেল বন্ড জারিতে দীর্ঘ সুত্রীতা এবং প্রত্যয়ন পত্র জারি:

আলোচনা: বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন যে, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে জেনারেল বন্ড/প্রত্যয়নপত্র জারির ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, এক্সেসরিজের হিসাব দাখিল না করায় নিরীক্ষা অনুমোদিত হচ্ছে না- যার ফলে জেনারেল বন্ডও জারি করা হচ্ছে না। তারা আরো উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকানা পরিবর্তন (আংশিক পরিবর্তন), কারখানা স্থানান্তর, লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন ইত্যাদির ক্ষেত্রে শাখা থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গত ১/২ বছরের দায়-দেনা নিরূপণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে- ফলে এ সকল বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে বিলম্ব হচ্ছে। অনেক জেনারেল বন্ড ২ (দুই) বছর মেয়াদে প্রদান করে জারি করা হয়েছে। ইহা ৩ (তিন) বছর বহাল থাকবে মর্মে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ একটি বিজ্ঞপ্তি জারির প্রস্তাব করেন। নেতৃবৃন্দ নিরীক্ষা প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য তিন মাস মেয়াদী জেনারেল প্রত্যয়নপত্রের স্থলে ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত: উল্লিখিত বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে এক্সেসরিজের হিসাবসহ ফেব্রিক্স এর আমদানি রপ্তানি বিবরণী দাখিল করতে হবে। স্থানীয়ভাবে নগদ অর্থে ক্রয়কৃত এক্সেসরিজের হিসাব নিরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হবে না। শুধুমাত্র পলিথিন ব্যাগ, কার্টন, নেকবোর্ড, ব্যাক বোর্ড, হ্যাঙ্গার এবং সুতা এই ৬ (ছয়)টি আনুষাঙ্গিক দ্রব্য নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকবে; তবে নিরীক্ষায় এক্সেসরিজের হিসাবে অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে। তবে এ কারণে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাহত হবে না।

(২) লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন/সংযোজন এবং কারখানা স্থানান্তর ও মালিকানা আংশিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিগত বছরের দায়-দেনা নিরূপনের প্রয়োজন নেই;

(৩) ২ (দুই) বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ডের ক্ষেত্রে Case to Case এ বিজিএমইএ এর সুপারিশের ভিত্তিতে এবং স্ট্যাম্পে বন্ডারের স্বাক্ষরসহ মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে অবশিষ্ট সময়ের (Rest Period) জন্য নতুন/সংশোধিত জেনারেল বন্ড দেয়া যাবে। তবে সে ক্ষেত্রে মূল (Original) বন্ডসহ কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট বরাবরে আবেদন করতে হবে;

(৪) ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী জেনারেল প্রত্যয়নপত্র বিবেচনার এখতিয়ার এ দপ্তরের নেই। তবে ৩(তিন) মাস মেয়াদী জেনারেল প্রত্যয়নপত্রের জন্য বিবেচিত হলে তার পরিবর্তে ৩(তিন) মাসের জেনারেল বন্ড প্রদান করা যাবে।

০৫। আলোচ্য বিষয়:

পুরাতন নথি ধ্বংসকরণ।

আলোচনা: বিজিএমইএ-তে পুরাতন নথির স্থান সংকুলান করা যাচ্ছে না মর্মে নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন। তারা জানান যে, বিজিএমইএ হতে এ বিষয়ে দুইবার তালিকা প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন ছাড়পত্র জারি করা হয়নি। ইহা ত্বরান্বিত করা বাঞ্ছনীয় হবে মর্মে তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(১) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ নিরীক্ষা সম্পন্ন থাকলে এবং নথি ধ্বংসকরণ আইন এ দুই এর সমন্বয় করে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে;

(২) কোন প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা হালনাগাদ থাকলে উপস্থাপিত দলিলাদির ভিত্তিতে "অডিট সম্পন্ন হয়েছে (হালনাগাদ) এবং কোন দাবিনামা নেই" মর্মে একটি নিরীক্ষা সার-সংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবরে প্রেরণ করা হবে। ইহা নিরীক্ষা শাখা হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হবে।

(৩) হালনাগাদ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা গার্মেন্টস বন্ড অডিট বিভাগ হতে বিজিএমইএ-কে সরবরাহ করা হবে।

০৬। আলোচ্য বিষয়:

ইপিজেড হতে কুইলটিং করার জন্য পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আন্তঃবন্ড প্রদান অনুমোদন দেয়া।

আলোচনা: অনেক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান ইপিজেড হতে কুইলটিং করার জন্য আন্তঃবন্ডের অনুমোদন চেয়ে থাকে। জ্যাকেটের জন্য কুইলটিং করা জরুরী। উল্লেখ্য যে, জ্যাকেটে Value Addition বেশি। কুইলটিং করার জন্য ডিইপিজেড/সিইপিজেড এ ফেব্রিক্স স্থানান্তরের জন্য আন্তঃবন্ড বিজিএমইএ কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়।

সিদ্ধান্ত: EPZ বন্ড কমিশনারেটের Jurisdiction নয়; সুতরাং এ বিষয়ে BGMEA-NBR এর সাথে আলোচনা করতে পারেন। তবে আন্তঃবন্ড স্থানান্তর প্রচলিত বিধান অনুযায়ী অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার পর্যায়ে নিস্পত্তি করা হবে।

০৭। আলোচ্য বিষয়:

গ্রে-কাপড়, নীট কাপড় ও সাদা কাপড় প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আন্তঃবন্ড স্থানান্তর অনুমোদন।

আলোচনা: আমদানি নীতিতে গ্রে-কাপড়, নীট কাপড় ও সাদা কাপড় বিভিন্ন ডাইং এবং প্রিন্টিং বা প্রসেসিং প্ল্যান্টে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য স্থানান্তর করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিজিএমইএ কর্তৃক ইহা অনুমোদন প্রদান করার বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদানের অনুমতির প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে আরও পর্যালোচনা প্রয়োজন মর্মে সবাই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বিষয়টির পর্যালোচনা করা হবে এবং এ ব্যাপারে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

০৮। আলোচ্য বিষয়:

দাবিনামা জারি ও পরিশোধ প্রসঙ্গে।

আলোচনা: বার্ষিক পরিদর্শন শেষে ডিমান্ড জারি করা হয়। সমন্বয় ব্যতীত জেনারেল বন্ড জারি করা হচ্ছে না, কিস্তি অনুমোদনের পর জেনারেল বন্ড জারি হতে পারে।

সিদ্ধান্ত: মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে বোর্ডের নির্দেশানুসারে কিস্তির সুবিধা দেয়া হবে এবং হালনাগাদ নিরীক্ষা থাকলে জেনারেল বন্ড গ্রহণ করা যাবে।

০৯। আলোচ্য বিষয়:

চট্টগ্রামস্থ কতিপয় পোশাক শিল্পকারখানার কম্পিউটার জেনারেটেড বন্ড লাইসেন্স প্রদান।

আলোচনা: চট্টগ্রামস্থ ২৮টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বরাবরে কম্পিউটার জেনারেটেড বন্ড লাইসেন্স নাম্বার জারি করা হয়নি। এ ব্যাপারে বন্ড কমিশনারেটে পত্র দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্ড কমিশনারেট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে কম্পিউটার জেনারেটেড বন্ড লাইসেন্স নাম্বার জারি করা।

সিদ্ধান্ত: Data Sheet থাকলে লাইসেন্স নাম্বার দেয়া হবে।

১০। আলোচ্য বিষয়:

কম্পোজিট নীট গার্মেন্টসসমূহের বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন।

আলোচনা: কম্পোজিট নীট গার্মেন্টসসমূহের বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন সত্ত্বেও কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম কর্তৃক কাঁচামাল খালাসে আপত্তি জানাচ্ছে। তাদের মতে এদের ক্ষেত্রে আমদানি প্রাপ্যতা বেঁধে দেয়া রয়েছে যা পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। আরও বলা হয় যে, শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য জেনারেল বন্ডের আওতায় কাঁচামাল খালাসের সুবিধা দেয়া হয়েছে যা এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কম্পোজিট নীট গার্মেন্টসসমূহও শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান। অতএব, কম্পোজিট ইউনিটের বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়িত হলে বার্ষিক নবায়নের জন্য আপত্তি জানানো সঙ্গত নয়। বিষয়টি স্পষ্টীকরণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: কম্পোজিট নীট গার্মেন্টসসমূহের নবায়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিজিএমইএ হতে সম্পন্ন বলে গণ্য হবে এবং তিন মাসের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করিয়ে নিতে হবে এই শর্তে নতুন আমদানি প্রাপ্যতা শীট জারি না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের জন্য "আনুপাতিক" হারে আমদানি প্রাপ্যতা দিয়ে কম্পোজিট নীট গার্মেন্টস শিল্পসমূহকে প্রত্যয়নপত্র দেয়া হবে।

১১। আলোচ্য বিষয়:

অডিটের ফরমেট সহজীকরণ:

আলোচনা: গত ১৪.০২.২০০৪ ইং তারিখের সভার কার্যবিবরণী যা ০৫.০৪.২০০৪ ইং তারিখে জারি করা হয়। ঐ কার্যবিবরণীতে সহজীকরণকৃত দলিলাদির তালিকা, অডিটের ফরমেট, বন্ডারের ঘোষণাপত্র ইত্যাদি বিষয়ে বিজিএমইএ-এর কতিপয় প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। পরিশিষ্ট 'খ' ও 'গ' তে দাখিলতব্য কতিপয় কাগজপত্র বাদ দেয়া বা সংশোধন করা। পরিশিষ্ট 'ঘ' তে

প্রদত্ত ফরমেট পরিবর্তন করে পূর্বের ফরমেটের সঙ্গে একটি নতুন ঘর সন্নিবেশিত করা যাতে এক্সেসরিজের বিবরণ ও পরিমাণ বিবৃত করা যায়। উপরোক্ত বিষয়ে বিজিএমইএ হতে পৃথক পত্র নং-বিজিএ/কাস/২০০৪/৪৯৪৯ তারিখ: ২৯.০৫.২০০৪ প্রেরণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিষয়টি নিয়ে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের যুগ্ম কমিশনার-১ ও অতিরিক্ত কমিশনার এর সাথে আলোচনাপূর্বক বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ নিস্পত্তি করবেন।

১২(ক)। **আলোচ্য বিষয়:**

কাটিং কেবলমাত্র উচ্চ মূল্যের ফেব্রিক্স বা Sensitive Fabrics এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

আলোচনা: বিভিন্ন শুল্ক বন্দর/স্টেশন দ্বারা আমদানিকৃত বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের জন্য সংশ্লিষ্ট শুল্ক বন্দর/স্টেশন থেকে Fabrics এর Cutting তদারকীর জন্য কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটকে অনুরোধ করে পত্র দেয়া হয়ে থাকে। প্রাপ্ত পত্রসমূহের আলোকে কেবলমাত্র উচ্চ মূল্যের ফেব্রিক্স এবং Sensitive Fabrics-এর ক্ষেত্রেই কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে Cutting তদারকীর ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: কেবলমাত্র উচ্চমূল্যের ফেব্রিক্স এবং Sensitive Fabrics এর মধ্যে Cutting তদারকী সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

১৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: এনায়েত হোসেন)
কমিশনার

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিজিএমইএ-এর সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	: ০৭.০৮.২০০৪
স্থান	: সম্মেলন কক্ষ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সময়	: বিকেল ৩.০০ টা।
সভাপতি	: জনাব আলী আহমদ, সদস্য (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন ও ৩টি লিয়েন ব্যাংক অনুমোদন:**

বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ সভায় আলোকপাত করেন যে, পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম একটি ব্যাংকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে তারা রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রতিটি ব্যাংকে ঋণের সীমা নির্ধারিত থাকায় সেই সীমা অতিক্রান্ত হলে ঋণপত্র খুলতে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে বলে তারা উল্লেখ করেন। বিভিন্ন ব্যাংক বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে বিধায় এক ব্যাংকে প্রতিষ্ঠানকে সীমাবদ্ধ রাখলে প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ সুবিধা হতে বঞ্চিত হবে মর্মে তারা মন্তব্য করেন। একাধিক লিয়েন ব্যাংক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনাপত্তি না পাওয়ায় বন্ড কমিশনারেটের অনুমোদন লাভ করা সম্ভব হয় না। তাই তাঁরা বিদ্যমান লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি ব্যতিরেকে বন্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একাধিক লিয়েন ব্যাংকের অনুমতি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয় এবং সভায় উপস্থিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বন্ড কমিশনারেটের কর্মকর্তাবৃন্দ তিনটি লিয়েন ব্যাংক এর অনুমোদন দেয়া সমীচীন নয় বলে সভায় উল্লেখ করেন। তবে Credit Information Bureau (CIB) এর প্রতিবেদন যাচাই করা শর্তে সর্বোচ্চ দুটি ব্যাংকের অনুমোদন দেয়ার পক্ষে কর্মকর্তাগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত সবাই একমত হন।

সিদ্ধান্ত: নতুন বন্ড লাইসেন্স গ্রহণকালে অনধিক দুটি লিয়েন ব্যাংকের অনুমোদন দেয়া যাবে। পুরাতন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে বিদ্যমান একটি লিয়েন ব্যাংকের সাথে আরেকটি লিয়েন ব্যাংক সংযোজনের অনুমোদন দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে পুরাতন লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণের প্রয়োজন হবে না, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের Credit Information Bureau (CIB) এর প্রতিবেদন গ্রহণ ও যাচাই করে প্রচলিত নিয়মে নতুন লিয়েন ব্যাংক এই প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করতে পারবে মর্মে শর্ত দেয়া হবে।

(২) **সাব-কন্ট্রাক্টিং ফ্যাক্টরির বন্ড লাইসেন্স সাসপেন্ড না করা:**

বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ সভায় অবহিত করেন যে, অনেক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান যারা সরাসরি রপ্তানিতে নিয়োজিত না থেকে সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তাদের বন্ড লাইসেন্স বন্ড কমিশনারেট সাসপেন্ড করছেন। তাঁরা বলেন যে, অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বল্প পুঁজি ও ন্যূনতম মেশিনারী দ্বারা স্থাপিত। এ সকল প্রতিষ্ঠান বিদেশি ক্রেতার সাথে যোগাযোগের অভাবে সরাসরি ঋণপত্র লাভ করতে পারে না। বিদেশি ক্রেতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও অর্ডার সংগ্রহে বেশ সময়ের প্রয়োজন হয় বিধায় গ্রুপের আওতায় কোন কোন প্রতিষ্ঠান গ্রুপের অন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে বলে দাবি করে নেতৃবৃন্দ সাব-কন্ট্রাক্টিং-এর মাধ্যমে কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল না করার জন্য অনুরোধ করেন। বোর্ড ও বন্ড কমিশনারেটের কর্মকর্তা জানান যে, সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রতিষ্ঠানসমূহ ১০০% রপ্তানির অঙ্গীকারে ইনডেমনিটি বন্ডের মাধ্যমে কোনরূপ শুল্ক-কর পরিশোধ ব্যতিরেকে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রথম বছরে উৎপাদিত সমুদয় পণ্য রপ্তানির শর্তে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করার বিধান রয়েছে। তাই সাব-কন্ট্রাক্টিং এর সুযোগ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করা এবং ভবিষ্যতে বন্ড সুবিধায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বন্ড কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতির বিষয়টি বিবেচনার জন্য কর্মকর্তাগণ সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: (১) রপ্তানিমুখী যে সকল প্রতিষ্ঠান সরাসরি আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে নিয়োজিত নেই, কেবল অন্য রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের কাজ সাব-কন্ট্রাক্টের আওতায় সম্পাদন করছে এবং কাজের মূল্য স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকে দেশীয় মুদ্রায় গ্রহণ করছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নিম্নবর্ণিত শর্তে নবায়ন করা যাবে-

সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মেশিনপত্র খালাসের সময় দাখিলকৃত ইনডেমনিটি বন্ড প্রযোজ্য শুল্ক-কর পরিশোধ করে অবমুক্ত করতে হবে। ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে আবেদন করা হলে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে।

(২) যে সকল প্রতিষ্ঠানের সরাসরি আমদানি বা রপ্তানি কার্যক্রম নেই কিন্তু, স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় সাব-কন্ট্রাক্ট কাজের মূল্য গ্রহণ করে থাকে তাঁদের উক্ত কার্যক্রম প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে গণ্য হবে। মেশিনপত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপনের পর প্রথম বছরে সম্পাদিত সমুদয় কাজের মূল্য স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ করা হলে সে সকল প্রতিষ্ঠানের ইনডেমনিটি বন্ড প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পের ইনডেমনিটি বন্ডের ন্যায় অবমুক্ত করা যাবে। ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করা হলে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে।

(৩) উপর্যুক্তরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কখনো সরাসরি পণ্য আমদানি করার আবশ্যকতা দেখা দিলে কমিশনার, কাস্টমস বন্ডের পূর্ণানুমোদন নেয়ার প্রয়োজন হবে। সাব-কন্ট্রাক্টের যে সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ করে থাকে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্সে কমিশনার (কাস্টমস বন্ড) এ শর্তটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিবেন।

(১) **প্রত্যয়নপত্র জারি প্রসঙ্গে:**

বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ সভায় উল্লেখ করেন যে, শুল্ক স্টেশনসমূহে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য পাসবইয়ে সময়মত এন্ট্রি না হওয়ার কারণে অডিট নিষ্পত্তিতে সময় লেগে যায়। সে কারণে চালু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জেনারেল বন্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে পড়লে তিনমাস মেয়াদী জেনারেল বন্ড এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনে আরও তিনমাসের জন্য জেনারেল বন্ড জারি করার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, বন্ডারের মনোনীত সি এন্ড এফ এজেন্টগণ সময়মত পাসবই উপস্থাপন করলে এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলে পাসবই এন্ট্রিতে দীর্ঘ সময় লাগার কথা নয়। বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রত্যয়নপত্র জারির ক্ষেত্রে ২১ দিন সময় বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: নিরীক্ষা অনিষ্পন্ন থাকার কারণে জেনারেল বন্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর প্রথমে তিনমাস মেয়াদী সাময়িক জেনারেল বন্ড জারি করা হবে। **উক্ত সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কারণে নিরীক্ষা সম্পন্ন না হলে আরও ২১(একুশ) দিনের জন্য সাময়িক জেনারেল বন্ড দেয়া হবে।** পাসবইয়ে সময়মত এন্ট্রির বিষয়টি নিশ্চিতকরণকল্পে চট্টগ্রাম শুল্ক কর্তৃপক্ষ, সি এন্ড এফ এজেন্ট ও কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের সাথে সদস্য (শুল্ক) মহোদয় একটি সভা করবেন।

(৪) এক্সেসরিজের অডিটে এক্সেসরিজ এর ১৫% ওয়েস্টেজের সংস্থান রাখা এবং সুনির্দিষ্ট প্যাকিং ইন্সট্রাকশন ও ক্রেতার আদেশ অনুযায়ী অতিরিক্ত পলিব্যাগ ও কার্টন অনুমোদন করা:

বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিভিন্ন সময় ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক কার্টনের সাইজ পরিবর্তন করতে হয়, প্যাকিং এর সময় কার্টন ও পলিব্যাগ নষ্ট হয়, বাইয়িং হাউস বা ক্রেতার প্রতিনিধি কর্তৃক ইন্সপেকশনের সময় প্যাকিং করা কার্টন খুলে ফেলার কারণে নষ্ট হয় এবং অনেক সময় ক্রেতা পুনরায় চেক করার আদেশ দেন সেক্ষেত্রে প্রচুর এক্সেসরিজ Wastage হয়। তাই তাঁরা অডিটে এক্সেসরিজের ১৫% ওয়েস্টেজ অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে তদন্ত সাপেক্ষে Wastage নির্ধারণ করা যায় মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়:

সিদ্ধান্ত: এক্সেসরিজের ক্ষেত্রে Wastage এর পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠণ করা হলো:

(ক) অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (আহ্বায়ক)।

(খ) যুগ্ম-কমিশনার-১, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭: ভলিউম-২, পৃ.১২৮-১৩০।

Government of the People's Republic or Bangladesh

Ministry of Foreign Affairs
Protocol Wing
Mission Service Section
Dhaka.

No.Pro-(MS)-9/Circular/2004 Dhaka: 21 August, 2004

The ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh presents its compliments to all diplomatic Missions, UN Agencies and International Organizations in Dhaka and has the honour to inform that this ministry will issue Tax Exemption Certificate (TEC) for purchase of goods wihin the limit of the allotted annual quota from duty-free bonded warehouses on quarterly basis only. However, TEC to purchase half of the annual quota may once be issued by the ministry in a particular year as exceptional case and upon written request from the Mission showing the reason. Nevertheless, under no circumastances the Ministry will issue. TEC to purchase at a time the total annual quota of goods any diplomatic is entitled to.

The Ministry wished to inform further that all Diplomatic Missions, UN Agencies and International Organizations on Dhaka have to purchase goods as per their annual quota from duty-free bonded ware –houses within the same calendar year (i.e.January-December) of issuance of TEC. However, on reasonable grounds, TECs issued in December may remail vail till 31 January of the following year at the latest.

All Diplomtic Missions, UN agencies &
International Organizations In Dhaka.

(Miah Md. Mainul Kabir)
Assistant Secretary
(Mission Service-II)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(২)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/২৬৫(১-১৩) তারিখঃ ২২/০৯/২০০৪

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ রপ্তানি প্রক্রিয়া করণ এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পর পুরাতন হলে অথবা ব্যবহার অযোগ্য হয়ে স্ক্র্যাপে পরিণত হলে তা শুল্ক এলাকায় আমদানি প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ইপিজেডে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পর পুরাতন হলে অথবা ব্যবহার অযোগ্য হয়ে স্ক্র্যাপে পরিণত হলে তা বিলিবন্দেজ (Dispose) করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উক্তরূপ পণ্য শুল্ক এলাকায় আমদানি/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণীয় হবে যথা:

(ক) আমদানিনীতি আদেশের শর্ত পতিপালন করাসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র অথবা আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের অনুমতিপত্র (যেখানে যা প্রযোজ্য) প্রয়োজন হবে;

(খ) ব্যবহৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অথবা শুল্ক এলাকায় ঐ সকল পণ্য আমদানির জন্য আগ্রহী ক্রেতা (BEPZA)-এর মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে আবেদন করবেন। মন্ত্রণালয়/দপ্তর পুরাতন যন্ত্রপাতি বা স্ক্র্যাপ যেভাবে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করবে সেভাবে তা শুল্কায়ন করা যাবে;

(গ) পুরনো যন্ত্রপাতি হিসাবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল (residual life) ন্যূনতম আরো দশ বছর আছে এ মর্মে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত সার্ভেয়ারের সনদপত্র প্রয়োজন হবে;

(ঘ) পুরাতন যন্ত্রপাতি বা স্ক্র্যাপ যেভাবেই শুল্কায়ন হোক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই তার শুল্ক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আয়কর বিভাগের প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী মেশিনপত্রের আমদানি-মূল্যের অবচয়িত মূল্য হিসাবযোগ্য হবে;

(ঙ) অবচয়িত মূল্য হিসাবের জন্য বছরের ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ছয় মাস বা তার বেশি সময়কে ১ বছর গণনা করা হবে এবং ছয় মাসের কম সময়কে গণনা করা হবে না; এবং

(চ) দেশের বাইরে থেকে শুল্ক এলাকায় আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি/স্ক্র্যাপ শুল্কায়ন ও খালাসের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণীয় হয় এ সকল ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধিতিতে পণ্য শুল্কায়ন ও খালাস হবে।

(মো: মাহবুবুজ্জামান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭: ভলিউম-২, পৃ.১৩১-১৩২।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-১(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৯(অংশ-১)/২৮৪(১-৮) তারিখ: ২২/০৯/২০০৪

বিষয়ঃ বাংলাদেশ করোগেটেড কার্টন এন্ড এক্সেসরিজ ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (BCCAMEA)-এর সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

তারিখ : ৩১.৮.২০০৪
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সময় : বিকাল ৩.০০ টা
সভাপতি : জনাব আলী আহমদ, সদস্য (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

(১) চালানভিত্তিক পৃথক পৃথক রিস্ক বন্ড, ডিউটি বন্ডের পরিবর্তে একত্রে একটি সাধারণ বন্ড গ্রহণ প্রসঙ্গে।

বন্ড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী কার্টন ও এক্সেসরিজ খাতের প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রতি বছর তিন কোটি টাকার বন্ড প্রদান করে থাকে। এছাড়া, আমদানিকৃত কাঁচামালের প্রতিটি চালান শুল্ক ভবন থেকে ছাড়করণের জন্য আলাদা আলাদাভাবে রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ড প্রদান করতে হচ্ছে। ফলে, রপ্তানিমুখী কার্টন ও এক্সেসরিজ খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিটি চালানের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে যা প্রকারান্তরে উৎপাদন ব্যয় তথা রপ্তানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করছে। শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায় তাঁদের ক্ষেত্রেও রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ডের পরিবর্তে একত্রে একটি সাধারণ বন্ড গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সমিতির নেতৃবৃন্দ অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্তঃ চালানভিত্তিক পৃথক পৃথক রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ডের পরিবর্তে ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের ন্যায় একটি সাধারণ বন্ড গ্রহণ করা হবে। এলক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করবে।

(২) বিসিসিএএমইএ সদস্যদের বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয় নবায়ন প্রসঙ্গে।

সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমানে বন্ড লাইসেন্স প্রতি বছর নবায়ন করতে হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক বন্ড লাইসেন্সের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে নবায়নের আবেদন বন্ড কমিশনারেটে উপস্থাপন করতে হয়। বিভিন্ন কারণে লাইসেন্সের মেয়াদের মধ্যে নবায়ন কাজ সম্পূর্ণ হয় না বলে সংশ্লিষ্ট বন্ডারকে বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় যার মধ্যে আইনগত বিষয়টিও আসে। বন্ডের কার্যক্রম নিরীক্ষা করার শর্ত রেখে বিসিসিএএমইএ সদস্যদের লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়-নবায়নের ব্যবস্থা করার জন্য সমিতির নেতৃবৃন্দ অনুরোধ জানান। তাছাড়া, বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করার আবেদন আবশ্যিকভাবে সমিতির মাধ্যমে বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যও সমিতির নেতৃবৃন্দ অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্তঃ বন্ড লাইসেন্স নবায়নের আবেদন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সরাসরি অথবা তাঁদের এসোসিয়েশনের মাধ্যমে বন্ড কমিশনারেটে দাখিল করতে পারবেন। নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দলিল সম্পূর্ণরূপে ও সঠিকভাবে পাওয়া গেলে অনতিবিলম্বে নিরীক্ষা সম্পূর্ণ করে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে। লাইসেন্স নবায়নের লক্ষ্যে নিরীক্ষার প্রয়োজনে কোনো তথ্য/দলিলের ঘাটতি থাকলে লিখিতভাবে শীঘ্রই তা আবেদনকারীকে (বন্ডারকে) জানাতে হবে। লাইসেন্স নবায়নের আবেদন তাঁদের এসোসিয়েশনের মাধ্যমে বন্ড কমিশনারেটে দাখিল করা হলে সেক্ষেত্রে উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি তাঁদের এসোসিয়েশন বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৩। জরুরী প্রয়োজনে ইউ/পি ব্যতীত বিসিসিএএমইএ সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে মালামাল রপ্তানি প্রসঙ্গেঃ

সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন যে আমদানি নীতি/রপ্তানি নীতি অনুযায়ী ঋণপত্র ছাড়াও চুক্তির ভিত্তিতে মালামাল আমদানি/রপ্তানি করা যায়। এ কারণে গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এক্সেসরিজ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত আদেশ/ক্রয় আদেশকেও চুক্তি হিসাবে গণ্য করার জন্য সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব করেন। তাঁরা আরও বলেন যে, অনেক সময় তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশের ভিত্তিতে জরুরী প্রয়োজনে ইউপি (Utilization Permission) ব্যতিরেকে মালামাল সরবরাহ করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু, স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র ও ইউপি ছাড়া মালামাল সরবরাহ প্রদান করা হলে তা শুল্ক কর্তৃপক্ষ আইনানুগ বলে বিবেচনা করে না।

সিদ্ধান্তঃ জরুরী প্রয়োজনে ইউপি (Utilization Permission) ব্যতিরেকে এক্সেসরিজ সরবরাহের প্রয়োজন হলে বন্ডে মজুদ পণ্যের সর্বোচ্চ ১০% পণ্য ইউপি ব্যতীত সরবরাহ করা যাবে। এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে সরবরাহ প্রদানের পরবর্তী এক কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে তা বন্ড কমিশনারেটকে অবহিত করতে হবে। কোন রপ্তানি ঋণপত্রের (Master Export L/C) বিপরীতে এক্সেসরিজ সরবরাহ করা হয়েছে তা বন্ড কমিশনারেটে প্রদত্ত পত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এরূপে এক্সেসরিজ সরবরাহ প্রদান করা হলে পরবর্তীতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে যথানিয়মে স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রসহ ইউপি এর আবেদন দাখিল করতে হবে।

৪। আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণ প্রসঙ্গে।

পলিব্যাগ ও হ্যাঙ্গার উৎপাদনের কাঁচামাল খালাস পর্যায়ে শুল্ক ভবন/স্টেশনে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্ত করতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের প্রত্যয়ন প্রয়োজন হয়। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে প্রত্যয়ন পাওয়ার তিন কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশন ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্ত করবে এ মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্ত রয়েছে। সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন যে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে শুল্ক ভবন পর্যায়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত : **প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনার, শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম/ঢাকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে চিঠি প্রেরণ করা হবে। তাছাড়া, সমিতির নেতৃবৃন্দ এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনের কমিশনারের সাথে পর্যালোচনা সভা করতে পারেন।**

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(আলী আহমদ)
সদস্য (শুল্ক)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

উৎস: শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭: ভলিউম-২, পৃ.১৩৩-১৩৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং- ৩(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০১ তারিখঃ ১৭.১০.২০০৪

বিষয়ঃ ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস সমূহের কার্যক্রম বিশেষভাবে নিরীক্ষা করা প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, অনুমোদিত পদ্ধতির বাইরে বে-আইনীভাবে কোনো কোনো ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস পণ্য বিক্রয় করে থাকে এরূপ অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। রুটিনমাফিক এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম নিরীক্ষিত হলেও সম্ভাব্য অনিয়মসমূহ উদঘাটন করা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। ব্যক্তিখাতের এরূপ সকল প্রতিষ্ঠান (diplomatic bonded warehouse) এর কার্যক্রম বিশেষভাবে নিরীক্ষা করার জন্য নির্দেশক্রমে আপনাকে অনুরোধ জানানো হলো। উক্ত নিরীক্ষায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে যাচাই করে দেখা যেতে পারে, যথা:

(ক) আমদানিকৃত পণ্যের আমদানি দলিলাদিতে ঘোষিত মূল্য/শুল্কায়ন মূল্য যথাযথ কিনা?

(খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো জাল (fake) পত্রের বিপরীতে পণ্য বিক্রয় (Ex-bond) করা হয়েছে কিনা?

(গ) যেসকল Privileged persons customs passbook এর আওতায় পণ্য বিক্রয় (Ex-bond) দেখানো হয়েছে তা সে বিষয়ে Valid ছিল কিনা? passbook এর মালিক সে সময়ে বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন কীনা?

(ঘ) সকল ক্ষেত্রেই অনুমোদিত কোটা (entitlement) এর মধ্যে পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে কীনা?

(ঙ) অবিক্রিত পণ্যের physical balance book ও balance সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?

(চ) উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে যাচাই করাসহ নিয়মিত নিরীক্ষায় যে সকল বিষয় যাচাই করা হয় তাও যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।

(২) ন্যূনতম সহকারী কমিশনারের নেতৃত্বে এবং অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনারের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিশেষভাবে নিরীক্ষা করতে হবে। নিরীক্ষার ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত রাখার জন্যও আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

আপনার অনুগত,

[মোঃ মাহবুবুজ্জামান]

দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

উৎসঃ শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭ঃ ভলিউম-২, পৃ.১৩৫-১৩৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)২৭৬/বন্ড ইউপি/পলিসি/২০০১/২৫৪৪৪(১-৫) তারিখঃ ০৯/১২/২০০৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী বন্ড প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক/প্রতিনিধিগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি ইউপির আবেদনের সাথে অধিকসংখ্যক ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র সমন্বয়ে একটি ইউপি'র জন্য এ দপ্তরে আবেদন করা হয়। যার ফলে একটি ইউপি'র আবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষা/যাচাই করতে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয় এবং বিষয়টি কষ্টসাধ্য।

০২। এমতাবস্থায়, ইউপি ইস্যুতে জটিলতা নিরসন এবং প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে একটি ইউপি'র আবেদনের সঙ্গে ৫ (পাঁচ)টির অধিক ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সংযুক্ত না করার জন্য

সংশ্লিষ্ট বন্ডার/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা হলো যা বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

[মো: এনায়েত হোসেন]
কমিশনার

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)২৭৬/বন্ড ইউপি/পলিসি/২০০১/২৬০৭৭ তারিখ: ২০/১২/২০০৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে বন্ডার কর্তৃক ইউপি'র আবেদনের সঙ্গে দাখিলকৃত বিজিএমইএ/ বিকেএমইএ হতে ইস্যুকৃত ইউডি'র তথ্য বিভিন্নভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে পরিবর্তন করে ইউপি ইস্যু করিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিজিএমইএ/বিকেএমইএ হতে ইস্যুকৃত ইউডি'র আলোকে বিভিন্ন ধরনের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি (এক্সেসরিজ) সরবরাহের লক্ষ্যে ইউপি'র আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে এক্সেসরিজের পরিমাণ ও পরিমাপ (Quantity & Size) বন্ডার বেআইনিভাবে পরিবর্তন করে এ দপ্তর হতে ইউপি গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন। এমতাবস্থায়, ইউপি ইস্যু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

০২। বর্ণিত পরিস্থিতিতে ইউপি ইস্যুর প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং যে কোনো ধরনের অসৎ উদ্দেশ্য প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করা দরকার মর্মে প্রতিভাত হয়:

(ক) বিজিএমইএ/বিকেএমইএ কর্তৃক প্রত্যহ সকাল ৯.৩০ ঘটিকার মধ্যে পূর্বের দিনের ইস্যুকৃত ইউডি'র কপি একটি Forwarding-এর মাধ্যমে (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তালিকাসহ) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের ইউপি শাখার দায়িত্বে নিযুক্ত সহকারী কমিশনারদ্বয়ের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(খ) ইউপি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনারদ্বয় কর্তৃক গৃহীত ইউডিসমূহে স্বাক্ষরপূর্বক তা ইউপি শাখার সুপার এর নিকট প্রেরণ;

(গ) ইউপি'র আবেদন দাখিলের সময় প্রত্যেক বন্ডার কর্তৃক ইউডি'র সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনের সাথে সংযুক্তকরণ এবং ইউপি শাখার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বন্ডারের দাখিলকৃত কপি'র সাথে বিজিএমইএ/বিকেএমইএ হতে প্রেরিত মূলকপি ট্যালী করে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে মন্তব্য সহকারে তা সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার বরাবরে উপস্থাপন।

০৩। উল্লেখ্য যে, বন্ডার কর্তৃক ইউডি'র সত্যায়িত কপি দাখিল ব্যতিরেকে এবং বিজিএমইএ/বিকেএমইএ হতে প্রেরিত ইউডি'র মূলকপি'র সাথে ট্যালী করে যথাযথ না পাওয়া অবধি কোনো ইউপি'র আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

[মো: এনায়েত হোসেন]
কমিশনার

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(২৩) শুল্ক-৪/৮৫/ তারিখ: ২০/১২/২০০৪

প্রেরক: মো: মাহবুবুজ্জামান
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)

প্রাপক: সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব এ.এফ.এম ইমাম হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব।]

বিষয়ঃ কুটনৈতিক ও সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের (privileged persons) পাশাপাশি কুটনৈতিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে নন-ডিপ্লোম্যাটস/নন-প্রিভিলেজড বিদেশী ব্যক্তির নিকট শুল্ক-কর পরিশোধ করে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানির অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সুত্রঃ (১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং ৩(২৩)শুল্ক-৪/৮৫/১১৪৬, তারিখ: ০৭/০৯/২০০০।
(২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র নং বাম. আম-৩/১২(৪)/৯১/২৫১, তারিখ: ২৯/০৫/২০০১।
(৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দাখিলকৃত সাবির ট্রেডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ২৩/১১/২০০৪ তারিখের আবেদনপত্র।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে উল্লিখিত পত্রের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক ডিপ্লোম্যাটস ও প্রিভিলেজড ব্যক্তি বর্গের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে শুল্ক-কর পরিশোধপূর্বক নন-ডিপ্লোম্যাটস/নন-প্রিভিলেজড বিদেশিদের নিকট পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রথমোক্ত সূত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করে নন-ডিপ্লোম্যাটস/নন-প্রিভিলেজড বিদেশি ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয়যোগ্য পণ্য আমদানি ও বিক্রয় করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সে আদেশে শর্ত রয়েছে। ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠান মেসার্স সাবের ট্রেডার্স বাংলাদেশ ব্যাংক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে অনুমতি গ্রহণ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির জন্য আবেদন করলে সে সূত্রে উক্ত মন্ত্রণালয় হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট জানতে চাওয়া হয় যে, "কোন সময়ের জন্য কি পরিমাণ কি কি পণ্য আমদানির নিমিত্তে অত্র মন্ত্রণালয় হতে অনুমতি দিতে হবে ....।"

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন নং এসআরও ২৩৮/আইন/ ২০০৩/ ২০১৮/শুল্ক তারিখ: ০২/০৮/২০০৩ জারি করা হয়েছে (প্রজ্ঞাপনের ছবিলিপি সংযুক্ত)। উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সাবের ট্রেডার্স লি:-এর বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতা মার্কিন ডলার ৮.৭৭ লক্ষ (আট লক্ষ সাতাত্তর হাজার)। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসগুলোর আমদানি-প্রাপ্যতায় কেবল লিকার, অ্যালকোহলিক বেভারেজ ও টোব্যাকো রয়েছে (এ প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পৃথক আদেশে রয়েছে)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতার মূল্যসীমার মধ্যে এবং আমদানি-প্রাপ্যতায় অন্তর্ভূক্ত পণ্যসমূহ আমদানির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুমতি প্রদান করা যায়। উল্লেখ্য, প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতার মূল্যসীমা একত্রে ডিপ্লোম্যাটস, প্রিভিলেজড ব্যক্তিবর্গসহ নন-ডিপ্লোম্যাটস/নন-প্রিভিলেজড বিদেশি ব্যক্তিবর্গের নিকট বিক্রয়যোগ্য পণ্যের আমদানি-মূল্য বলে বিবেচ্য।

আপনার অনুগত
(মো: মাহবুবুজ্জামান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১৩৯-১৪০।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)১৮৩/কাস-বন্ড/আইন ও বিচার/বিবিধ/২০০২/৪৬(৫) তারিখ: ০১/০১/২০০৫

সাম্প্রতিককালে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা-এর আইন শাখার সাথে সার্কেলগুলোর কাজের সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা আদৌ কাঙ্ক্ষিত নয়। এ ধরনের সমন্বয়হীনতার কারণে জরুরী দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে এবং অহেতুক আইনি জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে। এমত পরিস্থিতিতে আইন শাখার সার্বিক কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত আদেশ জারি করা হলো:

আদেশ

০১। মাননীয় আদালতের আদেশসমূহ এ দপ্তরে গৃহীত হওয়ার পর তা প্রথমে আইন শাখায় প্রেরণ করতে হবে। আইন শাখা কর্তৃক এ বিষয়ে নথি খুলে কিংবা ইতোপূর্বে একই রায়ের বিষয়ে নথি থাকলে সংশ্লিষ্ট নথিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ আইন শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার ও যুগ্ম কমিশনার-এর মাধ্যমে কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে;

০২। আইন শাখার নথিতে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনার মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুপার (আইন) পরবর্তী কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে তিনি উক্ত সিদ্ধান্তটি নথির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকা সুপারকে অবহিত করবেন। এলাকা সুপার

রিট নথির প্রয়োজনীয় অংশের ফটোকপি লাইসেন্স নথিতে সংরক্ষণ করবেন এবং কমিশনার মহোদয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার জন্য প্রযোজ্য অংশের ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে-

(ক) আইন শাখার নথিতে আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত হলে আইন শাখা হতে সুপার (আইন) তা সরাসরি সংশ্লিষ্ট সার্কেল সুপারকে বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করবেন;

(খ) উক্ত মামলার ক্ষেত্রে PWC প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সুপার আইন সরাসরি নথিটি এলাকা সুপারের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এলাকা অফিসার PWC তৈরি করবেন। উল্লেখ্য, PWC এ আর্জির যে যে বিষয়ের ওপর মতামত দেয়ার কথা, তা সঠিকভাবে দেয়া হয়েছে কিনা অর্থাৎ Legal বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট সুপার ও বিভাগীয় সহকারী কমিশনার PWC এর সম্পূর্ণ অংশ পাঠ করে প্রয়োজনবোধে সংশোধনপূর্বক নিশ্চিত হয়ে তাতে স্বাক্ষর করবেন। PWC এ কোন ফাঁক/Laps যাতে না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে;

(গ) সুপার (আইন) এ বিষয়ে একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন এবং তাতে PWC প্রদানের জন্য এলাকায় নথি প্রেরণ/গ্রহণের তারিখ রেকর্ড করবেন এবং নির্ধারিত সময়সীমার (Time limit) মধ্যে যেন PWC পাওয়া যায়, সে বিষয়ে তাগাদা/তদারকী/মনিটরিং করবেন।

০৩। কোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এলাকা সুপার/বিভাগীয় কর্মকর্তা সরাসরি কোন মামলা/মামলার রায় কার্যকর সংক্রান্ত আবেদনপত্র পেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মামলা/রায় সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাগ্রহণের পূর্বে উক্ত বিষয়ে ইতোপূর্বে আইন শাখার নথিতে এ বিষয়ে আইনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিনা বা কমিশনার মহোদয় কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আইন শাখা থেকে নিশ্চিত হয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। অভিন্ন মামলার বিষয়ে এলাকা সুপারের লাইসেন্স নথি এবং আইন শাখার নথিতে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত যাতে গৃহীত না হয় সে বিষয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে উভয় শাখা কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

০৪। কোন কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট হতে কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোন রিট/মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য চাওয়া হলে আইন শাখা হতে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে। তবে আইন শাখা হতে এ বিষয়ে প্রেরিত পত্রের একটি কপি সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভাগীয় সহকারী কমিশনারকে endorse করতে হবে।

০৫। যে ক্ষেত্রে CP/CMP দায়ের বা কোর্টের অন্তর্বর্তী আদেশ Vacate করার বিষয়ে বা মহামান্য আদালতের চূড়ান্ত রায়ের বিপরীতে আপিল করার বিষয়ে আইন শাখার নথিতে কমিশনার কর্তৃক সিদ্ধান্ত দেয়া হলে সে ক্ষেত্রে উক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এবং মামলার তদবিরের জন্য এলাকা সুপার ও বন্ড অফিসার আইন শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা দিবেন;

০৬। আইন সংক্রান্ত নথিপত্র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বরাবরে অগ্রায়ন ও ফেরত গ্রহণের প্রাক্কালে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে;

০৭। সমন্বয় কর্মকর্তা দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পর্কে সুপারকে (আইন) প্রতিদিন অবহিত করবেন;

০৮। আইন শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপার আইন শাখায় কর্মরত এপ্রেইজার/ইন্সপেক্টরদের দ্বারা সকল মামলার সার-সংক্ষেপ নিম্নবর্ণিত ছকে আগামী এক মাসের মধ্যে তৈরি করে পেশ করবেন এবং পরবর্তীকালে তা Update রাখবেন:

ক্র নং	রিট মামলা নং	সার্কেল/ বিভাগ	বাদী/ বিবাদী	মামলা উদ্ভবের কারণ	পাওনা রাজস্বের পরিমাণ (যদি থাকে)	রুলনিশির তারিখ	মাননীয় আদালতের আদেশ	দফাওয়ারী মন্তব্য প্রেরণের তারিখ	সিপি/ সিএমপি দায়েরের তারিখ	শুনানির তারিখ	শুনানি পরবর্তী আদেশ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

০৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[মো: এনায়েত হোসেন]
কমিশনার

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(১২)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/২১৬(১৭) তারিখ: ২৮/০৫/২০০৫

অফিস আদেশ

বিষয়: বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়নকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী নং-৩(২১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/১৯৬১-১৯৭২, তাং-২৬/১০/৯৮ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রে উল্লিখিত কার্যবিবরণীটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পুনঃপর্যালোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহ জানায় যে, সকল প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স একই তারিখে অর্থাৎ ৩১ শে মার্চ নবায়ন করতে হলে প্রশাসনিক অসুবিধা দেখা দেয়। এতে লাইসেন্স নবায়নে দীর্ঘসূত্রিতারও অবতারণা হচ্ছে।

০২। বিষয়টি পর্যালোচনান্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে লাইসেন্স নবায়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত* করছে:

(ক) সকল ধরনের রপ্তানিকারক বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়নের জন্য ৩১ শে মার্চের পরিবর্তে লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হতে ১২ মাস হিসাব করতে হবে।

(খ) মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিপালন করে লাইসেন্স নবায়ন করার কার্যক্রম নিতে হবে।

০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

(সৈয়দ মুসফিকুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

* "প্রদান" শব্দটি থাকা বাঞ্ছনীয়।

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১৪২।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৪(৩)শুল্ক:রপ্তানি ও বন্ড/২০০০/ তারিখ: ৩১/০৮/২০০৫

বিষয়: এসআরও নং-২৩৭-আইন/২০০৩/২০১৫/কাস, ০২.০৮.২০০৩ প্রেক্ষিতে ইপি-জেডের ভিতরে স্থাপিত কমিশারিয়েট পরিচালনা প্রসঙ্গে।

সূত্র: (১) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের পত্র নং-৫(১৩)১৪৬/বন্ড কমি(সদর)ইপিজেড/ পলিসি/২০০৪/১১৪১৯৭, তারিখ: ২৩.০৬.০৫ইং

(২) বেপজার পত্র নং-আপি:জি-৬৪/৫২০, তারিখ: ২৬.০৬.২০০৫ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, উল্লিখিত সূত্রের পত্র দুটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, প্রজ্ঞাপন নং-১০৪/২০০০/শুল্ক, তারিখ ১৭.০৭.২০০০ ইং-এর মাধ্যমে ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানের বিদেশি বিনিয়োগকারী/কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা (অনধিক ১৫% হার শুল্ক পরিশোধ করে) প্রদান করা হয়েছে যা এস, আর,ও,২৩৭-আইন/২০০৩/২০১৫/কাস, তারিখ: ০২.০৮.২০০৩ ইং-এর বর্ণিত Privileged Person-দের শুল্কমুক্তভাবে পণ্য ভোগের যে সুবিধা দেয়া হয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত নয়।

০২। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস স্বারক নং-২(৯)শুল্ক-৪/৯৫/৩৭৬-৩৮৬ তারিখ: ৩০.০৩.২০০০ ইং-এর (৩) নং অনুচ্ছেদে ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানের বিদেশি বিনিয়োগকারী/কর্মচারীদের এ সকল পণ্যের প্রাপ্যতাসীমা এসআরও ৮৯-আইন/৮৫/৯০৭/কাস, তারিখ: ১৩.০২.১৯৮৫ এর বিধান অনুসারে নির্ধারিত হবে মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। তাই, বার্ষিক প্রাপ্যতার বিষয়টি রহিতকৃত এসআরও ৮৯-আইন/৮৫/৯০৭/কাস, তারিখ: ১৩.০২.১৯৮৫-এর পরিবর্তে বিদ্যমান এসআরও, ২৩৭-আইন/২০০৩/২০১৫/কাস,তারিখ: ০২.০৮.২০০৩ই-এর আলোকে ব্যবস্থিত হবে।

০৩। তাই বেপজা কমিসারিয়েটের কার্যক্রম অর্থাৎ পাসবই ইস্যু, নবায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এসআরও ২৩৭-আইন/২০০৩/২০১৫/কাস তারিখ: ০২.০৮.২০০৩ইং এর মাধ্যমে কোন বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়নি। বেপজা কমিশারিয়েট কার্যক্রম যথানিয়মে প্রজ্ঞাপন নং-১০৪/ ২০০০/শুল্ক, তারিখ: ১৭.০৭.২০০০ অনুসারে পরিচালিত হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,
(সৈয়দ মুসফিকুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব(শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১৪২।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(২)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৫/৩৮৪(১) তারিখ: ৪.১১.২০০৫

বিষয়: শতভাগ রপ্তানিমুখী ইয়ার্ন ডাইং শিল্পের অনুকূলে ইউপি-তে নমুনা সমন্বয়ের অনুমোদন প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: মেসার্স বেলী ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেডের ২৭/০৮/২০০৫ইং তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-১(৩)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৭, তারিখ ১২/০৬/১৯৯৭ এর নির্দেশনা অনুসারে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এক্রেলিক সুতা ১.৫% হিসাবে নমুনা হিসাবে ইউডি-তে সমন্বয় করতে পারে। মেসার্স বেলী ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড এক্রেলিক ইয়ার্ন ডায়িং করে তা শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে থাকে। পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি নমুনা সুতা সরবরাহ করে থাকে। নমুনা অনুমোদিত হলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান এক্রেলিক সুতা ক্রয় করে থাকে।

০২। যেহেতু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উল্লিখিত স্মারক অনুযায়ী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশ থেকে এক্রেলিক সুতা আমদানি করে ১.৫% পর্যন্ত হিসাবে ইউডি এর মাধ্যমে সমন্বয় করতে পারে, সেহেতু এই ধারাবাহিকতায় মেসার্স বেলী ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড পোশাক শিল্পের অর্ডারের বিপরীতে যে নমুনা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে তা নিম্নলিখিত শর্তে ইউপিতে সমন্বয় করা যাবে:

(১) ইউপিতে অনুমোদিত মোট পরিমানের সর্বোচ্চ ১.৫% বা একটি অর্ডারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০০ পাউন্ড এর মধ্যে যেটি ন্যূনতম সেই পরিমাণের বেশি সমন্বয় করা যাবে না।

(২) স্থানীয় এলসির মাধ্যমে সংগৃহীত এক্রেলিক সুতার ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান নমুনার সুবিধা পাবে না।

(৩) পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত এক্রেলিক সুতার ক্ষেত্রে ইউডিতে নমুনা সমন্বয় করা হয় নাই এই বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে ইউপিতে নমুনা সমন্বয় করতে হবে।

(সৈয়দ মুসফিকুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নথি নং- ৩(২)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/১০৭(১) তারিখ: ০৯.০৩.২০০৬

বিষয়: ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড মেয়াদোত্তীর্ন কাঁচামাল দ্বারা তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রসঙ্গে।

সূত্র: (১) জাতীয় রাজস্ব বোডের পত্র নং-২(১)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/২০৫১-৬১, তাং-০২.১১.১৯৯৮ইং।
(২) জাতীয় রাজস্ব বোডের পত্র নং-২(১)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/৩৮১ (১-১৬), তাং-২৪.১১.২০০৫ইং।
(৩) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটের পত্র নং-৫(১৩)০১/গাঃ অডিট/বন্ড/০৩/অংশ-১/২০০৫/২৩৮১১, তাং-২৯.১২.০৫ইং।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সূত্র-১ এ বর্ণিত আদেশ দ্বারা বন্ড লাইসেন্সধারী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড মেয়াদোত্তীর্ণ কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পোশাক সময়সীমা নির্বিশেষে রপ্তানির সুযোগ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে গত ১০.০৬.২০০৪ইং তারিখে কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ৯৮ ধারা সংশোধন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বন্ড মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষমতা ০৩ (তিন) মাসে সীমিত করা হয়। এর ফলে সূত্র-১ এর আদেশটি আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়ে। এ কারণে সূত্র-২ এর আদেশ দ্বারা গত ২৪.১১.০৫ তারিখে সূত্র-১ এর আদেশটি বাতিল করা হয়। কিন্তু ১০.০৬.২০০৪ তারিখ হতে ২৪.১১.০৫ পর্যন্ত সময়ে সূত্র-১ এর আদেশের আওতায় রপ্তানিকৃত পণ্যের কাঁচামালের অনুমোদনযোগ্য বন্ড মেয়াদ নিয়ে সংশয় উদ্ভূত হয়েছে।

০২। উপরিউক্ত বিশেষ পরিস্থিতি নিরসনকল্পে ১০.০৬.০৪ইং হতে ২৪.১১.০৫ তারিখের মধ্যে রপ্তানিকৃত পোষাকে ব্যবহৃত বন্ড মেয়াদোত্তীর্ণ কাঁচামালের বন্ড নেয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে রপ্তানির তারিখ অবধি নিম্নবর্ণিত শর্তে বৃদ্ধি করা হলো:

শর্ত:

বন্ড মেয়াদোত্তীর্ণ কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পোশাকের উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে রপ্তানি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে এই আদেশে বর্ণিত বন্ড মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

০৩। দি কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ৯৮ ধারার প্রোভাইসো অনুযায়ী সরকারের অনুমোদনক্রমে এই আদেশ জারি করা হলো।

[সৈয়দ মুসফিকুর রহমান]
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১৪৫-১৪৬।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(২)শুল্ক:রপ্তানি ও বন্ড/২০০১/১৪৮(৩) তারিখ: ১০.০৪.২০০৬

বিষয়: বন্ড লাইসেন্স নবায়নের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: (১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র নং-৩(২১)শুল্ক:রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/২১৬(১৪), তাং- ২৮.০৫.২০০৫ ইং
(২) বিজিএমইএ-এর পত্র নং-বিজিএ/কাস/২০০৬/৩৩৬০ তাং- ১৮.০৩.২০০৬ইং

উপর্যুক্ত বিষয়ও সূত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্র-১ এর আদেশ দ্বারা পোশাক শিল্পের বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী এক বছরের জন্য নবায়নের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্ত কেবল এর বছরের জন্য পুনঃবিবেচনার জন্য বিজিএমইএ অনুরোধ জানিয়েছে।

০৩। বিষয়টি বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিম্নরূপ ব্যবস্থাগ্রহণ করা যেতে পারে:

(১) ১লা এপ্রিল তারিখে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিম্নরূপ ব্যবস্থাগ্রহণ করা যেতে পারে:

(২) ০১ এপ্রিল থেকে ৩০ শে জুন তারিখের মধ্যে ইস্যুকৃত সকল লাইসেন্স একই সঙ্গে ২০০৭ সনের সংশ্লিষ্ট তারিখ অবধি নবায়ন করা যাবে;

(৩) ১ লা জুলাইয়ের পরে ইস্যুকৃত লাইসেন্সগুলো প্রথমে ৩১.০৩.২০০৬ইং হতে ইস্যুর তারিখ অবধি এবং পরবর্তী ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য আবারও নবায়ন করে দিতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,
(সৈয়দ মুসফিকুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব(শুল্ক:রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১৪৭।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬ তারিখ: ২০.০৭.২০০৬

বিষয়: বস্ত্রখাতের কতিপয় রপ্তানিকারক কর্তৃক যুগপৎ বন্ড সুবিধা ও নগদ সহায়তা গ্রহণ করায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বস্ত্রখাতের কতিপয় রপ্তানিকারক কর্তৃক যুগপৎ বন্ড সুবিধা ও নগদ সহায়তা গ্রহণ করায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস) ড. আ. তা. মূ. সারওয়ার হোসেন-এর সভাপতিত্বে ১৯.৭.২০০৬ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) পরিশিষ্ট 'ক' তে প্রদর্শিত হলো।

০২। সভার শুরুতেই সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে বিষয়টির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড) জনাব এম. হাফিজুর রহমানকে আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য অনুরোধ জানান।

০৩। প্রথম সচিব জানান যে, সভায় যে দু'টি বিষয় নিষ্পত্তি করতে হবে তা হলো:

(ক) যে সকল প্রতিষ্ঠান যুগপৎ বন্ড সুবিধা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নগদ সহায়তা গ্রহণ করেছে তা প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে গৃহীত নগদ সহায়তা ফেরতযোগ্য হবে না কি বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামালের শুল্ক করাদি আদায়যোগ্য হবে;

(খ) বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত কাঁচামালের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে কিনা;

তবে নগদ সহায়তার বিষয়টি যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হয় সেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিকে বিষয়টি সভার কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথম সচিব অনুরোধ জানান।

০৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি জানান যে, এফ. ই সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ০৫.০৩.২০০১ খ্রি: অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠান যুগপৎভাবে বন্ড বা ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধার সাথে সাথে নগদ সহায়তা গ্রহণ করে থাকলে নগদ সহায়তা ফেরতযোগ্য হবে।

এক্ষেত্রে কোন বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। অপর ইস্যুর বিষয়ে তিনি জানান যে, নগদ সহায়তার সুবিধা শুধুমাত্র স্থানীয় টেক্সটাইল হতে ক্রয়কৃত সুতার বিপরীতে প্রাপ্য হবে। সার্কুলারের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে তিনি জানান উৎপাদনের কোন পর্যায়ে বন্ডের সুবিধা গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে না। এ বিষয়ে অর্থবিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, কোন প্রতিষ্ঠান বন্ড সুবিধা গ্রহণ করে থাকলে নগদ সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে না।

০৬। আলোচনার এ পর্যায়ে বিকেএমইএ প্রতিনিধিগণ সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারের সাথে যে ঘোষণা ফরম রয়েছে তাতে পরিষ্কারভাবে উৎপাদিত পণ্যে ব্যবহৃত স্থানীয় ও আমদানিকৃত কাঁচামালের তথ্য সন্নিবেশ করার বিধান রয়েছে। সে অনুযায়ী আমদানিকৃত উপকরণ বাদ দিয়েই নগদ সহায়তার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাই এক্ষেত্রে বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করলেই নগদ সহায়তা পাওয়া যাবে না তা সঠিক নয়।

০৭। সভাপতি এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মো: গোলাম হোসেনকে তাঁর মতামত দেয়ার অনুরোধ জানালে তিনি বলেন যে, রপ্তানিতে স্থানীয় উপকরণের ব্যবহার উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই নগদ সহায়তার সুবিধা প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে কোন প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স থাক বা না থাক তারা যতটুকু স্থানীয় উপকরণ রপ্তানিতে ব্যবহার করবে (সেই উপকরণ নগদ সহায়তা প্রদানযোগ্য হলে) তার সমুদয় পরিমাণের ওপর নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। এফ.ই সার্কুলার-৯ এর সংশ্লিষ্ট ফরমে এরূপ ঘোষণার বিধানও রয়েছে। ফলে বন্ড লাইসেন্স থাকলেই বা উৎপাদনের কোন এক পর্যায়ে বন্ড সুবিধা ভোগ করা হলেই নগদ সহায়তা পাবেনা এই ধারণা সঠিক নয় মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তার মতে এক্ষেত্রে যে উপকরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা দাবি করা হচ্ছে তা স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত কিনা এবং তার জন্য বন্ড সুবিধা বা শুল্ক প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সেটিই প্রণিধানযোগ্য। তার এই অভিমতকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধিও সমর্থন করেন।

০৮। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে ঘোষণাপত্রে ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতে বন্ড সুবিধা গ্রহণ করা হয়নি মর্মে উল্লেখ করতে হয়। তাই কোন উপকরণের বিপরীতে কোন প্রতিষ্ঠান বন্ড সুবিধা ভোগ করলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারের বিধানমতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে না। এ প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব জানান যে, ঘোষণাপত্রে উপকরণ বলতে যার ওপর নগদ সহায়তা দাবি করা হচ্ছে তাকেই বোঝানো হচ্ছে। ফলে এই উপকরণ বন্ড সুবিধার আওতায় সংগৃহীত না হলে এর ওপর নগদ সহায়তা প্রাপ্তিতে কোন বাধা নেই।

০৯। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) নগদ সহায়তার জন্য মূল প্রতিপাদ্য হলো সংশ্লিষ্ট উপকরণ স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত কিনা। কোন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত উপকরণ (নগদ সহায়তাযোগ্য) ব্যবহার করে থাকলে, এবং তা বন্ডের আওতায় সংগৃহীত না হলে অথবা তার ওপর প্রত্যর্পণ দাবি করা না হলে, ঐ সকল উপকরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে;

(খ) স্থানীয় উপকরণের সাথে উৎপাদনের যে কোন পর্যায়ে বন্ডের আওতায় সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহার করা হলেও নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। সেক্ষেত্রে বন্ড সুবিধার আওতায় সংগৃহীত উপকরণ নগদ সহায়তার পরিগণনা হতে বাদ দিতে হবে।

১০। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. আ. তা. মু, সারওয়ার হোসেন)
সদস্য (কাস্টমস)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১৪৮-১৫০।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬ তারিখ ০৬.০৮.২০০৬

বিষয়: কতিপয় পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যুগপৎ বন্ড সুবিধা ও নগদ সহায়তা গ্রহণ করার অভিযোগ হতে উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে।

সূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এর পত্র নং-২(৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬/১৯৩ তারিখ ২৮.৬.২০০৬ এবং সমনথির পত্র নং-২৫৮ তারিখ ২০.০৭.২০০৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সম্প্রতি তাদের দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রায় ১৮৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান যুগপৎ বন্ড সুবিধা ও নগদ সহায়তা গ্রহণ করেছে মর্মে অভিযোগ দায়ের করে। উক্ত অভিযোগে এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এফ. ই সার্কুলার নং-৯ অনুযায়ী এ দুটি সুবিধা যুগপৎ ভোগ করার অবকাশ নেই। ফলে, হয় নগদ সহায়তার অর্থ অথবা বন্ড সুবিধায় ব্যবহৃত উপকরণের শুল্ক-কর ফেরৎযোগ্য।

২। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং তার অনুলিপি সকল শুল্ক ভবনে প্রেরণ করে। উক্তরূপ বিজ্ঞপ্তির যোগসূত্রে শুল্ক ভবনগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বন্ডের আওতায় পণ্য আমদানিতে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। উক্ত পরিস্থিতিতে নীট পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগঠন বিকেএমইএ নিম্নরূপ আপত্তি উত্থাপন করে:

(ক) তাঁদের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলো কখনই বন্ড সুবিধা ও নগদ সহায়তা যুগপৎ গ্রহণ করেনি। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স থাকলেও যে উপকরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা নেয়া হয়েছে তা বন্ডের আওতায় সংগৃহীত হয়নি। অর্থাৎ উক্ত উপকরণ স্থানীয় উৎস হতে স্বাভাবিকভাবে সংগৃহীত হয়েছে। যেহেতু বন্ডের আওতায় সংগৃহীত উপকরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা নেয়া হয়নি; সেহেতু শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অভিযোগ সঠিক নয়;

(খ) নগদ সহায়তার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু শুল্ক গোয়েন্দা তাঁদের তদন্ত পরিচালনাকালে এ বিষয়ে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক বা বিকেএমইএ এর কোন মতামত গ্রহণ করেনি। যে কারণে এই বিভ্রান্তির সুত্রপাত হয়েছে;

৩। এ পর্যায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এবং বিকেএমইএ এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গত ১৯.০৭.২০০৬ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নগদ সহায়তা কীভাবে প্রাপ্য হবে সে বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) নগদ সহায়তার জন্য মূল প্রতিপাদ্য হলো সংশ্লিষ্ট উপকরণ স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত কিনা। কোন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত উপকরণ (নগদ সহায়তাযোগ্য) ব্যবহার করে থাকলে এবং তা বন্ডের আওতায় সংগৃহীত না হলে অথবা তার ওপর প্রত্যর্পণ দাবি করা না হলে, ঐ সকল উপকরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে;

(খ) স্থানীয় উপকরণের সাথে উৎপাদনের যে কোন পর্যায়ে বন্ডের আওতায় সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহার করা হলেও নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। সেক্ষেত্রে বন্ড সুবিধার আওতায় সংগৃহীত উপকরণ নগদ সহায়তার পরিগণনা হতে বাদ দিতে হবে।

০৪। সভার আলোচনায় আরও প্রতীয়মান হয় যে, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর তাদের তদন্তে উপরিউক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না নিয়ে কেবল বন্ড লাইসেন্স থাকা অথবা উৎপাদনের যে কোন পর্যায়ে আংশিক বন্ড সুবিধা ভোগ করাকে নগদ সহায়তা প্রাপ্তির অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করেছে যা যথাযথ হয়নি।

০৫। এমতাবস্থায়, উদ্ভূত বিষয়টির (Issue) ন্যায়নুগ নিস্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো:

(ক) আলোচ্য বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে গত ১৯.০৭.২০০৬ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ ৩) শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর তাদের ইতোপূর্বে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পুনঃপরীক্ষা/পুনঃপর্যালোচনা করে স্বতন্ত্র বা সম্পূরক প্রতিবেদন দাখিল করবে; এবং

(খ) শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক্রমে ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের শর্ত আরোপসহ এ যাবত যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা উপানুচ্ছেদ (ক) এ বর্ণিত স্বতন্ত্র/সম্পূরক প্রতিবেদন না পাওয়া অবধি স্থগিত রাখতে হবে। ইতোমধ্যে, এ কারণে গৃহীত সকল ব্যাংক গ্যারান্টি অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে।

(সৈয়দ মুসফিকুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(২১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬/৩০৮(২) তারিখ: ১০.০৮.২০০৬

বিষয়: বন্ড লাইসেন্স স্থগিত অথবা দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর আওতায় ২০২ ধারা জারিকৃত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সাব-কন্ট্রাক্ট-এর অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর পত্র নং-৫(২০)০৫/বন্ড-কমি./আকা/২০০১(অংশ-১)/৯৬১৯, তারিখ: ০৩.০৭.০৬ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রোক্ত পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স যথাযথভাবে নবায়িত/কার্যকর না থাকলে, এবং/অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের ওপর কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ২০২ ধারার আওতায় নোটিশ বলবৎ থাকলে সেই প্রতিষ্ঠানকে বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত উপকরণ দিয়ে সাব-কন্ট্রাক্ট করার অনুমোদন দেয়া যাবে না মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করে।

০২। এ বিষয়টি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-কে পরামর্শ দেয়া হলো।

(সৈয়দ মুসফিকুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১৫০।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর
চট্টগ্রাম সমিতি ভবন (৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা)
৩২, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

নথি নং-২-৭(১)/ইটি/ডেডো/২০০২/১৪/৪০১১(১) তারিখ: ১৩.৮.২০০৬

অফিস আদেশ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৩(২)শুল্ক-রপ্তানি ও বন্ড/৯২/১৪১২ তারিখ ২৪.১০.২০০১ এর অনুচ্ছেদ ১(৪) অনুসারে উৎপাদিত পণ্যের সহগ নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সহগ নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হলো:

(১) উপ-পরিচালক	-	সভাপতি
(২) বন্ড কমিশনারেটের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৩) সংশ্লিষ্ট পণ্যের সেক্টর স্পেশালিস্ট	-	সদস্য সচিব
(৪) প্রিন্সিপাল এপ্রেইজার	-	সদস্য

ক) যে সকল পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড সহগ নির্ধারিত করা আছে সে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে আবেদন প্রাপ্তির পর শাখা সহকারী নথি প্রিন্সিপাল এপ্রেইজার এর নিকট পেশ করবেন এবং প্রিন্সিপাল এপ্রেইজার সংশ্লিষ্ট সেক্টর স্পেশালিস্ট এর নিকট নথিটি প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট সেক্টর স্পেশালিস্টগণ প্রয়োজন অনুযায়ী জরিপ ও জরিপের ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সহগ নির্ধারণ করে কমিটির মাধ্যমে মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবিত সহগ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। অনুমোদনের পর মহাপরিচালক মহোদয় সহগ জারি করবেন। যে সমস্ত সহগ জরিপের প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সহগ জারি করতে হবে।

খ) যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে সহগ নির্ধারিত নেই এমন আবেদন পাওয়ার পর শাখা সহকারী নথিটি প্রিন্সিপাল এপ্রেইজার এর নিকট পেশ করবেন। প্রিন্সিপাল এপ্রেইজার সংশ্লিষ্ট সেক্টর স্পেশালিস্ট এর নিকট নথিটি প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টর স্পেশালিস্টগণ জরিপ কার্য সম্পন্নান্তে জরিপের ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে প্রস্তাবিত সহগ নির্ধারণ করে কমিটির মাধ্যমে মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

০২। সমহার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে সমহার কমিটি গঠন করা হলো:

ক) উপ-পরিচালক	- সভাপতি
খ) কস্ট একাউনট্যান্ট	- সদস্য সচিব
গ) জনাব মো: আশরাফুল ইসলাম	- সদস্য।

ক) সমহার নির্ধারণের জন্য কোন নতুন আবেদন পাওয়া গেলে কমিটি সমহার নির্ধারণ প্রয়োজন কিনা সে বিষয়ে মতমতসহ নথিতে প্রথমে মহা-পরিচালকের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। নীতিগত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও অনুমোদিত সহগের ভিত্তিতে কমিটি সমহার প্রস্তাব মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন করবেন।

খ) সমহার পুনঃনির্ধারণের আবেদন পাওয়া গেলে অথবা শুল্ক-কর হ্রাস বৃদ্ধি বা উপকরণ মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির কারণে সমহার পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে, কমিটি প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমানসহ সমহার প্রস্তাব মহাপরিচালকের নিকট উপস্থপন করবেন।

০৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

০৪। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে জারিকৃত অফিস আদেশ নং-২-ইটি/২(১)ডেডো/ ১৩/ ৯৪/৪৩৪৩(১-১৪) তারিখ ২৮.৮.২০০৫ এবং ৭(১)/ইটি/ডেডো/ ২০০২/ ১৪ / ৬২৩৬(১-৬) তারিখ ২১.১২.২০০৫ বাতিল বলে গণ্য হবে।

[জাহান আরা সিদ্দিকী]
মহাপরিচালক

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

নথি নং-১(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬/ তারিখ: ০৮-১০-২০০৬

বিষয়: বাংলাদেশ ডাইড ইয়ার্ন এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের বিভিন্ন সমস্যার নিস্পত্তিকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ ডাইড ইয়ার্ন এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বি.ডি.ওয়াই.ই.এ) কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পেশকৃত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ০৬/০৯/২০০৬ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রম	নাম ও পদবি	দপ্তর
০১.	ডঃ আ, তা, মু, সারওয়ার হোসেন, সদস্য (কাস্টমস্)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
০২.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান খান, কমিশনার,	কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
০৩.	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, প্রথম সচিব (শুল্ক)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
০৪.	সৈয়দ মুসফিকুর রহমান, দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
০৫.	জনাব মোঃ নাসের রহমান এম.পি, প্রেসিডেন্ট	বিডিওয়াইইএ
০৬.	জনাব মফিজ এ, ভূঁইয়া	সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বিডিওয়াইইএ
০৭.	সৈয়দ এ, হাবিব	সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বিডিওয়াইইএ

২। সভার শুরুতেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান সকলকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচির বিষয়ে সকলকে ধারণা দেয়ার জন্য দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড) সৈয়দ মুসফিকুর রহমান-কে অনুরোধ জানান। দ্বিতীয় সচিব বাংলাদেশ ডাইড ইয়ার্ন এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দাখিলকৃত আবেদনে বর্ণিত বিষয়াদি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন। অতঃপর এসোসিয়েশনের সভাপতি মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নাসের রহমান উক্ত সমস্যাসমূহ কিভাবে তাদের রপ্তানি কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করছে সে বিষয়ে কিছু তথ্য উপস্থাপন করেন।

৩। উপস্থাপিত সমস্যাগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়, যথা:

(ক) ইয়ার্ন ডাইং প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি প্রাপ্তির পর ইউপির জন্য বন্ড কমিশনারেটে আবেদন দাখিল করে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করতে পারবে।

(খ) ইয়ার্ন ডাইং প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত এলসি, প্রোফরমা ইনভয়েস ও অন্যান্য দলিলাদি সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত করা হলে তা গ্রহণ করা যাবে।

(গ) আমদানি নীতি আদেশ ২০০৩-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ২৪.৭.১১ এর সংশোধনের প্রয়োজন হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ ইয়ার্ন ডাইড ইয়ার্ন এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন যোগাযোগ করতে পারে।

(ঘ) ইয়ার্ন ডাইং প্রতিষ্ঠানের জন্য চালানভিত্তিক রিস্ক-বন্ড/ডিউটি বন্ডের প্রয়োজন হবে না। এর পরিবর্তে একটি জেনারেল বন্ডের বিপরীতে তাদের আমদানিকৃত পণ্য-চালান খালাসযোগ্য হবে।

(ঙ) বন্ড লাইসেন্স নবায়নের জটিলতা পরিহারকল্পে প্রতিষ্ঠানসমূহ লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের দুই মাস পূর্বে যাবতীয় দলিলাদিসহ বন্ড কমিশনারেটে নবায়নের আবেদন দাখিল করবে। এক্ষেত্রে প্রাপ্যতা নির্ধারণের লক্ষ্যে ১০ (দশ) মাসের কার্যক্রমকে বিবেচনায় নিয়ে তার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে ১২ (বার) মাসের জন্য প্রাপ্যতা পরিগণনা করা যাবে। বন্ড কমিশনারেট আবেদন প্রাপ্তির পর স্বল্পতম সময়ের (সর্বোচ্চ দুই মাস) মধ্যে নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন সম্ভব না হলে তার কারণ উল্লেখপূর্বক সময়ভিত্তিক প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর মাধ্যমে পণ্য চালান খালাসের ব্যবস্থা নিতে হবে।

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আবদুল করিম)
চেয়ারম্যান

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১৫২-১৫৪।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা

নথি নং-৩(১২)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/৫৮১ তারিখ ২১.১১.২০০৬

বিষয়: বোর্ডের গত ২৪.০১.২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রুলিং প্রসঙ্গে।

সূত্র: কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটের পত্র নং-৫(১৩)৯৫/কাস-বন্ড/ইউপি/০৪/১৭৬৬৭, তারিখ ০১.১১.২০০৬ইং

নির্দেশিত হয়ে উপরে উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। এ বিষয়ে গত ০৭/০৭/২০০৫ইং তারিখে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানার বহিঃ নোংগরে অপেক্ষমাণ আমদানি পণ্যবাহী জাহাজে সরবরাহকৃত পিপি ওভেন ব্যাগকে রপ্তানি হিসাবে গণ্য করা যাবে কিনা সে বিষয়ে গত ০৭/০৭/২০০৫ইং তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

"যেহেতু পিপি ওভেন ব্যাগ আমদানি পণ্য হিসাবে শুল্কায়ন করা হয়নি এবং কোন শুল্ক আরোপ করা হয়নি সেহেতু পিপি ওভেন ব্যাগ সরবরাহকে রপ্তানি হিসাবে গণ্য করার কোন অবকাশ নেই এবং সে কারণে শুল্ক প্রত্যার্পণের কোন সুযোগ নেই"

০২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বোর্ড সভার উক্তরূপ সিদ্ধান্তের আলোকে The Customs Act, 1969 এর Section-219A এর ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ রুলিং জারি করা হলো:

"বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানার বহিঃ নোংগরে অপেক্ষমান আমদানি পণ্যবাহী জাহাজে সরবরাহকৃত পি.পি. ওভেন ব্যাগকে রপ্তানি হিসেবে গণ্য হবে না।"

(কাজী মোস্তাফিজুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১৫৬।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)০৬/বন্ড কমি:/কা: শা:/পলিসি/২০০১/অংশ-১/২০০৬/৪৮৫৯(৬৮)

তারিখ: ১৭/০৪/২০০৭

আদেশ

সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে যে, কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা-এর অধিক্ষেত্রভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ/সার্কেল/শাখার কিছু নথির কলেবর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উক্ত নথিসমূহের কার্যক্রম সম্পাদনে ও নথি চলাচলে দারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। উক্তরূপ পরিস্থিতির নিরসন কল্পে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশ দেয়া হলো:

(১) কোন নথির পত্রাংশের ক্রমিক ১০০০ এ উন্নীত হলে উক্ত নথির একটি অংশ নথি খোলার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা সহকারী প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন ;

(২) শাখা সহকারীর প্রস্তাব যথাযথ প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্মকর্তা ও সুপার সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট নথিটি উপস্থাপন করবেন এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা অনুমোদন প্রদান করবেন ;

(৩) বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর নোটাংশের সব পাতা ফটোকপি করতে হবে। অত:পর নোটাংশের সব পাতা মূল নথিতে এবং ফটোকপি অংশ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া নোটাংশের ক্রমিক নম্বরের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। বন্ড কর্মকর্তা ক্লোজড নথির নোটাংশের একটি পরিস্থিতি পত্র/সারসংক্ষেপ অংশ নথিতে সংরক্ষণ/সন্নিবেশ করবেন। ইউপি নথির ক্ষেত্রে নোটাংশের সকল পাতা সংরক্ষণের পরিবর্তে শুধুমাত্র একটি পরিস্থিতি পত্র তৈরি করতে হবে/এবং সহগ, অঙ্গীকারনামা এবং দাবিনামার তথ্য (যদি থাকে) পার্ট নথিতে ডান পার্শ্বে পরিস্থিতি পত্রের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৪) লাইসেন্স নথির ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্সের মূল কপির ফটোকপি মূল নথিতে সংরক্ষণপূর্বক মূল লাইসেন্স অংশ নথিতে স্থানান্তর করতে হবে। তাছাড়া, লাইসেন্স ইস্যুর পর কোনরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন হয়ে থাকলে সে সকল তথ্য/আদেশের কপিও অংশ নথিতে (পত্রাংশ) সংরক্ষণ করতে হবে ;

(৫) অনিয়ম মামলা/দাবিনামা অনিষ্পন্ন থাকলে সর্বশেষ অবস্থা উল্লেখপূর্বক একটি পরিস্থিতিপত্র অংশ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে যা বন্ড কর্মকর্তা তৈরি করবেন এবং অনিয়ম মামলা/দাবিনামা সংক্রান্ত সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ফটোকপিপূর্বক মূল

নথিতে এবং ফটোকপি অংশ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। পাশাপাশি বন্ড কর্মকর্তা অংশ নথি খোলার পূর্বে অনিয়ম মামলা/দাবিনামা (যদি থাকে) সংক্রান্ত বিষয়ে নিবিড়ভাবে যাচাই করবেন।

(৬) ক্লোজড নথি শাখা সহকারী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[হুসেইন আহমেদ]
কমিশনার (চঃ দাঃ)

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

নথি নং-২(২)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৬(অংশ-১)/৩০৮ তারিখ ০৫.০৬.২০০৭

বিষয়: ফেরতকৃত পোশাক পুনঃরপ্তানির শর্তে বন্ডে খালাস প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: বিজিএমইএ'র পত্র বিজিএ/কাস/২০০৭/৮১৪৬ তারিখ ১৯.০৫.২০০৭।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সংযুক্ত পত্র ও সূত্রের আলোকে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিজিএমইএ এর আবেদনপত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রপ্তানিকৃত পোশাকে ত্রুটির কারণে বা ক্রেতা কর্তৃক বিভিন্ন অজুহাতে পণ্য চালান খালাস না হওয়ায় অনেক সময় রপ্তানিকারক তার পণ্য দেশে ফেরত নিয়ে আসতে বাধ্য হন। শুল্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে ফেরত আসা এমন চালান খালাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থের ব্যাংক গ্যারান্টি চাওয়া হয়। বন্ডার সাধারণত তার পাসবইতে এন্ট্রি দিয়ে অহরহ শিল্পের কাঁচামাল শুল্ক-কর মুক্তভাবে আমদানি করে থাকে। কিন্তু পুনঃরপ্তানিযোগ্য পোশাকের ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষ এ ধরনের সুবিধা প্রদানে বিরত থাকেন না। বিজিএমইএ'র আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং বর্তমান বাণিজ্য উদারীকরণের যুগে এ প্রেক্ষাপটে রপ্তানিকৃত কিন্তু পরবর্তীতে ফেরত আসা চালান ব্যাংক গ্যারান্টির পরিবর্তে The Customs Act, 1969 এর Section 22 এর Sub Section (c) এর ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত শর্তে খালাস প্রদানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মতি জ্ঞাপন করছে, যথা:

(১) ফেরত আসা চালানের ক্ষেত্রে শুল্ক-কর ব্যতিরেকে পণ্য চালান বন্ডারের পাসবইতে এন্ট্রি করতে হবে;

(২) একজন শুল্ক কর্মকর্তাকে পণ্য চালান Escort করে বন্ডারের বন্ডে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে;

(৩) যে বন্ডারের অতীত কার্যক্রম সন্তোষজনক নয় অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানের শুল্ক-ফাঁকির অভিযোগ আছে কিংবা কোন **গুরুতর প্রমাণিত অনিয়ম আছে** সে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আলোচ্য সুবিধা প্রযোজ্য হবে না;

(৪) ফেরত আসা প্রতিটি চালানের বিপরীতে বন্ডার ১৫০/- টাকার non-judicial stamp এ মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করবে যে, শুল্ক কর্তৃপক্ষ থেকে চালান খালাসের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বন্ডার পণ্য রপ্তানি করবে। এর ব্যর্থতায় ছাড়কৃত চালানের বিপরীতে প্রযোজ্য শুল্ক-কর তিনি পরিশোধ করবেন। বন্ডার যদি অঙ্গীকারনামার শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হন তাহলে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে শুল্ক আইনের বিধান মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে।

(কাজী তৌহিদা আখতার)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ২(৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০২(অংশ-১)/৩১১ তারিখ: ০৫/০৬/২০০৭

অফিস আদেশ

বিষয়: রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি উৎপাদিত ক্রটিযুক্ত রপ্তানি অযোগ্য পণ্য ব্যবস্থিতকরণ প্রসঙ্গে।

The Customs Act, 1969 এর section 95(b) এবং The Customs (Export processing Zones) Rules, 1984 এর বিধি-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) এ অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি উৎপাদিত ক্রটিযুক্ত রপ্তানির অযোগ্য নিম্নমানের পণ্য ব্যবস্থিতকরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য আদেশ জারি করছে:

(ক) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির অযোগ্য ক্রটিপূর্ণ পণ্য স্থানীয় বাজারে (tariff area) বিক্রয়ের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কমিশনারের ওপর ন্যাস্ত করা হলো;

(খ) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির অযোগ্য ক্রটিপূর্ণ পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের পূর্বে বেপজা (BEPZA) এর পূর্বানুমতি সংগ্রহ করতে হবে;

(গ) পণ্যসমূহ যথাযথ মান সম্পন্ন না হওয়ায় স্থানীয় ট্যারিফ এলাকায় আমদানির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি সংগ্রহ করতে হবে;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান রপ্তানির অযোগ্য পণ্য স্থানীয় ট্যারিফ এলাকায় বছরে একবারের বেশি বিক্রয় করতে পারবে না এবং ক্রটিযুক্ত পণ্যের পরিমাণ প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী বছরের মোট রপ্তানির দশ শতাংশের বেশি হতে পারবে না;

(ঙ) পণ্য উন্মুক্ত সিলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরপত্র মূল্যে বিক্রয় করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ন্যূনতম ১৫ দিনের সময় দিয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে কমপক্ষে পাঁচটি ৩টি বাংলা ও ২টি ইংরেজি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নিজস্ব খরচে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন;

(চ) দরপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল্যকে বিনিময় মূল্য (Transaction Value) হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে শুল্কায়ন সম্পন্ন করে শুল্ক-কর আদায় করতে হবে। তবে ন্যূনতম তিনটি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পাওয়া না গেলে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করতে হবে;

(ছ) দরপত্র প্রক্রিয়া তদারকী এবং দরপত্র মূল্যের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গ্রহণ করতে হবে:

(অ)	সহকারী কমিশনার, ডিইপিজেড	-	সভাপতি
(আ)	সুপারিনটেনডেন্ট, ডিইপিজেড	-	সদস্য সচিব
(ই)	বেপজা এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ঈ)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(উ)	বন্ড কমিশনারেটের প্রতিনিধি	-	সদস্য

(জ) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, সদর দপ্তর, ঢাকা, সহকারী কমিশনারের দপ্তর, ইপিজেড ও বেপজা কর্তৃপক্ষের দপ্তরে টেন্ডার গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

(ঝ) ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পণ্যের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(ঞ) অনুমোদিত টেন্ডার মূল্যের ভিত্তিতে বিল অব এন্ট্রি দাখিল ও শুল্কায়ন সম্পন্ন করতে হবে;

(ট) শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রির ভিত্তিতে শুল্ক-কর পরিশোধ করতে হবে;

(ঠ) শুল্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পণ্যের খালাস গ্রহণ করতে হবে।

(কাজী তৌহিদা আখতার)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

***উৎস:** শুল্ক প্রজ্ঞাপনসমূহের সংকলন, ২০০৭; ভলিউম-২, পৃ.১৫৮।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
নথি নং-৫(১৩)২৭৬/বন্ড ইউপি/পলিসি/২০০১/৯০৮৫ তারিখ: ০২.০৭.২০০৭

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার নিয়ন্ত্রণাধীন বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের ডেডোর সহগ নেই। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে একই ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ সহগ ব্যবহার করে আসছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহগে অবচয় ও কাঁচামালের কন্জাম্পশনে ভিন্নতা দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো যাদের সহগ নেই তারা মূলত যে প্রতিষ্ঠানের অবচয় বেশি সে প্রতিষ্ঠানের সহগ ব্যবহার করে থাকেন। দীর্ঘদিন অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সহগ ব্যবহারের পর ডেডো থেকে সহগ প্রাপ্তির পর পূর্বের কনজাম্পশনের সহগে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে গড়মিল জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

২। এমতাবস্থায়, যে সকল প্রতিষ্ঠানের (বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত) ডেডোর সহগ নেই তাদেরকে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে ডেডো থেকে সহগ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।

[হাসান মুহম্মদ তারেক রিকাবদার]
সহকারী কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে-

***উৎস:** অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
নথি নং-৫(১৩)২৭৬/বন্ড ইউপি/পলিসি/২০০১/৯০৮৬(১-৬) তারিখ: ০২.০৭.২০০৭

<u>আদেশ</u>

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার আওতাধীন বন্ড প্রতিষ্ঠানের (গার্মেন্টস ব্যতীত) ইন্টু বন্ড রেজিস্টার অনেকাংশেই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় না এবং বন্ড কর্মকর্তাগণ ইন বন্ড করার সময় আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদি বন্ড রেজিস্টার সংরক্ষণ/এন্ট্রি করেন না, যা করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে ইউপিতে যে জিএসএম কিংবা কাউন্টের কাঁচামালের উল্লেখ করা হয় তা আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদিতে যাচাই করে পাওয়া যায় না। ফলে প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আমদানি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে দাখিলকৃত ইউপি দুই কার্যদিবসের মধ্যে ইস্যু করা কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদি বন্ড রেজিস্টারে যথাযথ সংরক্ষণ করা হলে এ বিষয়গুলো যাচাই করা সহজ হয়। তাছাড়া, কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে অনিয়ম মামলার ক্ষেত্রে শুল্কায়ন করার সময় আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদি থাকলে কালক্ষেপণ হবে না। উল্লেখ্য, জিএসএম এর কম/বেশি হলে পণ্যের কনজাম্পশনে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। এছাড়াও কোন বন্ড অফিসার, সুপার বা সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার কিংবা অন্য কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানে সরেজমিন গমন করে কিংবা অন্য কোনভাবে অনিয়ম বা দাবিনামার উদ্ভব হলে ইউপি শাখাকে তা তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করা প্রয়োজন।

২। উল্লিখিত অসুবিধার কারণে এ দপ্তরের বন্ড সংক্রান্ত সকল ইন্সপেক্টরগণকে এখন থেকে ইন বন্ড করার সময় আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদি বন্ড রেজিস্টার সংরক্ষণ করা এবং অনিয়ম বা দাবিনামা সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইউপি শাখাকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান দেয়া হলো।

[হুসেইন আহমেদ]
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)

***উৎস:** অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
নথি নং-২(২৮)শুল্ক, রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬(অংশ-১)/৫১৬(২০) তারিখ ১০.০৯.২০০৭

আদেশ

বিষয়: শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির বিপরীতে দাখিলকৃত ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণ বিষয়ে।

শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড়করণের জন্য এতদসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের শর্ত অনুযায়ী আমদানি পর্যায়ে শুল্ক স্টেশনে দাখিলকৃত ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের পূর্বশর্ত হিসেবে বন্ড কমিশনারেট/সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট হতে প্রত্যয়নপত্র জারির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে একটি জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় প্রত্যয়নপত্র জারি বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে শুল্ক আইনের বিধানবলে আমদানি শুল্ক স্টেশন হতে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করায় ঐ সব প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে আমদানি করার চালান খালাসেও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

০২। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে মতামত গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনের সুবিধাভোগী শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৩। শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মেশিনারীজসহ ইনডেমনিটি বন্ডের বিপরীতে ছাড়করণ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী সকল প্রজ্ঞাপনসমূহ পর্যালোচনায় এবং ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত বিদ্যমান জটিলতা নিরসনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করেছে:

(ক) বর্তমানে বলবৎ প্রজ্ঞাপন নং-১৩৮-আইন/২০০৭/২১৩৭/শুল্ক, তারিখ ১৭.০৭.২০০৭ জারি হওয়ার পূর্ববর্তী সকল প্রজ্ঞাপনের অধীনে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ আমদানি ও ইনডেমনিটি বন্ডের বিপরীতে খালাস হয়েছে কিন্তু খালাস পরবর্তী ২(দুই) বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করা হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে রপ্তানির স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দলিল/প্রমাণাদি দাখিল ও প্রযোজ্য শর্তাদি পূরণপূর্বক প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করত: ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৭ এর মধ্যে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র দাখিলে ব্যর্থ হলে আমদানিকৃত মেশিনারীর বিপরীতে প্রযোজ্য শুল্ক করাদি আদায় করতে হবে;

(খ) উপরোল্লিখিত প্রজ্ঞাপন নং-১৩৮-আইন/২০০৭/২১৩৭/শুল্ক, তারিখ ২৭.০৭. ২০০৭ এর পূর্ববর্তী সকল প্রজ্ঞাপনসমূহের অধীনে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি/ যন্ত্রাংশ আমদানি ও খালাস হয়েছে এবং খালাস পরবর্তী ০২ (দুই) বছর সময় অতিক্রান্ত হয়নি, সে সকল ক্ষেত্রে ০২ (দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ০৪ (চার) মাসের মধ্যে রপ্তানির স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল এবং প্রযোজ্য শর্তাদি পূরণ করে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করত: সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকগণকে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করতে হবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র দাখিলে ব্যর্থ হলে আমদানিকৃত মেশিনারীজ এর বিপরীতে প্রযোজ্য শুল্ক কর আদায় করতে হবে।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(২৮)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬/৫৪৩ তারিখ ১৯.০৯.২০০৭

বিষয়: তৈরি পোশাক শিল্পের বন্ড সংক্রান্ত বিষয়ে বিজিএমইএ'র সাথে ২২.৭.২০০৭ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

গত ২২.০৭.২০০৭ খ্রি: তারিখে সদস্য (শুল্ক), ডঃ রশিদ-উল-আহসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলনকক্ষে তৈরি পোশাক শিল্পের বন্ড সংক্রান্ত বিষয়ে বিজিএমইএ'র সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

(১) মেয়াদোত্তীর্ণ কাপড়/সুতা ব্যবহার করে তৈরি পোশাক রপ্তানির বিপরীতে বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধি;
(২) ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের বিষয়ে কমিশনার বন্ডের কার্যালয়ের পত্রের সূত্রে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জারি;
(৩) বন্ড কন্টিনিউয়াস হবার শর্ত শিথিল সংক্রান্ত আদেশ জারি;
(৪) গ্রীন চ্যানেলের আওতায় কাঁচামাল খালাসের শর্ত আংশিক সংশোধন প্রসঙ্গে;
(৫) নতুন বন্ড লাইসেন্স জারি সহজীকরণ।

০২। আলোচনা: সভায় বিজিএমইএ'র ১ম সহ সভাপতি জনাব মো: আ: ছালাম মেয়াদোত্তীর্ণ কাপড়/সুতা ব্যবহার করে তৈরি পোশাক রপ্তানির বিপরীতে বন্ডিং মেয়াদ ৩০.০৬.২০০৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। যে সকল প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট বন্ডিং মেয়াদের পর পণ্য ব্যবহারপূর্বক রপ্তানি সম্পন্ন করেছেন এবং যাদের রপ্তানির স্বপক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে বন্ডিং এর মেয়াদ ৩০.০৬.২০০৭ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বন্ডিং সুবিধায় আমদানিকৃত কাপড় ও সুতার ব্যবহার সমন্বয়ের মাধ্যমে অডিট ও ডিমান্ড থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কেস-টু-কেস ভিত্তিতে এ ধরনের বিষয়ের নিষ্পত্তি করা হলে সময়ক্ষেপণ হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সিদ্ধান্ত: এ ধরনের কেসের একটি তালিকা বিজিএমইএ'র সুপারিশসহ বোর্ডে প্রেরণ করা হবে। বিজিএমইএ'র সুপারিশের সঙ্গে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি নিশ্চিতকরণের স্বপক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত পিআরসি এবং শিপিং বিল দাখিল করতে হবে।

০৩। **আলোচনা:** বিজিএমইএ'র পক্ষ হতে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের বিষয়ে বন্ড কমিশনার এর পত্রের সূত্রে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জারির বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত: বিষয়টি ইতোমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত।

০৪। **আলোচনা:** বন্ড কন্টিনিউয়াস হওয়ার শর্ত শিথিল প্রসঙ্গে বিকেএমইএ'র প্রতিনিধি জনাব এম. এ. বাসেত বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি বিবেচনার দাবি জানান।

সিদ্ধান্ত : আলোচ্য বিষয়ে আদেশ জারির পূর্বে বিকেএমইএ'র প্রতিনিধি, ১ম সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড) এবং যুগ্ম কমিশনার (বন্ড) জারিতব্য আদেশটি রিভিউ করবেন। অতপর: তাদের সুপারিশ অনুযায়ী আদেশ জারি করা হবে।

০৫। **আলোচনা:** গ্রিন চ্যানেলের আওতায় কাঁচামাল খালাসের শর্ত আংশিক সংশোধন প্রসঙ্গে বিজিএমইএ'র প্রতিনিধি জানান যে, নিরীক্ষা প্রক্রিয়াধীন থাকায় অথবা হালনাগাদ নিরীক্ষা না থাকায় বিজিএমইএ'র সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও সুপারিশকৃত সকল প্রতিষ্ঠানকে এ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে না।

সিদ্ধান্ত : যে সকল প্রতিষ্ঠান জেনারেল বন্ড গ্রহণ করেছেন এবং যাদের বিরুদ্ধে কোন দাবিনামা বা অভিযোগ নাই সে সকল প্রতিষ্ঠান উক্ত জেনারেল বন্ডের মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত গ্রীন চ্যানেলের আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামালের খালাস গ্রহণ করতে পারবেন।

০৬। **আলোচনা:** নতুন বন্ড লাইসেন্স জারি সহজীকরণ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ'র প্রতিনিধি জানান যে, প্রস্তাবিত বিধিমালায় Paid up Capital এবং লিয়েন ব্যাংকের দায়বদ্ধতা গ্রহণের বিষয়টি বন্ড লাইসেন্স গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অধিকতর জটিল ও স্পর্শকাতর করে তুলবে বিধায় তা প্রত্যাহার করা উচিত। তিনি আরো জানান যে, লাইসেন্স প্রদান বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সহজ নীতিমালা না থাকায় বহু প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে নতুন বন্ড লাইসেন্সের আবেদন করেও লাইসেন্স পায়নি। এ প্রসঙ্গে কমিশনার (বন্ড) জানান যে, সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকলেও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বন্ড লাইসেন্স আবেদন নাকচ করার সুস্পষ্ট কারণ না থাকলে যত দ্রুত সম্ভব বন্ড লাইসেন্স অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। ক্ষেত্র বিশেষে কয়েকটি আবেদন pending থাকলেও যে সকল আবেদন বিবেচনার সুযোগ নেই তার কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়। বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার এবং ব্যাংকগুলোর অর্থায়নের সামর্থ্য এর কথা উল্লেখপূর্বক বন্ড লাইসেন্সের অনুকূলে ৩টি লিয়েন ব্যাংক অনুমোদনের অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত : এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনাপূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) বন্ড লাইসেন্স জারি সহজীকরণ প্রসঙ্গে Paid up Capital এবং লিয়েন ব্যাংকের দায়বদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। বন্ড লাইসেন্স জারি সহজীকরণ প্রসঙ্গে নতুন বিধিমালা প্রণয়নের কাজটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ত্বরান্বিত করবে।

(২) লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে কিন্তু বন্ড লাইসেন্স পায়নি এ রকম আবেদনকারীর সংখ্যা উল্লেখপূর্বক তালিকা তৈরি করে তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পাঠানোর জন্য বিজিএমইএ'র প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানান হয়। উক্ত তালিকা প্রাপ্তির পর বন্ড কমিশনারেট, বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ'র সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি বিজিএমইএ কর্তৃক উপস্থাপিত তালিকা যাচাই করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করবে। সকল দলিলাদি সঠিক থাকলে কমিটির মতামতের আলোকে বোর্ড হতে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

(৩) বন্ড লাইসেন্সের অনুকূলে ৩টি পর্যন্ত লিয়েন ব্যাংক অনুমোদন করা যাবে।

০৭। **আলোচনা:** বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের Time frame নির্ধারণ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ'র পক্ষ হতে সদস্য (শুল্ক) মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : বিজিএমইএ প্রস্তাবনা দিলে কমিশনার (বন্ড) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

০৮। সভায় আর কোন আলোচ্য সূচি না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড: রশিদ-উল-আহসান চৌধুরী)
সদস্য (শুল্ক)

উৎস: *অনির্ভরশীল সূত্র (বিজিএমইএ)।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

নথি নং-৫(১৩)১৬৪/লেদার/বন্ড কমি:/০১/পার্ট-১/০৭/ তারিখ: ০২/১২/২০০৭

বিষয় : বিএফএলএলএফইএ এর সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	:	২৫.১১.২০০৭
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
সময়	:	বিকাল ০৩:০০ টা
সভাপতি	:	জনাব হুসেইন আহমেদ, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট ‘ক’

সভাপতি উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

আলোচনা: সভাপতি বন্ডখাতে সুপারভাইজড বন্ডের পরিবর্তে জেনারেল বন্ড প্রদানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং বলেন বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্যের কার্যক্রম যেহেতু অনেকটাই অডিট নির্ভর, সেহেতু সুপারভাইজড বন্ড প্রথা বর্তমানে চালু রাখা অযৌক্তিক। তাছাড়া লোকবলের স্বল্পতার কারণেও সুপারভাইজড বন্ড প্রথা কার্যকরভাবে মনিটর করা দুরূহ। সভায় বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ পোশাক শিল্প ও ট্যানারী শিল্পের বৈশিষ্ট্য, এ খাতের কার্যক্রম, কাঁচামাল ব্যবহারের ভিন্নতা, ট্যানারী শিল্পে জেনারেল ও সুপারভাইজড বন্ড এ দু ধরনের বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হলে কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ সভায় আরও উল্লেখ করেন যে, পোশাক শিল্পে রপ্তানির জন্য বিদেশি ক্রেতা হতে মাস্টার এলসি পাওয়ার পর রপ্তানির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গেলেও ট্যানারী শিল্পে ক্যাশ এলসি পাওয়ার পর পণ্য রপ্তানির জন্য প্রস্তুত কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার পরই ক্রেতা ১৫/২০ দিন সময় দিয়ে এলসি খোলে। ফলে এলসি পাওয়ার আগেই ৭০-৮০% প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করতে হয় বিধায় ট্যানারী শিল্পে এলসি পাওয়ার আগেই ওয়্যারহাউস হতে কেমিক্যালস সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। তারা আরো উল্লেখ করেন যে, কাঁচা চামড়া পচনশীল দ্রব্য এবং প্রতিদিনই কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সাথে সাথে প্রক্রিয়াজাত করতে হয়।

সিদ্ধান্ত: যে দু’একটি আবেদন বর্তমানে এ দপ্তরে বিবেচনাধীন আছে সেগুলো এই ব্যবসার একক বৈশিষ্ট্যজাত কারণে পুরনো সুপারভাইজড পদ্ধতিতে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি বিবেচিত হবে। কিন্তু এ দপ্তরের লোকস্বল্পতা ও আনুষঙ্গিক কারণে ‘‘Supervised Bond" পদ্ধতি বর্তমানে একটি Misnomer এ পরিণত হয়েছে এবং এ কারণে পদ্ধতিটির বিকল্প ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন জরুরী মর্মে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয় যা এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ সমর্থন করেন।

০২। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[হুসেইন আহমেদ]
কমিশনার

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

সাধারণ আদেশ নং-০১/২০০৮ তারিখ: ২৭.০১.২০০৮

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট-এর আওতাধীন শতভাগ সরাসরি রপ্তানিমুখী নীট কম্পোজীট গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি রপ্তানির পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সুবিধা ভোগ করার আবেদন পত্র দাখিল করছেন। তাঁদের আবেদনের পাশাপাশি নীট কম্পোজিট গার্মেন্টস হিসেবে শতভাগ সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানি সম্পর্কিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও কমিশনারেট থেকে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ/নির্দেশনাবলি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়। সম্ভাবনাময় এ সেক্টরের সরাসরি রপ্তানির পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ক্ষেত্রে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা পরিদৃষ্ট না হওয়ায় রপ্তানির গতিশীলতা বৃদ্ধি তথা বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানকল্পে শুল্ক আইন, ১৯৬৯ ও এতদবিষয়ে জারিকৃত এসআরও/ প্রজ্ঞাপন/আদেশ নির্দেশের আলোকে নিম্নে বর্ণিত শর্তে নীট কম্পোজিট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসেবে উভয়বিধ কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ সাধারণ আদেশ জারি করা হলো।

শর্তসমূহ:

(১) এ সকল প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর জন্য বিনিয়োগ বোর্ড, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-এর সুপারিশে ‘‘সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক” মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে;

(২) বিনিয়োগ বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে উভয়বিধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ ও এইচএস কোড বন্ড লাইসেন্সে আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে;

(৩) উভয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচ্ছন্ন রপ্তানিতে ব্যবহৃতব্য মেশিনের ঘোষণা প্রদান করতে হবে;

(৪) প্রচ্ছন্ন রপ্তানির জন্য ঘোষিত মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার ৭০% পর্যন্ত ইয়ার্নের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা ও সহগ অনুযায়ী আনুপাতিক হারে ডাইস কেমিক্যাল ও লবণের আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করতে হবে;

(৫) কারখানার মোট উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ সরাসরি রপ্তানি এবং শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি করতে হবে;

(৬) প্রচ্ছন্ন রপ্তানি কার্যক্রম শুরুর ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (DEDO) থেকে কাঁচামাল ব্যবহারের সহগ গ্রহণ করতে হবে;

(৭) বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে ডেডো থেকে সহগ গ্রহণ করবেন মর্মে ১৫০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে। উক্ত সময় পর্যন্ত অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সহগ অনুযায়ী কাঁচামাল ব্যবহার করা যাবে; ব্যর্থতায় প্রচ্ছন্ন রপ্তানি সংক্রান্ত বন্ড সুবিধা বাতিল করা হবে।

(৮) প্রচ্ছন্ন ও সরাসরি রপ্তানির জন্য কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের আলাদা বন্ড গুদাম প্রতিষ্ঠা করে লে-আউট প্লান অনুমোদন করাতে হবে ;

(৯) প্রচ্ছন্ন রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত কাঁচামাল যেমন-সুতা (এক্রেলিক ও অন্যান্য), ডাইস, কেমিক্যাল লবণ যথাযথভাবে বন্ড গুদামে গুদামজাতপূর্বক এলাকা বন্ড কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বন্ড রেজিস্টারে ইন-টু বন্ড করতে হবে এবং একই পদ্ধতিতে জারিকৃত ইউপিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল বন্ড রেজিস্টারে এক্স বন্ড করতে হবে ;

(১০) প্রচ্ছন্ন রপ্তানির জন্য ইউপি গ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ)টি বিবিএলসি'র রপ্তানিতে একটি ইউপি গ্রহণ করা যাবে ;

(১১) ইউপি গ্রহণের সময় বিবিএলসি ও পিআই এ পণ্যের বর্ণনা ও পরিমাণ অনুযায়ী অনুমোদিত সহগের ভিত্তিতে কাঁচামাল ব্যবহার নিশ্চিত করে ইউপি গ্রহণ করতে হবে ; ব্যর্থতায় প্রচ্ছন্ন রপ্তানির জন্য প্রদত্ত বন্ড সুবিধা বাতিল করা হবে।

(১২) সরাসরি আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম প্রতিবছর এ কমিশনারেটের নিরীক্ষা শাখা থেকে নিরীক্ষা করাতে হবে;

(১৩) প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্ড কর্মকর্তা কর্তৃক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে বন্ড লাইসেন্স প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে ;

(১৪) সরাসরি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি এলসি ও ইউডি'র ভিত্তিতে কাঁচামাল আমদানি করা হলে তা পাসবইয়ে এন্ট্রি করতে হবে এবং রপ্তানি আদেশ অনুযায়ী ডেডোর সহগের ভিত্তিতে কাঁচামালের ব্যবহার নিশ্চিত করে পাসবইয়ে এন্ট্রির মাধ্যমে রপ্তানি নিশ্চিত করতে হবে ;

(১৫) সরাসরি আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম প্রতিবছর নিরীক্ষা সম্পন্ন না করলে প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন ও প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে না ;

(১৬) প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ক্ষেত্রে লাইসেন্স মেয়াদ শেষ হবার পরবর্তী মেয়াদের ০৩(তিন) মাসের জন্য পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানির ওপর ভিত্তি করে প্রাপ্যতা নির্ধারন করা হবে এবং সরাসরি আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম ০৩ মাসের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করে বাকী ০৯ মাসের জন্য প্রাপ্যতা গ্রহণ করতে হবে ;

(১৭) উপরোল্লিখিত শর্তাবলীর পাশাপাশি সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানির জন্য ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল প্রকার আদেশ নির্দেশ ও শুল্ক আইনের সকল ধারার বিধানাবলি বহাল থাকবে।

(১৮) নতুন লাইসেন্স ইস্যু সংক্রান্ত রেজিস্টারে বন্ড লাইসেন্স নম্বর এর সঙ্গে এসবিডব্লিউ ও পিবিডব্লিউ উল্লেখ থাকবে হবে।

[হুসেইন আহমেদ]
কমিশনার

[নথি নং-৫(১৩)০৬/বন্ড কমি:/কা: শা:/পলিসি/০১/পার্ট-১/০৬/১৩০০, তারিখ: ২৭/০১/২০০৮]

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সাধারণ আদেশ

সাধারণ আদেশ নং-১১/২০০৮/শুল্ক তারিখ : ১৮.৩.২০০৮

বিষয়: শতভাগ রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ব্যবহার্য-আমদানির/আমদানিকৃত কাঁচামাল খালাস/রপ্তানি প্রসঙ্গে।

শিপ বিল্ডিং শিল্প বাংলাদেশে নতুন একটি শিল্প সেক্টর। শিপ বিল্ডিং উজ্জ্বল সম্ভবনাময় ও ক্রমশ: উদীয়মান শিল্প। ১০০% রপ্তানিমুখী শিপ বিল্ডিং সেক্টরের কাজ কর্মের প্রকৃতি গার্মেন্টস শিল্পের back to back L/C'র আওতায় সম্পাদিত কাজকর্মের অনুরূপ। ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাহাজ নির্মাণ শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য খাত হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ শিল্পের বিকাশের ধারাকে উৎসাহিত করা ও অব্যাহত রাখার স্বার্থে উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদন ও এতদবিষয়ে বর্তমানে বিদ্যমান আইন, আদেশ ও বিধি বিধান এবং অনুসরণীয় পদ্ধতির বিষয়টি বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনান্তে এ সেক্টরকে উৎসাহ প্রদান, আমদানির কাঁচামাল দ্রুততার সাথে খালাস এবং সামগ্রিকভাবে এদের কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে রপ্তানির উদ্দেশ্যে জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, সরঞ্জাম ও সামগ্রী আমদানির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণের আদেশ দিচ্ছে:

শর্তাবলী:

(১) শতভাগ রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অনুকূলে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শর্ত পূরণ ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স মঞ্জুর করা যাবে;

(২) যে দেশ থেকে জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ (Work order) পাওয়া যাবে সে দেশের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে উক্ত জাহাজ নির্মাণের জন্য আমদানিতব্য সকল কাঁচামালের সঠিক পরিমাণ ও Specification বিষয়ে একটি প্রত্যয়নপত্র পণ্য খালাসকালে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে যাতে করে নির্মিতব্য জাহাজের জন্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য কাঁচামালের বিষয়ে নিশ্চত হওয়া যায়;

(৩) প্রতিটি রপ্তানি আদেশের বিপরীতে জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, সামগ্রী ও সরঞ্জামের তালিকা, ধরণ ও বিবরণ প্রত্যয়নপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে ক্রমানুসারে (serially) উল্লেখ করতে হবে;

(৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ রপ্তানিতব্য জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বিবরণ, Specification, পরিমাণ, গুণগত মান, মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে জাহাজীকরণের পূর্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Survey Company দ্বারা PSI (Pre-shipment Inspection) সম্পন্ন করত: শুল্কায়নকালে এতদসংশ্লিষ্ট প্রত্যয়নপত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন;

(৫) প্রতিটি জাহাজ নির্মাণের জন্য কি পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হবে এবং কাঁচামালের সঠিক Specification তথা নির্মিতব্য জাহাজের বিষয়ে বন্ডার International Classification Society (IMO)'র আওতায় পরিচালিত যথা: Lloyds Register Shipping (UK), Germeuniseher Lloyds (Germany), American Bureau of Shipping (US) কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র (Certification) পণ্য চালান খালাস প্রাক্কালে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন;

(৬) প্রতিটি Ocean Going Vessel নির্মাণের জন্য ক্রেতার দেশ থেকে যে কার্যাদেশ (work order) এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও সামগ্রীর বিষয়ে যে প্রত্যয়নপত্রসমূহ পাওয়া যাবে তা কমিশনার (বন্ড)-এর নিকট দাখিল করলে তিনি তাঁর অনুসরণে প্রাপ্ত প্রতিটি কার্যাদেশের বিপরীতে একটি ইউপি জারি করবেন, যাতে আমদানিকৃত

পণ্যের তালিকা, পরিমাণ ও নির্মিতব্য পণ্যের রপ্তানির সময়সীমার উল্লেখ থাকবে। সাধারণভাবে আমদানিকারকের পণ্য চালান বন্দর অভ্যন্তরে কায়িক পরীক্ষার পরিবর্তে বন্ডারের Ship yard এ পৌঁছানোর পর সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের সহকারী কমিশনার পদের নিম্নে নহে এমন একজন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে পণ্যের কায়িক পরীক্ষা করে ঘোষণা মোতাবেক পণ্যের পরিমাণ, বর্ণনা বিষয়গুলো নিশ্চিত হতে হবে। প্রয়োজনবোধে কমিশনার চালান খালাসের পূর্বেই চালানের কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারবেন;

(৭) প্রতিটি জাহাজ নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহার করা হবে তার যথাযথ সহগ (co-efficient) BUET-এর সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন Expert/নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তরের principal officer দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে। এ সহগ অনুযায়ী জাহাজ নির্মাণের পর সংশ্লিষ্ট কমিশনার এ মর্মে নিশ্চিত হবেন যে, আমদানিকৃত কাঁচামাল যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে;

(৮) প্রতিটি আমদানিকৃত চালানের বিপরীতে প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থের ২৫% নি:শর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবরে দাখিল করতে হবে;

(৯) আমদানির প্রতিটি পণ্য চালান এবং রপ্তানিতব্য প্রতিটি জাহাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য/ব্যবহৃত সমুদয় কাঁচামাল ইত্যাদির বিষয়ে সঠিক তথ্যাদি নিয়মমাফিক রেজিস্টার, বহি ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(১০) জাহাজ রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার পর তার স্বপক্ষে পিআরসি দাখিল ও তা যাচাইয়ে সঠিক প্রাপ্তিসাপেক্ষে কাঁচামাল আমদানি পর্যায়ে বন্ডার কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তযোগ্য হবে;

(১১) কার্যাদেশে (Work Order) বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে বন্ডার আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা জাহাজ প্রস্তুতপূর্বক রপ্তানি নিশ্চিত করবেন এবং বন্ড কমিশনার বিষয়টি মনিটর করবেন;

(১২) আমদানিকৃত কাঁচামালের কন্টেইনার শুল্ক নিয়ন্ত্রণ এলাকা হতে ইন্সপেক্টরের নিচে নয় এমন কর্মকর্তা দ্বারা যথাযথভাবে এসকর্ট'র মাধ্যমে বন্ডারের শীপইয়ার্ডে পৌঁছাতে হবে।

০২। প্রয়োজন মনে করলে যুক্তিসঙ্গত কারণে সংশ্লিষ্ট কমিশনার নিজ নিজ ক্ষেত্রে অন্য কোন শর্তযুক্ত করতে পারবেন।

(কাজী তৌহিদা আখতার)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

[নথি নং-১(১৩) শুল্ক: ৪/৯০(অংশ-২)/২৫৭(৯), তারিখ; ১৮-৩-২০০৮]
উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

সাধারণ আদেশ নং-১২/২০০৮/শুল্ক/৪৩৯(১-১৫) তারিখ ১০.০৬.২০০৮

বিষয় : বিদ্যমান Bond সুবিধার Continuation বা extension প্রসঙ্গে।

শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হতে একই মালিকানাধীন/ একই প্রতিষ্ঠানের আওতায় একাধিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্তরের উৎপাদন ইউনিটের কার্যক্রমকে মূল বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করার অর্থাৎ বিদ্যমান Bond সুবিধার Continuation বা extension হিসেবে বিবেচনার আবেদন জানানো হয়ে আসছে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএসহ অন্যান্য সংগঠনের আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আলোচ্য বিষয়টি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

০২। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার স্বার্থে ও রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের স্বার্থে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্ণিত শর্তে Continuous Bond সুবিধা প্রদানের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মতি জ্ঞাপন করেছে, যথা:

(১) একই মালিকানাধীন বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে;

(২) একই Bond licence এর আওতায় সর্বোচ্চ দুটি স্থানে অবস্থিত চলমান ২টি ফ্যাক্টরির জন্য এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে;

(৩) নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে যে ধরনের সতর্কতা বা যাচাইমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয় এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কমিশনার (বন্ড) সন্তুষ্ট হলে তিনি এ ধরনের Continuous Bond এর অনুমতি প্রদান করতে পারবেন;

[১] [(৪) নীট, ওভেন, ডাইং ও প্রিন্টিং, টাওয়েল, লিলেন, হোম টেক্সটাইল খাতের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে;]

(৫) এ সুবিধা বন্ড কমিশনারেটের আওতায় মূল প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার radious এর মধ্যে যে সকল এলাকায় BGMEA, BKMEA, BTTLMEA, BTMA ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু রয়েছে শুধু সেসব এলাকায় Continuous বন্ড সুবিধা প্রদান করা যাবে;] এবং

(৬) Continuous/Extended Bond সুবিধা প্রাপ্ত ফ্যাক্টরিটি মূল বন্ড লাইসেন্সের আওতাধীন হলেও সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান/ফ্যাক্টরিতে যেভাবে পৃথক হিসাব খাতা/রেজিস্টার, দলিলাদি সংরক্ষণ, আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় Continuous Bond এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতিপালনীয় হবে।

(ড. মো: সহিদুল ইসলাম)
প্রথম সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৫(১৩)১৮১/বন্ড কমি./পেপার কাটিং/০৭/১৫৮০১(১-৬) তারিখ: ৩০/০৯/২০০৮

আদেশ

বিষয়: বন্ড সুবিধার আওতায় বন্ডে নিষিদ্ধ পণ্য (স্টিকার পেপার/সেলফ এডহেসিভ পেপার) আমদানি নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: মেসার্স কসমো সিনথেটিক ইন্ডা:-এর নিকট থেকে ১৭/০৯/০৮ ইং তারিখে প্রাপ্ত অভিযোগপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত অভিযোগে মেসার্স কসমোসিনথেটিক ইন্ডা: উল্লেখ করেছেন যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-১(১৬)এনবিআর/শুল্ক-৪/৯৩(অংশ-১)/২৩৫৬, তাং- ১৭/১২/৯৭ ইং বলে বন্ড সুবিধার আওতায় স্টিকার পেপার, সেলফ এডহেসিভ পেপার ও আর্ট পেপার আমদানির সুযোগ রহিত করা হলেও বন্ড থেকে উক্ত পণ্যের আমদানি প্রাপ্যতা দিয়ে আমদানির সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানকে এ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকলেও খুঁজে বের করে প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা থেকে তা বাদ দেওয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে যেন কোন প্রতিষ্ঠান উক্ত পণ্য বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানি করতে না পারে সে বিষয়ে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হলো:

[১]জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-২(২) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/৪৬(১) তারিখ ৩১.০১.২০১০ দ্বারা সংশোধিত।

(ক) নতুন লাইসেন্স শাখাকে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে স্টিকার পেপার, সেলফ এডহেসিভ পেপার ও আর্ট পেপার প্রাপ্যতা হিসেবে না দেওয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(খ) বন্ড লাইসেন্স নবায়নকালে প্রাপ্যতা নির্ধারণের সময়ে অতীতে কোন প্রতিষ্ঠানকে উপর্যুক্ত বর্ণিত পণ্যের প্রাপ্যতা দিয়ে থাকলে তা প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সার্কেল কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(পিযুষ কান্তি নাথ)
অতিরিক্ত কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে

উৎস: অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নথি নং-২(২৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/৫৫৩ তারিখ ১৮.১১.২০০৮

বিষয়: Continuous Bond এর বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: বন্ড কমিশনারেটের পত্র নথি নং-৫(১৩)১৬৪/কাস/বন্ড/লাই:/২০০৬/১৪৭০৪ তারিখ ১১.৯.২০০৮।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রীয় পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রীয় পত্রের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ আদেশ নং-১২/২০০৮/শুল্ক তারিখ ১০.০৬.২০০৮ মোতাবেক ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো (কপি সংযুক্ত)। তবে Continuous Bond হিসেবে শুধুমাত্র গুদামকে বিবেচনা করা যাবে না। উভয় স্থানে কারখানা থাকতে হবে।

(ম. সফিউজ্জামান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা
ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)১৯/কাস-বন্ড/স্থায়ী আদেশ/০২/৮১৩, তারিখ : ২২.০১.২০০৯

আদেশ

এ দপ্তরের অধিক্ষেত্রাধীন শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান সুতা থেকে কাপড় তৈরি করে ডাইং এবং ফিনিশিংপূর্বক গার্মেন্টস তৈরি করে সরাসরি রপ্তানি করে থাকেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সুতা আমদানির জন্য কোন আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয় না। প্রতিষ্ঠানগুলো ইউডি মোতাবেক সুতা আমদানি করে থাকে। কিন্তু ডাইস, কেমিক্যাল ও লবণ আমদানির জন্য এ দপ্তর থেকে আমদানি প্রাপ্যতা দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের ডাইস, কেমিক্যাল ও লবণ ইউডি অনুযায়ী ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স অটোনবায়িত হয়ে থাকে এবং গার্মেন্টস অডিট শাখা থেকে প্রতিষ্ঠানসমূহ অডিট হয়ে থাকে। অপরদিকে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ডাইস, কেমিক্যাল ও লবণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুনরায় এ দপ্তর থেকে ইউপি গ্রহণ করছেন। একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২(দুই) ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা কোনভাবেই যৌক্তিক নয়। যেহেতু এ ধরনের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যুকৃত ইউডি এর বিপরীতে ডেডো সহগ অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে সেহেতু এক্ষেত্রে পুনরায় ইউপি গ্রহণের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে, একই বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের লক্ষ্যে শতভাগ সরাসরি রপ্তানিমুখী কম্পোজিট নীটিং প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে ইউডি অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ থাকলে সেক্ষেত্রে পুনরায় ইউপি গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

[হুসেইন আহমেদ]
কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন,
(বোর্ড প্রশাসন-২)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(৪) বো: প্র:-২/স:/২০০৭(অংশ-৪)/৭০ তারিখ ০৪.০২.২০০৯

বিষয়: ২৬ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০০৯ সনের ৩য় বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

২৬ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মিনি সম্মেলন কক্ষে বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আবদুল মজিদ -এর সভাপতিত্বে বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বোর্ডের নিম্নোক্ত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন:

(১) জনাব আহমেদ আলী, সদস্য (কর প্রশাসন ও পরিচালনা)।
(২) জনাব আ. মু. মসরুর আহমেদ, সদস্য (শুল্ক ও মূসক নীতি)।
(৩) বেগম পারসা বেগম, সদস্য (আয়কর নীতি)।
(৪) জনাব মো: এমদাদুল হক, সদস্য (আয়কর আপিল ও অব্যাহতি)।
(৫) জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, সদস্য (আয়কর জরীপ ও পরিদর্শন)
(৬) জনাব মো: ফরিদ উদ্দিন, সদস্য (শুল্ক বাস্তবায়ন/Enforcement এবং শুল্ক ও মূসক প্রশাসন এবং বোর্ড প্রশাসন)।
(৭) জনাব মো: আব্দুল মান্নান পাটোয়ারী, সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন/ Enforcement)

সভায় নিম্নোক্ত সহায়ক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন:

(১) জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, প্রথম সচিব (বোর্ড প্রশাসন)
(২) ড. মো: সহিদুল ইসলাম, প্রথম সচিব (শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড)
(৩) জনাব মো: মাসুদ সাদিক, প্রথম সচিব (শুল্ক নীতি ও বাজেট)
(৪) জনাব মোহাঃ আবু তাহের চৌধুরী, প্রথম সচিব (আয়কর আপিল ও অব্যাহতি)
(৫) জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, দ্বিতীয় সচিব (বোর্ড প্রশাসন-২)
(৬) জনাব মোহাম্মদ ফাইজুর রহমান, দ্বিতীয় সচিব (মূসক নীতি ও বাজেট)।

২। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
১।	শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ২০% পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।	বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনাকালে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এসআরও নং-৯৯/আইন/৯৬/১৬৬২/শুল্ক, তারিখ ১৬.০৬. ১৯৯৬ অনুযায়ী ১০০% রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ তার উৎপাদিত পণ্যের ২০% স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করতে পারে। মেসার্স ব্রিলিয়ান্ট হীরা নামক প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানির পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্যের ২০% স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি চেয়েছে। বোর্ড সভায় বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (ক) যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি অননুমোদিতভাবে কারখানা স্থানান্তর, মালিকানা হস্তান্তর করেছে এবং প্রতিষ্ঠানটি চাহিত কাগজপত্রাদি না দেয়ার কারণে হালনাগাদ নবায়ন ও নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি সুতরাং প্রতিষ্ঠানটি আইনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নয় মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তাদের আবেদনটি বিবেচনাযোগ্য নয়। (খ) উল্লিখিত এসআরও জারির সময় সাধারণত গার্মেন্টস সামগ্রী রপ্তানি করা হতো। বর্তমানে উক্ত পণ্যসামগ্রী ছাড়াও উচ্চ শুল্ক হারের অতি সংবেদনশীল পণ্যও রপ্তানি হচ্ছে। হীরকের মতো উচ্চ সংবেদনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে এ সুবিধা বহাল রাখা সমীচীন কিনা তা যাচাইসহ এস.আর. টি সংশোধনের প্রয়োজন আছে কিনা শুল্ক অনুবিভাগ তা বোর্ড সভাকে অবহিত করবেন।	সদস্য (শুল্ক ও মূসক নীতি)
২।	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের গচ্ছিত সঞ্চয়ী ও মেয়াদী আমানতের উপার্জিত সুদের ওপর আয়কর	বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনাকালে সভাকে অবহিত করা হয় যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট সরকার কর্তৃক গঠিত একটি ট্রাস্ট। সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের বার্ষিক ২০(বিশ) টাকা হারে প্রাপ্ত চাঁদা এবং সরকার থেকে প্রাপ্ত ২০(বিশ) লক্ষ টাকা সহযোগে ট্রাস্টের তহবিল গঠন করা হয়েছে যা স্থায়ী আমানত হিসেবে ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে। ট্রাস্টের তহবিল সরকারি অর্থে	সদস্য (আয়কর আপিল ও অব্যাহতি)

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
	প্রদান থেকে অব্যাহতি প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে।	গঠিত হওয়ায় সঞ্চয়ী ও মেয়াদি আমানতের উপার্জিত সুদের ওপর আয়কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টে সরকারের Endowment Fund হিসেবে গচ্ছিত সঞ্চয়ী ও মেয়াদী আমানতের উপার্জিত সুদের ওপর আয়কর প্রদান থেকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৩।	মেসার্স অনন্যা এ্যাপারেলস লিমিটেড এর একটি ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের জন্য প্রত্যয়নপত্র জারির সময় বৃদ্ধির আবেদন প্রসঙ্গে	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাসময়ে ইনডেমনিটি বন্ড খালাস করতে না পারায় বিষয়টি বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক বর্ধিত সর্বশেষ সময় ৩০.০৯.২০০৮ তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরো কিছু প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করতে পারেনি। এ বিষয়ে বিজিএমইএ এর একটি প্রতিনিধি দল মাননীয় চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সাথে দেখা করে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের সময়সীমা পুনরায় বৃদ্ধির আবেদন করেছেন। বোর্ড সভায় আলোচনান্তে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের সময়সীমা ৩১.০৩.২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বৃদ্ধির পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়।	সদস্য (শুল্ক ও মূসক নীতি)
৪।	মেসার্স আর. আর. পি মেটাল লিমিটেড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম কর্তৃক শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড হতে তামা ও পিতলের স্ক্র্যাপ সংগ্রহ করে ভারতে পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত এবং সাময়িক বাতিলকৃত উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূসক নিবন্ধন পুনর্বহালকরণের আবেদন নিস্পত্তি	মেসার্স আর. আর. পি মেটাল লিমিটেড, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম কর্তৃক শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড হতে তামা ও পিতল ভারতে পাচার প্রসঙ্গে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত এবং সাময়িকভাবে বাতিলকৃত উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূসক নিবন্ধন পুনঃবহালকরণ সংক্রান্ত আবেদনের বিষয়ে গত ১৯.০৮.২০০৮ ও ১৮.১১.২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত সম্পূরক প্রতিবেদন অর্থাৎ মেসার্স আর. আর. পি মেটাল লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত রপ্তানির বিপরীতে সুষ্ঠুভাবে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক ১১২টি রপ্তানি চালানের বিপরীতে সর্বমোট ৯২,০৬,৫৭৪ (বিরানব্বই লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত চুয়াত্তর) মার্কিন ডলার প্রত্যাবাসিত হয়েছে মর্মে কমিটির প্রতিবেদনে জানা যায়।	সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন / Enforcement)

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
	প্রসঙ্গে	সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ (ক) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম হতে মেসার্স আর. আর. পি মেটাল লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটির BIN অকার্যকর বিষয়ে ইস্যুকৃত পত্রের [নং-৪র্থ/এ(১২)২২/ মূসক/ রেজি:/আরআরপি/০৬/ ৫০০-১২ তারিখ ২৭.০১.২০০৮] ক্ষেত্রে মাননীয় উচ্চতর আদালত হতে জারিকৃত স্থগিতাদেশ Vacate করার লক্ষ্যে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং এ বিষয়টি বোর্ডের মূসক অনুবিভাগের আইন শাখা মনিটরিং করবে। (খ) আমদানিকৃত পণ্য আমদানিকারক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য সংযোজন/প্রক্রিয়াকরণ করে রপ্তানি করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের হার/পরিমাণ উল্লেখ করে রপ্তানি নীতিতে বিধান সংযোজন করা আবশ্যক মর্মে বোর্ড মনে করে। তদানুযায়ী রপ্তানি নীতিতে নতুন বিধান সংযোজন করার জন্য অথবা Import & Export (Control) Act, 1980 এর Section 3(1)এর আওতায় প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করার জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর শুল্ক অনুবিভাগ হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হবে।	
৫।	বিবিধ BTMA ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের UP ইস্যুর ক্ষেত্রে UD দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিতকরণ এবং শুধুমাত্র BBLC এর বিপরীতে UP ইস্যু প্রসঙ্গে।	উল্লিখিত বিষয়ে বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে BTMA ভুক্ত মিলাঞ্জ (ভিসকস হতে উৎপাদিত) ও পলিস্টার উৎপাদনকারী বন্ড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে UD ব্যতীত ব্যাক-টু-ব্যাক LC এর বিপরীতে সাময়িকভাবে বন্ড কমিশনার কর্তৃক UP ইস্যুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। টেক্সটাইল সেক্টরে তুলা আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক আরোপিত নেই। মিলাঞ্জ সুতার উপকরণ ভিসকসের পলিস্টার সুতার উপকরণ পলিস্টার ফাইবার আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত আমদানি শুল্ক পরবর্তী বাজেটে প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে বোর্ড সভায়	সদস্য (শুল্ক ও মূসক নীতি)

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
		সিদ্ধান্ত হয়।	

৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: আব্দুল মান্নান পাটোয়ারী)
সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন/Enforcement)

(মো: ফরিদ উদ্দিন)
সদস্য (শুল্ক বাস্তবায়ন/Enforcement এবং শুল্ক ও মূসক প্রশাসন এবং বোর্ড প্রশাসন)

(মোহাম্মদ খোরশেদ আলম)
সদস্য (আয়কর জরীপ ও পরিদর্শন)

(মো: এমদাদুল হক)
সদস্য (আয়কর আপিল ও অব্যাহতি)

(পারসা বেগম)
সদস্য (আয়কর নীতি)

(আ. মূ, মসরুর আহমেদ)
সদস্য (শুল্ক ও মূসক নীতি)

(আহমেদ আলী)
সদস্য (কর প্রশাসন ও পরিচালনা)

(মোহাম্মদ আবদুল মজিদ)
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী)
দ্বিতীয় সচিব

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)১৯/বন্ড কমি. (সদর)/স্থায়ী আদেশ/২০০২/ তারিখ: ১৯/০৩/২০০৯

অফিস আদেশ

বিষয়: কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের কতিপয় কার্যক্রম সম্পাদনে কর্মকর্তাদের ক্ষমতা অর্পণ ও সুনির্দিষ্টকরণ।

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের বন্ড সংক্রান্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত কার্যাবলি তার পার্শ্বে উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদনের আদেশ দেয়া হলো।

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০১	বন্ড লাইসেন্স প্রদান	কমিশনার
০২	বন্ড লাইসেন্স নবায়ন (বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত)	কমিশনার
০৩	মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে বন্ডের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ	কমিশনার
০৪	দাবিনামা সমন্বয়/বকেয়া রাজস্বের কিস্তি নির্ধারণ	কমিশনার
০৫	শুল্ক-কর পরিশোধ কিংবা ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে কাঁচামাল আমদানির প্রত্যয়নপত্র অনুমোদন	কমিশনার
০৬	বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/বাতিলের জন্য কারণ দর্শাও নোটিশ জারি	কমিশনার
০৭	বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/বাতিলকরণ	কমিশনার
০৮	বন্ড লাইসেন্সে কাঁচামাল সংযোজন/বিয়োজন	কমিশনার

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০৯	যুগ্ম কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর	কমিশনার
১০	সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১১	কাঁচামালের অস্থায়ী/স্থায়ী আন্তঃ বন্ড স্থানান্তর	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১২	মালিকানা হস্তান্তর/পরিবর্তন ও এ সংক্রান্ত অনিয়মের ন্যায় নির্ণয়ন	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১৩	কারখানা স্থানান্তর/পরিবর্তন ও এ সংক্রান্ত অনিয়মের ন্যায় নির্ণয়ন	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১৪	বন্ড প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট অনুমোদন	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার, তবে ভিন্নতর কোন কার্যক্রম/সুপারিশ/ প্রস্তাব থাকলে কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে
১৫	আমদানি প্রাপ্যতা অনুমোদন/বৃদ্ধি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-১৪/২০০৮ তারিখ-২৯.০৬.২০০৮ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১৬	বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়মের ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১৭	আমদানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তির অনুমোদন ও প্রত্যয়নপত্র ইস্যুকরণ	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার অনুমোদন দিবেন, ডেপুটি/সহকারী কমিশনার প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করবেন
১৮	কাঁচামালের অস্থায়ী/স্থায়ী আন্তঃ বন্ড স্থানান্তর (ইপিজেড এর ক্ষেত্রে)	সংশ্লিষ্ট ডেপুটি/সহকারী কমিশনার
১৯	লিয়েন ব্যাংক সংযোজন/পরিবর্তন এবং এ সংক্রান্ত অনিয়মের ন্যায় নির্ণয়ন	সংশ্লিষ্ট ডেপুটি/সহকারী কমিশনার
২০	জেনারেল বন্ড গ্রহণ	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা
২১	শুল্ক ফাঁকি, আমদানি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত পণ্য আমদানি ও অন্যান্য অনিয়ম সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি	কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৭৯ অনুযায়ী অনিয়ম সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য অনুসারে সংশ্লিষ্ট ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা
২২	বন্ডিং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের ওপর দাবিনামা জারি	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা
২৩	ডেডো কর্তৃক সহগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ দপ্তরের সুপারিশ প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা
২৪	অংশ নথি খোলার অনুমোদন	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা
২৫	ইন্সপেক্টর ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর	সংশ্লিষ্ট ডেপুটি/সহকারী কমিশনার

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২৬	চতুর্থ শ্রেণী ও কনটিনজেন্ট কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর	সংশ্লিষ্ট সুপারিনটেনডেন্ট (সদর)

০২। উপরিউক্ত কার্যাবলির ক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত ইতোপূর্বেকার সকল আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

০৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

(ড. মারুফুল ইসলাম)
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)

উৎস:অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)১৯/বন্ড কমি./স্থায়ী আদেশ/২০০২/৫৩৯১ তারিখ: ২৬/০৪/২০০৯

অফিস আদেশ

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কিংবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষেত্র বিশেষে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রতিকার চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট মামলা দায়ের করে থাকেন। এ সকল রিট মামলার দফাওয়ারী জবাব যথাযথ আইন ও বিধি বিধান উল্লেখপূর্বক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন ও বিধি বিধান জবাবের সাথে 'সংলাগ (Annexure)' হিসেবে যুক্ত করে না দেয়ার কারণে মামলার দফাওয়ারী জবাব বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে মামলার বিষয়বস্তু সরকারের অনুকূলে থাকার পরও এ সকল মামলার রায় ক্ষেত্র বিশেষে সরকারের বিপক্ষে প্রদত্ত হয়। উল্লিখিত অবস্থার নিরসনকল্পে এখন থেকে প্রতিটি আপিল/রিট মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত ও আইনি বিধি-বিধান উল্লেখপূর্বক প্রস্তুত করতে হবে এবং জবাবের সাথে প্রয়োজনীয় দলিলাদি 'সংলাগ (Annexure)' হিসাবে সংযুক্ত করে দফাওয়ারী জবাবের প্রতিটি পাতায় সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসার (ইন্সপেক্টর), সুপারিনটেনডেন্ট এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার স্বাক্ষরপূর্বক আইন শাখার সংশ্লিষ্ট নথিতে উপস্থাপন করার জন্য আদেশ দেয়া হলো।

[ড. মারুফুল ইসলাম]
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

নথি নং-৫(১৩)৩৩/বন্ড কমি:/বিসিসিএমইএ/২০০১/৬২৬৯, তারিখ:১০/০৫/২০০৯

বিষয়: বিসিসিএএমইএ-এর সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	: ২৬-০৪-২০০৯ইং
স্থান	: সম্মিলন কক্ষ, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
সময়	: বিকেল ০৪-০০ ঘটিকা
সভাপতি	: ড. মারুফুল ইসলাম কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সম্প্রতি তিনি কমিশনার হিসেবে কাস্টমস বন্ড কমিশনার অফিসে যোগদান করেন। তাই তিনি তার কার্যকালীন সময়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ পর্যায়ে বিসিসিএএমইএ-র সভাপতি জনাব সফিউল্লাহ চৌধুরী এসোসিয়েশনের পক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অত:পর সভায় বাংলাদেশ করোগেটেড কার্টন এন্ড এক্সেসরিজ ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের (বিসিসিএএমইএ) বিভিন্ন সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার আলোকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১। আলোচ্য বিষয়: বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান প্রসঙ্গে।

আলোচনা: বিসিসিএএমইএ এর প্রতিনিধিবৃন্দ জানান যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২৯-০৬-২০০৮ইং তারিখে জারিকৃত আদেশে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন এবং পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক অসমতা বিরাজ করছিল। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত জারিকৃত আদেশে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬০% এর সমপরিমান প্রাপ্যতা প্রদানের বিধান ছিল। কিন্তু পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশে এ ধরনের কোন বিধান ছিল না। ফলে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন ও পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পর্যালোচনা করে ২৩-১১-২০০৮ইং তারিখে এক সংশোধনী আদেশ জারি করে। আলোচ্য সংশোধনীতে নতুন ও পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের ক্ষেত্রে যে অসমতা ছিলো তা দূরীভূত হয়েছে। অর্থাৎ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা স্থাপিত মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার ৬০% এর নিম্নে হলেও মজুদসহ বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতাকে বিবেচনায় নিয়ে ৬০% এর সমপরিমাণ কাঁচামাল বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা হিসেবে প্রদান করতে হবে। তদুপরি সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কোন পর্যায়ে

আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধির আবশ্যকতা দেখা দিলে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক ৮০% পর্যন্ত প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যাবে। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত আদেশের আলোকে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হচ্ছে না মর্মে বিসিসিএএমইএ এর প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উল্লেখ করেন। বন্ড কমিশনারেটের প্রতিনিধি জানান যে, অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ১০-১৫ বছরের পুরাতন মেশিন দিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল পুরানো মেশিনারিজ দিয়ে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উৎপাদন করা সম্ভব নয়। সে কারণে কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আমদানি প্রাপ্যতা ৬০% এক সঙ্গে প্রদান করা হয় না। বিসিসিএএমইএ এর প্রতিনিধি রপ্তানি কার্যক্রম দ্রুত গতিতে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত আদেশের আলোকে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে।

২. আলোচ্য বিষয়: ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তি/ফেরতে প্রত্যয়নপত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

আলোচনা: বিসিসিএএমইএ-এর প্রতিনিধি জানান যে, পলিব্যাগ, হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের আমদানিকৃত প্লাস্টিক জাতীয় কাঁচামাল খালাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্কের ২৫% ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হয়। আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার পর ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত দেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব হয় মর্মে বিসিসিএএমইএ প্রতিনিধিবৃন্দ জানান। তাঁরা আরো উল্লেখ করেন যে, ইতোপূর্বে ব্যাংক গ্যারান্টি আবেদনের ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে মধ্যে ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু উক্ত সময়সীমার মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত প্রদান করা হচ্ছেনা।

তাই বিসিসিএএমইএর প্রতিনিধিবৃন্দ উদ্ভূত অর্থনীতির মন্দার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবং ব্যাংকের সুদের হার পরিহারের লক্ষ্যে উক্ত সময় সীমার মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণের অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত: দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে আবেদন দাখিলের ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণের প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা হবে।

৩. বন্ড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন প্রসঙ্গে।

আলোচনা:

(ক) বিসিসিএএমইএ-র প্রতিনিধিগণ সভাকে জানান যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর প্রক্রিয়া সহজতর করেছে। জারিকৃত নতুন নীতিমালায় ১৪টি কাগজ পত্র বন্ড কমিশনার অফিসে দাখিল করা হলেই বন্ড লাইসেন্স ইস্যু হওয়ার কথা। এছাড়া বন্ড কমিশনারেট অফিস কর্তৃক জারিকৃত সিটিজেন চার্টারের আলোকে নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ১০-১৫দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত সময় সীমার মধ্যে নতুন বন্ড লাইসেন্স ইস্যু হচ্ছে না। তদুপরি বন্ডারগণ অনেক সময় অনাকাঙ্খিত ঝামেলার সম্মুখীন হন এবং এতে করে বন্ড লাইসেন্স ইস্যু বিলম্ব হয়। এ পর্যায়ে বন্ড কমিশনারেট জানান যে, লাইসেন্স ইস্যুর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি এক সাথে এবং যথাযথভাবে দাখিল না করার কারণে সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্ব হয়।

(খ) অনুরূপভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তক জারিকৃত নতুন নীতিমালায় বন্ড লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়াও সহজতর করা হয়েছে। নতুন এ আদেশ বলে বন্ডারগণ বন্ড লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের এক মাস পূর্বে বন্ড কমিশনার অফিসে ট্রেজারি চালানের মূল কপিসহ আবেদন করা হলে বন্ড লাইসেন্সটি পনের দিনের মধ্যেই নবায়ন হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যত্যয় হচ্ছে। এ বিষয়ে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কমিশনার উলেখ করেন যে, মেয়াদ উত্তীর্ণের এক মাস পূর্বে নবায়নের আবেদন দাখিলের সিদ্ধান্ত থাকলেও বন্ডারগণ অনেক সময় আবেদন পত্র দাখিল করেন না। এছাড়া বন্ড কমিশনার অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের অভাব রয়েছে। এ কারণেও বন্ড লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়া কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে। তবে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন বিষয়টি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে বন্ড কমিশনারেট সচেষ্ট। বিসিসিএএমইএ-র প্রতিনিধিগণ রপ্তানির স্বার্থে সিটিজেন চার্টারের আলোকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর এবং নবায়ন করার জন্য অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত:

বন্ডারগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করা হলে এবং উক্ত কাগজ পত্রাদি পরীক্ষান্তে সঠিক পাওয়া গেলে নির্ধারিত সময়সীমা অর্থাৎ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে বন্ড লাইসেন্স ইস্যু এবং নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

৪. আলোচ্য বিষয়: রপ্তানিকারকগণের ওপর জরিমানা আরোপ প্রসঙ্গে।

আলোচনা:

বিসিসিএএমইএ এর প্রতিনিধিগণ জানান যে, কিছু কিছু অনিয়মের কারণে বন্ডারগণকে জরিমানা আরোপ করা হচ্ছে। এ জরিমানা আরোপের ফলে বন্ডারগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার কারণে বাংলাদেশে রপ্তানির উপরেও বিরূপ প্রভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। সরকার এ অবস্থা হতে উত্তোরণের জন্য রপ্তানি খাতকে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা প্রদান করছে। তাই প্রতিনিধিবৃন্দ জানান যে, লঘু অপরাধে গুরুদন্ড প্রদান করা হলে রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে বন্ড কমিশনার জানান যে, অনিয়মের কারণে কাস্টমস এ্যাক্টের আলোকেই বন্ড কমিশনারেট অফিস জরিমানা আরোপ করে থাকে। তবে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড প্রদানের নজির বন্ড কমিশনারেটে নেই।

সিদ্ধান্তঃ অনিয়মের বিষয়টি অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে নিষ্পত্তি করা হবে।

৫. আলোচ্য বিষয়ঃ রাজস্ব অডিট প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

বিসিসিএএমইএ এর প্রতিনিধিগণ জানান যে, বন্ড লাইসেন্স নবায়নকালে বন্ড কমিশনার কর্তৃক নবায়ন নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর পুনরায় স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে। রপ্তানিকারকগণের নিকট রাজস্ব অডিটের নামে পুনরায় বন্ড কমিশনার অফিস আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত একই কাগজপত্র চেয়ে নোটিশ জারি করেন। দেখা যাচ্ছে যে, একই বিষয়ে একই সময়ে দুইবার অডিট করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে রপ্তানিকারকগণ নানামুখী হয়রানির শিকার হচ্ছে। বন্ড কমিশনারেট কর্মকর্তাগণ জানান যে, স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর তাদের নিয়ম মোতাবেক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

সিদ্ধান্তঃ যেহেতু রাজস্ব অডিটের বিষয়টি বন্ড কমিশনারেট অফিসের আওতাবহির্ভূত সেহেতু স্থানীয় রাজস্ব অডিট চলাকালে বন্ডারগণ চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি অডিট দলকে প্রদান করে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে যাতে অযৌক্তিক আপত্তি উত্থাপন পরিহার করা যায়।

০২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মারুফুল ইসলাম
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)

উৎসঃ *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

<u>অফিস আদেশ</u>

নথি নং-৫(১৩)১৯৬/বন্ড কমি.(সদর)/অটোমেশন/২০০৮/৭৪৫৬, তারিখঃ ২৭/৫/২০০৯

শতভাগ রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণ শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য খাত হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার প্রেক্ষিতে এ শিল্পের বিকাশের ধারাকে উৎসাহিত করা ও অব্যাহত রাখার স্বার্থে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বন্ড লাইসেন্সের আওতায় জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় আমদানিকৃত কাঁচামাল ও সরঞ্জামসমূহ দ্রুততার সাথে খালাস এবং নির্মাণকৃত জাহাজ রপ্তানি পদ্ধতি সহজীকরণ ও উক্তরূপ কার্যক্রম অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পন্নের লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে ১৫/১০/০৮ তারিখে কাস্টম হাউস (রপ্তানি), চট্টগ্রামের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পত্র নং- এস/এস্টাব/১০/৪১/বিবিধ/২০০৮/৪৩৮১(১-১৪) কাস, তারিখ-১৯/১০/০৮ এর অনুচ্ছেদ ০৬ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি সফটওয়্যার মডিউল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের জন্য বন্ড কমিশনারেট, কাস্টম হাউস (রপ্তানি), চট্টগ্রাম, মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট (MMD), রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি (Classification Society) এবং ডাটা সফট্ সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ১১/২০০৮, তারিখ-১৮/০৩/০৮ মোতাবেক নিম্নরূপ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

(১) জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ পাওয়ার পর জাহাজ নির্মাণকারী তথা রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান নির্মিতব্য জাহাজের হাল নম্বর, কন্ট্রাক্ট নম্বর ও তারিখ, সম্ভাব্য সরবরাহের তারিখ, জাহাজের বিস্তারিত বিবরণ, মনোনীত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি ও মনোনীত সহগ নির্ণয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম (POMMD/BUET), কারিগরি চুক্তিনামা {উক্ত চুক্তিনামার হার্ড কপি শুল্ক ভবন (রপ্তানি), চট্টগ্রাম ও বন্ড কমিশনারেটে জমা দেবেন} সহ বিস্তারিত বিষয়ে কম্পিউটারে এন্ট্রিপূর্বক ঘোষণা প্রদান করবেন;

(২) জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্মিতব্য জাহাজের হাল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও সরঞ্জামের তালিকা, ধরন, বিবরণ ও পরিমাণ (বিদেশ থেকে আমদানিতব্য ও স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃতব্য পণ্যের নামসহ) উল্লেখ করে মনোনীত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি বরাবর চাহিদাপত্র পাঠাতে হবে;

(৩) জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রাপ্ত চাহিদাপত্রের তালিকা সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা, যাচাই ও বাছাইয়ান্তে মনোনীত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি উক্ত জাহাজের জন্য প্রযোজ্য কাঁচামাল ও সরঞ্জামের তালিকা, পরিমাণ অনুমোদন করবেন। উক্ত অনুমোদনে জাহাজের হাল নম্বর, চাহিদাকৃত সরঞ্জাম ও কাঁচামালের নাম, পরিমাণ, অনুমোদিত কাঁচামাল ও সরঞ্জামের পরিমাণ (এককসহ) ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে;

(৪) প্রতিটি জাহাজ নির্মাণের জন্য ক্রেতার দেশ থেকে যে কার্যাদেশ (Work order) এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও সামগ্রীর বিষয়ে যে প্রত্যয়নপত্র পাওয়া যাবে তা কমিশনার (বন্ড) এর নিকট দাখিল করতে হবে। কমিশনার (বন্ড) তার অনুসরণে প্রাপ্ত কার্যাদেশের বিপরীতে একটি ইউপি জারি করবেন, যাতে আমদানিকৃত পণ্যের বিবরণ/তালিকা, পরিমাণ ও নির্মিতব্য পণ্যের (জাহাজের) রপ্তানির সময়সীমা ইত্যাদির উল্লেখ থাকবে। কোণ কারণে ইউপি সংশোধনের প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ম মোতাবেক সংশোধন করা যাবে;

(৫) মনোনীত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক অনুমোদিত কাঁচামাল খালাসের নিমিত্তে জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বা তাঁর মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট আমদানিকৃত পণ্য খালাসের নিমিত্তে বিল অব এন্ট্রি (বি/ই) দাখিল করবেন।

(৬) পণ্য খালাসের নিমিত্তে প্রত্যয়নপত্রসহ বি/ই ও প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমদানি দলিলাদি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক প্রত্যায়িত/অনুমোদিত পরিমাণ ঘোষণানুযায়ী সঠিকভাবে আমদানি করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে পণ্য খালাসের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি সরবরাহ করবেন: হাল নম্বর, বি/ই নং এবং তারিখ, ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক অনুমোদিত পণ্যের নাম ও পরিমাণ এবং আমদানিকৃত পণ্যের নাম ও পরিমাণ, এইচএস কোড, ইম্পোর্ট বি/এল নম্বর ও তারিখ, এলসি নম্বর ও তারিখ, ইনভয়েস নম্বর ও তারিখ এবং শুল্ক করাদির তথ্যাদি;

(৭) আমদানিকারকের পণ্য চালান সংশ্লিষ্ট শুল্ক স্টেশনে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কায়িক পরীক্ষা করা হলে "Examined By Customs", না হয়ে থাকলে "Examination not done" উল্লেখ করে কম্পিউটারে তথ্য সরবরাহ (Input) করতে হবে। আমদানি শুল্ক স্টেশনে পণ্যের কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন না হলে বন্ডারের শিপ ইয়ার্ডে (Ship yard) এ পৌঁছানের পর সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের সহকারী কমিশনার পদের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে পণ্যের কায়িক পরীক্ষা করে ঘোষণা মোতাবেক পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, বর্ণনা এ বিষয়গুলো নিশ্চিত হতে হবে। এক্ষেত্রে কায়িক পরীক্ষার সময় আমদানিকারক পণ্যের আমদানির সমর্থনে ক্যাটালগসহ প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক দলিলাদি উপস্থাপন করবেন। কায়িক পরীক্ষায় কোন আপত্তি, অনিয়ম বা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে তা একটি আলাদা ফোল্ডারে সন্নিবেশ (Dispute sub system) করতে হবে। এক্ষেত্রে বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক "Examined by customs bond" উল্লেখপূর্বক কম্পিউটারে তথ্য সরবরাহ (Input) করতে হবে;

(৮) অতপর বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক পণ্যের ইন্টু বন্ড সম্পন্ন করতে হবে। যেখানে তারিখসহ চালানভিত্তিক ইন্টু বন্ড নম্বর, জাহাজের হাল (Hull) নম্বর, পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(৯) আমদানিকারক তথা জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বন্ডেড গুদাম হতে প্রতিমাসে একবার করে পণ্য আউট বন্ডের অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারবেন। উক্ত আবেদনে নির্মিতব্য জাহাজের হাল (Hull) নম্বর, তারিখসহ ইন্টু বন্ড নম্বর, বি/ই নম্বর, ইনভয়েস নম্বর, বিএল নম্বর এবং পণ্যের নাম, বিবরণ ও পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে;

(১০) উক্তরূপ আবেদন পাওয়ার পর বন্ড অফিসার তা পর্যালোচনাপূর্বক সঠিক পেলে বন্ডেড গুদাম হতে পণ্য খালাসের অনুমতি দেবেন এবং কম্পিউটারে তার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করবেন। এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম উদ্ভব হলে তা Dispute Sub system Folder এ লিপিবদ্ধ করবেন;

(১১) প্রতিটি রপ্তানি আদেশের বিপরীতে প্রত্যায়িত ও আমদানিকৃত কাঁচামাল এবং সরঞ্জামাদি ইন্টু বন্ডের পর আউট বন্ড করে জাহাজ নির্মাণের পর একটি নির্দিষ্ট হাল নম্বরের বিপরীতে যে পরিমাণ কাঁচামাল জাহাজে ব্যবহৃত হয়েছে জাহাজ নির্মাণকারক প্রতিষ্ঠানকে তার বিস্তারিত ঘোষণা প্রদান করতে হবে। উক্ত ঘোষণায় জাহাজের হাল নম্বর, যে বন্ডের বিপরীতে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়েছে উক্ত বন্ড নম্বর ও তারিখ এবং পরিমাণের উল্লেখ থাকতে হবে;

(১২) কোন কারণে যদি classification socity কর্তৃক প্রত্যায়িত/অনুমোদিত কাঁচামালের ও সরঞ্জামের তালিকার বাইরে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি করা হয় অথবা কোন ক্রুটির কারণে বা কাস্টমস কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির কারণে বা অন্য কোন কারণে কোন কাঁচামাল বা আমদানিকৃত কোন পণ্য সম্পর্কে যৌক্তিক কোন অনিয়ম দেখা দিলে বা কোন সমস্যার উদ্ভব হলে দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক উক্ত পণ্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন সাপেক্ষে Re-export/Ship back করা যাবে;

(১৩) জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান জাহাজ নির্মাণের পর তা রপ্তানির অন্তত একমাস (ত্রিশ দিন) পূর্বে জাহাজ নির্মাণ সম্পন্নের ঘোষণা প্রদানপূর্বক জাহাজ নির্মাণ সম্পন্নের সনদের জন্য মনোনীত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি (Assigned Class) এবং POMMD/BUET এর নিকট সহগ সংক্রান্ত সনদপত্রের জন্য আবেদন পেশ করবেন। এ আবেদনে জাহাজের হাল নম্বরের উল্লেখ থাকতে হবে;

(১৪) জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা ও আবেদন পাওয়ার পর তা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যাচাই বাছাইপূর্বক সঠিক প্রাপ্তিসাপেক্ষে মনোনিত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি জাহাজ নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে (Completion of construction certificate) মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন;

(১৫) অনুরূপভাবে জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হতে আবেদন পাওয়ার পর POMMD/BUET কর্তৃপক্ষ সহগ মোতাবেক কাঁচামালের ব্যবহার যথাযথ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন;

(১৬) জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এ পর্যায়ে ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি (Assigned class) কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্রের হার্ড কপি এবং BUET/MMD কর্তৃক ইস্যুকৃত সহগ সংক্রান্ত সনদপত্রের হার্ড কপিসহ কাস্টমস বন্ড বরাবর ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করবেন;

(১৭) ক্রমিক নং-১৬-তে উল্লিখিত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি (Assigned class) কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্রের হার্ড কপি এবং BUET/MMD কর্তৃক ইস্যুকৃত সহগ সংক্রান্ত সনদপত্রের হার্ড কপির ভিত্তিতে বন্ড কমিশনারেট সাময়িক বন্ড ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (Provisional Bond Clearance Certificate) ইস্যু করবেন। তবে এ বিষয়ে কোন অনিয়ম/অসঙ্গতি পরিলক্ষিত

হলে বা কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে Dispute Sub system ফোল্ডারে সন্নিবেশের জন্য সরবরাহ (Input) করতে হবে এবং এক্ষেত্রে তা নিস্পত্তি সাপেক্ষে সাময়িক বন্ড ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে;

(১৮) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক ইস্যুকৃত সাময়িক বন্ড ছাড়পত্র (Provisional Bond clearance certificate) জারির পর জাহাজের Sea trial দেয়া যাবে। Sea trial-এ জাহাজ যথাযথ প্রাপ্তিসাপেক্ষে মনোনীত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি চূড়ান্ত সনদপত্র এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠান Acceptance certificate প্রদান করবেন;

[৪][(১৯) নির্মার্ণকারী প্রতিষ্ঠান ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক ইস্যুকৃত চূড়ান্ত সনদের হার্ড কপি এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Acceptance Certificate এর হার্ড কপিসহ বন্ড কমিশনারেট বরাবর চূড়ান্ত বন্ড ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করবেন। আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বন্ড কমিশনারেট চূড়ান্ত বন্ড ছাড়পত্র প্রদান করবেন;]

(২০) ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি চূড়ান্ত সনদ, POMMD/BUET এর সনদ ও ছাড়পত্র, ক্রেতার acceptance certificate এবং কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটের চূড়ান্ত ছাড়পত্র প্রাপ্তিসাপেক্ষে কাস্টম হাউস (রপ্তানি), চট্টগ্রাম বিধি মোতাবেক জাহাজের পোর্ট ক্লিয়ারেন্সসহ রপ্তানি আদেশ প্রদান করবেন।

০২। উক্ত কর্মপদ্ধতির ক্রমিক নম্বর ১৩ থেকে ১৫ তে উল্লিখিত কার্যক্রম ১৪ দিনের মধ্যে, ক্রমিক নং-১৩ থেকে ১৭ তে উল্লিখিত কার্যক্রম ২৭ দিনের মধ্যে ক্রমিক নং- ১৮ থেকে ১৯ এ উল্লিখিত কার্যক্রম ২ দিনের মধ্যে এবং ২০ এ উল্লিখিত কার্যক্রম ১ দিনের মধ্যে, এবং সম্পূর্ণ কাজটি অর্থাৎ ক্রমিক নং- ১৩ থেকে ২০ এ উল্লিখিত কাজ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পাদন করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।

০৩। প্রয়োজন হলে রাজস্ব সুরক্ষা এবং জনস্বার্থে কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এ আদেশ সংশোধন ও ভিন্ন কোন শর্ত সংযোজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

(ড. মারুফুল ইসলাম)
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)

উৎস: *মূল কপি।*

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ

বেপজা কমপ্লেক্স

বাড়ি-১৯/ডি, রোড-৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

সূত্রঃ বেপজা/ইএস/১৭/০৯/৪২৬ তারিখঃ আষাঢ় ১৪, ১৪১৬/জুন ২৮,২০০৯

মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক
চট্টগ্রাম/ঢাকা/কুমিল্লা/মংলা/উত্তরা/ঈশ্বরদী/কর্ণফুলী/আদমজী ইপিজেড।

বিষয়ঃ বেপজা গভর্নর বোর্ডের ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের (১) উৎপাদন কাজে ব্যবহার অযোগ্য পুরাতন মেশিনারীজ স্ক্র্যাপে রূপান্তরপূর্বক প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়, (২) পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এবং ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ প্রয়োজনীয় শুল্কায়ন সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয় এবং (৩) আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের জন্য সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বাম/অবা-১/১(৪)/২০০৮(অংশ-১)/৩০৩ তারিখ জুন ২৮,২০০৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে বেপজা গভর্নর বোর্ডের ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুমোদনপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

এ নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (ইএস), বেপজা ঢাকা Focal Point হিসেবে কাজ করবে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক (১২ পাতা)।

মোঃ খোরশেদ আলম
মহাব্যবস্থাপক (ইএস)

উৎস: *মূল কপি।*

[৪] নথি নং- ৫(১৩)১৯৬/বন্ড কমি:(সদর)/অটোমেশন/২০০৮/৮৪৮, তারিখ: ২৩/০১/২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
অবা-১ শাখা

নং-বাম/অবা-১/১(৪)/২০০৮(অংশ-১)/৩০৩ তারিখ : ২৮.০৬.২০০৯

বিষয়: বেপজা গভর্নর বোর্ড এর ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে ইপিজেডে অবস্থিত শিল্প কারখানা সমূহে (১) উৎপাদন কাজে ব্যবহারের অযোগ্য পুরাতন মেশিনারীজ স্ক্র্যাপে রূপান্তরপূর্বক প্রয়োজনীয় শুল্ককরাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়, (২) পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল কমপক্ষে ১০ বছর রয়েছে এবং ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ প্রয়োজনীয় শুল্কায়ন সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয় এবং (৩) আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রির জন্য প্রণীত নীতিমালা অনুমোদনপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

(রেখা রাণী বালো)
সিনিয়র সহকারী সচিব

বেপজা গভর্নর বোর্ডের ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের (১) উৎপাদন কাজে ব্যবহার অযোগ্য পুরাতন মেশিনারীজ স্ক্র্যাপে রূপান্তরপূর্বক প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়, (২) পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এবং ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ প্রয়োজনীয় শুল্কায়ন সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয় এবং (৩) আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের জন্য সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
অবা-১ শাখা

নং- তারিখ :...................

বেপজা গভর্নর বোর্ডের ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের (১) উৎপাদন কাজে ব্যবহার অযোগ্য পুরাতন মেশিনারীজ স্ক্র্যাপে রূপান্তরপূর্বক প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়, (২) পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এবং ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ প্রয়োজনীয় শুল্কায়ন সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয় এবং (৩) আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের জন্য সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯।

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের (১) উৎপাদন কাজে ব্যবহার অযোগ্য পুরাতন মেশিনারীজ স্ক্র্যাপে রূপান্তরপূর্বক প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়, (২) পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এবং ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ প্রয়োজনীয় শুল্কায়ন সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয় এবং (৩) আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের বিষয়টি সহজীকরণের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উল্লিখিত তিনটি বিষয় সহজীকরণের জন্য বেপজা গভর্নর বোর্ডের ২৯তম সভায় উপস্থাপন করা হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমন্বিত নীতিমালাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করে প্রণয়ন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

(১) উৎপাদন কাজে ব্যবহার অযোগ্য পুরাতন মেশিনারীজ স্ক্র্যাপে রূপান্তরপূর্বক প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়;

(২) পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এবং ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ প্রয়োজনীয় শুল্কায়ন সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয় এবং

(৩) আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়।

১. বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের উৎপাদন কাজে ব্যবহার অযোগ্য পুরাতন মেশিনারীজ স্ক্র্যাপে রূপান্তরপূর্বক প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়:

১.১ ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত, উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত এবং বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য পুরাতন মেশিনারীজ স্ক্র্যাপে রূপান্তরপূর্বক প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় (DTA) বিক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক বরাবর স্ক্র্যাপ মেশিনারীজের সংখ্যা/পরিমান, বিক্রয়ের প্রাক্কলিত মূল্য, আমদানি ও ব্যবহারের সময়কাল, বর্তমান অবস্থা, বিক্রয়ের যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-১) আবেদন করবেন।

১.২ কোম্পানির আবেদন প্রাপ্তির পর মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক ০৫(পাঁচ) টি কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির সভা আহ্বান করবেনঃ

(ক)	মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক	-আহ্বায়ক
(খ)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সিঃ সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)	- সদস্য
(গ)	কাস্টমসের প্রতিনিধি (ডেপুটি কমিশনার/ সহকারী কমিশনারের নিচে নয়)	- সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি	- সদস্য

১.২.১ জোন/প্রকল্পের উপ-মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমার্শিয়াল অপারেশন কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

১.২.২ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

১.৩ মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার অযোগ্য স্ক্র্যাপ মেশিনারীজ সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং সত্যতা নিরূপনপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১.৪ কমিটির সভায় স্ক্র্যাপ বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে শিল্প প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব খরচে ন্যূনতম ১৫ দিনের সময় দিয়ে অন্তত ৩টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (২টি বাংলা জাতীয় দৈনিক, ১টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক) সিলমোহরকৃত উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে এ বিষয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। নির্দিষ্ট দিনে টেন্ডার ড্রপের জন্য সংশ্লিষ্ট জোন/প্রকল্প অফিস, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা (যেখানে যা প্রযোজ্য) ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে ন্যূনতম ০৩টি উন্মুক্ত দরপত্র না পাওয়া গেলে একইভাবে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করতে হবে। দরপত্র প্রক্রিয়া তদারকি এবং দরপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল্যকে বিনিময় মূল্য (Transaction value) হিসেবে গ্রহণ করত: উক্ত কমিটি দরপত্র মূল্যায়নপূর্বক ০৩(তিন)টি কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কমিশনারের নিকট অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট বন্ড/কাস্টমস কমিশনার প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ০৭(সাত)টি কার্যদিবসের মধ্যে অনুমোদনের বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালককে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

১.৫ মূল্যায়ন কমিটির প্রথম সভায় দরপত্র মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে অনুষ্ঠিতব্য সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হবে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাটি অবশ্যই প্রথম সভা অনুষ্ঠানের ২০(বিশ)টি কার্যদিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে। কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করে দু'দিনের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক বরাবরে জমা দেয়ার পর মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা আহ্বান করবেন।

১.৬ জোন/প্রকল্পের মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট শুল্ক কমিশনারেটের অনুমতি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ঋণপত্র খোলা এবং শুল্ক ও কর পরিশোধপূর্বক ব্যবহার অযোগ্য স্ক্র্যাপ মেশিনারীজ ছাড়করণের জন্য জোনের মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক দুই দিনের মধ্যে অনুমতি প্রদান করবেন।

১.৭ মহাব্যস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক অনুমতি প্রদানের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জোনের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি ও কাস্টমস প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ডেলিভারী কমিটি গঠন করে ব্যবহার অযোগ্য স্ক্র্যাপ মেশিনারীজ তিন দিনের মধ্যে খালাস নিশ্চিত করবেন।

১.৮ জোন/প্রকল্প কর্তৃক ক্রমিক ১.৭ এর মাধ্যমে গঠিত ডেলিভারী কমিটি ব্যবহার অযোগ্য স্ক্র্যাপ মেশিনারজি ব্যতীত অন্য কোন মেশিন বা অনুমোদিত মেশিনারীজের বাইরে অতিরিক্ত মেশিনারীজ যাতে খালাস করতে না পারে তা নিশ্চিত করবে।

২। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এবং ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ প্রয়োজনীয় শুল্কায়ন সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়:

২.১ বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এবং ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ প্রয়োজনীয় শুল্কায়ন সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক বরাবর পুরাতন অথচ ব্যবহারযোগ্য মেশিনারীজের সংখ্যা/পরিমাণ, বিক্রয়ের প্রাক্কলিত মূল্য, আমদানি ও ব্যবহারের সময়কাল বর্তমান অবস্থা, বিক্রয়ের যথাযথ কারণ, ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-২) আবেদন করবেন:

২.২ কোম্পানির আবেদন প্রাপ্তির পর মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক ০৫(পাঁচ)টি কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির সভা আহ্বান করবেন:

(ক)	মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক	-আহ্বায়ক
(খ)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সি: সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)	- সদস্য
(গ)	কাস্টমসের প্রতিনিধি (ডেপুটি কমিশনার/সহকারী কমিশনারের নিচে নয়)	- সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি	- সদস্য

২.২.১ জোন/প্রকল্পের উপ-মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমার্শিয়াল অপারেশন কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

২.২.২ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

২.৩ মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এরূপ ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ সরেজমিন পরিদর্শন করে সত্যতা নিরূপনপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২.৪ মূল্যায়ন কমিটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস আদেশ নথি নং-২(২)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/২৬৫(১) তারিখ : ২২.০৯.২০০৪ অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণপূর্বক ০৩(তিন) টি কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বন্ড/কাস্টমস কমিশনারের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট বন্ড/কাস্টমস কমিশনার প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ০৭(সাত)টি কার্যদিবসের মধ্যে অনুমোদনের বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালককে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

২.৫ সংশ্লিষ্ট শুল্ক কমিশনারের অনুমতি প্রাপ্তির পর জোন/প্রকল্পের মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক আমদানিকৃত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এরূপ ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ খালাসের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণপত্র বা ডি/এ এর মাধ্যমে শুল্কায়ন করার জন্য দুই দিনের মধ্যে অনুমতি প্রদান করবেন।

২.৬ মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক অনুমতি প্রদানের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জোনের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি ও কাস্টমস প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ডেলিভারী কমিটি গঠন করে পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এবং ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ ০৩(তিন) দিনের মধ্যে খালাস নিশ্চিত করবেন।

২.৭ জোন/প্রকল্প কর্তৃক ক্রমিক ২.৬ এর মাধ্যমে গঠিত ডেলিভারী কমিটি শুধুমাত্র পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এবং ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ ব্যতীত অন্য কোন মেশিনারীজ বা অনুমোদিত মেশিনারীজের বাইরে অতিরিক্ত মেশিনারীজ যাতে খালাস করতে না পারে তা নিশ্চিত করবে।

৩। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়:

৩.১ ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় (DTA) বিক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক বরাবর আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামালের সংখ্যা/পরিমাণ, বিক্রয়ের প্রাক্কলিত মূল্য, আমদানি ও ব্যবহারের সময়কাল, বর্তমান অবস্থা, বিক্রয়ের যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-৩) আবেদন করবেন:

৩.২ কোম্পানির আবেদন প্রাপ্তির পর মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক ০৫(পাঁচ)টি কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির সভা আহ্বান করবেন:

(ক)	মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক	-আহ্বায়ক
(খ)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সি: সহকারী সচিব/সহকারী সচিব)	- সদস্য
(গ)	কাস্টমসের প্রতিনিধি (ডেপুটি কমিশনার/সহকারী কমিশনারের নিচে নয়)	- সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি	- সদস্য

৩.২.১ জোন/প্রকল্পের উপ-মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমার্শিয়াল অপারেশন কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.২.২ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৩.৩ মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং সত্যতা নিরূপণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৩.৪ মূল্যায়ন কমিটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস আদেশ নথি নং-৩(৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৩৪ তারিখ ১০-০২-২০০৮ অনুযায়ী সুপারিশ প্রণয়ন করবেন।

৩.৫ কমিটির সভায় আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে শিল্প প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব খরচে ন্যূনতম ১৫ দিনের সময় দিয়ে অন্তত ৩টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (২টি বাংলা জাতীয় দৈনিক, ১টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক) সিলমোহরকৃত উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে এ বিষয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। নির্দিষ্ট দিনে টেন্ডার ড্রপের জন্য সংশ্লিষ্ট জোন/প্রকল্প অফিস, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা (যেখানে যা প্রযোজ্য) ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে ন্যূনতম ০৩টি উন্মুক্ত দরপত্র না পাওয়া গেলে একইভাবে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করতে হবে। দরপত্র প্রক্রিয়া তদারকি এবং দরপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল্যকে বিনিময় মূল্য (Transaction value) হিসেবে গ্রহণ করত: উক্ত কমিটি দরপত্র মূল্যায়নপূর্বক ০৩(তিন)টি কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কমিশনারের নিকট অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট বন্ড/কাস্টমস কমিশনার প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ০৭(সাত)টি কার্যদিবসের মধ্যে অনুমোদনের বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালককে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

৩.৬ এ নীতিমালা জারির পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরুর তারিখ হতে উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রতি অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের মোট আমদানিকৃত কাঁচামালের ১০% একবারে বিক্রয়ের সুযোগ পাবেন এবং এরপর হতে প্রতি অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের মোট আমদানিকৃত কাঁচামালের ১০% একবার বিক্রয় করতে পারবেন।

৩.৭ মূল্যায়ন কমিটির প্রথম সভায় দরপত্র মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রণয়নের সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হবে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাটি অবশ্যই প্রথম সভা অনুষ্ঠানের ২০(বিশ)টি কার্যদিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করে দু'দিনের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক বরাবরে জমা দেয়ার পর মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা আহ্বান করবেন।

৩.৮ জোন/প্রকল্পের মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট শুল্ক কমিশনারেটের অনুমতি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ঋণপত্র খোলা এবং শুল্ক ও কর পরিশোধপূর্বক আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল ছাড়করণের জন্য জোনের মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক দুই দিনের মধ্যে অনুমতি প্রদান করবেন।

৩.৯ মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক অনুমতি প্রদানের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জোনের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি ও কাস্টমস প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ডেলিভারী কমিটি গঠন করে উদ্বৃত্ত কাঁচামাল খালাস নিশ্চিত করবেন।

৩.১০ জোন/প্রকল্প কর্তৃক ক্রমিক ৩.৯ এর মাধ্যমে গঠিত ডেলিভারী কমিটি আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল ব্যতীত অন্য কোন মালামাল এবং অনুমোদিত পরিমাণের মালামালের বাইরে অতিরিক্ত মালামাল যেন খালাস করতে না পারে তা নিশ্চিত করবেন।

৪। প্রতিটি প্রক্রিয়া খালাসের পর মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক দু'দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন বেপজা নির্বাহী দপ্তর, সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেট এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অবগতির জন্য প্রেরণ করবেন।

৫। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ৪০(চল্লিশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৬। মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ যথাযথভাবে এ নীতিমালা বাস্তবায়ন করবেন। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কোন প্রকার জটিলতা দেখা দিলে মূল্যায়ন কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্টীকরণের জন্য বেপজা কর্তৃপক্ষের নিকট সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রস্তাব প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক বেপজা কর্তৃপক্ষের নিকট যৌক্তিক বলে বিবেচিত হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংশোধীত নীতিমালা জারি করবেন।

৭। এ নীতিমালাটি বেপজা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

৮। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বিতরণ: স্বাক্ষর

(........................)

১.
২.
৩.
৪.

সংলগ্নী-১

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের উৎপাদন কাজে ব্যবহার অযোগ্য পুরাতন মেশিনারীজ স্ক্র্যাপে রূপান্তরপূর্বক প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের আবেদন পত্র।

১। জোনের নাম:
২। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম:
৩। মেশিনারীজের বর্ণনা:
৪। মেশিনারীজ আমদানির অনুমতিপত্র নং ও তারিখ (সংযুক্ত):
৫। কমার্শিয়াল ইনভয়েস নং, তারিখ ও মূল্য (সংযুক্ত):
৬। এলসি/ডিএ নং (সংযুক্ত):
৭। বন্ড নং ও তারিখ:
৮। মেশিনারীজ স্থাপনের তারিখ (বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরুর তারিখ):
৯। উৎপাদন কাজে ব্যবহারের সময়:
১০। কোম্পানি কর্তৃক স্ক্র্যাপে ঘোষণার তারিখ:
১১। স্ক্র্যাপের পরিমাণ/সংখ্যা/ধরণ:
১২। অন্যান্য:

মালিক/দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নাম ও স্বাক্ষর

নাম: ....

স্বাক্ষরঃ ....

আবেদনের তারিখঃ ....

সংলগ্নী-২

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের পুরাতন অথচ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল কমপক্ষে দশ বছর রয়েছে এবং ব্যবহার উপযোগী মেশিনারীজ প্রয়োজনীয় শুল্কায়ন সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের আবেদন পত্র।

১। জোনের নামঃ

২। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামঃ

৩। মেশিনারীজের বর্ণনাঃ

৪। মেশিনারীজ আমদানির অনুমতিপত্র নং ও তারিখ (সংযুক্ত):

৫। কমার্শিয়াল ইনভয়েস নং, তারিখ ও মূল্য (সংযুক্ত):

৬। এলসি/ডিএ নং (সংযুক্ত):

৭। বন্ড নং ও তারিখঃ

৮। মেশিনারীজ স্থাপনের তারিখ (বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরুর তারিখ):

৯। উৎপাদন কাজে ব্যবহারের সময়ঃ

১০। মেশিনারীজের পরিমাণ/সংখ্যা/ধরণঃ

১১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তালিকাভুক্ত/আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সার্ভেয়ার কোম্পানির সনদপত্র (সংযুক্ত):
সার্ভে কোম্পানির নাম, সনদপত্র নম্বর ও তারিখ : ....

১২। ইচ্ছুক ক্রেতার পুরো নাম ও ঠিকানা এবং ক্রয়ের ইচ্ছা সম্পর্কিত প্রমাণপত্র যেমন ১৫০/= টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বিক্রয় চুক্তিনামা (সংযুক্ত):

১৩। অন্যান্যঃ

মালিক/দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নাম ও স্বাক্ষর

নামঃ ....

স্বাক্ষরঃ ....

আবেদনের তারিখঃ ....

সংলগ্নী-৩

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহের আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের আবেদন পত্র।

১। জোনের নামঃ

২। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামঃ

৩। আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত মালামালের বর্ণনাঃ

৪। আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল আমদানির অনুমতিপত্র নং ও তারিখ (সংযুক্ত):

৫। কমার্শিয়াল ইনভয়েস নং, তারিখ ও মূল্য (সংযুক্ত):

৬। এলসি/ডিএ নং (সংযুক্ত):

৭। বন্ড নং ও তারিখঃ

৮। আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামালের পরিমাণ/সংখ্যা/ধরণঃ

৯। কোম্পানি কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল উদ্বৃত্ত ঘোষণার তারিখঃ

১০। অন্যান্যঃ

মালিক/দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নাম ও স্বাক্ষর

নামঃ ....

স্বাক্ষরঃ ....

আবেদনের তারিখঃ ....

উৎসঃ *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৭(৩৩)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/৪২৫ তারিখঃ ২৬/০৭/২০০৯

আদেশ

বিষয়: সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে ওয়্যার হাউজে রক্ষিত ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস প্রাপ্ত কাঁচামালের শুল্ক মওকুফের আদেশ জারি প্রসঙ্গে।

সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউসে রক্ষিত কোন পণ্য অথবা কাঁচামাল কোন দূর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুক্তিসঙ্গত কারণবশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তা নিস্পত্তির বিষয়ে Customs Act, 1969 এর ধারা ২১৯বি-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল:

(ক) Customs Act, 1969 এর Section 86 এর অধীন বন্ডেড ওয়্যারহাউসে রক্ষিত কোন পণ্য অথবা কাঁচামাল কোন দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুক্তিসঙ্গত কারণবশত: ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ঘটনা সংঘটন পরবর্তী দুই কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বন্ডদাতা শুল্ক কমিশনার (বন্ড) বরাবর ফরম "ক"-এ একটি ঘোষণাপত্র প্রদান করিবেন। ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পণ্যের পরিমাণ নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত ওয়্যারহাউস হইতে কোন পণ্য অথবা কাঁচামাল অপসারণ কিংবা ওয়্যারহাউসে কোন পণ্য প্রবেশ করানো যাইবে না।

(খ) সংশ্লিষ্ট বন্ডদাতার নিকট হইতে ফরম "ক"-এ ঘোষণাপত্র পাওয়ার পর শুল্ক কমিশনার (বন্ড) ঘোষণাপত্রটি সংশ্লিষ্ট নথিতে উপস্থাপন করিয়া উপানুচ্ছেদ "গ"-এ উল্লিখিত কমিটির নিকট ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য অথবা কাঁচামালের প্রকৃত পরিমাণ ও তাহার ওপর প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ঘোষণাপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রেরণ করিবেন।

(গ) ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য অথবা কাঁচামালের পরিমাণ এবং প্রযোজ্য শুল্ক-কর নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট শুল্ক কমিশনার (বন্ড) নিম্নরূপ কমিটি গঠন করিবেন, যথা:-

(ক)	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা	-	দলনেতা
(খ)	সংশ্লিষ্ট সার্কেল সুপারিনটেনডেন্ট	-	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য

(ঘ) ঘোষণাপত্র ও আনুষঙ্গিক দলিলাদি পাওয়ার পর উপানুচ্ছেদ-গ এ বর্ণিত কমিটি দূর্ঘটনার বিষয়টি সরেজমিন তদন্ত করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য অথবা কাঁচামালের পরিমাণ এবং উক্ত পরিমাণ পণ্য অথবা কাঁচামালের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক-করাদির প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া শুল্ক কমিশনার (বন্ড)-এর নিকট ১৫(পনের) দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। প্রতিবেদনে পণ্য অথবা কাঁচামাল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ, বিশেষজ্ঞ মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ফায়ার সার্ভিস বিভাগের মতামত এবং বীমাকারী কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকিতে হইবে।

(ঙ) শুল্ক কমিশনার (বন্ড) কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রতিবেদনের সুপারিশ ও বীমাকারী কর্তৃপক্ষের Claim Settlement/Final Payment প্রদানের ভিত্তিতে শুল্ক-করাদি মওকুফের আদেশ জারি করিবেন।

ফরম-'ক'

দূর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুক্তিসঙ্গত কারণবশত: ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত পণ্য/কাঁচামালের শুল্ক করাদি মওকুফের লক্ষ্যে ঘোষণাপত্র

(section 115)

বরাবর

কমিশনার,
.... কমিশনারেট
.... ।

জনাব

নিবেদন এই যে, আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে, গত .... তারিখ .... ঘটিকায় .... কারণে নিম্নেবর্ণিত পণ্য/কাঁচামাল, যাহা The Customs Act, 1969 এর Section 86 এর অধীনে বন্ড গুদামে গুদামজাত ছিল তাহা সম্পূর্ণ/আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত/ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় The Customs Act, 1969-এর Section 115 অনুযায়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত/ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য/কাঁচামালের শুল্ক-করাদি মওকুফের জন্য ঘোষণা প্রদান করিতেছি।

০১।	আবেদনকারী	:	(ক) নাম: (খ) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: (গ) বন্ড লাইসেন্স নম্বর ও তারিখ: (ঘ) মূসক নিবন্ধন নম্বর: (ঙ) টিআইএন নম্বর: (চ) বীমার রসিদ নং ও তারিখ:
০২।	রপ্তানি এলসি (ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত) (যদি সম্ভব হয়)	:	নম্বর ও তারিখ:
০৩।	আমদানি এলসিসহ অন্যান্য দলিলাদি: (কাস্টমস কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষরিত এবং লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত) (যদি সম্ভব হয়)	:	(ক) নম্বর ও তারিখ: (খ) ইনভয়েস নং ও তারিখ: (গ) বি/এল, এওয়ারওয়ে বিল, ডেলিভারি চালান নম্বর ও তারিখ: (ঘ) বি/ই নম্বর ও তারিখ: (ঙ) প্যাকিং লিস্ট নম্বর ও তারিখ: (চ) ইউডি নম্বর ও তারিখ:
০৪।	দূর্ঘটনার কারণ	:	
০৫।	দূর্ঘটনার বিষয়টি নিকটস্থ থানাকে অবহিত করিলে তাহার জিডি নং ও তারিখ	:	
০৬।	ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য/কাঁচামাল এর (যদি সম্ভব হয়)	:	(ক) বিবরণ : (১) (২) (খ) পরিমাণ : (১) (২) (গ) আনুমানিক মূল্য:

আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি ও দলিলাদি যদি পরবর্তীকালে ভুল/মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে শুল্ক কর্তৃপক্ষের আইনসম্মত যে কোন শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিব।

তারিখ:

স্বাক্ষর:
আবেদনকারীর নাম:
পদবি:
প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে
(ম. সফিউজ্জামান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

স্থায়ী আদেশ নং-১/২০০৯ তারিখ: ১৩/১০/২০০৯

বিষয়: শতভাগ রপ্তানিমুখী (সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে আবশ্যক দলিলাদি সম্পর্কিত আদেশ।

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের নিয়ন্ত্রণাধীন বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী (সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে উল্লিখিত বিষয় সংক্রান্ত এ দপ্তরের পূর্বেকার সকল আদেশ বাতিলপূর্বক প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য যে সকল দলিল আবশ্যক নিম্নে তা কার্যক্রমভিত্তিক উল্লেখ করা হলো। আলোচ্য ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্সধারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য আবশ্যক দলিলাদির সত্যায়িত কপিসহ নিজস্ব প্যাডে যথাযথ মূল্যমানের কোর্ট ফি যুক্ত আবেদন যথোপযুক্ত কর্মকর্তার বরাবরে দাখিল করবেন। প্রাপ্ত আবেদন এ দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সিটিজেন চার্টারে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নিস্পত্তি করতে হবে।

১। মালিকানা পরিবর্তন

(ক) মালিকানা পরিবর্তন বিষয়ে কোম্পানির বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্ত;
(খ) বিনিয়োগ বোর্ড অনুমোদিত পরিবর্তিত মালিকানা কাঠামো;
(গ) জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অনুমোদিত ফরম-XII ও ১১৭;
(ঘ) যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারিকৃত নতুন মালিকগনের নাম, পিতার নাম, পদবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, নমুনা স্বাক্ষর, ছবি এবং পূর্বের এবং পরবর্তীকালে উদ্ভূত দায়-দেনা বহনের অঙ্গীকারনামা;
(ঙ) নতুন আগত পরিচালকদের জাতীয়তা সনদপত্র অথবা পাসপোর্টের কপি;
(চ) লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র ও ব্যাংক কর্তৃক নতুন মালিকদের বন্ড সম্পাদনের সক্ষমতার বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র;
(ছ) নতুন মালিকগণ কর্তৃক ১০০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ৩ (তিন) কোটি টাকার জেনারেল বন্ড (ধারা-৮৬ অনুযায়ী); এবং
(জ) মেয়াদ থাকলে জেনারেল বন্ডের প্রতিস্থাপন, মেয়াদ না থাকলে নতুন জেনারেল বন্ড ইস্যুকরণ।

২। কারখানা স্থানান্তর

(ক) কারখানা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা মালিকানা দলিলের সত্যায়িত কপি;
(খ) লে-আউট প্ল্যান এবং কারখানার অনুমোদিত নকশা;
(গ) ট্রেড লাইসেন্স;
(ঘ) সংশ্লিষ্ট সমিতি অথবা চেম্বারের সুপারিশ পত্র; এবং
(ঙ) লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র।
(চ) কারখানা স্থানান্তরকালে মেশিনারি, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়-দায়িত্ব বন্ডার বহন করবেন এই মর্মে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা।

উল্লিখিত দলিলাদিসহ আবেদন পাওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কারখানা সাময়িক স্থানান্তরের অনুমোদন দেওয়া হবে। সাময়িক স্থানান্তর অনুমোদনপ্রাপ্তির পরবর্তী ২ (দুই) মাসের মধ্যে কারখানা চূড়ান্ত স্থানান্তরপূর্বক নিম্নোক্ত দলিলাদিসহ আবেদন করে চূড়ান্ত স্থানান্তরের অনুমোদন নিতে হবে।

(ক) নতুন ঠিকানা সম্বলিত ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের কপি;
(খ) নতুন ঠিকানা সম্বলিত আইআরসি ও ইআরসি-র কপি;
(গ) নতুন ঠিকানা সম্বলিত আয়কর সনদপত্রের কপি;
(ঘ) বিনিয়োগ বোর্ডের সংশোধিত নিবন্ধনপত্রের কপি;
(ঙ) নতুন ঠিকানায় ফায়ার লাইসেন্সের কপি; এবং
(চ) নতুন ঠিকানায় বিদ্যুৎ অথবা জেনারেটর সংযোগ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;

উল্লিখিত দলিলাদি দাখিলের পর বন্ড অফিসার প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন দিবেন। প্রতিবেদনে দলিলাদি এবং স্থাপনা যথাযথ থাকলে চূড়ান্ত স্থানান্তরের অনুমোদন দেয়া হবে।

৩। জেনারেল বন্ড সম্পাদন

১০০০/- (এক হাজার) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে লাইসেন্সিং রুলে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের বন্ড যাতে পরিচালকদের স্বাক্ষর লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত থাকবে। এইরূপ বন্ডসহ আবেদন প্রাপ্তির পর নথি পর্যালোচনাপূর্বক প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক

প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নবায়ন থাকলে ১(এক) বছরের জন্য জেনারেল বন্ড এবং সরাসরি রপ্তানিকারক (নীট, ওভেন ও সুয়েটার প্রস্তুতকারী) প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ৩ (তিন) বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ড সম্পাদন করা যাবে, যথা:-

(i) যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট (Audit) কার্যক্রম হালনাগাদ আছে;

(ii) অডিট (Audit) সংক্রান্ত সমুদয় দলিলাদি জমা প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু লোকবলের স্বল্পতার কারণে শুল্ক কর্তৃপক্ষ অডিট (Audit) কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন অসহযোগিতা ছিল না এরূপ ক্ষেত্রে Audit দু' বছর বাকী থাকলে;

(iii) গত তিন বছরের মধ্যে দু'বছর অডিট (Audit) সম্পন্ন রয়েছে, কিন্তু অডিট (Audit) এর জন্য তৃতীয় বছরের সকল আনুষঙ্গিক দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি;

(iv) যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট (Audit) দুই বছরের অধিক সময়ের জন্য অনিষ্পন্ন রয়েছে এবং সমুদয় দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) মাস সময়ের জন্য সাধারণ বন্ড সম্পাদন করা যাবে। Audit এর জন্য সমুদয় দলিলাদি উক্ত ৩ (তিন) মাসের মধ্যে জমা দেয়া না হলে উক্তরূপ সীমিত সময়ের জন্য সম্পাদিত সাধারণ বন্ড বাতিল করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কারণে নিরীক্ষা সম্পন্ন না হলে আরও ২১(একুশ) দিনের জন্য সাময়িক জেনারেল বন্ড দেয়া হবে; এবং

(v) আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য জেনারেল বন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১০ (দশ) দিন পূর্বে নতুন জেনারেল বন্ডের জন্য আবেদন দাখিল করা যাবে।"

৪। **অডিট**

ক) নির্ধারিত ছকে লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত বার্ষিক আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের বিবরণ;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত ফরমেটে লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যয়িত নিরীক্ষা মেয়াদের পিআরসি;

(গ) স্থায়ী আন্তঃ বন্ড স্থানান্তরের বিবরণ (যদি থাকে);

(ঘ) পাসবই;

(ঙ) নিরীক্ষা মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের এলসি (MLC/BBLC), বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালান;

(চ) নিরীক্ষা মেয়াদে রপ্তানিকৃত পণ্যের বিল অব এক্সপোর্ট, ইনভয়েস/ইনডেন্ট, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালান, এক্সপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট সংগ্রহ করে নিবে), ইউডি/রপ্তানি আদেশসমূহের মূল কপি;

(জ) বিজিএমইএ/বিকেএমইএ কর্তৃক প্রদত্ত ইউডি স্টেটমেন্ট।

উল্লিখিত দলিলাদির ভিত্তিতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট নির্ধারিত ফরমেটে অডিট সম্পন্ন করবে।

৫। **স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তর**

(ক) যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র;

(খ) কাঁচামাল প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তরতব্য কাঁচামাল আমদানির দলিলাদি, যেমন ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, ইনভয়েস, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালানের কপি, বি/ই, ইউডির কপি;

(গ) লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র;

(ঘ) কাঁচামাল গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের এলসি/সেলস কন্ট্রাক্ট, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, প্রোফরমা ইনভয়েস, ইউডি, ক্রয় আদেশের কপি।

(ঙ) স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরতব্য কাঁচামালের নমুনা;

(চ) বিজিএমইএ/বিকেএমইএ এর সুপারিশ; এবং

(ছ) স্থানান্তরকালে পণ্যের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়-দায়িত্ব আন্তঃবন্ড গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহনের রিস্ক বন্ড। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তে স্থায়ী আন্তঃ বন্ড স্থানান্তর অনুমোদন দেয়া যাবে।

শর্তসমূহ

ক) যে কাস্টম হাউস/স্টেশনের মাধ্যমে স্থানান্তরতব্য কাঁচামাল আমদানি হয়েছে সেই কাস্টম হাউস/স্টেশনে বা নিকটতম কাস্টম হাউসে রক্ষিত উভয় প্রতিষ্ঠানের পাসবইয়ে অথবা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে রক্ষিত পাসবইতে উক্ত স্থানান্তরের তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়ে নিতে হবে; এবং

খ) স্থানান্তরতব্য পণ্য রপ্তানির স্বপক্ষে পিআরসি সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানির পরবর্তী ৩(তিন) মাসের মধ্যে বন্ড কমিশনারেটের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার বরাবরে উপস্থাপন করতে হবে।

৬। কাঁচামালের অস্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তর (ইপিজেডের ক্ষেত্রে)

কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ ও উৎপাদিতব্য পণ্যের রপ্তানির সময়সীমা থাকলে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিলের পর তদন্তসাপেক্ষে অস্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের অনুমোদন দেয়া হবেঃ

(ক) কি কারণে কাঁচামাল সাময়িক স্থানান্তরিত হবে তার বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত আবেদনপত্র;
(খ) কাঁচামাল স্থানান্তর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা;
(গ) বেপজার অনুমোদনপত্র;
(ঘ) স্থানান্তরকারী বন্ড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল স্থানান্তরকালে পণ্যের কোনরূপ ক্ষতি সাধন হলে তার দায়দায়িত্ব বহনের লক্ষ্যে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা;
(ঙ) কাঁচামালের নমুনা; এবং
(চ) স্থানান্তর গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার ঘোষণা (চার্জ প্রদানের), এলসি, প্রোফরমা ইনভয়েস।

৭। আমদানি পণ্য খালাসের অনাপত্তিপত্র (জেনারেল বন্ডের মেয়াদ না থাকলে)

(১) আমদানিকৃত পণ্য খালাসের লক্ষ্যে অনাপত্তিপত্রের প্রয়োজনীয়তা/কারণ উল্লেখপূর্বক বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবর নির্ধারিত কোর্ট ফিসহ আবেদন;
(২) লিয়েন ব্যাংক প্রত্যায়িত আমদানি এলসি, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির কপি; এবং
(৩) ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালান এবং ইউডির কপি।

৮। ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণ (প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে)

(ক) ব্যাংক গ্যারান্টির ফটোকপি;
(খ) ইউপি-এর কপি;
(গ) ডেলিভারি চালান, মূসক-১১ চালানের কপি (সংশ্লিষ্ট মূসক ইন্সপেক্টর কর্তৃক সত্যায়িত);
(ঘ) পিআরসি অথবা সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানি নিশ্চিত এবং ভবিষ্যতে পিআরসি পাওয়া যাবে এ মর্মে প্রত্যয়নপত্র।

৯। ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণ (সরাসরি রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে)

(ক) বিল অব এক্সপোর্ট, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, বি/এল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালানের কপি;
(খ) পাসবইয়ের কপি (রপ্তানির অংশ);
(গ) পিআরসি (এডি ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত);
(ঘ) ইজিএম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট সংগ্রহ করে নিবে)।

১০। নতুন ফরমেটে বন্ড লাইসেন্স জারিকরণ

(ক) যথাযথ মূল্যমানের স্ট্যাম্পযুক্ত ডাটাবেইজ ফরম পূরণপূর্বক আবেদন পত্র;
(খ) পুরাতন বন্ড লাইসেন্সের মূল কপি;
(গ) হালনাগাদ বাড়ি ভাড়া চুক্তিপত্র বা মালিকানা দলিলের ফটোকপি;
(ঘ) মূসক নিবন্ধন পত্রের ফটোকপি;
(ঙ) হালনাগাদ Bangladesh Customs Tariff Heading অনুযায়ী কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির বিবরণ ও এইচ এস কোড।

১১। লিয়েন ব্যাংক সংযোজন

(ক) সংযোজিতব্য লিয়েন ব্যাংকের সিআইবি এর উদ্ধৃতিসহ অনাপত্তি পত্র।

১২। লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন

(ক) বিদ্যমান লিয়েন ব্যাংক অথবা শাখা ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র;
(খ) নতুন সংযোজিত লিয়েন ব্যাংকের সিআইবি এর উদ্ধৃতিসহ অনাপত্তি পত্র।

১৩। লিয়েন ব্যাংকের শাখা পরিবর্তন

(ক) ব্যাংক ও শাখার নাম উল্লেখপূর্বক আবেদন পত্র।

১৪। অফিস ঠিকানা পরিবর্তন

(ক) সংশ্লিষ্ট সমিতির সুপারিশ;
(খ) বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা নিজস্ব হলে ভবনের মালিকানার দলিল।

১৫। মেশিনারিজ স্থাপন/সংযোজন (প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে)

ক) আমদানিকৃত অথবা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত মেশিনারিজের আমদানি/ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি যথা: বি/ই, এলসি, ইনভয়েস, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালান, মূসক চালান-১১ এর কপি;

খ) মেশিনারিজ স্থাপনের ঘোষণাপত্র;

গ) মেশিনারিজের ক্যাটালগ;

সুপারিনটেনডেন্ট পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন কর্মকর্তা উল্লিখিত দলিলাদি যাচাই এবং কারখানা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক মেশিনারিজের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণপূর্বক এ সংক্রান্ত আদেশ/নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্মকর্তা ও সুপারিনটেনডেন্ট প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী নতুন মেশিনারিজ বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্তির আদেশ দেয়া হবে এবং নতুন মেশিনের প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে।

১৬। কারখানা সম্প্রসারণ

(ক) সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা প্রণীত সংশোধিত নীলনকশা;

(খ) কারখানা ভবনের চুক্তিপত্র অথবা মালিকানা দলিলের কপি;

(গ) সমিতির সুপারিশ।

আবেদন পাওয়ার পর সরেজমিন যাচাইয়ে কারখানা ভবন সঠিক পাওয়া গেলে তা অনুমোদন দেয়া হবে।

১৭। বন্ড লাইসেন্সে নতুন কাঁচামাল সংযোজন

বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্সে নতুন কাঁচামাল সংযোজন করতে চাইলে কোম্পানির প্যাডে কাঁচামালের নাম ও এইচ এস কোড উল্লেখপূর্বক বন্ড কমিশনারেটের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্ড অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক উক্ত কাঁচামালের ব্যবহার সরেজমিন যাচাইপূর্বক সুপারিশ করা হলে সে মোতাবেক কাঁচামাল বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৮। ওভেন ও নীট কাপড় দ্বারা সেট তৈরি:

ওভেন/নীট/সুয়েটার প্রস্তুতকারক কর্তৃক আংশিক নীট/আংশিক ওভেন/আংশিক সুয়েটার এর পোশাক সংযুক্তিপূর্বক সেট তৈরি করে রপ্তানির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত দলিলসহ বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করতে হবে।

(ক) বিজিএমইএ/বিকেএমএ কর্তৃক এ বিষয়ে ইস্যুকৃত ইউডি এর কপি;

(খ) সাব-কন্ট্রাক্টের দলিল অথবা চুক্তিনামা;

(গ) ক্ষেত্র বিশেষে ঋণপত্রের কপি;

(ঘ) প্রোফরমা ইনভয়েস (পিআই) অথবা ইনভয়েস; এবং

(ঙ) প্রদত্ত সুবিধার যথাযথ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে যাবতীয় আইনগত দায়-দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবে মর্মে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গিকারনামা প্রদান।

রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদি পর্যালোচনায় রপ্তানি প্রতিষ্ঠিত হলে অঙ্গীকারনামাটি অবমুক্ত করা হবে।

১৯। **নমুনা স্বাক্ষর**

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্তের কপি;

(খ) যথাযথ মূল্যমানের স্ট্যাম্পে স্বাক্ষরসহ আবেদন এবং প্রত্যয়ন।

২০। **কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধি**

ক) সমিতি কর্তৃক কাঁচামালের গুণগত মান সম্পর্কে সুপারিশ।

উক্ত সুপারিশ পাওয়ার পর বন্ড অফিসার সরেজমিন পরিদর্শন করে কাঁচামালের মজুদ ও গুণাগুণ যাচাই করে এ দপ্তর থেকে জারিকৃত ফরম্যাট-এ প্রতিবেদন দিবেন। প্রতিবেদনের আলোকে মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ জারি করা হবে।

২১। **বন্ড লাইসেন্স অটো-নবায়ন:**

ক) নবায়ন ফি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার ট্রেজারি চালান;

খ) বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারখানার মালিকানা দলিল;

গ) আইআরসি/ইআরসি;

ঘ) ট্রেড লাইসেন্সের কপি;

ঙ) সমিতির সুপারিশ;

২২। বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ কাপড়/সুতা সমন্বয়করণ

বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ কাপড়/সুতা ব্যবহার করে রপ্তানির ক্ষেত্রে কাপড়/সুতার মেয়াদ বৃদ্ধি ও অডিটে সমন্বয়করণের জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দাখিল করতে হবে।

(ক) আমদানি সংক্রান্ত সকল দলিল;

(খ) রপ্তানি সংক্রান্ত বিল অব এক্সপোর্ট, ইনভয়েস অথবা প্রোফরমা ইনভয়েস অথবা ইনডেন্ট, বিএল/এয়ার ওয়ে বিল/ট্রাক চালান, ইউডির কপি, পাসবই, পিআরসি;

(গ) সমিতির সুপারিশ।

২৩। এ আদেশের কোন বিষয় দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ ও এর অধীনে প্রণীত বিধি-বিধান এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে এ্যাক্টের বিধান, সংশ্লিষ্ট বিধি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ কার্যকর হবে।

২৪। দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর সেকশন ২১৯বি এর ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হলো।

২৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(ড. মারুফুল ইসলাম)
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)

[নথি নং-৫(১৩)১৯/বন্ড কমি:(সদর)/স্থায়ী আদেশ/২০০২/১৩৪৮৬, তারিখ: ১৩/১০/২০০৯]

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
নির্বাহী সেল, বোর্ড অব গভর্নরস
বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

পত্র সংখ্যা- বেইপিজেড/নিঃ সেঃ/শিল্প স্থা:/০২/২০০৯-২১৮ তারিখ: ২৬ অক্টোবর, ২০০৯

বেসরকারি ইপিজেডে শিল্প কারখানা স্থাপনের নীতিমালা

বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ এর ১৪ ধারা মোতাবেক বেসরকারি ইপিজেডে উদ্যোক্তা কোম্পানি ও বিনিয়োগকারী কর্তৃক শিল্প কারখানা স্থাপন করার জন্য কোন নীতিমালা/পদ্ধতি ও শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য আবেদনের নির্ধারিত ছক না থাকায় এতদসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়নের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে বেসরকারি ইপিজেড গভর্নর বোর্ড এর নির্বাহী সেল বেসরকারি ইপিজেডে উদ্যোক্তা কোম্পানি ও বিনিয়োগকারী কর্তৃক শিল্প কারখানা স্থাপনের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পদ্ধতি গভর্নর বোর্ডের ১৫তম সভায় উপস্থাপন করলে উহা বোর্ড সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তদপ্রেক্ষিতে বেসরকারি ইপিজেডে উদ্যোক্তা কোম্পানি ও বিনিয়োগকারী কর্তৃক শিল্প কারখানা স্থাপন ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমসহ শিল্প কারখানা স্থাপন ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

০২। বেসরকারি ইপিজেডে শিল্প কারখানা স্থাপন ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য উদ্যোক্তা কোম্পানি ও বিনিয়োগকারীগণ এ নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবেন।

০৩। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
[ড. মো: নূরন্নবী মৃধা]
মহাপরিচালক
নির্বাহী সেল, বেসরকারি ইপিজেড
ও
সদস্য সচিব
বেসরকারি ইপিজেড বোর্ড অব গভর্নরস।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা

নথি নং-২(৬) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৯/২২৫(১৫) তারিখ ৩১.০৫.২০১০

আদেশ

বিষয়: ১০০% প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির বিপরীতে দাখিলকৃত ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

সূত্র:
(১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-২(২৮)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬(অংশ-১)/৫১৬, তারিখ ১০.০৯.২০০৭
(২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-২(২৮)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬/১২৬, তারিখ ০৭.০২.২০০৮
(৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-২(২৮)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬/৫০৩, তারিখ ১৫.০৭.২০০৮
(৪) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-২(২৮)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১২৬, তারিখ ২৩.০২.২০০৯
(৫) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-২(২৮)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/৫০৬, তারিখ ০৭.১০.২০০৯।

শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির বিপরীতে প্রদত্ত ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের সময়সীমা সূত্রোক্ত পত্রসমূহের মাধ্যমে কয়েক দফা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। উক্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করা হলেও BGMEA, BKMEA, BCCAMEA সহ অন্যান্য সংগঠনভুক্ত এবং সংগঠন বহির্ভূত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এখনো ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণে সক্ষম হয়নি। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করেছে।

০২। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০১০ সনের ৪র্থ বোর্ড সভায় ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধির বিষয়টি উপস্থাপিত হলে সর্বসম্মতিক্রমে সময় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের বিপরীতে প্রদত্ত ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের সময়সীমা ৩১/১২/২০১০ইং তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হ'ল।

(ম. সফিউজ্জামান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

***উৎস:** মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ২(২৮)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭(অংশ-১)/৫৯৮(২) তারিখ: ২৫/১০/২০১০

বিষয়: ৩১/০৮/২০১০ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

৩১/০৮/২০১০ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের সাথে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় (উপস্থিত তালিকা-পরিশিষ্ট-ক)।

০২। আলোচনার বিষয়, সারবস্তু ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:

ক. বিষয়: কোন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে ২০২ ধারা জারি/BIN Lock করা হলে গ্রুপভিত্তিক সহযোগী অন্য প্রতিষ্ঠানের (লিমিটেড কোম্পানি) কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া:

আলোচনা: বিজিএমইএ-এর প্রতিনিধিবর্গ বলেন যে, কোন প্রতিষ্ঠানের নামে ২০২ ধারা জারি/BIN Lock হলে গ্রুপভিত্তিক তাদের অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে তাঁরা গ্রুপ ভিত্তিক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি ইউনিটের কোন কার্যক্রমে বিলম্ব অথবা কোন প্রকার ভুলত্রুটির কারণে সহযোগী অন্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ করার পূর্বে অন্তত: এক মাস সময় প্রদানপূর্বক বিজিএমইএ কে অবহিত করার প্রস্তাব করেন। সরকারি পাওনা আদায় কার্যক্রমে তারা সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বন্ড কমিশনারেটের প্রতিনিধি বলেন যে, কোনও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ২০২ ধারা জারির আগে একাধিক নোটিশ প্রদান করা হয়। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্কিত অপরাপর প্রতিষ্ঠানের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার বিধান দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ২০২(১)(খ) এ বর্ণিত রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, আইনি বিধান প্রয়োগ করার বিষয়টি কমিশনার (বন্ড) এর এখতিয়ারাধীন। তবে এক্ষেত্রে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ওপর ২০২ ধারা

জারির পূর্বে ইস্যুকৃত নোটিশসমূহের কপি বিজিএমইএকে দেয়া হলে তারা সরকারি পাওনা আদায়ে সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বন্ড কমিশনারেট উক্তরূপ ২০২ ধারা জারির পূর্বে ইস্যুকৃত নোটিশসমূহ বিজিএমইএ এর অবগতি ও পাওনা আদায়ে সহযোগিতার জন্য পৃষ্ঠাংকন করবে।

খ. বিষয়: জরুরী প্রয়োজনে আমদানিকৃত মালামাল খালাসে প্রত্যয়নপত্র জারি:

আলোচনা: বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বন্ড কমিশনারেট থেকে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জরুরী প্রয়োজনে প্রত্যয়নপত্র জারি করা হচ্ছে না জানিয়ে বিজিএমইএ প্রতিনিধিবৃন্দ প্রত্যয়নপত্র ইস্যুসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়কে ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয় আদেশ জারির অনুরোধ করেন।

বন্ড কমিশনারেটের প্রতিনিধি বলেন যে, যেসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়াধীন থাকে সেসব ক্ষেত্রে প্রত্যয়নপত্র ইস্যুতে বন্ড কমিশনারেটের আপত্তি রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নবায়ন ও অডিট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকাকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সচল রাখার স্বার্থে পণ্য খালাসের লক্ষ্যে বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর রেওয়াজ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রমের জন্য দলিলাদি দাখিল না করা তথা প্রতিষ্ঠানের বন্ডিং কার্যক্রমে গাফিলতি থাকার প্রেক্ষাপটে প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে আপত্তি থাকা যৌক্তিক হিসেবে বিবেচ্য। প্রত্যয়নপত্র ইস্যুসহ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক গ্রহণের লক্ষ্যে ক্ষমতা ডেলিগেট করার প্রস্তাবটি গ্রহণ করা যায়।

সিদ্ধান্ত: (i) বন্ড লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়াধীন, অডিট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকাকালীন ইত্যাদি যৌক্তিক কারণে (প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, অসহযোগিতা ইত্যাদির সুস্পষ্ট কারণ ব্যতীত) প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

(ii) প্রত্যয়নপত্র ইস্যুসহ যেসব কার্যক্রমের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের অতিরিক্ত কমিশনার বরাবরে ক্ষমতা ডেলিগেট করা যায় সেসব বিষয়াদি চিহ্নিত করে কমিশনার বন্ড, অতিরিক্ত কমিশনার (বন্ড) চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়কে ক্ষমতায়ন করবেন।

গ. বিষয়: সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অডিট হালনাগাদ না থাকায় গ্রুপভিত্তিক অন্য প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স জারি না করা এবং বিভিন্ন কাজের সাথে অডিটকে সম্পৃক্ত করা:

আলোচনা: বন্ড সম্পর্কিত অন্যান অনুমোদন প্রক্রিয়ার সাথে অডিট সম্পন্নকৃত থাকার শর্তারোপ করা হচ্ছে জানিয়ে বিজিএমইএ প্রতিনিধিবৃন্দ উক্তরূপ শর্ত আরোপ না করার অনুরোধ জানান।

বন্ড কমিশনারেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ বলেন যে, বন্ড কমিশনারেটের মূল কর্মকাণ্ড অডিট ভিত্তিক বিধায় অডিটের হালানাগাদ অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বন্ড কমিশনারেট প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, এসব খুটিনাটি বিষয়গুলো সরাসরি নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয় নয় বিধায় বিজিএমইএ ও বন্ড কমিশনারেটের মধ্যে নিয়মিত ভিত্তিতে সভার মাধ্যমে মীমাংসা হতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বন্ড কমিশনারেট নিয়মিত ভিত্তিতে বিজিএমইএ এর সাথে সভা অনুষ্ঠান করবে। বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ এজেন্ডাসহ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবে।

ঘ. বিষয়: মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ প্রতিপালন সম্পর্কিত:

আলোচনা: বিজিএমইএ এর প্রতিনিধিগণ মেসার্স হাসিব এ্যাপারেলস (প্রা:) লিমিটেড এর বন্ড লাইসেন্স স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নং-৮০১৫/২০০৬ তারিখ ৩০.০৫.২০০৭ এর নির্দেশনার আলোকে প্রতিষ্ঠানটির চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষমাণ ১৯৪৭৯ গজ কাপড় খালাসের জন্য প্রত্যয়নপত্র জারির অনুরোধ করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, বিজিএমইএ চট্টগ্রামের আবেদন ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে।

সিদ্ধান্ত: উক্তরূপ প্রত্যয়নপত্র প্রদানে আইনগত বাধা না থাকলে প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর জন্য বন্ড কমিশনারেটকে নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়।

ঙ. বাণিজ্যিকভাবে ফ্লোর স্পেস ইজারা গ্রহণের বিপরীতে আরোপিত ১৫% মূসক প্রত্যাহার।

সিদ্ধান্ত: বিষয়টি ভিন্ন ফোরামে বর্তমানে সিদ্ধান্তের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায় বিচ্ছিন্ন আলোচনা থেকে বাদ দেয়া হয়।

চ. বিষয়: কন্টেইনার স্ক্যানিং চার্জ হ্রাসকরণ:

আলোচনা: FCL কন্টেইনার প্রতি ৫.০০ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ২.০০ মার্কিন ডলার এবং LCL কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ২.৫০ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ১.০০ মার্কিন ডলার আদায় করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করার জন্য প্রস্তাব করে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দ্বিতীয় সচিব, শুল্ক নীতি ও বাজেট বলেন যে, এ বিষয়ে কাস্টম হাউস (আমদানি), চট্টগ্রাম এর মতামত পাওয়া গিয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে স্থাপিত কন্টেইনার স্ক্যানারগুলো অত্যন্ত মূল্যবান তাই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ খরচও বেশি।

এই কারণে বিজিএমইএ এর প্রস্তাব এবং কাস্টম হাউস (আমদানি), চট্টগ্রাম এর মতামত পর্যালোচনা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে শীঘ্রই নতুন কন্টেইনার স্ক্যানিং চার্জ আদায় বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে।

সিদ্ধান্ত: হ্রাসকৃত কন্টেইনার স্ক্যানিং চার্জ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে আগামী দু' সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাস্টম হাউস (আমদানি), চট্টগ্রাম-কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রদান করবে।

ছ. বিষয়: এক্সেসরিজ এর ওয়েস্টেজ ৫% এ নির্ধারণ:

আলোচনা: এক্সেসরিজ এর ওয়েস্টেজ নির্ধারণবিষয়ক গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে এক্সেসরিজের ওয়েস্টেজ ৫% নির্ধারণ করার পক্ষে বিজিএমইএ প্রস্তাব করেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, এক্সেসরিজের ওয়েস্টেজ নির্ধারণ একটি টেকনিক্যাল বিষয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গঠিত কমিটিতে ওয়েস্টেজের বিষয়ে করা সুপারিশে টেকনিক্যাল পর্যবেক্ষণ না থাকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সভায় তা নাকচ হয়ে যায়। বোর্ডের পক্ষ থেকে বিষয়টির টেকনিক্যালিটি বিবেচনায় নিয়ে গার্মেন্টস এক্সেসরিজের ওয়েস্টেজ নির্ধারণে সুপারিশ গঠনের জন্য BUET এর BRTC-কে দায়িত্ব প্রদান ও এর ব্যয়ভার BGMEA কে বহন করার প্রস্তাব করা হয়। বিজিএমইএ এর সভাপতি বলেন যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উদ্যোগ নিলে এ বিষয়ে যাবতীয় ফি BGMEA বহন করবে।

সিদ্ধান্ত: গার্মেন্টস এর এক্সেসরিজ এর ওয়েস্টেজ শতকরা কতভাগ হবে সে বিষয়ে টেকনিক্যাল সুপারিশ প্রদানের জন্য বুয়েটের BRTC কে দায়িত্ব দেওয়া হবে। বুয়েটের BRTC এর সুপারিশের ভিত্তিতে এর ওয়েস্টেজ নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে যাবতীয় ব্যয়ভার/ফি বিজিএমইএ বুয়েটকে প্রদান করবে।

জ. বিষয়: ৩% শর্ট শিপমেন্ট বাস্তবায়নের ব্যাপারে এসআরও জারি:

আলোচনা: বিজিএমইএ এর প্রতিনিধি বলেন, ৩% শর্ট শিপমেন্ট প্রয়োগের জন্য এসআরও জারি আবশ্যক। এসআরও জারি করে ৩% শর্ট শিপমেন্টের বিধান করার জন্য বিজিএমইএ প্রস্তাব করেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ০৮/০২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় ৩% শর্ট শিপমেন্ট ক্ষেত্র বিশেষে হতে পারে কিন্তু সাধারণ নিয়ম হিসেবে প্রজ্ঞাপন কারী করা হলে তার অপব্যবহারের আশঙ্কা থাকবে বলে এ ধরনের প্রজ্ঞাপন জারি করা সমীচীন হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ৩% শর্ট শিপমেন্ট বাস্তবায়নের ব্যাপারে এসআরও জারি না করার বোর্ড সভার ০৮/০২/২০১০ তারিখের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।

(ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ)
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

উৎস: মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

নথি নং-৭(৩৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/বিবিধ/২০০৮/৬১০(১) তারিখ: ০১/১১/২০১০

বিষয়: সহগ কমিটিতে বন্ডের প্রতিনিধি মনোনয়ন।

সূত্র: শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর এর পত্র নথি নং-১/ডেডো/সহগ/২০০৩/৯৯/ ১২০৫৯(১) তারিখ ২৩.৯.২০১০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-৩(২)শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড/৯২/১৪১২ তারিখ ২৪/১০/২০০১ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ডেডো কর্তৃক গঠিত সহগ কমিটিতে শুধু বন্ডেড প্রতিষ্ঠান নাকি বন্ডেড ও নন-বন্ডেড নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই বন্ডের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হবে সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সূত্রীয় পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। সূত্রোক্ত পত্রটি অত্র দপ্তরে পর্যালোচিত হয়ছে।

০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত কমিটিতে বন্ড কমিশনারেটের সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বন্ডেড বা নন-বন্ডের প্রতিষ্ঠান নাকি কমিশনারেটের আওতাভুক্ত বা আওতা বহির্ভূত সে ধরনের বিষয় বিবেচনা করা হয়নি। বস্তুত: সহগ

কমিটি একটি বিশেষায়িত কমিটি। বন্ডে কর্মরত কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা থাকবে ধরে নিয়েই উক্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। সুতরাং বন্ডের প্রতিনিধি উক্ত সহগ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন এবং এ নিয়ে অহেতুক কোন বিতর্ক সৃষ্টির অবকাশ নেই মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্ত নির্দেশিত হয়ে জানানো হলো।

(মো: জাকির হোসেন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)২১৭/কাস-বন্ড(সদর)/অফিস আদেশ/২০১০/১৪৬৪১, তারিখ : ২৯.১১.২০১০

অফিস আদেশ

বিষয়: Computer Database হালনাগাদকরণ।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার অধিক্ষেত্রাধীন বন্ড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি পাওনা পরিশোধ করা হলেও তা কম্পিউটার ডাটাবেজে এন্ট্রি করা হয় না। ফলে পরবর্তী কার্যক্রমে কম্পিউটার ডাটাবেজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বকেয়া অপরিশোধিত আছে বলে তথ্য প্রদান করা হয়। এতে প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। আবার কিছু সংখ্যক বন্ড প্রতিষ্ঠানের Extension বা Continuous Bond সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যা Computer ডাটাবেজে হালনাগাদ করা হয়নি। বন্ড লাইসেন্সের ধরণ বা কার্যক্রমের পরিবর্তন/অন্তর্ভুক্তিকরণ, নিরীক্ষার তথ্য, রিট মামলা বা আপীলের তথ্য এবং যে কোন বিষয়ে কম্পিউটার ডাটাবেজ হালনাগাদ করার নিয়ম থাকলেও তা না করায় সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

২। এমতাবস্থায়, বন্ড লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন, কারণ দর্শাও নোটিশ, দাবিনামা, ন্যায় নির্ণয়ন আদেশ, বকেয়া, আপিল, রিট পিটিশন, অডিট, স্থানীয় রাজস্ব অডিটের আপত্তি, Extension বা Continuous Bond সুবিধা, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের তথ্য, আমদানি রপ্তানি তথ্য, সরকারি রাজস্ব পরিশোধ ইত্যাদি নিয়মিত কম্পিউটার ডাটাবেইসে হালনাগাদ রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো। এতদসংক্রান্ত নথিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কম্পিউটার শাখাকে অবহিত করার ক্ষেত্রে শাখা প্রধান/শাখা সহকারীদের যে কোন ধরনের শৈথিল্য অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হবে।

[ড. মারুফুল ইসলাম]
কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা
www.bangladeshbank.org.bd

কার্তিক ২৮, ১৪১৭ বাং
সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৫/২০১০/১৬৯৩ তারিখঃ........................
ডিসেম্বর ১২, ২০১০ ইং

সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের
প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস।

প্রিয় মহোদয়গণ,

Sales Contract এর বিপরীতে এলসি স্থাপন প্রসঙ্গে।

০১। বন্ডেড ওয়্যার হাউস সুবিধা প্রাপ্য হবার প্রেক্ষিতে মূল ঋণপত্রের বিপরীতে অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপনার নির্দেশনা GFET-2009 এর ৭ম অধ্যায়ের ৩৭ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত রয়েছে। রপ্তানি চুক্তির বিপরীতে সাইট যা ইউজ্যান্স আমদানি ঋণপত্র খোলার বিষয়ে আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২ এর ২৩ (১৯) অনুচ্ছেদে অনুমতি দেয়া আছে। এ সব সাইট বা ইউজ্যান্স আমদানি ঋণপত্র ব্যাক টু ব্যাক বা সমতুল্য বিবেচনায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন দৃষ্টিকোন থেকে আপত্তি নেই, তবে এক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা প্রযোজ্য হবার প্রশ্নটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিবেচ্য।

০২। অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবহিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষরিত/-

(খন্দকার আব্দুস সেলিম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৭১২০৩৭৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি-৫(১৩)১৯/বন্ড কমি./স্থায়ী আদেশ/০২/পার্ট-১/২০০৯/১৫২০৬(৪), তারিখ: ১৫/১২/২০১০

অফিস আদেশ

বিষয়: শতভাগ সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট দ্রুত নিস্পত্তিকরণ।

বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর শর্ত অনুযায়ী বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিসহ অডিট/পরিদর্শনের জন্য প্রতিবছর প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে অনুযায়ী বন্ড সুবিধাভোগী সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট ও নবায়ন হালনাগাদ করার স্বার্থে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেয়া হলো:-

১। সদর দপ্তর গার্মেন্টস অডিট শাখার কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব অডিট জোনভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের তালিকা অনুযায়ী অডিট পরিস্থিতি যাচাই করবেন এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান পর পর ২(দুই) বছর বা তার অধিক সময়ের অডিট সংশ্লিষ্ট সমুদয় দলিল জমা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যধারা সূচনা করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট অনিয়ম প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন;

২। অডিট সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাইকালে অধিকতর তথ্য উপাত্ত প্রয়োজন হলে অথবা দাখিলকৃত দলিলাদি অসম্পূর্ণ থাকলে ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে তা অবহিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির মৌখিক আশ্বাসের ভিত্তিতে অডিট কার্য অনিস্পন্ন রাখা যাবে না;

৩। কোন কারণে প্রতিষ্ঠান অস্তিত্বহীন হয়ে পড়লে বা সংশ্লিষ্ট আমদানি স্টেশনের দলিলপত্র পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে বিজিএমইএ, লিয়েন ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিআইএস সেল হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রাপ্ত নথিপত্র ও দলিলাদির ভিত্তিতে অডিট সম্পন্ন করতে হবে;

৪। যে সকল প্রতিষ্ঠানের আমদানি রপ্তানি বিবরণী "শূন্য" হিসেবে দাখিল হবে সেসব প্রতিষ্ঠানের শূন্য বিবরণী সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অডিট সম্পন্ন করতে হবে;

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এ দপ্তরের আদেশ নির্দেশের আওতায় প্রচলিত ফরমেটে অডিট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

৬। ইপিজেড এর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট ইপিজেড কাস্টমস কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ সম্পন্ন করবেন। একজন রাজস্ব কর্মকর্তা ও একজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সমন্বয়ে অডিট টীম গঠিত হবে। দায়িত্ব প্রাপ্ত ডেপুটি/সহকারী কমিশনার অডিট টীম গঠন করবেন এবং অডিটের অগ্রগতি তদারক করবেন;

৭। ইপিজেড- এর যে সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট ২ (দুই) বছর বা তদুর্ধ্ব সময়ের জন্য অনিস্পন্ন রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি/সহকারী কমিশনার কর্তৃক অবিলম্বে আইনি কার্যধারা শুরু করতে হবে;

৮। সমুদয় দলিলাদি দাখিলের পরও অডিট কার্যক্রম যাতে ১৫ (পনের) কর্মদিবসের অধিক অনিস্পন্ন না থাকে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়মিত তদারক করবেন এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে রিপোর্ট করবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[মো: শওকাত হোসেন]
যুগ্ম কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে।

উৎস: মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)৩৫/কাস-বন্ড/ইউপি/বিজিএমইএ/২০০৯/১৫২০৪ তারিখ:১৫/১২/২০১০

প্রেরক: কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

প্রাপক: সভাপতি
বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২৩/১, পান্থপথ লিংক রোড,
কাওরান বাজার, ঢাকা।

বিষয়: সেলস কন্ট্রাক্ট/পার্চেজ অর্ডারের ভিত্তিতে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের অনুকূলে ইউপি জারি সংক্রান্ত।

সূত্র: বিজিএমইএ-এর পত্র নং বিজিএ/কাস/১৪৮২৩ তারিখ: ০৬/০৭/২০১০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সেলস কন্ট্রাক্ট/পার্চেজ অর্ডারের ভিত্তিতে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকদের অনুকূলে ইউপি ইস্যুর প্রস্তাবটি এ দপ্তরে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২। বিজিএমইএ এর সূত্রোক্ত পত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে:

(ক) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকরা সরাসরি রপ্তানি করে না বিধায় তাদের পক্ষে ইএক্সপি ও শিপিং বিল দাখিল করা সম্ভব নয়;

(খ) বর্তমান রপ্তানি নীতির অনুচ্ছেদ ২.৫-এ যে বিধান করা হয়েছে তা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলে তারা মনে করেন।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিজিএমইএ থেকে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের অনুকূলে ইউডি দাখিল সাপেক্ষে ইউপি জারির অনুরোধ করা হয়।

৩। এই সংশ্লেষে রপ্তানি নীতি, ২০০৯-১২ এর অনুচ্ছেদ ২.৫ নিম্নরূপ :

"এলসি ছাড়া রপ্তানির সুযোগ- ইএক্সপি ফরম ও শিপিং বিল দাখিল সাপেক্ষে এলসি ছাড়া বাইয়িং কন্ট্রাক্ট, চুক্তি, পার্চেজ অর্ডার কিংবা অ্যাডভান্স পেমেন্টের ভিত্তিতে রপ্তানি করা যাবে। অগ্রিম নগদায়নের ক্ষেত্রে কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে সকল প্রকার পণ্য এলসি ছাড়া রপ্তানির অনুমোদন দেয়া হবে।"

৪। রপ্তানি নীতি, ২০০৯-১২ এর বর্ণিত বিধান এবং বিজিএমইএ এর আবেদনটি পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়:-

(ক) এলসি ব্যতীত বাইয়িং কন্ট্রাক্ট, চুক্তি, পার্চেজ অর্ডার কিংবা অ্যাডভান্স পেমেন্টের ভিত্তিতে রপ্তানির ক্ষেত্রে ইএক্সপি ফরম ও শিপিং বিল দাখিল বাধ্যতামূলক;

(খ) অগ্রিম নগদায়নের ক্ষেত্রে কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে সকল প্রকার পণ্য এলসি ছাড়া রপ্তানির অনুমোদন দেয়া যাবে;

(গ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকদের পক্ষে যেহেতু ইএক্সপি ফরম ও শিপিং বিল দাখিল সম্ভব নয় সেহেতু হয় তাদের এলসির বিপরীতে, নতুবা অগ্রিম নগদায়নের মাধ্যমে কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে এলসি ছাড়া রপ্তানির অনুমোদন দেয়া যাবে।

৫। রপ্তানি নীতি, ২০০৯-১২ এর অনুচ্ছেদ ২.৫ সরাসরি বা প্রচ্ছন্ন কোন ধরনের রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। তাই উক্ত বিধান সবধরনের রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এস এম সোহেল রহমান
ডেপুটি কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা
ঢাকা।

নথি নং- ৫(১৩)১৩৮/বন্ড কমি. (সদর)সহগ ডিস্কেট/০১/পার্ট-১/২০০৩/১৩৮২(১-১২)

তারিখ: ০১/০২/২০১১

প্রেরক: কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

প্রাপক: রাজস্ব কর্মকর্তা
সার্কেল-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/১০/১১/১২
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

বিষয়: সহগ কমিটিতে বন্ডের প্রতিনিধি মনোনয়ন।

সূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৭(৩৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/বিবিধ/৬১০(১) তারিখ ০১.১১.২০১০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। সুত্রোক্ত পত্রের আলোকে সকলকে অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বন্ডেড ও নন-বন্ডেড নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই রাজস্ব কর্মকর্তাকে বন্ডের প্রতিনিধি উক্ত সহগ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মিয়া মো: আবু ওবায়দা)
ডেপুটি কমিশনার

কমিশনারের পক্ষে

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৭(২১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/৫০(১) তারিখ ০২.০৩.২০১১

অফিস আদেশ

বিষয়: বন্ডের আওতায় প্লাস্টিক এক্সেসরিজ শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে খালাস পর্যায়ে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের শর্ত প্রত্যাহার প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি নির্দেশিত হয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বন্ডের আওতায় আমদানিয় প্লাস্টিক শিল্পের কাঁচামালের বিপরীতে খালাস পর্যায়ে ২৫% ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের বিধান এতদ্বারা রহিত করা হলো। তবে বন্ড সুবিধার সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধে বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত প্লাস্টিক শিল্পের কাঁচামাল দ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানির সময় দৈবচয়নের ভিত্তিতে সর্বমোট চালানের ৫% কায়িক পরীক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হলো। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক অন্যান্য রপ্তানি দলিলাদির সাথে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউসে ইউডির কপি দাখিল করবে। কায়িক পরীক্ষার মাধ্যমে ইউডিতে উল্লিখিত পণ্যের বর্ণনা, আকৃতি, সংখ্যা ও পরিমাণ অনুসারে পণ্য যথাযথভাবে রপ্তানি হচ্ছে কিনা তা যাচাইপূর্বক অনিয়ম থাকলে কাস্টম হাউস যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস আদেশ নং-১(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৯(অংশ-১)৩১৮ তারিখ ২৮.০৯.২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

(মো: জাকির হোসেন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
বিনিয়োগ বোর্ড
নিবন্ধন ও সহায়তা-২
জীবন বীমা টাওয়ার, ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

স্মারক নং-বি: বো:/নি: ও স:-২/২০১১/৮৮৯ তারিখ ১৬.০৬.২০১১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মেসার্স বার্ডস গার্মেন্টস লিমিটেড (ইউনিট-২)
৯/৯, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বিষয়ঃ বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা পাওয়ার জন্য বিনিয়োগ বোর্ডের সুপারিশ এর প্রয়োজন নেই মর্মে জ্ঞাতকরণ।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের ১৪.৬.২০১১ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ৫০৯তম নির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এনবিআর-এর সাথে আলোচনাক্রমে জানা যায়, গত ২৮.০৬.২০০৮ তারিখের এসআরও অনুসারে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সংক্রান্ত সকল প্রকার সুবিধাদি গ্রহণের জন্য বিনিয়োগ বোর্ডের কোন সুপারিশের প্রয়োজন নেই।

এমতাবস্থায়, আপনাকে এতদবিষয়ে সরাসরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(ড. খন্দকার আজিজুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

নথি নং-৬(১) শুঃ নিঃ ও বাঃ/২০০৭/৩৮৮ তারিখঃ ১৩.০৭.২০১১

বিষয়ঃ বন্ড সুবিধায় শুল্ক-করমুক্তভাবে আমদানিকৃত ফেব্রিক্স বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, অর্থ আইন, ২০১১ এর ধারা ৭৫ মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সকল প্রকার ফেব্রিক্সের সম্পূরক শুল্ক হার ৪৫%। উল্লেখ্য, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে এই হার ছিল ২০%। ফলে, চলতি ২০১১-২০১২ অর্থবছরে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রকার ফেব্রিক্সের মোট করভার প্রায় (১২৮%-৯০%) = ৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে উপকরণ ব্যয় হ্রাস ও রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বন্ড সুবিধায় ফেব্রিক্সসহ বিভিন্ন প্রকার উপকরণ সম্পূর্ণ শুল্ক-করমুক্তভাবে আমদানির সুযোগ দেয়া হয়। অন্যদিকে, এই সকল উপকরণ অন্য আমদানিকারকগণ আমদানি করলে অতি উচ্চহারে শুল্ক-কর প্রদান করতে হয়। শুল্ক-করের এই বিপুল পার্থক্যের কারণে বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত বিভিন্ন উপকরণ (বিশেষতঃ ফেব্রিক্স) খোলাবাজারে বিক্রয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে ফেব্রিক্স আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি এবং করভার প্রায় ৩৮% বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ফেব্রিক্স খোলাবাজারে বিক্রয়ের আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই, এই বিষয়ে বিশেষ সতকর্তামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করা জরুরী বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করে।

এ প্রেক্ষিতে অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে নিম্নরূপ ব্যবস্থাগ্রহণ করা যায়ঃ

(ক) বিভিন্ন প্রকার তৈরি পোশাক (প্যান্ট, শার্ট, স্যুট প্রভৃতি) ব্যবহৃত উপকরণের পরিমাণ BGMEA/BKMEA কর্তৃক Utilization Permission (UP) এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। দৈবচয়নের ভিত্তিতে এরূপ UP পর্যালোচনা করে প্রস্তুতকৃত পোষাকের সাথে উপকরণের পরিমাণ মিলিয়ে দেখতে হবে।

(খ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উক্ত পরিদর্শনকালে বাণিজ্যিক দলিলাদির সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত বিভিন্ন প্রকার উপকরণের পরিমাণ যাচাই করতে হবে।

(গ) নিয়মিতভাবে সকল বন্ড সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অডিট সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) পণ্য রপ্তানিকালে কায়িক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হবে। পণ্য চালানে Utilization Permission (UP)/Utilization Declaration (UD) অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা দৈবচয়নের ভিত্তিতে যাচাই করা যেতে পারে।

(ঙ) আমদানি পর্যায়ে নমুনা/দলিলাদি পর্যালোচনায় কোন ফেব্রিক্স বিষয়ে সন্দেহের দৃষ্টি হলে UP/UD/BEPZA এর প্রত্যয়নপত্র বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

উপর্যুক্ত সকল কার্যক্রম কমপক্ষে সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করতে হবে।

মোহাম্মদ রেজাউল হক
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

উৎসঃ *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ইউও নোট নং-অম/অসবি-সচিব/এনবিআর/২০১১/৭৫৯(১) তারিখঃ ১৭.৭.২০১১

১১ জুলাই ২০১১/২৭ আষাঢ় ১৪১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতি। মসবৈ-২৪(০৭)/২০১১

সূত্রঃ ০৪.৩১১.০০৬.০৫.০০.০২৪.২০১১-৪৮০(২)

তারিখ ১২ জুলাই ২০১১/২৮ আষাঢ়, ১৪১৮।

বিষয়ঃ ব্যক্তি মালিকানায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিমান/সমুদ্র/স্থল বন্দরসমূহে শুল্ক-মুক্ত বিপণি স্থাপনের অনুমতি প্রদান।

উদ্যোক্তাঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

সিদ্ধান্তঃ

১৭.১। দেশের আন্তর্জাতিক বিমান/সমুদ্র/স্থল বন্দরসমূহে বেসরকারি খাতে শুল্ক-মুক্ত বিপণি স্থাপনের লক্ষ্যে ২০ জানুয়ায়ী ১৯৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ক্রমিক ৯(গ) ও ৯(ঘ) বাতিল করা হইল।

১৭.২। দেশের আন্তর্জাতিক বিমান/সমুদ্র/স্থল বন্দরসমূহে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে শুল্ক-মুক্ত বিপণি স্থাপনের অনুমতি প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

(ক) রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর ২৩(৩) নম্বর বিধি অনুসারে প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(খ) মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন সিদ্ধান্তটি অবহিত হইবার পনের দিনের মধ্যে একবার এবং সিদ্ধান্তটির বাস্তবায়ন কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ কর্মদিবসে একবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাাইতেছে।

[ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ]
সচিব

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৫(১৩)২১৭/কাস-বন্ড/(সদর)/অফিস আদেশ/২০১০/ তারিখ: ২১/৭/২০১১

অফিস আদেশ

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এসআরও নং-২৪৪-আইন/২০১০/৫৬৪-মূসক তারিখ ৩০.৬.২০১০ এর আলোকে মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৮ঙ এর দফা ১(খ) অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বণ্টন (Revenue Sharing) রয়্যালটি কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য পণ্য এর ওপর উৎসে মূল্য সংযোজন কর্তন করতে হবে।

২। এমতাবস্থায়, সুপারভাইজড বন্ড প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সংস্থাপন ফি'র ওপর মূল্য সংযোজন কর আদায় করার জন্য সকল সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব কর্মকর্তা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে বলা হলো।

(মো: শওকাত হোসেন)
যুগ্ম কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৫(১৩)০৮/বন্ড কমি:/কাস শা:(সদর) বিপিজিএমইএ/২০০১/১০৩৫৪, তারিখ: ০৩/০৮/২০১১

বিষয়: বাংলাদেশ প্লাস্টিকদ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক এ্যাসোসিয়েশনের সাথে ১৯.৭.২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

১৯.৭.২০১১ তারিখে বিকাল ৪.০০ টায় কমিশনারের অফিসকক্ষে তার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ প্লাস্টিকদ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক এ্যাসোসিয়েশনের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ দপ্তরের সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিপিজিএমইএ এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (সংলাগ-ক)। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্য শুরু করেন।

০২। সভায় চলতি অর্থবছরের বাজেটে এসআরও নং-১৬২-আইন/২০১১/ ২৩৪৯/ কাস্টমস তারিখ ৯.৬.২০১১ এর মাধ্যমে সংশোধিত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর আলোকে এ্যাসোসিয়েশনের করণীয় এবং সমিতিভুক্ত ও শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নবায়ন মেয়াদ, অটোনবায়ন প্রক্রিয়া, জেনারেল বন্ড, অডিট, বার্ষিক ও সাময়িক আমদানি প্রাপ্যতা নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-১: সংশোধিত বন্ডেড ওয়্যার হাউজিং লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী বিপিজিএমইএ তাদের সদস্যদের বন্ড লাইসেন্সের স্বয়ংক্রিয় নবায়ন কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু করবে;

সিদ্ধান্ত-২: যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে নবায়নের জন্য বন্ড কমিশনারেটে আবেদন দাখিল করেছে তাদের নবায়ন এ দপ্তর থেকেই সম্পন্ন করে দেয়া হবে। তবে আগামী ২১.৮.২০১১ তারিখের পর এ দপ্তর থেকে এই এ্যাসোসিয়েশনভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের নবায়ন আবেদন গ্রহণ/বিবেচনা করা হবে না;

সিদ্ধান্ত-৩: বিপিজিএমইএ অটোনবায়নের লক্ষ্যে ২ (দুই) বছরের নবায়ন ফি বাবদ ট্রেজারি চালানের মূল কপি, বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র/কারখানা মালিকানার দলিল, আইআরসি/ইআরসি ও ট্রেড লাইসেন্সের নবায়িত কপি ও প্রযোজ্য মূসক পরিশোধের ট্রেজারি চালানের মূল কপিসহ প্রতিষ্ঠানের নাম ও বন্ড লাইসেন্সের নম্বর উল্লেখপূর্বক মেয়াদ সমাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ দপ্তরে তালিকা প্রেরণ করবে। এ দপ্তরের ডাটাবেইসে তথ্য ধারণ সম্পন্ন করে সকল শুল্ক ভবনকে নবায়ন তথ্য অবহিত করা হবে;

সিদ্ধান্ত-৪: সমিতিভুক্ত সদস্যদের নবায়নসাপেক্ষে বার্ষিক অডিট সম্পাদনপূর্বক এ দপ্তর থেকে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে;

সিদ্ধান্ত-৫: সমিতিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ ২ (দুই) বছর বিধায় জেনারেল বন্ডের মেয়াদও ২(দুই) বছর নির্ধারিত হবে;

সিদ্ধান্ত-৬: বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার বাইরে পণ্য আমদানি বা খালাস করা যাবে না। বর্তমানে নিট কম্পোজিট ও টেক্সটাইল খাতের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নবায়নসাপেক্ষে অডিটপূর্ব ৩(তিন) মাসের জন্য ডাইস, কেমিক্যাল ও লবণের সাময়িক আনুপাতিক আমদানি প্রাপ্যতা মঞ্জুর করার পদ্ধতি চালু আছে। বার্ষিক অডিট সম্পন্ন করে অবশিষ্ট ৯(নয়) মাসের আমদানি প্রাপ্যতা মঞ্জুর করা হচ্ছে। বিপিজিএমইএভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতা মেয়াদ শেষে পরবর্তী অডিট সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত আমদানি কার্যক্রম যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ৩(তিন) মাসের সাময়িক আনুপাতিক আমদানি প্রাপ্যতা মঞ্জুর করার বিধান প্রবর্তনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সুপারিশ প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত-৭: কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি কারণ দর্শাও নোটিশ ও দাবিনামা জারি, ২০২ ধারার বিজ্ঞপ্তি জারি, লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল বা ন্যায় নির্ণয়ন আদেশ জারি হলে তার অনুলিপি এ্যাসোসিয়েশনকে প্রদান করা হবে।

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. মারুফুল ইসলাম)
কমিশনার

***উৎস:** মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
(শুল্ক)
<u>প্রজ্ঞাপন</u>

আদেশ নং-২১/২০১১, তারিখ ১ ভাদ্র, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১৬ আগস্ট, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: স্যু লাস্ট ডিফ টাইপ-৩৯২৬.৯০.৯৯/৪৪১৭.০০.০০/৬৪০৬.৯৯.০০, কাটিং নাইফ/ ডাইস ডিফ, টাইপ-৮২১১.১০.০০/৮২১১.৯৩.০০, মোল্ড ডিফ, টাইপ-৮৪৯০. ৬০.০০/ ৪৪১৭.০০.৯০, কাটিং বোর্ড-৮৪৮০.৬০.০০/৪৪১৭.০০.০০, পাঞ্চ ফর কাটিং নাইফ ৮২১১.১০.০০/৪৪১৭.০০.০০ ইত্যাদি উপকরণসমূহকে আমদানি প্রাপ্যতার লিস্টভুক্ত করে বন্ড সুবিধার আওতায় খালাস প্রদান।

The Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 21 এর Subsection (b), Section 13 এর Subsection (2) এবং Section 219 B. এর ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নবর্ণিত শিডিউলের সহায়ক পণ্যসমূহকে ১০০% রপ্তানিমুখী জুতা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানি প্রাপ্যতার তালিকাভুক্ত করার আদেশ জারি করিল, যথা:-

(ক) বন্ড সুবিধার আওতায় সিডিউলে বর্ণিত আমদানিকৃত যে সকল পণ্য/সহায়ক উপাদান পরিত্যক্ত হবে বন্ডার প্রতি ০৬ (ছয়) মাস পর পর তার একটি তালিকা বন্ড কমিশনারেটে প্রদান করবেন;

(খ) বন্ড কমিশনার বিধি মোতাবেক উক্তরূপ উল্লিখিত পণ্য নিলাম বা ধ্বংস করার ব্যবস্থাগ্রহণ করবেন।

শিডিউল

ক্র. নং	পণ্যের নাম	এইচ. এস. কোড
I.	স্যু লাস্ট ডিফ টাইপ	৩৯২৬.৯০.৯৯/৪৪১৭.০০.০০/৬৪০৬.৯৯.০০
II.	কাটিং নাইফ/ডাইস ডিফ, টাইপ	৮২১১.১০.০০/৮২১১.৯৩.০০
III.	মোল্ড ডিফ টাইপ	৮৪৯০.৬০.০০/৪৪১৭.০০.৯০
IV.	কাটিং বোর্ড	৮৪৮০.৬০.০০/৪৪১৭.০০.০০
V.	পাঞ্চ ফর কাটিং নাইফ	৮২১১.১০.০০/৪৪১৭.০০.০০

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,
(মো: আনোয়ার হোসাইন)
প্রথম সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা
ঢাকা।

নথি নং- ৫(১৩)০৮/বন্ড কমি:/কাস শা:(সদর) বিপিজিএমইএ/২০০১/১৫২৮৮,

তারিখ: ২২/৯/২০১১

প্রেরক: **কমিশনার**
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

প্রাপক: **সদস্য (শুল্ক)**
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩ (তিন) মাসের আনুপাতিক আমদানি প্রাপ্যতা মঞ্জুর।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। চলতি অর্থবছরে এসআরও নং-১৬২-আইন/২০১১/২৩৪৯/কাস্টমস তারিখ ৯.৬.২০১১ এর মাধ্যমে লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সমিতি সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স ২(দুই) বছরের জন্য নবায়ন করবে। তবে উপকরণের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের ক্ষেত্রে বার্ষিক নিরীক্ষা অপরিহার্য। মেয়াদ শেষান্তে অডিটের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের দলিলাদি দাখিল করতে এবং অডিট সম্পন্ন করতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়। এতে করে উপকরণ আমদানিসহ উৎপাদন ও রপ্তানি কার্যক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়। এই সমস্যা সমাধানকল্পে নীট কম্পোজিট বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠানের

অনুকূলে অডিটপূর্ব ৩ (তিন) মাসের আনুপাতিক সাময়িক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং অডিট শেষে অবশিষ্ট ৯ (নয়) মাসের আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। উক্তরূপ পদ্ধতি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকদের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হলে এসব প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সহজ হবে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদয় নির্দেশনা কামনা করা হলো।

আপনার বিশ্বাসভাজন,
[ড. মারুফুল ইসলাম]
কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা

নথি নং- ৫(১৩)০৮/বন্ড কমি:/কাস শা: (সদর) বিসিসিএএমইএ/২০০১/১৫২৩০(১-১২)

তারিখ : ২৯.০৯.২০১১

অফিস আদেশ

বিষয়: রপ্তানিমুখী কার্টন শিল্পের কাঁচামালের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতায় লাইনার পেপার ও মিডিয়াম পেপারের একক ওজন (জিএসএম) সুনির্দিষ্টকরণ।

উল্লিখিত বিষয়ে নিম্নরূপ আদেশ জারি করা হলো:

(১) যে সকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সহগে লাইনার পেপার ও মিডিয়াম পেপারের একক ওজন (জিএসএম) সুনির্দিষ্ট করা নেই সে সকল প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানকালে এই দুটি উপকরণের একক ওজন (জিএসএম) উল্লেখ করা হবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান রপ্তানির প্রয়োজন মোতাবেক যথাযথ ঘোষণা দিয়ে প্রাপ্যতায় অন্তর্ভুক্ত উক্ত দুটি উপকরণ আমদানি করতে পারবে;

(২) আমদানিকৃত উপকরণের স্পেসিফিকেশন (জিএসএম) পাসবইতে এবং ইনবন্ড রেজিস্টারে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(৩) ইউপি ইস্যুকালে উক্তরূপ স্পেসিফিকেশন (জিএসএম) অনুযায়ী উপকরণের সমন্বয়/বিয়োজন নিশ্চিত করতে হবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[মো: শওকাত হোসেন]
যুগ্ম কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

সাধারণ আদেশ-০১/২০১১ তারিখ: ০৫ /১০/২০১১

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের আওতাধীন বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠানে যুগপৎ সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলি পালনের নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

নিয়মাবলি

(১) নতুন বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত এ্যাসোসিয়েশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)-এর সুপারিশে "সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক" প্রতিষ্ঠান মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে, এবং বিদ্যমান বন্ড লাইসেন্সের পরিস্থিতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের সুপারিশ এবং বিনিয়োগ বোর্ড হতে সংশোধনী গ্রহণ করে এ দপ্তরে দাখিল করতে হবে, এবং লাইসেন্সে "সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক" উল্লেখ করতে হবে;

(২) বিনিয়োগ বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে উভয়বিধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃতব্য সকল উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ ও এইচএস কোড বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে;

(৩) উপকরণের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা ঘোষিত মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুসরণে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জারিকৃত শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের (DEDO) সহগ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে;

(৪) আমদানিকৃত বা সংগৃহীত সকল উপকরণ বন্ড গুদামে গুদামজাতপূর্বক সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বন্ড রেজিস্টারে ইন্টু বন্ড করতে হবে এবং ইউপির বিপরীতে ব্যবহৃত কাঁচামাল বন্ড রেজিস্টারে এক্সবন্ড করতে হবে;

(৫) সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন উভয় রপ্তানির ক্ষেত্রে ইউপি গ্রহণ বাধ্যতামূলক। শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের (DEDO) অনুমোদিত সহগ ব্যতীত প্রচ্ছন্ন রপ্তানির জন্য ইউপি ইস্যু করা হবে না;

(৬) সকল কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিবছর নিরীক্ষা করা হবে এবং নিরীক্ষার ভিত্তিতে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে সাময়িক আমদানি প্রাপ্যতা দেয়া হবে;

(৭) সরাসরি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি এলসি, সেলস কন্ট্রাক্ট ও ইউডি এর ভিত্তিতে উপকরণ আমদানি করা হলে তা পাসবইয়ে এবং বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে হবে এবং ইউপির বিপরীতে উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করে বন্ড রেজিস্টার ও পাসবইয়ে এন্ট্রি করে এক্স বন্ডের মাধ্যমে রপ্তানি নিশ্চিত করতে হবে;

(৮) নতুন লাইসেন্স ইস্যু সংক্রান্ত রেজিস্টারে ও কম্পিউটার ডাটাবেইজে বন্ড লাইসেন্স নম্বরের সঙ্গে এসবিডব্লিউ ও পিবিডব্লিউ উল্লেখ থাকতে হবে। বিদ্যমান লাইসেন্সের ক্ষেত্রে অনুরূপ সংশোধনী লিপিবদ্ধ করতে হবে।

০২। উপরোল্লিখিত শর্তাবলির পাশাপাশি সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানির জন্য দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর বিধানাবলি, সংশ্লিষ্ট বিধি-এসআরও-আদেশ-নির্দেশসমূহ প্রযোজ্য হবে।

০৩। এ দপ্তরের আদেশ নং-১/২০০৮ তারিখ ২৭.১.২০০৮ এতদ্বারা রহিত করা হলো।

০৪। দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর সেকশন-২১৯বি এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হলো।

[ড. মারুফুল ইসলাম]

কমিশনার

[নথি নং-৫(১৩)০৬/বন্ড কমি./কা: শা:/পলিসি/০১/পার্ট-১/০৬/১৫৮০৫, তারিখ: ০৫/১০/২০১১]

***উৎস:** মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

আদেশ নং-২৩/২০১১, তারিখ ১ কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, ১৬/১০/২০১১ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়: বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিমান/সমুদ্র/স্থলবন্দরসমূহে বেসরকারি খাতে শুল্ক-মুক্ত বিপণি স্থাপনের লক্ষ্যে বন্ড লাইসেন্স ইস্যু সংক্রান্ত নীতিমালা।

The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর Section 13 (2) এবং 219(B) -এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, দেশের আন্তর্জার্তিক বিমান/সমুদ্র/স্থলবন্দরে বেসরকারি খাতে শুল্ক-মুক্ত বিপণি স্থাপনের লক্ষ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বন্ড লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল:

(ক) শুল্ক-মুক্ত বিপণি স্থাপনের জন্য বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির লক্ষ্যে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নির্দিষ্ট স্থানের নাম ও পণ্যের বিবরণী উল্লেখপূর্বক Letter of intent দাখিল করিতে হইবে। উক্ত Letter of intent প্রাথমিক বাছাইয়ের পর আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে ১(খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ও বিধিবদ্ধ অপরাপর দলিলাদি সংযুক্তিপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অবেদন দাখিলের জন্য বোর্ড পত্র মারফত অবহিত করিবে। পৃথক পৃথক স্থানের (Location) জন্য পৃথক পৃথক আবেদন করিতে হইবে।

(খ) শুল্কমুক্ত বিপণির জন্য বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর বিষয়ে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে:

(i) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিপত্র;

(ii) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র;

(iii) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান যেসব পণ্যের জন্য বন্ড লাইসেন্সের আবেদন করবেন সেই সব পণ্যের ওপর ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর বিদেশে ক্রয় বিক্রয় করার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অথবা দেশে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকার প্রমাণপত্র;

(iv) প্রতিটি আবেদনের জন্য সর্বশেষ করনির্ধারণী বর্ষে আবেদনকারী/ প্রতিষ্ঠানের ন্যূনপক্ষে ২(দুই) কোটি টাকার টার্নওভার থাকার প্রমানপত্র অথবা বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম মূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রমানপত্র।

০২। বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মতির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০০৮ এবং এই আদেশে উল্লিখিত বিধিবিধানের আলোকে লাইসেন্স ইস্যুর কার্যক্রম নিতে পরিবেন।

(ক) বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সিং বিধিমালায় বর্ণিত লাইসেন্সের জন্য আবশ্যকীয় দলিলাদিসহ নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। যথা:

(i) লিকার, এলকোহলিক বেভারেজ, পারফিউমারী, সিগারেট ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ২(দুই) কোটি টাকা এবং অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে ১ (এক) কোটি টাকার নি:শর্ত ব্যাংক/ইন্সুরেন্স গ্যারান্টি। উক্তরূপ গ্যারান্টি প্রতিষ্ঠানের সন্তোষজনক কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত প্রথম চালানের বি/ই দাখিলের তারিখ থেকে ২(দুই) বছর পর অবমুক্ত করিতে পারিবেন;

(ii) যেই বন্দরে শুল্ক-মুক্ত বিপণি খোলা হইবে, সেইখানকার উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের স্থান (Premise) বরাদ্দ পত্র; এবং

(iii) ১(খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধিবদ্ধ দলিলাদি।

(খ) শুল্ক-মুক্ত বিপণির জন্য বন্ড লাইসেন্স দেশের আন্তর্জাতিক বিমান/সমুদ্র/ স্থলবন্দরসমূহ হইতে বিদেশগামী অথবা বিদেশ হইতে আগত যাত্রীদের নিকট বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয়তব্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এ ধরনের বিক্রয় দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১০৫ অনুযায়ী রপ্তানি হিসেবে গণ্য হইবে;

(গ) শুল্ক-মুক্ত বিপণির মালামাল সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিট এ আমদানি করিতে হইবে;

(ঘ) শুল্ক-মুক্ত বিপণির জন্য বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি বিধান প্রতিপালন করিতে হইবে এবং সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত গাইডলাইন অনুসরণ করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(ঙ) পণ্যসমূহের নাম স্পষ্টভাবে লাইসেন্সে উল্লেখ করিতে হইবে। অনুমোদিত পণ্য ব্যতীত অন্য কোন পণ্য উক্ত বন্ডে খালাসযোগ্য হইবে না;

(চ) উক্ত বন্ডেড ওয়্যারহাউস/বিপণি ব্যতীত অন্য কোনও স্থান হইতে বন্ডের পণ্য বিক্রয় করা যাইবে না;

(ছ) বন্ড লাইসেন্স ইস্যু হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের আবেদন ও কার্যক্রমের ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতা নির্ধারণের ব্যবস্থাগ্রহণ করিবে;

(জ) যেসব শুল্ক বন্দরে শুল্ক কর্তৃপক্ষের অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উপযুক্ত অবকাঠামো নাই সেখানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুমোদনক্রমে প্রত্যাশী বন্ডারকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করিতে হইবে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক ভাড়া প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঝ) রাজস্ব সুরক্ষার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার এতদবিষয়ে The Customs Act, 1969 বন্ডেড ওয়্যার হাউজিং লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০৮ এবং এই আদেশে বর্ণিত বিধানাবলিসহ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক

পরিচালিত শুল্ক মুক্ত বিপণির জন্য প্রযোজ্য আদেশ নির্দেশ ও শর্তাবলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্থায়ী আদেশ জারি করিবেন।

০৩। নতুন প্রতিষ্ঠিতব্য ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

০৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,
(মো: শাহ্‌ আলম খান)
সদস্য (শুল্ক)

***উৎস:** মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-১(১২)শু: ভ: প্র:-২/২০০৮(অংশ)/৩৭৪(১৭) তারিখ ২৩.১০.২০১১

বিষয়: পুনর্গঠিত/সম্প্রসারিত/নবসৃষ্ট কমিশনারেট/কাস্টম হাউস/দপ্তরের অধিক্ষেত্র বিষয়ে।

সূত্র: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আদেশ নং-০৮.০৩৩.০২১.০১.০০.০৩৫.২০০৯ (অংশ-১)/৫৪০ তারিখ ২৫.০৮.২০১১।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। আপনি অবগত আছেন যে, সূত্রোক্ত আদেশ/পত্রের মাধ্যম বিদ্যমান কাস্টম হাউস/কমিশনারেট/ দপ্তরগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে পুনর্গঠিত/সম্প্রসারিত/নবসৃষ্ট মোট ৩৩টি কাস্টম হাউস/ কমিশনারেট/দপ্তর/বেঞ্চ সৃষ্টি করা হয়েছে। পুনর্গঠিত/সম্প্রসারিত/নবসৃষ্ট এসব কাস্টম হাউস/কমিশনারেট/দপ্তরের অধিক্ষেত্র হবে নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	কাস্টম হাউস/ কমিশনারেট/দপ্তরের নাম	অধিক্ষেত্র/এলাকা/সীমা (Territory)
১.	শুল্ক ও মূসক কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) ঢাকা	ঢাকা মহানগরী: • ধানমন্ডি এলাকা (ধানমন্ডি ২৭ হয়ে পশ্চিম দিকে বেড়িবাঁধ পর্যন্ত এবং এর দক্ষিণ পাশের এলাকাসমূহ); • শাহবাগ, কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, গ্রীনরোড, পান্থপথ, মিরপুর রোড (মানিক মিয়া এভিনিউ এর মোড় থেকে দক্ষিণ দিকে নিউমার্কেট পর্যন্ত) ও তদসংলগ্ন এলাকা; • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা, আজিমপুর ও নীলক্ষেত সংলগ্ন এলাকা, হাজারীবাগ, লালবাগ, কোতোয়ালী, কেরাণীগঞ্জ ও তদসংলগ্ন এলাকা; • তেজগাঁও, কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট ও তদসংলগ্ন এলাকা; • মতিঝিল, আরামবাগ, ফকিরাপুল, দিলকুশা, গুলিস্থান, সেগুনবাগিচা, রমনা, মগবাজার, বাংলামটর, সিদ্ধেশ্বরী ও তদসংলগ্ন এলাকা; • মালিবাগ রেলগেইট হতে বিশ্বরোড হয়ে ডেমরার আগ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ব এলাকাসমূহ জেলা: • মুন্সিগঞ্জ জেলার সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; • নারায়ণগঞ্জ জেলার সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা (সিদ্ধিরগঞ্জ, সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ ও বন্দর থানা ব্যতীত অর্থাৎ পুরাতন সিদ্ধিরগঞ্জ বিভাগ ও রূপগঞ্জ সার্কেলের আওতাভুক্ত এলাকা ব্যতীত) অন্যান্য:

		• উপরে বর্ণিত অধিক্ষেত্রাধীন এলসি স্টেশন, বিমানবন্দর ও করিডরসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
২	শুল্ক ও মূসক কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) ঢাকা	ঢাকা মহানগরী: • উত্তরা, নিকুঞ্জ, খিলক্ষেত, উত্তর খান, দক্ষিণ খান, কাওলা, আশকোনা, জোয়ারসাহারা, ঢাকা বিমানবন্দর ও তদসংলগ্ন এলাকা); • ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, মহাখালী, পুরাতন বিমানবন্দর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা, গুলশান, নিকেতন, বনানী, বারিধারা, বনানী ডিওএইচএস, মহাখালী ডিওএইচএস, বারিধারা ডিওএইচএস ও তদসংলগ্ন এলাকা; জেলা: • ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও শেরপুর জেলাসমূহের সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; • গাজীপুর জেলার সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা (কালিয়াকৈর উপজেলার প্রশাসনিক এলাকা ব্যতীত)। অন্যান্য: • উপরে বর্ণিত অধিক্ষেত্রাধীন এলসি স্টেশন, বিমানবন্দর ও করিডরসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৩	শুল্ক ও মূসক কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব) ঢাকা	ঢাকা মহানগরী: • বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা (বিশ্বরোডের পূর্ব পাশে অবস্থিত), বাড্ডা, কুড়িল, রামপুরা, বনশ্রী, বেগুনবাড়ি, মধুবাগ, মালিবাগ, খিলগাঁও, সবুজবাগ ও তদসংলগ্ন এলাকা); • প্রস্তাবিত পূর্বাচল ও তদসংলগ্ন এলাকা; • মালিবাগ রেলগেইট হতে বিশ্বরোড হয়ে ডেমরা পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব পাশের এলাকাসমূহ; • ডেমরা, সূত্রাপুর, পোস্তগোলা, শ্যামপুর, কদমতলী ও তদসংলগ্ন এলাকা; জেলা: • নরসিংদী জেলার সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; • নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সিদ্ধিরগঞ্জ, সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ ও বন্দর থানা ও তদসংলগ্ন এলাকা। অন্যান্য: • উপরে বর্ণিত অধিক্ষেত্রাধীন এলসি স্টেশন, বিমানবন্দর ও করিডরসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৪.	শুল্ক ও মূসক কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) ঢাকা	ঢাকা মহানগরী: • ধানমন্ডি ২৭নং রোড হয়ে পশ্চিম দিকে বেড়িবাঁধের উত্তর পাশের এলাকাসমূহ; • সমগ্র মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকা; • শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও; • আদাবর এলাকা, শ্যামলী, কল্যাণপুর, গাবতলী; • কচুক্ষেত (ক্যান্টনমেন্ট ব্যতীত), কাফরুল; • পল্লবী, কাজীপাড়া, শ্যাওড়াপাড়া, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং মিরপুর নতুন ডিওএইচএস ও তৎসংলগ্ন এলাকা (উত্তরা ব্যতীত); জেলা:

		• জামালপুর, টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ জেলার সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; • সাভার উপজেলার সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা (আশুলিয়াসহ); • ধামরাই উপজেলার সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; • গাজীপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়াকৈর উপজেলার সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; অন্যান্য: • উপরে বর্ণিত অধিক্ষেত্রাধীন এলসি স্টেশন, বিমানবন্দর ও করিডরসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৫	শুল্ক ও মূসক কমিশনারেট, চট্টগ্রাম	• চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলার সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; • এর অধিক্ষেত্রাধীন এলসি স্টেশন, বিমানবন্দর ও করিডোরসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৬	শুল্ক ও মূসক কমিশনারেট, কুমিল্লা	• কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; • এর অধিক্ষেত্রাধীন এলসি স্টেশন, বিমানবন্দর ও করিডোরসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৭	শুল্ক ও মূসক কমিশনারেট, রাজশাহী	• রাজশাহী বিভাগের সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; এবং • এর অধিক্ষেত্রাধীন এলসি স্টেশন, বিমানবন্দর ও করিডোরসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৮	শুল্ক ও মূসক কমিশনারেট, রংপুর	• রংপুর বিভাগের সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; এবং • এর অধিক্ষেত্রাধীন এলসি স্টেশন, বিমানবন্দর ও করিডরসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৯	শুল্ক ও মূসক কমিশনারেট, যশোর	• বিদ্যমান যশোর কমিশনারেটের এলাকাসমূহ; এবং • কাস্টম হাউস, বেনাপোল ব্যতীত যশোর কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রাধীন অন্যান্য এলসি স্টেশন, বিমানবন্দর ও করিডোরসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১০	শুল্ক ও মূসক কমিশনারেট, খুলনা	• খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগের সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; এবং মাদারীপুর জেলা ও শরিয়তপুর জেলার সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা • এর অধিক্ষেত্রাধীন এলসি স্টেশন, বিমানবন্দর ও করিডরসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১১	শুল্ক ও মূসক কমিশনারেট, সিলেট	• সিলেট বিভাগের সমগ্র প্রশাসনিক এলাকা; • এর অধিক্ষেত্রাধীন এলসি স্টেশন, বিমানবন্দর ও করিডরসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১২	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা	• ঢাকা বিভাগের সমগ্র প্রশাসনিক এলাকায় অন্তর্ভুক্ত বন্ডেড প্রতিষ্ঠানসমূহ; এবং • এ বিভাগের আওতাধীন সকল ইপিজেড এলাকা ও এর অন্তর্ভুক্ত বন্ডেড প্রতিষ্ঠানসমূহ।
১৩	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম	• চট্টগ্রাম বিভাগের সমগ্র প্রশাসনিক এলাকায় অন্তর্ভুক্ত বন্ডেড প্রতিষ্ঠানসমূহ; এবং • এ বিভাগের আওতাধীন সকল ইপিজেড এলাকা ও এর অন্তর্ভুক্ত বন্ডেড প্রতিষ্ঠানসমূহ।
১৪	কাস্টম হাউস, ঢাকা	• আইসিডি, কমলাপুর ব্যতীত পূর্বের কাস্টম হাউস, ঢাকা।
১৫	কাস্টম হাউস, আইসিডি, ঢাকা	• আইসিডি, কমলাপুরের অধীন সকল শুল্ক সংক্রান্ত

		কাজ।
১৬	কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম	• পূর্বে কাস্টম হাউস (আমদানি) ও কাস্টম হাউস (রপ্তানি) এর অধীন সকল শুল্ক সংক্রান্ত কাজ।
১৭	কাস্টম হাউস, পানগাঁও	

০২। উপরিউক্ত অধিক্ষেত্র দিয়ে পুনর্গঠিত/সম্প্রসারিত/নবসৃষ্ট আপনার কাস্টম হাউস/কমিশনারেট/দপ্তরকে যথাযথভাবে সংগঠিত ও রাজস্ব প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা সংহত করতে করণীয় সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা নিতে আপনাকে বিনীত অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ ফরিদ উদ্দিন)
সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৫ (১৩)২০/কাস-বন্ড/ডিপ্লো:/ক্রয়-বিক্রয়/০৯/পার্ট-১/১১/১৮০৭৬(৫) তারিখঃ ২৯.১১.২০১১

প্রেরক: ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন সাহা
বন্ড কর্মকর্তা
মেসার্স ঢাকা ওয়্যার হাউস লিঃ
বাড়ী নং-৪২, রোড নং-২৮, গুলশান, ঢাকা।
২। জনাব খায়রুল কবির খান
বন্ড কর্মকর্তা
মেসার্স ইস্টার্ন ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসেস
বাড়ি নং-২৩, সড়ক নং-১০৮, গুলশান, ঢাকা।
৩। জনাব খেলাফত হোসেন
মেসার্স এইচ কবির এন্ড কোং লিঃ
১২ আব্বাস গার্ডেন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড
মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
৪। জনাব ইমদাদ হক মিয়া
বন্ড কর্মকর্তা
মেসার্স টস বন্ড (প্রাইভেট) লিমিটেড
বাড়ী নং-৬০/বি, রোড নং-১৩১, গুলশান দক্ষিণ, গুলশান-১, ঢাকা।
মেসার্স বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
৮৩-৮৮, মহাখালী ঢাকা
৫। জনাব আরশাদ আলী ভূট্টো।
বন্ড কর্মকর্তা
ন্যাশনাল ওয়্যার হাউস
''মতি মঞ্জিল'', বাড়ী নং-১৮, রোড নং-৩২, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

৬। জনাব সুভাশ চন্দ্র সাহা
বন্ড কর্মকর্তা
মেসার্স সাবের ট্রেডার্স লিঃ
বাড়ী নং-২৫, রোড নং-১০, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা
ও
মেসার্স সারবান ইন্টারন্যাশনাল, ৭৬, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ও
বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার
জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।

বিষয়: **প্রাত্যাহিক তথ্য সিট সিডি করে প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউস কর্তৃক শুল্কমুক্তভাবে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয় তথ্যাদির প্রাত্যাহিক তথ্যশীট এতদসঙ্গে সংযুক্ত ছকে সংরক্ষণ করার জন্য এবং মাস শেষে তা' সিডিতে ধারণ করে এ দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

[মোঃ শওকাত হোসেন]
যুগ্ম কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে।

Name of the Warehouse Units :
Address:
Duty paid daily sales statement (Non-privileged person)

Date	Name of the Buyer	Name of the County	Name of Workstation	Passbook/passport		Description of the goods	Quantity (Kg/Ltr)	Price (US $)	Validity of Passbook/Passport	Coolected Duties (Tk)	Remarks
				Exemp. Cert. No	Date						

Name of the Warehouse Units :
Address:
Duty free daily sales statement

Date	Name of Buyer	Organization/Foreign Mission	Passpook or		Description of the goods	Quantity (Kg/Ltr)	Price (US$)	Validity of Passbook	Remarks
			or Exem. Cert. No	Date					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন,

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৬(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/বিবিধ/২০০৬/৫০৭ তারিখ: ২৮.১২.২০১১

প্রেরক: দ্বিতীয় সচিব
শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

প্রাপক: কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

বিষয়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস স্মারক নং-৪(১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৯/৩৩৪ তারিখ ২৮.০৮.২০০০ এর আলোকে ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেজড এবং নন-ডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেজড বন্ডেড ওয়্যারহাউস অডিট/নিরীক্ষা করিয়ে অডিট/নিরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবগত করানো।

আপনার কমিশনারেটের আওতাভুক্ত ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেজড এবং নন-ডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহ উল্লিখিত অফিস স্মারক নং-৪(১)শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড/৯৯/৩৩৪ তারিখ ২৮/০৮/২০০০ অনুযায়ী উচ্চ পর্যায়ের একাধিক কমিটি গঠন করে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ে অডিট/নিরীক্ষা করানোর জন্য বলা হলো। কমিটিতে বর্ণিত অফিস স্মারকের আলোকে শুল্ক ভবন, ঢাকা ও শুল্ক গোয়েন্দার অফিসারদের Co-opt করতে হবে। এছাড়া কমিটিতে আয়কর বিভাগের কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (বর্ণিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস স্মারক অনুযায়ী)।

০২। অডিট/নিরীক্ষা কার্যক্রমকে দুই সময়কালে, যথাক্রমে-গত তিন বছর (ক্যালেন্ডার ইয়ার) এবং গত তিন বছরের পূর্ববর্তী সময়কালে বিভক্ত করে সম্পন্ন করতে হবে। দুই পিরিয়ডের অডিট প্রতিবেদন আলাদা আলাদা হবে। আর গত তিন বছরের অডিটের ফলাফলের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উভয় অডিট রিপোর্টের কপি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতির ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে টাইম টু টাইম অবগত রাখতে হবে।

০৩। অডিট রিপোর্টে-

(ক) আমদানিকৃত পণ্য (বন্ডে আমদানিকৃত পণ্য) যথাযথভাবে Into-Bond ও Ex-Bond করা হয় কিনা;

(খ) Joint lock and key এর মাধ্যমে Bonded পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কিনা;

(গ) বিদ্যমান আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী Bond ওয়ারী পণ্য সাজিয়ে রাখা হয় কিনা;

(ঘ) বিভিন্ন বন্ডেড পণ্যের মধ্যে চলাচলের পর্যাপ্ত জায়গা রাখা হয় কিনা;

(ঙ) নিয়ম অনুযায়ী বন্ড অফিসার যথাযথ বন্ড রেজিস্টার সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষন করেন কিনা;

(চ) বন্ড অফিসাররা uniform পরে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন কিনা;

(ছ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৪(১)শুল্ক-৪/৯৩/৩৩২-৩৪০ তারিখ ১০.০২.৯৯ অনুযায়ী নষ্ট মালামাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত ও নিয়মমাফিক ধ্বংস করা হয় কিনা;

(জ) বন্ড অফিসাররা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে কিনা; ইত্যাদি বিষয় থাকতে হবে।

৪। এর পাশাপাশি-

(ক) বন্ডেড পণ্য Clandestine home consumption-এ গেছে কিনা, যেয়ে থাকলে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা;

(খ) মেয়াদ উত্তীর্ণ বন্ডেড পণ্য আছে কিনা, থাকলে এ সকল পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ ও এর ওপর প্রযোজ্য শুল্ক করের পরিমাণ নির্ধারণ করে তা আদায় করা হয়েছে কিনা;

(গ) মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যের বিপরীতে সরকারের পাওনা শুল্ক কর অনাদায়ী আছে কিনা;

(ঘ) মেয়াদ উত্তীর্ণ সকল পাস বুক শুল্ক ভবন, ঢাকায় জমা দেয়া হয়েছে কিনা। জমা না দেয়া মেয়াদ উত্তীর্ণ পাস বুকের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা;

(ঙ) জমাকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ সকল পাস বুক শুল্ক ভবন কর্তৃক নিয়ম অনুযায়ী যথাযথভাবে ধ্বংস করা হয়েছে কিনা;

(চ) মেয়াদ উত্তীর্ণ অবৈধ পাস বুকের বিপরীতে শুল্ক করমুক্ত বন্ডেড পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে মেয়াদ উত্তীর্ণ অবৈধ পাস বুকের বিপরীতে সরবরাহকৃত পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ ও এর ওপর প্রদেয় শুল্ক করের পরিমাণ নির্ধারণ করে আদায় করা হয়েছে কিনা;

(ছ) ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের অবকাঠামো সঠিক কিনা; ইত্যাদি বিষয়ও থাকতে হবে।

৫। অনুচ্ছেদ-১-৪ এর আলোকে অডিট করিয়ে অডিটের ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও আদেশ নির্দেশ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করে অবিলম্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবগত করানোর জন্য বলা হলো।

(মিয়া মো: আবু ওবায়দা)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *অফিস কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা-১
নথি নং-০৭.১০১.০১৮.০০.০০.০৪৫.২০১০-৬৩
তারিখ: ০৯/০২/২০১২ খ্রি:/২৭/১০/১৪১৮ ইংরেজি।

প্রেরক: উর্মি তামান্না
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক: বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
অডিট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা।
(দৃ: আ:-জনাব মীর কাশেম, সহকারী মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (হিসাব)।

বিষয়: শ্রেণীবিন্যাস চার্টে নতুন পরিচালন কোড সংযোজন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে নিম্নোক্ত পরিচালন কোড প্রদান করা হলো:

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	বিবরণ	লেভেল-২ কোড	লেভেল-৩ কোড (পরিচালন কোড)
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	শুল্ক ভবন (আইসিডি) কমলাপুর, ঢাকা	১১৩১	০০২০
	শুল্ক ভবন, পানগাঁও	১১৩১	০০২৫
	বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম	১১৩৬	০০১০
	কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব)	১১৩৩	০০৩০
	কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম)	১১৩৩	০০৩৫
	কমিশনারেট, কুমিল্লা	১১৩৩	০০৪০
	কমিশনারেট, রংপুর	১১৩৩	০০৪৫
	আপিল কমিশনারেট, ঢাকা-১, ঢাকা	১১৩৫	০০১৫
	আপিল কমিশনারেট, ঢাকা-২, ঢাকা	১১৩৫	০০২০
	আপিল কমিশনারেট, খুলনা	১১৩৫	০০২৫
	এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড	১১০৩	০০০৭

২। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,
(উর্মি তামান্না)
সিনিয়র সহকারী সচিব

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

নথি নং- ২(৭)৮২/বন্ড কমি:/আদেশ/২০০১/২০৭১ তারিখ : ৯.২.২০১২

অফিস আদেশ

বিষয়: "বকেয়া রাজস্ব আদায় শাখা" গঠন।

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাওনা বকেয়া রাজস্ব আদায়ের তথ্য সংরক্ষণের কোন শাখা না থাকায় বকেয়া রাজস্বের আদায় পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। ফলে বকেয়া আদায় কার্যকরভাবে ত্বরান্বিত করার কোন পদক্ষেপ যথাসময়ে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকায় "বকেয়া রাজস্ব আদায় শাখা" নামে একটি শাখা গঠন করা হলো। এই শাখার কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে:

(১) এই আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত যে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বকেয়া রয়েছে তার সকল তথ্য অন্যান্য সকল শাখা হতে "বকেয়া রাজস্ব আদায় শাখা"-য় প্রেরণ করতে হবে;

(২) আদেশ জারির পর উত্থাপিত দাবিনামার তথ্য "বকেয়া রাজস্ব আদায় শাখা"-য় প্রেরণ করতে হবে;

(৩) অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ বর্ণিত তথ্য প্রাপ্তির পর "বকেয়া রাজস্ব আদায় শাখা" হতে দাবিনামা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নামে পৃথক পৃথক নথি খুলে উপস্থাপন করতে হবে; এবং এ সংক্রান্ত একটি ডাটাবেইজ কম্পিউটারে সংরক্ষণ করতে হবে;

(৪) বকেয়া রাজস্ব আদায়ের পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপসমূহ "বকেয়া রাজস্ব আদায় শাখা" হতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শাখাকে অবহিত করতে হবে। সাধারণত: প্রেরিত পত্রের অনুলিপি দিয়ে অথবা নোট বিনিময় করে এটি করতে হবে;

(৫) দাবিনামা নিষ্পত্তির পর বন্ড সার্কেলের শাখা সহকারীগণ এ সংক্রান্ত দলিলাদি "বকেয়া রাজস্ব আদায় শাখা" -য় প্রেরণ করবেন;

(৬) প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ও সমন্বিত বকেয়ার হালনাগাদ তথ্য, বকেয়া আদায়ের হালনাগাদ তথ্য ও দাবিনামার হালনাগাদ তথ্য "বকেয়া রাজস্ব আদায় শাখা" -র শাখা সহকারী সংরক্ষণ করবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনারগণ তা প্রতিনিয়ত পরিবীক্ষণ করবেন;

(৭) বকেয়া পাওনা বা দাবিনামার বিরুদ্ধে আপিল কমিশনারেট, আপিলাত ট্রাইব্যুনাল বা উর্ধ্বতন আদালতে আপিল মামলা/রিট পিটিশন বিচারাধীন থাকলে সমন্বয় কর্মকর্তার সাথে reconciliation করে তার তথ্য "বকেয়া রাজস্ব আদায় শাখা"-র শাখা সহকারী নিয়মিত উপস্থাপন করবেন।

০২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

***উৎস:** মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা

নথি নং-২(৭)৮২/বন্ড কমি:/আদেশ/২০০১/২৪১৩ তারিখ : ১৪.২.২০১২

অফিস আদেশ

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার অধিক্ষেত্রাধীন শতভাগ রপ্তানিমুখী কম্পোজিট গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বন্ড সার্কেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করে অনুমোদনের জন্য কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিবেদনে তাদের বার্ষিক প্রাপ্যতা পণ্যভিত্তিক সুস্পষ্টভাবে প্রস্তাব করতে হবে।

০২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

***উৎস:** মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)৩৪/কাস বিবিধ/২০০৩/অংশ-৩/২০০৭/৩২১১ তারিখ ২৩.০২.২০১২

পরিপত্র

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের "বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা,২০০৮" -এর বিধি-৮ এর বিধান অনুযায়ী বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হতে ০১ (এক) বছর পূর্ণ হওয়ার পর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে নিরীক্ষার জন্য সমুদয় কাগজপত্র ও দলিলাদি কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে উপস্থাপন করা বাধ্যতামূলক। এটি পরিপালনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স অবিলম্বে স্থগিত (Suspend) করে নিরীক্ষা সম্পাদন করতে হবে বলে এই বিধিতে বলা হয়েছে।

০২। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রাপ্যতা নির্ধারণযোগ্য বন্ড প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত: গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো উপরিউক্ত বিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করছে না।

০৩। উপরিউক্ত বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরীক্ষার জন্য কাগজপত্র ও দলিলাদি উপস্থাপিত না হলে সেক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

(১) উক্তরূপ অনিয়ম সংক্রান্ত একটি তথ্যপত্র (Information Sheet) গার্মেন্টস অডিট শাখা হতে সংশ্লিষ্ট সার্কেলে প্রেরণ করতে হবে;

(২) গার্মেন্টস অডিট শাখা অডিট কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে;

(৩) সংশ্লিষ্ট সার্কেল গার্মেন্টস অডিট শাখা হতে প্রাপ্ত অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্যপত্র (Information Sheet) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নথিতে উপস্থাপন করে পর্যায়ক্রমে তা সিদ্ধান্তের জন্য কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করবে;

০৪। এ পদ্ধতি অবিলম্বে বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা

নথি নং-৫(১৩)৩৪/কাস বিবিধ/২০০৩/অংশ-৩/২০০৭/৩৫৭৪ তারিখ ২৯/০২/২০১২

পরিপত্র

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের "বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা,২০০৮" এবং দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯-এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ তাদের কাঁচামালের মজুদের পণ্যাগার, উৎপাদন এলাকা, উৎপাদিত পণ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সতর্কতা ও নিয়মাবলি অনুসরণ করবেন:

(ক) পণ্যাগারে রক্ষিত পণ্যের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য সকল আইন ও বিধি বিধান পরিপালন করতে হবে;

(খ) বন্ড লাইসেন্সভুক্ত প্রাঙ্গণে কাঁচামাল মজুদের পণ্যাগার, উৎপাদনের এলাকা, উৎপাদিত পণ্য মজুদের পণ্যাগার ও অফিস কক্ষ সুচিহ্নিত ও সুরক্ষিত হতে হবে। পণ্যাগারে রক্ষিত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য এমনভাবে রক্ষিত হবে যাতে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য সহজে পরিদর্শন করা যায়।

(গ) প্রতিটি বন্ডেড ওয়্যারহাউস বা বন্ড গুদামের বাহিরে দৃশ্যমান স্থানে মজুদ তথ্য নোটিশ বোর্ড-এ এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যাতে উহার অভ্যন্তরে রক্ষিত সকল পণ্যের স্টক তথ্য এক নজরে দৃষ্টিগোচর হয়;

(ঘ) গুদামের অভ্যন্তরে রক্ষিত পণ্যের মজুদের তথ্য সংবলিত Stock Card, বন্ড নম্বর ও বিল অব এন্ট্রি অনুযায়ী প্রতিটি পণ্যের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং ইস্যুকৃত ইউপি তথ্য বা বিল অব এক্সপোর্ট এর তথ্য সন্নিবেশিত করে মোট মজুদ কাঁচামাল হতে বিয়োজন করতে হবে;

(ঙ) নিয়মিত পণ্যের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের মজুদ হালনাগাদ তথ্য প্রস্তুত রাখতে হবে;

(চ) পণ্যের মজুদ বই এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে মজুদ পণ্যের পরিমাণ সহজেই নিরূপণ করা যায়;

(ছ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও কাস্টমস বন্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্ডেড ওয়্যারহাউস পরিচালনার বিষয়ে জারিকৃত এসআরও/আদেশ/নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০২। উপরে উল্লিখিত নির্দেশনা পরিপালন করা না হলে আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স স্থগিতকরণসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৩। সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ২(২৪)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/১৩৭(২) তারিখ: ০১/০৩/২০১২

বিষয়: গত ২৮/০২/২০১২ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় সদস্য (শুল্ক: রপ্তানি বন্ড ও আইটি) -এর সভাপতিত্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শুল্কমুক্তভাবে আমদানিযোগ্য Other Goods এর তালিকা রিভিউকরণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সূত্র: বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ এর পত্র নং-০৩.৩১৫.০০৬. ০০.০৮.০১৩.২০১১/২৪১ তারিখ ০২.০২.২০১২।

গত ২৮.০২.২০১২ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় The Bangladesh Export Processing Zone Authority Act, 1980 এর Section 7(f) এর Other Goods এর বিষয়ে বেপজা প্রতিনিধি, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জনাব মো: নাসির উদ্দিন, সদস্য (শুল্ক: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) এর সভাপতিত্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে তাঁর অফিস কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন:

০১	মিসেস ফারজানা আফরোজ	প্রথম সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০২	জনাব এ.এফ.এম. আব্দুল্লাহ খান	প্রথম সচিব (শুল্ক নীতি)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৩	জনাব মিয়া মো: আবু ওবায়দা	দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৪	জনাব মুহম্মদ জাকির হোসেন	যুগ্ম কমিশনার	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
০৫	জনাব মো: রাশেদুল আলম	যুগ্ম কমিশনার	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
০৬	জনাব মো: নুরুল হক	জেনারেল ম্যানেজার	বেপজা
০৭	জনাব কাজল আজগর	সহকারী ব্যবস্থাপক	বেপজা

আলোচনার বিষয়:

সূত্রে উল্লিখিত বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের পত্র নং-০৩.৩১৫.০০৬.০০.০৮.০১৩.২০১১/২৪১ তারিখ ০২.০২.২০১২ এর মাধ্যমে ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শুল্ক-মুক্তভাবে আমদানিযোগ্য Other Goods এর এসআরও-তে All Kinds of Generator Set, Coal, Solar Power set অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়।

০২। বেপজার পত্রটির আলোকে বেপজার প্রতিনিধির নিকট সভাপতি মহোদয় জানতে চান যে, আলোচ্য ৩(তিন)টি পণ্যের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বেপজার Board of Governors of the Authority এর অনুমোদন আছে কিনা। কারণ, বেপজা এ্যাক্ট, ১৯৮০ এর ৭(এফ) অনুযায়ী Other Goods নির্ধারণ করার ক্ষমতা বেপজার Board of Governors of the Authority। এ পর্যায়ে বেপজার জেনারেল ম্যানেজার জনাব নুরুল হক জানান যে, গভর্নর বোর্ডের সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সদস্য ১৪ (চৌদ্দ) জন মন্ত্রী ও ১৬ (ষোল) জন সচিব বিধায় বেপজা চাইলেও সবসময় গভর্নর বোর্ডের সভা করা সম্ভব হয় না। তিনি আরও জানান যে, জেনারেটরের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। তাছাড়া ইপিজেডের বাইরের প্রতিষ্ঠানসমূহ এসআরও নং-১৫৪-আইন/২০১১/২৩৪০/কাস্টমস, তারিখ ০৯.০৬.২০১১ অনুযায়ী ১% শুল্ক-কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানিকৃত জেনারেটর ছাড় করাচ্ছে। কিন্তু ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৩% শুল্ক-কর পরিশোধ করে জেনারেটর খালাস প্রদান করতে হচ্ছে যা যৌক্তিক নয়। ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অধিক শুল্ক হার বিদ্যমান থাকা আইনের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় মর্মে সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাবৃন্দ একমত পোষণ করেন। বর্তমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ইপিজেডের প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে প্রস্তাবিত ৩(তিন)টি পণ্য Other Goods এর এসআরও তে অন্তর্ভুক্তির বিষয় সংশ্লিষ্ট সকলে একমত পোষণ করেন। তবে সেক্ষেত্রে আলোচ্য তিনটি পণ্য Other Goods এর তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে গভর্নর বোর্ডের Post Facto অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বেপজাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দাখিল করতে হবে অর্থাৎ আইনের বিধান যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়টি বেপজাকে নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

প্রস্তাবিত পণ্য ৩ (তিন)টি যথা: All Kinds of Generating set, Coal, Solar Power Set এর এসআরও ১৯৯/২০০৭ তে অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্যে বেপজা এই মর্মে অঙ্গিকারনামা প্রদান করবে যে, আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত পণ্য ৩টি Other Goods হিসেবে Board of Governors of the Authority এর Post Facto অনুমোদন গ্রহণপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দাখিল করা হবে।

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নাসির উদ্দিন)
সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)

***উৎসঃ** মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অফিস আদেশ

নথি নং-৭(২১)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৭৬(২২) তারিখ ২১.০৩.২০১২

বিষয়ঃ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং, হ্যাঙ্গার ও প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে বন্ড লাইসেন্সবিহীন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে (হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ) কার্টন, হ্যাঙ্গার, প্লাস্টিকজাত পণ্য ও এক্সেসরিজ সরবরাহকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি নির্দেশিত হয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে বন্ড লাইসেন্সবিহীন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে (হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ) কার্টন, হ্যাঙ্গার, প্লাস্টিকজাত পণ্য ও এক্সেসরিজ সরবরাহের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ শর্তে ইউপি জারির বিষয়ে সম্মত হয়েছে, যথা:

(i) পণ্য সরবরাহ মাস্টার এলসির বিপরীতে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে হতে হবে;
(ii) ইউপি জারির আগেই ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি এবং মাস্টার এলসি'র সঠিকতা ব্যাংক থেকে যাচাই করে নিতে হবে;
(iii) সংশ্লিষ্ট বন্ড প্রতিষ্ঠান পণ্য রপ্তানির সমর্থনে পিআরসিসহ (PRC/Proceeds Realization Certificate) অন্যান্য রপ্তানি দলিলাদি পরবর্তীতে বন্ড লাইসেন্স নবায়নের সময় বন্ড কমিশনারেটে/সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনে দাখিল করবে; ও
(iv) বন্ড প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি কার্যক্রমে কোন অনিয়ম সংঘটিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বন্ড থেকে নন-বন্ড প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ইউপি প্রদান করা যাবে না।

০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস আদেশ নং-৭(২১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/৫১(১-২৭) তারিখ ০২.০৩.২০১১ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

(মিয়া মোঃ আবু ওবায়দা)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

উৎসঃ মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)২১৭/কাস-বন্ড/(সদর)/অফিস আদেশ/২০১০/৬১০৫ তারিখ: ১১/৪/২০১২

অফিস আদেশ

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভবিষ্যতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা-এর আওতাধীন কোন বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের পণ্যের মজুদ অথবা বন্ড সংক্রান্ত কোন তথ্য যাচাই/সংগ্রহ/তদন্ত/নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে সরেজমিন গমন করার পরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন প্রতিনিধি পাওয়া না গেলে/প্রতিষ্ঠান বন্ধ পাওয়া গেলে/উপস্থিত প্রতিনিধি বন্ডের চাবি হস্তান্তর না করলে/চাবি থাকা সত্ত্বেও তালা খুলতে অস্বীকৃতি জানালে তদন্ত/নিরীক্ষা দল তালাবদ্ধ বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের তালা সিলগালা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণ স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক তা পুন:তালাবদ্ধ করবেন। আইনি প্রক্রিয়ায় তাঁরা অনতিবিলম্বে বিষয়টি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে (এক্ষেত্রে যিনি তাঁকে তদন্তের/নিরীক্ষার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন) অবহিত করবেন। তদন্ত/নিরীক্ষা দল বর্ণিত বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের উপস্থিত প্রতিনিধির লিখিত বিবৃতি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করবেন। অতঃপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। তালা/অন্যবিধ লক সিল গালা করে তাতে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক যথাযথ পন্থায় প্রতিষ্ঠান/বন্ড পুনঃতালাবদ্ধ করে আসার জন্য সকল সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব কর্মকর্তা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে বলা হলো।

(মোবারা খানম)
যুগ্ম কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(৩০)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/২৩৫(১৬) তারিখ ২৯.৪.২০১২

বিষয়: এসআরও নং-১৬৮/আইন/২০০৮/২১৯৬/শুল্ক তারিখ ২৬/০৬/২০০৮ ও এসআরও নং-১৭৮/আইন/২০১০/২২৯৬/শুল্ক তারিখ ১০/০৬/২০১০ এর আওতায় রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের শুল্ক করাদির বিপরীতে প্রদত্ত অঙ্গিকারনামা বাতিলের লক্ষ্যে প্রত্যয়নপত্র দাখিলের সময় বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। বিজিএমইএ এর সদস্যভুক্ত রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসআরও নং-১৬৮/আইন/২০০৮/২১৯৬/শুল্ক, তারিখ ২৬/০৬/২০০৮ ও এসআরও নং-১৭৮/আইন/২০১০/২২৯৬/শুল্ক, তারিখ ১০/০৬/২০১০ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন/চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সুপারিশের আওতায় খালাসকৃত যে সকল পণ্য চালানের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন থেকে যথাক্রমে ৩ বছর ৩ মাস এবং ৬ মাসের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা হয়নি, সে সকল ক্ষেত্রে প্রত্যয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা ৩০/৯/২০১২ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

(মিয়া মো: আবু ওবায়দা)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

শুল্ক অনুবিভাগ

(শুল্ক: নীতি ও বাজেট শাখা)

নথি নং-১৭(১)শুঃ নীঃ ও বাঃ/২০১২/২০০(৩৩) তারিখ ২৩.০৫.২০১২

অফিস আদেশ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন শুল্ক অনুবিভাগের অধীনস্থ সকল দপ্তরের কর্মকর্তাগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, করদাতাগণের কর পরিশোধ পদ্ধতি অধিকতর সহজীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইনে কর পরিশোধ ব্যবস্থা চালু করছে। অনলাইনে কর পরিশোধ (e-Payment) ব্যবস্থায় করদাতাগণ সহজেই আমদানি শুল্ক, আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর, আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ও অগ্রিম আয়করসহ সকল প্রকার প্রদেয় কর পরিশোধ করতে পারবেন। অনলাইনে কর পরিশোধ ব্যবস্থার সাথে সাথে চালানের মাধ্যমে কর পরিশোধের বিদ্যমান ব্যবস্থাও চালু থাকবে।

০২। অনলাইনে কর পরিশোধের সুবিধার বিষয়ে আমদানিকারক, সিএন্ডএফ এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য ও অনুসন্ধানের জন্য শুল্ক অনুবিভাগের নিম্নলিখিত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো:

খন্দকার নাজমূল হক
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

[মোহাম্মদ রেজাউল হক]
দ্বিতীয় সচিব
শুল্ক: নীতি ও বাজেট

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৩(২৩)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৮৫/২৭৫(৩) তারিখ: ২৪/০৫/২০১২

বিষয়: গত ১০/০৫/২০১২ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় সদস্য (শুল্ক:), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা-এর সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তর কক্ষে ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেইজড এবং নন-ডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসের কার্যক্রমের ব্যাপারে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

গত ১০/০৫/২০১২ তারিখ সকাল ১১.০০টায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেইজড এবং নন-ডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসের কার্যক্রমের অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বন্ড সুবিধার অপব্যবহার রোধ, সরকারি স্বার্থ সুরক্ষা, ইত্যাদি বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: নাসির উদ্দিন, সদস্য (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা। সভায় নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ছক

ক্র. নং	নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম	ফোন/মোবাইল
১	ড. মারুফুল ইসলাম কমিশনার	কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম	০১৭১১-৫৬১০৩২
২	জাকিয়া সুলতানা কমিশনার	কাস্টম হাউস, ঢাকা	০১৭১৬-৪৪৭৮১১
৩	ফারজানা আফরোজ প্রথম সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	০১৭১১-৫২০৭৬৫
৪	জনাব এম জাকির হোসেন যুগ্ম কমিশনার	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা	০১৭১৩-৪৪৪১১৫
৫	জনাব মিয়া মো: আবু ওবায়দা দ্বিতীয় সচিব(শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	০১৭৬৩-৭৯৬৬১৮
৬	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ সহকারী কমিশনার	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম	০১৮১৯-২৪৫৬৭৫
৭	জনাব নেয়ামুল হুদা ডেপুটি চীফ, প্রটোকল	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা	০১৯৪৫-১১৫৮৭৭
৮	জনাব ওয়ারিসুর রহমান সহকারী সচিব	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা	০১৮২৪-১০৬৭২২
৯	জনাব ড. মো: হাবিবুল্লাহ	মেসার্স ন্যাশনাল ওয়্যারহাউস	০১৭১৩০১৭৪৭০
১০	জনাব তৌফিক উদ্দিন আহমেদ	ইস্টার্ন ডিপ্লোমেটিক	০১১৯৯-৮৬২৫২৫
১১	জনাব রকিবুল কবির	এইচ কবির লিমিটেড	০১৮১৯-২১৩০৩০
১২	জনাব রানা	ঢাকা ওয়্যারহাউস	
১৩	জনাব এস সি বোস	টস বন্ড	০১৮১৯-২২৮৮৪৭
১৪	জনাব অলোক দাস	সাবের ট্রেডার্স	০১৭১১-৫৬৮২৩৮
১৫	জনাব মাহমূদুন নবী	বাংলাদেশ ব্যাংক	০১৮৪৩-৯২৭৫৮৯

০২। সভায় Ministry of Foreign Affairs কর্তৃক ডিপ্লোমেটদের জন্য ইস্যুকৃত Exemption Certificate এর বিপরীতে ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেইজড এবং নন-ডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসের পণ্য বিক্রি, বৈধ Pass Book এর বিপরীতে ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেইজড এবং নন-ডিপ্লোমেটিক, নন-প্রিভিলেইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসের পণ্য বিক্রি,

Foreign Currency in cash এর পরিবর্তে Foreign Currency in cheque/credit card এর বিপরীতে ডিপ্লোমেট ও প্রিভিলেইজড পারসনদের নিকট বন্ডেড ওয়্যারহাউসের পণ্য বিক্রি, কাস্টম হাউস, ঢাকার পরিবর্তে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসেবে কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা/চট্টগ্রাম কর্তৃক Pass book ইস্যুকরণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিবর্তে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসেবে কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) কর্তৃক প্রাপ্যতা নির্ধারণ, বর্তমানে আবাসিক ভবনে থাকা বন্ডেড ওয়্যারহাউসের পরিবর্তে আদর্শ (Ideal) বন্ডেড ওয়্যারহাউস স্থাপন, বন্ডেড পণ্যের সঠিক Into-Bond ও Ex-bond করণ, Pass Book এর বৈধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বন্ডেড ওয়্যারহাউসের পণ্য বিক্রিকরণ, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়।

০৩। বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যথা:-

(ক) কেবল কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা/চট্টগ্রাম কর্তৃক Ministry of Foreign Affairs এর নিকট থেকে প্রাপ্ত Original Exemption Certificate এর সাথে ডিপ্লোমেট কর্তৃক দাখিলকৃত Exemption Certificate মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ডিপ্লোমেট এর নিকট বন্ডের পণ্য বিক্রি করা যাবে;

(খ) একইভাবে কেবল বৈধ Pass Book এর বিপরীতে বন্ডেড পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) প্রিভিলেইজড পারসনের পাসবুক শুল্ক ভবন, ঢাকা কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা/চট্টগ্রাম কর্তৃক ইস্যু ও নবায়নসহ অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

(ঘ) এখন হতে ডিপ্লোমেটিক/ডিউটি পেইড/ডিউটি ফ্রি শপ-এর বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা সংশ্লিষ্ট কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে;

(ঙ) ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেইজড এবং নন-ডিপ্লোমেটিক, নন-প্রিভিলোইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ পাসবুকের বৈধতা ও Exemption Certificate এর সঠিকতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বন্ডের পণ্য বিক্রি করবেন;

(চ) একইভাবে সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসার Pass Book এর বৈধতা এবং Ministry of Foreign Affairs কর্তৃক ইস্যুকৃত Exemption Certificate এর বৈধতা ও সঠিকতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বন্ডেড ওয়্যারহাউসের পণ্য বিক্রি অনুমোদন করবেন;

(ছ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতি সপ্তাহে ইস্যুকৃত Tax Exemption Certificate ঐ সপ্তাহের বৃহস্পতিবার কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের নিকট প্রেরণ করবে। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট তা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে সকল ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসের বন্ড অফিসার এর নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন। জরুরী প্রয়োজনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় Tax Exemption Certificate কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে ফ্যাক্সযোগে প্রেরণ করবে এবং কমিশনার প্রাপ্ত সার্টিফিকেট তাৎক্ষণিকভাবে বন্ড অফিসারের নিকট প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(জ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে Tax Exemption Certificate ইস্যু করবে। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ফরমেট প্রস্তুত করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং বোর্ডকে অনুলিপি প্রদান করবে;

(ঝ) চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থিত শীপ স্টোর্স বন্ডসমূহ, চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে অবস্থিত ডিউটি ফ্রি ও ডিউটি পেইড এবং চট্টগ্রাম ইপিজেডে অবস্থিত বেপজা কমিশনারেটে অবস্থিত লাইসেন্সিং কার্যক্রম কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের পরিবর্তে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম কর্তৃক পরিচালিত হবে; ও

(ঞ) The Customs Act, 1969 এবং বিদ্যমান বিধিমালা ও আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেইজড এবং নন-ডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসের লাইসেন্সি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্ড অফিসার বন্ডেড পণ্যের সঠিক Into Bond ও Ex-Bond করণ নিশ্চিত করবেন।

০৪। আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: নাসির উদ্দিন)
সদস্য (শুল্ক)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৫(১৩)২১৭/কাস-বন্ড/(সদর)/অফিস আদেশ/২০১০/৮৭৬৬ তারিখ: ২৯/৫/২০১২

অফিস আদেশ

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইদানীং বিভিন্ন বিষয়ে বন্ডারদের আবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত দিতে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব হচ্ছে বলে প্রতীয়মান। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো আবেদন গ্রহণের পর শাখা হতে তা উপস্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক বিলম্বে মতামত প্রদান করা। এ প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করা হলো:

(ক) প্রতিটি পত্র শাখা হতে ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে। সম্ভব হলে যে দিনের পত্র সেদিনই উপস্থাপনের চেষ্টা করতে হবে।

(খ) অডিট ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সর্বোচ্চ দুই কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তাব পেশ করবেন। অডিটের ক্ষেত্রে এ সময় হবে সর্বোচ্চ ৭ কার্যদিবস।

(গ) রাজস্ব কর্মকর্তা সর্বোচ্চ দুই কার্যদিবসের মধ্যে তার মতামত প্রদান করে নথি সহকারী/ডেপুটি কমিশনার বরাবর প্রেরণ করবেন। সহকারী কমিশনার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট দিনেই নথিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করার চেষ্টা করবেন।

(ঘ) রাজস্ব কর্মকর্তা হতে সহকারী কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার বরাবর নথি অগ্রায়ণের সময় নোট শীটের বাম পাশে নিম্নোক্ত সিল দিয়ে তথ্য প্রদান করতে হবে। যথা:

নথি উপস্থাপনের জন্য

(ক) পত্র গ্রহণের তারিখ	: ....
(খ) শাখা হতে উপস্থাপনের তারিখ	: ....
(গ) এআরও -এর সুপারিশ প্রদানের তারিখ	: ....
(ঘ) আরও -এর সুপারিশ প্রদানের তারিখ	: ....

(ঙ) উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদসমূহে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হতে কমিশনার পর্যন্ত প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে অনিবার্য কারণে সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে তা তৎপরবর্তী কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(চ) উল্লিখিত বিধান ইউপি শাখা ব্যতীত অন্য সকল শাখার জন্য প্রযোজ্য হবে।

(এম. হাফিজুর রহমান)
কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)২১৭/কাস-বন্ড/সদর/অফিস আদেশ/২০১০/৯১৪৮ তারিখ: ০৫/০৬/২০১২

অফিস আদেশ

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন বিভাগ/শাখা হতে প্রাপ্ত রাজস্বের ট্রেজারি চালানের হিসাব সংরক্ষণের জন্য নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করা হলো:

(ক) ট্রেজারি চালানের মূল কপি পরিসংখ্যান শাখায় জমা প্রদান করতে হবে। সেখানে রাজস্ব রেজিস্টারে ক্রমানুযায়ী এন্ট্রি হবে। চালানের গায়ে এন্ট্রি ক্রমিক লিখতে হবে। অত:পর সিরিয়াল অনুযায়ী চালানের একটি কপি নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং মূল কপি সংশ্লিষ্ট সার্কেলে প্রেরণ করতে হবে। তারা চালানটি Online এ www.nbrepayment.org নামক পোর্টাল হতে যাচাইও করবে;

(খ) সার্কেল বা সংশ্লিষ্ট শাখা চালান নিয়ে প্রযোজ্য প্রশাসনিক কাজ সমাধা করবে। তারা প্রয়োজনে চালানটি Physical Verification করবে।

(এম. হাফিজুর রহমান)

কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(২৩)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৮৫/৩০৭(২) তারিখ: ১১/০৬/২০১২

আদেশ

ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেজড এন্ড ননডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা, অধিকতর স্বচ্ছতা, বন্ড সুবিধার অপব্যবহার রোধ ও সরকারি স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নোক্ত নির্দেশাবলি প্রদান করছে, যথা:

(ক) Ministy of Foreign Affairs এর নিকট থেকে প্রাপ্ত Original Exemption Certificate-এর সাথে ডিপ্লোমেট কর্তৃক দাখিলকৃত Exemption Certificate মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ডিপ্লোমেটের নিকট বন্ডের পণ্য বিক্রি করা যাবে। সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেটসমূহের কমিশনারগণ এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন;

(খ) কেবল বৈধ Pass Book-এর বিপরীতে বন্ডের পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) প্রিভিলেজড পারসনস এর পাসবুক শুল্ক ভবন, ঢাকা কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা/চট্টগ্রাম কর্তৃক ইস্যু ও নবায়নসহ অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

(ঘ) এখন হতে ডিপ্লোমেটিক/ডিউটি পেইড/ডিউটি ফ্রি শপ-এর বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা সংশ্লিষ্ট কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে;

(ঙ) ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেজড এবং নন-ডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহ পাসবুকের বৈধতা ও Exemption Certificate এর সঠিকতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বন্ডের পণ্য বিক্রি করবে;

(চ) একইভাবে সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসার Passbook-এর বৈধতা এবং Ministy of Foreign Affairs কর্তৃক ইস্যুকৃত Exemption Certificate এর বৈধতা ও সঠিকতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বন্ডেড ওয়্যারহাউসের পণ্য বিক্রি অনুমোদন করবেন;

(ছ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতি সপ্তাহে ইস্যুকৃত Tax Exemption Certificate ঐ সপ্তাহের বৃহস্পতিবার কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের নিকট প্রেরণ করবে। কমিশনার কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট তা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে সকল ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসের বন্ড অফিসার এর নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন। জরুরী প্রয়োজনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় Tax Exemption Certificate কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে ফ্যাক্সযোগে প্রেরণ করবে এবং কমিশনার প্রাপ্ত সার্টিফিকেট তাৎক্ষণিকভাবে বন্ড অফিসারের নিকট প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করবেন;

(জ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে Tax Exemption Certificate ইস্যু করবে। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ফরমেট প্রস্তুত করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং বোর্ডকে অনুলিপি প্রদান করবে;

(ঝ) চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থিত শীপ স্টোর্স বন্ডসমূহ, চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অবস্থিত ডিউটি ফ্রি ও ডিউটি পেইড এবং চট্টগ্রাম ইপিজেডে অবস্থিত বেপজা কমিশারিয়েটের লাইসেন্সিং কার্যক্রম কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের পরিবর্তে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম কর্তৃক পরিচালিত হবে; ও

(ঞ) The Customs Act, 1969 এবং বিদ্যমান বিধিমালা ও আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেজড এবং ননডিপ্লোমেটিক ও নন-প্রিভিলেজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসের লাইসেন্সি এবং দায়িত্ব প্রাপ্ত বন্ড অফিসার বন্ডেড পণ্যের সঠিক Into-Bond ও Ex-Bond করণ নিশ্চিত করবেন।

মিয়া মো: আবু ওবায়দা
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

নথি নং-৫(১৩)১৭৫/বন্ড কমি:/কাস্টম শাখা/কমিটি/২০০৬/ ১০৬১৬ তারিখ: ২৫/০৬/২০১২

বিষয় : কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে বিজিএমইএ প্রতিনিধি দলের অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	:	১৮.৬.২০১২
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
সময়	:	সকাল ১১.০০ টা
সভাপতি	:	জনাব এম. হাফিজুর রহমান কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে কর্মরত সহকারি কমিশনার, তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা ও বিজিএমইএ এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ১৮.০৬.২০১২ তারিখে বন্ড কমিশনারেটের সভা কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব এম. হাফিজুর রহমান, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট সভাপতিত্ব করেন। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিম্নে আলোচনা করা হয়:

০১. **আলোচ্য বিষয় :** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী ২ বছরের অডিট অনিষ্পন্ন রয়েছে তাদের অনুকূলে ৩ বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ড জারি প্রসঙ্গে।

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : বর্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকে তাদের অনুকূলে ৩ বছরের জেনারেল বন্ডের পরিবর্তে ৩ মাসের অস্থায়ী জেনারেল বন্ড জারি করা হচ্ছে যা তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে প্রায়শই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নথি নং-৩(২১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/১০৫ তারিখ ১০.০১.২০০১ এর 'ঙ' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোন প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী ২ বছরের অডিট অনিষ্পন্ন থাকলেও শর্ত সাপেক্ষে আবেদনের সাথে সাথে জেনারেল বন্ড জারি করার বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে বিজিএমইএ হতে পত্র নং-বিজিএ/ পোর্ট/ ২০১২/১২২৪২ তারিখ ২৭.৫.২০১২ প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৩(২১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/১০৫ তারিখ ১০.০১.২০০১ এর অনুচ্ছেদ 'ঙ' এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট দুই বছর পর্যন্ত অনিষ্পন্ন আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩ বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ড জারি করা যায়।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য: আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বন্ড কমিশনারেট থেকে জানানো হয়, যে সকল প্রতিষ্ঠানের ২ বছর পর্যন্ত অডিট অনিষ্পন্ন আছে তাদের অন্য কোন সমস্যা না থাকলে সাধরণত তাদের লাইসেন্স স্থগিত করা হয় না। শর্ত সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে ৩ মাস ও ২১ দিনের জেনারেল বন্ড প্রদান করা হয়। তিন বছর বা তার অধিক সময় অডিট অনিষ্পন্ন থাকলে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি সাপেক্ষে লাইসেন্স স্থগিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত : যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট দুই বছর পর্যন্ত অনিষ্পন্ন আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩ বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ড জারির বিজিএমইএ এর অনুরোধ বিবেচনা করার সুযোগ নেই। বিজিএমইএ -কে তার সদস্য প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত অডিট করানোর বিষয়ে উৎসাহিত করতে অনুরোধ করা হয়।

০২. **আলোচ্য বিষয়:** প্রয়োজনীয়/সংশ্লিষ্ট দলিলাদির ভিত্তিতে অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা এবং অডিট কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : বর্তমানে অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাস্টমস অডিট কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় দলিলাদি চাওয়া হচ্ছে বলে জানা যায়। এ বিষয়ে বন্ড কমিশনারেটের স্থায়ী আদেশ নং-১/২০০৯ তারিখ ১০.১০.২০০৯ এর আলোকে অডিট কার্যক্রম সম্পাদন এবং ত্বরান্বিত করা বাঞ্ছণীয়।

এছাড়া প্রতিটি ইউডি এর বিপরীতে সকল ধরণের জাহাজীকরণ দলিলাদি চাওয়া হচ্ছে যা আদৌ যক্তিযুক্ত নয়। কারণ যেসব প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির পরিমাণ বেশি তাদের পক্ষে তা সরবরাহ করা আর্থিক দিক থেকে সঙ্গত হবে না এবং বন্ড কমিশনারেটে জায়গার সংকুলান হবে না। এছাড়াও এত দলিলাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করে অডিট কার্য সম্পাদন করা কাস্টমস কর্মকর্তার পক্ষেও সম্ভব হবে না। ফলে অডিট কার্যক্রম বিলম্বিত হবে। এ ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয়/সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাই করলে অডিট কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, অডিট কার্যক্রম বিলম্বিত হওয়ার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য দারুণভাবে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রয়োজনীয়/সংশ্লিষ্ট দলিলাদির ভিত্তিতে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং অডিট কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য: আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বন্ড কমিশনারেট থেকে জানানো হয় এ দপ্তরের স্থায়ী আদেশ নং-১/২০০৯ তারিখ ১৩.১০.২০০৯ এর আলোকেই অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। অডিট একটি ব্যাপক বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ না করে অডিট কার্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নির্ধারিত ৯০ দিন সময়ের মধ্যেই অডিট নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত : স্থায়ী আদেশ নং-১/২০০৯ তারিখ ১৩.১০.২০০৯ এর আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা।

০৩. **আলোচ্য বিষয়** : বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/২০২ ধারা জারি/BIN Lock করা হলেও রপ্তানি কার্যক্রম অনুমোদন করা।

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : অডিট কার্যক্রম সময়মত সম্পাদন না করাসহ বিভিন্ন কারণে বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/BIN Lock/২০২ ধারা জারি করা হয়, ফলে পূর্বের আমদানিকৃত কাঁচামাল/স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত কাপড়দ্বারা তৈরি পোশাক রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। এতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি আদেশ বাতিলপূর্বক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উক্ত বিষয়ে গত ২৩.১.২০০৪ তারিখে কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের অফিস আদেশে উল্লেখ রয়েছে যে, "নিরীক্ষা অনিষ্পন্ন থাকার কারণে বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি এলসি, ইউডি, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যথাযথ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি অনুমোদন করা যাবে"। এছাড়াও কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ২০২ ধারায় সরকারি পাওনা আদায়ে আমদানিকৃত পণ্য খালাস বন্ধের নির্দেশনা রয়েছে কিন্তু রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না মর্মে কোন নির্দেশনা নেই।

পোশাক বন্ড প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/BIN Lock/২০২ ধারা জারি করা হলেও উক্ত আদেশেই রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে মর্মে বিষয়টি উল্লেখ থাকা যায়।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য: আলোচ্য বিষয়ে বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য হলো বন্ড কমিশনারেট ছাড়া অন্য দপ্তরের জারিকৃত ২০২ ধারা/BIN Lock/বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হলে অত্র দপ্তরের করণীয় কিছু নেই। তবে বন্ড কমিশনারেট থেকে ২০২ ধারা জারি/BIN Lock/লাইসেন্স স্থগিত রাখা হলে অত্র দপ্তরের প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অনুমতি প্রদান করা যায়।

সিদ্ধান্ত : এ দপ্তরের জারিকৃত ২০২ ধারা/BIN Lock/বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হলে প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে চালান ভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যায়। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি চালানের প্রত্যাবাসিত মুদ্রা হতে সরকারি পাওনা পরিশোধের শর্ত আরোপ করা যায়।

০৪. **আলোচ্য বিষয়** : একটি প্রতিষ্ঠানের সাসপেনশন বা ডিমান্ডের কারণে সহযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা।

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-২(২৮)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/অংশ-১/৩৪৪(২) তারিখ ২৯.৪.২০০৮ মোতাবেক, গ্রুপ অব কোম্পানির ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের সাসপেনশন বা দাবিনামা ১০ লক্ষ টাকার কম থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২ ধারা জারি না করা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিঘ্নিত না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেক্ষেত্রে সাসপেনশন/ডিমান্ডকৃত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পরিচালক মালিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে কিন্তু বন্ডের অনুমোদন নেয়া হয়নি, সেক্ষেত্রে উক্ত পরিচালকের মালিকানাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম দারুনভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

সাসপেনশন/দাবিনামায় অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অন্য কোন সমস্যা না থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনার সুযোগ প্রদান করা এবং সহযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম হালনাগাদ সম্পন্নকরণে অনুমোদন প্রদান করা যায়।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য: আলোচ্য বিষয়ে বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য হলো সাসপেনশন/ ডিমান্ডকৃত অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অন্য কোন সমস্যা না থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ প্রদান সংক্রান্ত বিজিএমইএ এর সুপারিশ বিবেচনায় নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

সিদ্ধান্ত : একটি প্রতিষ্ঠানের সাসপেনশন বা ডিমান্ডের কারণে সহযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার সুযোগ সংক্রান্ত বিজিএমইএ'র প্রস্তাব বিবেচনার সুযোগ নেই। এতে সরকারি বকেয়া রাজস্ব আদায় ব্যাহত হবে এবং আইন অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

০৫. **আলোচ্য বিষয়** : বিভিন্ন সমস্যার কারণে সময়মত নিরীক্ষা না হওয়া বা অন্যান্য সমস্যার কারণে ২০২ ধারা জারি/বিন লক হলে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণে প্রত্যয়নপত্র প্রদান–

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম ২-৩ বছর পর্যন্ত অনিষ্পন্ন থাকায় বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যার কারণে বন্ড কমিশনার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ২০২ ধারা জারি/বিন লক করা হচ্ছে। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যে আমদানিকৃত মালামাল ছাড় করাতে না পেরে তা স্টকলটে পরিণত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিপুল অংকের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

যেহেতু অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, এক্ষেত্রে অডিট সংক্রান্ত দলিলাদি দাখিল করা হলে বিজিএমইএ'র সুপারিশের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণে প্রত্যয়নপত্র (NOC) প্রদান করা বাঞ্ছণীয়।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য: ২০২ ধারা জারি/বিন লক হলে আমদানিকৃত মালামাল প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ১০০% নি:শর্ত ও নিরবচ্ছিন্ন ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে ছাড় করতে পারে।

সিদ্ধান্ত : ২০২ ধারা জারি/বিন লক হলে আমদানিকৃত মালামাল প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে ছাড়করণের বিজিএমইএ এর সুপারিশ বিবেচনার সুযোগ নেই। তবে ব্যাংক গ্যারান্টির ভিত্তিতে ছাড় করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

০৬. **বিবিধঃ**

ইউডি অটোমেশন: বিজিএমইএ এর সভাপতি মহোদয় সভাকে ইউডি অটোমেশন এর অগ্রগতি অবহিত করে জানান যে, এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। তিনি তা পরিদর্শন করার জন্য কমিশনার মহোদয়কে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত :

(ক) বন্ড কমিশনারেট হতে কমিশনার মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি টিম বিজিএমইএ -এর ইউডি অটোমেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করবে।

(খ) আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বিজিএমইএ অনলাইনে ইউডির তথ্য বন্ড কমিশনারেটকে সরবরাহ করবে।

০৭. সভায় আর কোন আলোচ্য সূচি না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

নথি নং-২(৩০)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/৩২৯(১-৫) তারিখ: ২৮/০৬/২০১২

বিষয়: ১৪/০৬/২০১২ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় সদস্য (শুল্ক) এর সভাপতিত্বে সুপারভাইজড ক্লিয়ারেন্স বন্ড সুবিধার বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণ।

১৪/০৬/২০১২ তারিখ সকাল ১০.০০টায় সুপারভাইজড ক্লিয়ারেন্স বন্ড সুবিধার বিষয়ে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম, কাস্টম হাউস, বেনপোল এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জনাব মো: নাসির উদ্দিন, সদস্য (শুল্ক) এর সভাপতিত্বে তাঁর অফিস কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

০১.	জনাব মো: মাসুদ সাদিক	কমিশনার	কাস্টম হাউস, বেনাপোল
০২.	মিসেস ফারজানা আফরোজ	প্রথম সচিব	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৩.	জনাব মুহম্মদ জাকির হোসেন	যুগ্ম কমিশনার	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
০৪.	জনাব মিয়া মো: আবু ওবায়দা	দ্বিতীয় সচিব	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৫.	জনাব মো: আবুল কাসেম	সহকারী কমিশনার	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম

০২। আলোচনা:

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয় সুপারভাইজড ক্লিয়ারেন্স বন্ডের কার্যপ্রক্রিয়া সভায় তুলে ধরেন এবং কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা ও চট্টগ্রামকে এ বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর যুগ্ম কমিশনার জনাব মুহম্মদ জাকির হোসেন সুপারভাইজড বন্ড সংক্রান্ত নিম্নরূপ তথ্য প্রদান করেন:

বন্ড প্রকৃতি	সংখ্যা (পরিস্থিতি অনুযায়ী)				মোট
	কার্যক্রম	স্থগিত	ধারা ২০২ আরোপিত	বাতিল	
সুপারভাইজড বন্ড (চামড়া শিল্প)	৬২	৮	২	৬	৭৮
সুপারভাইজড বন্ড(চামড়া শিল্প ব্যতীত)	২০	৭	-	-	২৭
মোট	৮২	১৫	২	৬	১০৫

তিনি আরোও জানান যে, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকায় কর্মরত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার সংখ্যা ৫৭ জন। তার মধ্যে আদমজী ইপিজেড, ঢাকা ইপিজেড ও ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসে কর্মরত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার সংখ্যা ১৪ জন। অবশিষ্ট ৪৩ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সদর দপ্তরের ১২টি লাইসেন্স সার্কেল, ১২টি অডিট সার্কেল, ইউপি ইত্যাদি কাজে পদস্থ আছেন। বিধান মোতাবেক একজন বন্ড অফিসারকে একটি সুপারভাইজড বন্ড প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়ার কথা থাকলেও চালু ৮২টি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়ার মতো পর্যাপ্ত অফিসার নেই। ফলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সে সার্কেলের বন্ড অফিসারই তার অধীন সকল বন্ড প্রতিষ্ঠান (সুপারভাইজডসহ) দেখাশুনা করে থাকেন। তাছাড়া তিনি সুপারভাইজডসহ অন্যান্য বন্ডের জন্য বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ/প্রজ্ঞাপনের মধ্যে অসমাঞ্জস্যতা তুলে ধরে বন্ড ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সংবলিত আদেশ জারির অনুরোধ করেন।

০৩। অন্যদিকে চট্টগ্রাম কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের সহকারী কমিশনার জনাব মো: আবুল কাশেম জানান যে, চট্টগ্রামে ৩টি প্রতিষ্ঠান সুপারভাইজড ক্লিয়ারেন্স বন্ড সুবিধা পাচ্ছে।

এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, সুপারভাইজড বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে অফিসারের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এই স্বল্প সংখ্যক অফিসার দিয়ে এতগুলো সুপারভাইজড বন্ডেড প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান করা প্রায় অসম্ভব। সুপারভাইজড বন্ড বিষয়ে অধিকতর পর্যালোচনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের

উপস্থিতিতে একটি সভা করা প্রয়োজন। তবে তার আগে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্যাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বন্ড কমিশনারেটকে উক্ত তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য বলা যায়।

০৪। সিদ্ধান্তঃ

(ক) বিদ্যমান সুপারভাইজড বন্ডের প্রকৃতি, কার্যক্রমের পরিধি, বাস্তব প্রেক্ষাপটে এ ব্যবস্থা বহাল রাখা বা প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ১০ দিনের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

(খ) ইতোপূর্বে জারিকৃত বন্ড সংক্রান্ত সকল প্রজ্ঞাপন, আদেশ-নির্দেশাবলি পর্যালোচনা করে বন্ডের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত আদেশ/প্রজ্ঞাপন জারির লক্ষ্যে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা ও চট্টগ্রাম আদেশের/প্রজ্ঞাপনের খসড়া প্রেরণ করবে। এ বিষয়ে দুই কমিশনারেটের কমিশনারগণ আলোচনা করে একটি কমিটি করে দেবেন। কমিটিকে ০২ (দুই) মাসের মধ্যে আদেশের খসড়া দাখিল করতে বলবেন। প্রজ্ঞাপন/আদেশের খসড়া প্রাপ্তির পর বোর্ড তা পর্যালোচনা করে জারির ব্যবস্থা করবে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[মো: নাসির উদ্দিন]
সদস্য (শুল্ক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৫(১৩)২১৭/কাস-বন্ড/(সদর)/অফিস আদেশ/২০১০/১১৬৪১ তারিখ: ২৪/৭/২০১২

অফিস স্মারক

বিষয়: বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (DEDO) হতে উৎপাদ-উপকরণ সহগ (Input-output co-efficient) সহগ গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: এসআরও নং-২৩১-আইন/২০১৪/২৪১২/কাস্টমস।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (DEDO) হতে উৎপাদ-উপকরণ সহগ (Input-output co-efficient) সংগ্রহ করে ইউটিলাইজেশন পারমিশনের (ইউপি) জন্য আবেদন করার বিধান করা হয়েছে। কোন প্রকার রেফারেন্স সহগ বা সমিতি কর্তৃক সুপারিশকৃত সহগ গ্রহণ করার আইনানুগ সুযোগ আর বিদ্যমান নেই। এ প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ডেডো হতে উৎপাদ-উপকরণ সহগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(এম. হাফিজুর রহমান)
কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা

সাধারণ আদেশ নং-০১/২০১২ তারিখ: ২৬.০৮.২০১২

বিষয়: কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকায় নবসৃষ্ট "পাসবই ইস্যু শাখা" এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন প্রসঙ্গে।

এসআরও নং-২৩৭-আইন/২০০৩/২০১৫/কাস তারিখ: ০২.০৮.২০০৩ এ জারিকৃত **The Privileged Persons (Customs Procedures) Rules, 2003** এর আওতায় বাংলাদেশে কর্মরত প্রিভিলেজড্ পারসনস্দের অনুকূলে পাসবই ইস্যু ও তদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কাস্টম হাউস, ঢাকা এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে আসছিল। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নথি নং-৩(২৩) শুল্ক:রপ্তানি ও বন্ড/৮৫/৩০৭(২) তারিখ: ১১.০৬.২০১২ এর মাধ্যমে প্রিভিলেজড্ পারসনদের পাসবই ইস্যু ও নবায়নসহ অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা থেকে গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকায় "পাসবই শাখা" নামে একটি শাখা সৃষ্টি করা হয়েছে। নবসৃষ্ট "পাসবই শাখা" **The Privileged Persons (Customs Procedures) Rules, 2003** এর বিধি-৬ অনুযায়ী পাসবই ইস্যু, বিধি-৭ অনুযায়ী নবায়ন, বিধি-৮ অনুযায়ী গাড়িসহ

দীর্ঘস্থায়ী দ্রব্য (durable item) এর নিষ্পত্তি ও বিধি ৯ অনুযায়ী পাসবই সমর্পণ (surrender/deposit) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করবে। "পাসবই শাখা" প্রিভিলেজড পারসনদের অনুকূলে পাসবই ইস্যু ও নবায়নের পাশাপাশি এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (ইপিজেড) এ বিদেশি বিনিয়োগকারী ও সেখানে কর্মরত বিদেশি টেকনিশিয়ান ও অফিসিয়ালদের অনুকূলে পাসবই ইস্যু ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করবে। এতদসংক্রান্ত কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এই সাধারণ আদেশ জারি করা হলো।

১। **পাসবই ইস্যু, নবায়নসহ যাবতীয় অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত দলিলাদি দাখিল করতে হবে:**

(ক) নতুন পাসবই ইস্যু (প্রিভিলেজড পারসনস):

(i) সংশ্লিষ্ট প্রিভিলেজড পারসন স্বাক্ষরিত আবেদন;
(ii) যে সংস্থায় কর্মরত আছেন সে সংস্থার সুপারিশ বা প্রত্যয়ন;
(iii) পাসপোর্টের ফটোকপি;
(iv) ভিসার ফটোকপি;
(v) পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি সদ্যতোলা ছবি ও
(vi) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন।

(খ) নতুন পাসবই ইস্যু (ইপিজেড):

(i) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরিত আবেদন;
(ii) যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন সে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সুপারিশ বা প্রত্যয়ন।
(iii) ওয়ার্ক পারমিটের সত্যায়িত কপি ;
(iv) বেপজার সুপারিশ;
(v) পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি সদ্যতোলা ছবি;
(vi) পাসপোর্টের ফটোকপি;
(vii) ভিসার ফটোকপি ও
(viii) ইপিজেড এ পদস্থ রাজস্ব কর্মকর্তার সুপারিশ।

(গ) পাসবই নবায়ন (প্রিভিলেজড পারসনস):

(i) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরিত আবেদন;
(ii) যে সংস্থায় কর্মরত আছেন সে সংস্থার সুপারিশ বা প্রত্যয়ন;
(iii) পাসপোর্টের ফটোকপি;
(iv) ভিসার ফটোকপি বা বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত দলিল ও
(v) পাসপোর্ট সাইজের তিনকপি সদ্যতোলা ছবি (ইস্যুর সময় প্রদান করা হয়ে থাকলে প্রয়োজন নেই)।

(ঘ) পাসবই নবায়ন (ইপিজেড):

(i) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরিত আবেদন;
(ii) যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে সে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সুপারিশ বা প্রত্যয়ন;
(iii) ওয়ার্ক পারমিট হালনাগাদ নবায়িত;
(iv) বেপজার সুপারিশ;
(v) পাসপোর্টের ফটোকপি;
(vi) ভিসার ফটোকপি বা বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত দলিল ও
(vii) ইপিজেড এ পদস্থ রাজস্ব কর্মকর্তার সুপারিশ।

(ঙ) পাসবই সমর্পণ বা বাতিল:

(i) সংশ্লিষ্ট পাসবইধারী ব্যক্তির স্বাক্ষরিত আবেদন ও
(ii) যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে সে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সুপারিশ বা প্রত্যয়ন।

(চ) এক পাসবই হতে অন্য পাসবই এ গাড়িসহ Durable/Semi durable item স্থানান্তর:

(i) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের স্বাক্ষরিত আবেদন;
(ii) উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও Mode of Payment এর ফটোকপি;
(iii) সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রত্যয়ন;
(iv) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ ও

(v) সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানি দলিলাদির কপি (বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট ও বি/এল)।

(ছ) ডিপ্লোমেটদের গাড়িসহ Durable/Semi durable item প্রিভিলেজড পারসনদের পাসবই এ স্থানান্তর ;

(i) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের স্বাক্ষরিত আবেদন;

(ii) উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও Mode of Payment এর ফটোকপি;

(iii) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি/সুপারিশপত্র;

(iv) সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রত্যয়ন;

(v) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ ও

(vi) সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানি দলিলাদির কপি (বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট ও বি/এল)।

২। আবেদনের সাথে দাখিলকৃত দলিলাদির ফটোকপি সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৩। ইস্যু ও নবায়নকৃত পাসবই যার নামে ইস্যু হবে তিনি স্ব-শরীরে বন্ড কমিশনারেট, ঢাকায় উপস্থিত হয়ে ইস্যুকৃত পাসবই গ্রহণ করবেন। ইস্যু ও নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য তাঁর পাসপোর্টে লিপিবদ্ধ করে ইস্যুকারী কর্মকর্তা স্বাক্ষর করবেন।

৪। সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনসমূহ বিষয় ভিত্তিক নথিতে উপস্থাপন করতে হবে।

৫। ডেপুটি কমিশনার/সহকারী কমিশনার এর অনুমোদন ও স্বাক্ষরে নতুন পাসবই ইস্যু, নবায়ন, সমর্পণ এবং গাড়িসহ durable item সমর্পণসহ হস্তান্তর সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদিত হবে। প্রয়োজনে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে পারবেন। গাড়ি নিষ্পত্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ ১০০/২০০০/শুল্ক তারিখ: ২৫.০৭.২০০০ অনুযায়ী সম্পাদিত হবে।

৬। পাসবই ইস্যুকারী কর্মকর্তার নমুনা স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবহারকারী বিশেষ করে সকল ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসে বন্ডার ও বন্ড অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৭। পাসবই ইস্যু, নবায়ন ও সমর্পণ সংক্রান্ত তথ্য পরিশিষ্ট "ক" অনুযায়ী একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই রেজিস্টারের একটি পৃষ্ঠায় দুটির অধিক পাসবই ইস্যুর তথ্য লিপিবদ্ধ করা যাবে না। যদি পরিবারের সদস্য অর্ন্তভুক্ত থাকে তবে রেজিস্টারে সকল সদস্যের নাম ও বয়স উল্লেখ থাকতে হবে।

৮। পাসবই ইস্যু রেজিস্টারের পাশাপাশি পরিশিষ্ট "খ" অনুযায়ী তথ্য কম্পিউটারে ধারণ করতে হবে। কম্পিউটারে ধারণকৃত তথ্যে প্রতিটি পাসবই এর বিপরীতে নিয়মিত বিক্রয় তথ্য সন্নিবেশিত করার সুযোগ থাকবে। কম্পিউটারে বিক্রয় তথ্য ধারনের বিষয়টি ডিপ্লোমেটিক বন্ড শাখা মনিটর করবে।

৯। পাসবই ইস্যু ও বর্তমানে পুরাতন পাসবই নবায়নকালে প্রতিটি পাসবইয়ে হোল্ডারদের একটি ছবি লাগিয়ে এর ওপর ইস্যুকারী কর্মকর্তা সত্যায়ন করে দিবেন।

১০। সারেন্ডারকৃত পাসবই শাখায় জমা রাখা হবে। সারেন্ডার ও নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য রেজিস্টারে ও কম্পিউটারে সংশ্লিষ্ট পাসবই এর বিপরীতে এন্ট্রি করতে হবে।

১১। ইস্যু, নবায়ন ও বাতিলকৃত পাসবই এর তথ্য পরিশিষ্ট গ, ঘ ও ঙ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর বিশেষ করে ডিপ্লোমেটিক বন্ড শাখা, ডিপ্লোমেটিক/প্রিভিলেজড্ বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহকে ও তথায় পদস্থ বন্ড কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করত হবে।

১২। প্রত্যেক বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের বন্ড অফিসার পাসবইয়ের তথ্য পরিশিষ্ট "চ" অনুযায়ী একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন।

১৩। এতদসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আদেশ নং-৩/২০০১ তারিখ: ২৭.১২.২০১২ অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

[নথি নং ৫(১৩)০৪/কাস-বন্ড/পাসবুক ইস্যু/বিবিধ/২০১২/১২৮৭০, তারিখ: ২৬.০৮.২০১২]

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

নথি নং- ২(৭)৮২/বন্ড কমি:/আদেশ/২০০১/১৫৫৩৬(২) তারিখ : ২৫.১০.২০১২

অফিস আদেশ

বিষয়: ডিইপিজেড, সাভার, ঢাকায় পদায়নকৃত সহকারী/ডেপুটি কমিশনারের দায়িত্ব সংক্রান্ত।

ডিইপিজেড এর দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী/ডেপুটি কমিশনারে দায়িত্ব নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো।

(১) ডিইপিজেড এর অভ্যন্তরস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পাদিতব্য কাঁচামালের স্থায়ী এবং অস্থায়ী আন্ত:বন্ড স্থানান্তর অনুমোদন;

(২ সাব-কন্ট্রাক্ট অনুমোদন;

(৩) স্বীয় অধিক্ষেত্রাধীন মামলার এখতিয়ারভুক্ত ন্যায় নির্ণয়ন;

(৪) বার্ষিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম;

(৫) পুন:রপ্তানি এবং শীপ ব্যাক অনুমোদন;

(৬) আমদানি শুল্কায়ন এবং রপ্তানি শুল্কায়ন তদারকী;

(৭) আমদানি/রপ্তানি কার্গো পরীক্ষণ;

(৮) নিবারক কর্মকান্ড পরিচালনা;

(৯) নিলাম সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকী;

(১০) বেপজা এর সাথে শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাজের সমন্বয় বিধান;

(১১) কমিশনার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব।

০২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

***উৎস:** মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(৭)১৮/বন্ড কমি:/ইটি-৬/২০০০/পার্ট-১/২০১১/১৫৬২৭ তারিখ: ৪.১১.২০১২

অফিস আদেশ

বিষয়: বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে বিভাগ ও সার্কেলের পুনর্গঠন।

এ দপ্তরের বিদ্যমান ১২টি সার্কেলের ভৌগোলিক অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোন কোন সার্কেলের এলাকায় বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনেক নতুন কারখানা স্থাপন এবং বন্ড লাইসেন্সধারী পুরাতন কারখানা স্থানান্তরের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে, ঐ সকল সার্কেলে বন্ড লাইসেন্সধারী কারখানার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিভাগ ও সার্কেলের পুনর্গঠন প্রয়োজন।

২। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার বিদ্যমান বিভাগ ও সার্কেলসমূহ নিম্নরূপে পুনর্গঠন করা হলো:

বিভাগ-১	সার্কেল-১	ময়মনসিংহ জেলা, টাঙ্গাইল জেলা, নেত্রকোনা জেলা, কিশোরগঞ্জ জেলা, জামালপুর জেলা, শেরপুর জেলা
	সার্কেল-২	শ্রীপুর থানা, কাপাসিয়া থানা
বিভাগ-২	সার্কেল-৩	গাজীপুর (সদর) থানা, কালিয়াকৈর থানা
	সার্কেল-৪	টংগী থানা, কালিগঞ্জ থানা
	সার্কেল-৫	সাভার থানা, ধামরাই থানা, মানিকগঞ্জ জেলা

বিভাগ-৩	সার্কেল-৬	উত্তরা থানা, উত্তরখান থানা, দক্ষিণখান থানা, তুরাগ থানা, আশুলিয়া থানা

বিভাগ-৪	সার্কেল-৭	মিরপুর থানা, পল্লবী থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, কাফরুল থানা, শাহআলী থানা, দারুস সালাম থানা, আগারগাঁও থানা
	সার্কেল-৮	ধানমন্ডি থানা, কলাবাগান থানা, মোহাম্মদপুর থানা, আদাবর থানা, লালবাগ থানা, কেরানীগঞ্জ থানা, নবাবগঞ্জ থানা, দোহার থানা

বিভাগ-৫	সার্কেল-৯	তেজগাঁও থানা, খিলগাঁও থানা, রামপুরা থানা, রমনা থানা, বাড্ডা থানা, গুলশান থানা, মতিঝিল থানা, পল্টন থানা
	সার্কেল-১০	শ্যামপুর থানা, কদমতলী থানা, সূত্রাপুর থানা, বংশাল থানা, কোতোয়ালী থানা, গেন্ডারিয়া থানা, চক বাজার থানা, সবুজবাগ থানা, মুন্সীগঞ্জ জেলা

বিভাগ-৬	সার্কেল-১১	ফতুল্লা থানা, নারায়ণগঞ্জ (সদর) থানা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, ডেমরা থানা, যাত্রাবাড়ি থানা, সোনারগাঁও থানা
	সার্কেল-১২	রূপগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ (বন্দর) থানা, আড়াইহাজার থানা, নরসিংদী জেলা

সুপারভাইজড বন্ড বিভাগ	ট্যানারি ও লেদার গুডস ব্যতীত সুপারভাইজড বন্ড হিসাবে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহ।

ঢাকা ইপিজেড	ঢাকা ইপিজেড সমগ্র এলাকা (বর্ধিত এলাকাসহ)
আদমজী ইপিজেড	আদমজী ইপিজেড সমগ্র এলাকা

৩। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার ২১.৮.২০১১ তারিখের আদেশ নং-২(৭)১৮/বন্ড কমি:/ইটি-৬/২০০০/পার্ট-১/২০১১/১৩৮৫৬(১-১০) এতদ্বারা রহিত করা হলো।

৪। পুনর্গঠিত বিভাগ ও সার্কেলসমূহের নথি শাখা সহকারীগণকে আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে একে অপরের নিকট হতে বুঝে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের নামের আদ্যাক্ষর (ইংরেজি বর্ণমালা মোতাবেক) অনুযায়ী সার্কেলওয়ারী সাজিয়ে রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। সার্কেল রাজস্ব কর্মকর্তা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে উক্ত কার্যক্রম তদারক করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

৫। পুনর্গঠিত অধিক্ষেত্র অনুযায়ী কম্পিউটার ডাটাবেইজের তথ্য বিভাগ ও সার্কেল ভিত্তিক সমন্বয়/সংশোধনের জন্য প্রোগ্রামারকে অনুরোধ করা হলো।

৬। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অফিস আদেশ

স্মারক নং-০৯(১৮)শুঃ ভঃ প্রঃ-১/২০০২/৭৮৬ তারিখ: ০৫/১১/২০১২

এতদ্বারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও মূসক অনুবিভাগে এবং এর অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো:-

- অফিস আগমন, প্রস্থান এবং দায়িত্ব সম্পাদনে সময়ানুবর্তি হতে হবে;
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী মন্ত্রণালয়ে/জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আগমন করতে পারবেন না;

- পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থল (Station) ত্যাগ করা যাবে না;
- সকল পর্যায়ে Chain of Command সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
- রাজস্ব আহরণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে; তবে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আদায়ের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় খাত অনুসন্ধান করতে হবে এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে;
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোন মৌখিক/টেলিফোনিক আদেশ প্রতিপালন করতে হবে; তবে আদেশটি কার্যকর করার পর তা লিখিতভাবে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা যেতে পারে;
- সভার কর্মসূচি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে; নির্ধারিত সময়ের পরে কারো সভাস্থলে প্রবেশাধিকার থাকবে না;
- দাপ্তরিক কাজে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না; নিজের কাজ নিজে যথাসময়ে করার মানসিকতা গ্রহণ করতে হবে;
- রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সমঝোতা ও বোঝাপড়া নিবিড় ও ঘনিষ্ট হতে হবে; দায়িত্ব পালনে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে হবে;
- রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক হওয়ায় প্রত্যেক দপ্তরে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে;
- লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় চ্যালেঞ্জিং হওয়ায় প্রত্যেককে সতর্কতার সাথে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, প্রয়োজনে লক্ষ্যমাত্রার অধিক রাজস্ব আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; ব্যর্থতায় দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জবাবদিহি করতে হবে;
- শুল্ক কর ও মূসক ফাঁকি বন্ধের সর্বতোপ্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে;
- সেবামূলক মনোবৃত্তি নিয়ে সকল কার্যাদি সম্পাদন করতে হবে;
- দায়িত্ব সম্পাদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;
- সরকারি সম্পদ এবং অফিস রেকর্ড সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানে সচেতন থাকতে হবে;
- সরকারি খরচের ক্ষেত্রে ব্যয়-সংকোচন নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে;
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সতর্ক থাকতে হবে;
- অফিস প্রাঙ্গন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে ব্যক্তিগত বিদেশ ভ্রমন (হজ্জ্ব বা তীর্থস্থান পরিদর্শন এবং গুরুতর অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা ব্যতীত) করা যাবে না;
- সরকারি স্বার্থে কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীল ও গঠনমূলক উদ্যোগকে যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রশংসিত করা হবে;
- কোন বিষয় চেয়ারম্যানকে অবহিতকরণের প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট সদস্যের মাধ্যমে করতে হবে;
- নথিপত্র অগ্রায়ণ ও তার নিষ্পত্তি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

উপরোক্ত নির্দেশনা প্রতিপালনে কোন ধরনের অবেহলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে তা কর্তব্য পালনে অবহেলা প্রদর্শন বলে বিবেচিত হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(মো: গোলাম হোসেন)
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

উৎস: মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

ঢাকা।

www.cbc.gov.bd

নথি নং-৫(১৩)১৯৮/কাস-বন্ড/অডিট/০৯/১৬১১৫ তারিখ: ১২.১১.২০১২

অফিস আদেশ

বিষয়: নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপনে নিরীক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক পালনীয় নির্দেশাবলি।

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর অধিক্ষেত্রাধীন প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষার আওতায় আনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির আমদানি-রপ্তানির বার্ষিক কর্মকাণ্ডের একটি স্বচ্ছ চিত্র উপস্থাপন। নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে কোন অনিয়ম/ত্রুটি উদঘাটিত হলে তা স্বল্পতম সময়ে নিরসন করা যায় এবং সরকারের রাজস্ব হানির আশংকা কমে আসে। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে দেখা যাচ্ছে শতভাগ রপ্তানিকারক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষা সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাই-বাছাইকালে অত্যাবশ্যকীয় কিছু বিষয় যাচাই ও কতিপয় জরুরী বিষয়ের তথ্য প্রতিবেদনে সংযোজিত করা হচ্ছে না। অডিট প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত ভিন্ন ভিন্ন নথিতে এ সকল বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে যুগ্ম কমিশনার পর্যায় হতে রাজস্ব কর্মকর্তা ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাগণকে Query/লিখিত নির্দেশনা দেয়া হলেও তা যথাযথরূপে পরিপালিত হচ্ছে না। ফলে একই বিষয়ে বারংবার Query/লিখিত নির্দেশনা প্রদান করতে হচ্ছে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদনে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে। প্রতি নিরীক্ষা মেয়াদে একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন, অনিয়ম/ত্রুটি উদ্‌ঘাটন এবং একটি স্বচ্ছ ও তথ্য সমৃদ্ধ অডিট প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদনের লক্ষ্যে সকল তথ্যের সমাবেশ ও যাচাই বাছাই করে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়েছে মর্মে নিরীক্ষকের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এ সকল বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে আমদানি-রপ্তানি দলিলাদির পাশাপাশি নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলো সতর্কতার সঙ্গে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট তথ্য ও মতামত দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো :

(১) বর্তমানে বলবৎ বিধান অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদনে লাইসেন্স নবায়ন মেয়াদের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রতিটি অডিট মেয়াদ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রতিবেদনের সর্বশেষ প্রস্তাব নিরীক্ষার মেয়াদ অনুযায়ী হবে;

(২) বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর সময় কাস্টমস সংক্রান্ত দলিলাদি স্বাক্ষরের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর বন্ড লাইসেন্সের ১৬ নং ক্রমিকে উল্লেখ থাকে। অডিট দলিলাদি বন্ড লাইসেন্সে অনুমোদিত উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কিনা এবং বন্ড লাইসেন্সে প্রদত্ত উক্ত স্বাক্ষরের সঙ্গে অডিট দলিলাদিতে প্রদত্ত স্বাক্ষরের মিল রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে;

(৩) PRC ইস্যুর ক্ষেত্রে ১৯/৫/২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ফরমেটের ১২তম কলামে "Reference of the schedule statement in which transaction has been or will be reported to Bangladesh Bank" উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে, অডিট ম্যানুয়ালে অন্তর্ভুক্ত আমদানি-রপ্তানি বিবরণীতে Reference নম্বর/Bill No/FDBP No/FDBD No উল্লেখ করার বিধান রয়েছে। ফলে আমদানি-রপ্তানি বিবরণী হতে সরাসরি প্রত্যাবাসিত মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না। অথচ, পণ্যের রপ্তানি নিশ্চিতকরণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন জরুরী। এ কারণে অডিট প্রতিবেদনের সাথে প্রদত্ত পিআরসি নং ও তারিখ, পিআরসি'র ১২ তম কলামে Bank Reference নম্বর /Bill No/FDBP No/FDBD No উল্লেখ নিশ্চিত করতে হবে;

(৪) যে প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার আওতাধীন সে প্রতিষ্ঠান ও তার সহযোগী সকল প্রতিষ্ঠানের দাবিনামা জারির তারিখ/তারিখ উত্তীর্ণ হলে পরবর্তী গৃহীত ব্যবস্থা, বকেয়া রাজস্ব, রিট মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য ছকে তারিখসহ উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ রিট/আপিল কবে দায়ের হয়েছে, দফাওয়ারী জবাব কবে পাঠানো হয়েছে, মামলার বর্তমান অবস্থা, সর্বশেষ গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি তারিখসহ বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে;

(৫) রপ্তানি পণ্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা প্রতিবেদনসহ Bill of Export/"Shipped on Board" সিলসহ/Bill of Export এর দ্বিতীয় কপি/Master B/L দেখে প্রতিটি রপ্তানি নিশ্চিত হয়েছে মর্মে অডিট প্রতিবেদনে অডিটর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন;

(৬) অনেক সময় দেখা যায় একটি UD বেশ কয়েকবার সংশোধিত হয়ে থাকে। UD -র একাধিক সংশোধনী হলে তথ্য যাচাইয়ের সুবিধার্থে আমদানি-রপ্তানি বিবরণীর ৪নং কলামে মূল ইউডি নং ও তারিখ, মূল্য, রপ্তানিতব্য পোষাকের সংখ্যা, অনুমোদিত কাঁচামালের পরিমাণ ও প্রথম সংশোধনী হতে শেষ সংশোধনী পর্যন্ত সর্বশেষ মূল্য, ভ্যালু এডিশন, রপ্তানিতব্য পোশাকের সংখ্যা, অনুমোদিত কাঁচামালের পরিমাণ পৃথক শীটে summary আকারে উল্লেখ করতে হবে।

(৭) প্রতিটি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান নমুনা হিসাবে কাপড় ও এক্সেসরিজ শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করে থাকেন। কিন্তু এর আমদানি ও ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য অডিট প্রতিবেদনে অনুপস্থিত থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৩(১৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/১৪৮৯ তারিখ ২০.০৯.২০১২ মোতাবেক নমুনা আমদানি এবং এই সম্পর্কিত দলিলাদি ও বিজিএমইএ কর্তৃক ইস্যুকৃত

পাসবই নিরীক্ষাযোগ্য দলিলাদি হিসাবে বিবেচ্য হবে। ফলে, উক্ত আদেশ অনুযায়ী নমুনা আমদানির প্রাপ্যতা, আমদানি ও ব্যবহার নিরীক্ষা করে প্রাপ্ত তথ্য পৃথকভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;

(৮) এসআরও ১৯০-আইন/২০০৯/২২৫৫-শুল্ক তারিখ ২.৭.২০০৯ মোতাবেক প্রকৃত রপ্তানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত ট্যাগ, লেবেল, স্টীকার ইত্যাদির ওপর আরোপযোগ্য সমুদয় আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর মওকুফ করার অর্থ এই নয় যে, এ সকল পণ্যের ব্যবহারকে নিরীক্ষার বাইরে রাখা হয়েছে। প্রকৃত রপ্তানিকারক সকল প্রকার এক্সেসরিজ আমদানির পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ এক্সেসরিজ দেশীয় প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে লোকাল বিবিএলসির মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকেন। পোশাক রপ্তানিকারকের পর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য সকল এক্সেসরিজের ব্যবহার নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হলে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের কার্যক্রমেরও একটি কাউন্টার চেক হয়। ফলে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সকল প্রকার এক্সেসরিজের সংগ্রহ/ব্যবহার নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

(৯) প্রথম তফসিলে তৈরি পোশাক এবং ব্যবহারযোগ্য প্রধান কাঁচামাল যথা: সুতা, কাপড় ও এক্সেসরিজের স্ট্যাটিসটিক্যাল ইউনিট কেজিতে উল্লেখ আছে। কিন্তু নিরীক্ষায় উপস্থাপিত আমদানি রপ্তানি তথ্যে প্রায়শই ওজন উল্লেখ থাকে না। এ অবস্থা নিরসণে এবং প্রথম তফসিলে বর্ণিত স্ট্যাটিসটিক্যাল ইউনিটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমদানি রপ্তানি তথ্যের আমদানিকৃত সুতা, কাপড় ও রপ্তানিকৃত পোশাকের নেট ওজন উল্লেখ করতে হবে।

(১০) নিরীক্ষায় দেখা যায় পূর্বের মজুদ সুতা/কাপড়/পোশাক (স্টকলট) পরবর্তী মেয়াদে কোন UD/EO ইত্যাদির মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদিত পোশাকে ব্যবহৃত কাপড়/সুতা/এক্সেসরিজের পরিমাণ ও আমদানি মূল্য ও রপ্তানি মূল্যের তুলনামূলক যাচাই, বন্ডিং মেয়াদ এবং Value addition দেখতে হবে। পণ্য উৎপাদনে আদৌ কোন "Value addition" না হলে সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হবে নিশ্চিতরূপে। সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আবশ্যিকভাবে যাচাই করে মতামত দিতে হবে, যাতে সরকার কোনভাবেই মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা না হারায়।

(১১) কোন স্টকলট ডিসকাউন্টে রপ্তানি হলে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের এফই সার্কুলার নং-১৪ তারিখ ৩০.৪.২০০১, নং-২৯ তারিখ ৬.১১.২০০১ এবং নং-৩২ তারিখ ২৩.৮.১৯৮৯ এ বিদ্যমান নিয়মাবলি অনুসরণে হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

(১২) সরেজমিন পরিদর্শনের ভিত্তিতে অরপ্তানিকৃত কাঁচামালের মজুদ সম্পর্কে অডিট প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট মন্তব্য প্রদান করতে হবে যা বর্তমানে করা হচ্ছে না। আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়াধীন এরূপ অস্পষ্ট মন্তব্য না দিয়ে অডিটর কারখানা পরিদর্শনের সময় মজুদ পণ্যের অবস্থান সম্পর্কে যে তথ্য পেয়েছেন/দেখেছেন তার সুস্পষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা/তথ্য উপস্থাপন করতে হবে;

(১৩) নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা মেয়াদে সুতা/কাপড় কাটিং/ডাইং/ফিনিশিং এর কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হলে বিদ্যমান বিধি-বিধান প্রতিপালিত হয়েছে কিনা তা তথ্য-প্রমাণ/দলিলাদি দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে;

(১৪) যে সকল প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র sub-contract করে বছরের পর বছর তাদের কারখানা চালু রেখেছে তাদের ক্ষেত্রে Nil Audit Report দেয়ার রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে। Nil Audit Report দেখলে স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব/কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অথচ সরেজমিন পরিদর্শনে অডিটরগণ প্রতিষ্ঠানটি "চালু" রয়েছে বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য লিখছেন। Nil Audit এবং প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে এ দু'টি মন্তব্য পরস্পর বিরোধী। Nil Audit হলে প্রতিষ্ঠান চালু না থাকাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে অডিটের সময় প্রচলিত ছকটি ব্যবহার না করে যেসব প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র সাব-কন্ট্রাক্টের কাজ করে কারখানা চালু রেখেছে তারা নিরীক্ষা মেয়াদে কোন প্রতিষ্ঠান হতে ক'টি সাব কন্ট্রাক্ট পেয়েছে এবং বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ, বিদ্যমান বিধি বিধান পরিপালিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দিতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের লাইসেন্স নবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে BGMEA এর মিটিং এ যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা অনুসৃত হয়েছে কিনা তা'ও যাচাই করতে হবে;

(১৫) The Customs Act, 1969 এর Section-26 এ নিরীক্ষার জন্য দলিলাদি তলব, দলিলাদির দখল গ্রহণ, নিরীক্ষা সম্পন্ন করা ইত্যাদির ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। সুতরাং prescribed ঘোষণাপত্রের সর্বশেষ লাইনে The Customs Act, 1969 এর "Sec ১৩" এর পরিবর্তে The Customs Act, 1969 এর "Sec ২৬(এ)" উল্লেখ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এটি প্রতিনিয়ত ভুলভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। ঘোষণাপত্রে Authorised ব্যক্তির স্বাক্ষর, নামীয় সিল, তারিখ থাকতে হবে;

(১৬) নিরীক্ষার সময় প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার Stamp এ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানার উল্লেখ নিশ্চিত করতে হবে। এক সাথে একাধিক মেয়াদের নিরীক্ষা করলে প্রতি মেয়াদের জন্য পৃথক অঙ্গিকারনামা যথাযথ স্বাক্ষর ও তারিখসহ দাখিল নিশ্চিত করতে হবে;

(১৭) নিরীক্ষার সময় সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অডিট অনিষ্পন্ন থাকার তথ্য পেলে নিরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময় ক্ষেপণ না করে কারণ দর্শাও নোটিশ জারির লক্ষ্যে সে সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকা কর্মকর্তা ও শাখা সহকারীকে সরবরাহ এবং কারণ দর্শাও নোটিশ জারির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবেদনের মন্তব্য কলামে যে তারিখে তথ্য উক্ত শাখায় দেয়া হয়েছে অথবা কারণ দর্শাও নোটিশ জারি হয়েছে তা সন্নিবেশ করতে হবে;

(১৮) নিরীক্ষার সময় আবশ্যিকভাবে মূল লাইসেন্স নথি পর্যালোচনা করে জেনারেল বন্ডের প্রকৃত মেয়াদ, উক্ত মেয়াদের বাহিরে আমদানি রপ্তানি হলে তার তথ্য, বকেয়া রাজস্ব ও অন্য যে কোন অনিয়ম/ত্রুটির তথ্য উপস্থাপন করতে হবে;

(১৯) উপস্থাপিত প্রতিবেদনে অডিট কার্যক্রমে সহায়তাকারী কমার্শিয়াল হিসাবে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হচ্ছে তার মনোনয়ন/নিয়োগ পত্র সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রমান অডিট নথি বা মূল নথিতে পাওয়া যায় না। ফলে উক্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। নিরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ জাল-জালিয়াতি ধরা পড়লে মামলা দায়ের করে আইনের আওতায় আনার সময় উক্ত ব্যক্তিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষও এরূপ পরিস্থিতিতে উক্ত ব্যক্তি তাঁদের কর্মচারী নয় বলে অস্বীকার করায় অভিযোগ গঠন ও আসামী চিহ্নিতকরণের সময় আইনি জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ কারণে অডিট কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহায়তাকারী ব্যক্তির নিয়োগ/মনোনয়নপত্র (ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ চেয়ারম্যান/ স্বত্ত্বাধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত) অডিট নথিতে উপস্থাপন/সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত ব্যক্তির Valid ID Card দেখাতে হবে অথবা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত মেয়াদের নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য যথাযথ মূল্য মানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে মনোনীত হতে হবে। কোন কারণে পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত কমার্শিয়াল কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিল হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্ড কমিশনারেটকে অবহিত করে নতুন কমার্শিয়াল কর্মকর্তা নিয়োগের তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করবে;

(২০) সুপারভাইজরী কর্মকর্তা অর্থাৎ রাজস্ব কর্মকর্তাগণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে শুধুমাত্র একটি স্বাক্ষর প্রদান না করে নিরীক্ষকের উপস্থাপিত তথ্যাদি/মতামত যাচাই বাছাই করে নিজস্ব মন্তব্য/মতামত রাখবেন।

০২। প্রত্যেক নিরীক্ষককে বর্ণিত আদেশ অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপনের নির্দেশ দেয়া হলো।

(মোবারা খানম)
যুগ্ম কমিশনার (অডিট)

[নথি নং-৫(১৩)১৯৮/কাস-বন্ড/অডিট/০৯/১৬১১৫, তারিখঃ ১২/১১/২০১২]

উৎস: মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)১৮/কাস-বন্ড/লাই/পলিসি/২০০৫/১৭৫৬৩ তারিখ: ০৯.১২.২০১২

অফিস আদেশ

নতুন বন্ড লাইসেন্সের আবেদনপত্র গ্রহণ ও লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে নির্দেশনা।

১) নতুন বন্ড লাইসেন্স আবেদন যাচাই এর জন্য একজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। তিনি আবেদন প্রাপ্তির পর বিদ্যমান চেকলিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখবেন প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা। যদি সকল দলিলাদি সংযুক্ত করা হয় এবং আবেদনের database ফরম সঠিকভাবে পূরণকৃত হয় তাহলে তিনি আবেদনটি গ্রহণ করবেন এবং আবেদনকারীর কপিতে পরিদর্শনের সম্ভাব্য তারিখ লিখে স্বাক্ষর ও সিল প্রদানপূর্বক আবেদনকারীকে প্রদান করবেন। আবেদন ত্রুটিপূর্ণ হলে তা যাচাই করে আবেদনপত্রটি ফেরত দিবেন। তিনি আবেদনপত্রের একটি তালিকা রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন।

২) আবেদন প্রাপ্তির পর অনতিবিলম্বে কমিশনার মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করবেন;

৩) শাখা সহকারী কর্তৃক নথি প্রস্তুত করে নথি উপস্থাপন করবেন। উক্ত নথিতে সংশ্লিষ্ট এসি/ডিসি কর্তৃক ঐ এক কর্মদিবসের মধ্যে পরিদর্শন কর্মকর্তা মনোনয়ন দিবেন;

৪) পরিদর্শন কর্মকর্তা পূর্ব নির্ধারিত তারিখে কারখানা পরিদর্শন ও দলিলাদি যাচাই বাছাই করে মতামত উপস্থাপন করবেন; পূর্ব নির্ধারিত তারিখে পরিদর্শন সম্ভব না হলে তার কারণ উল্লেখপূর্বক নতুন তারিখ নির্ধারণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং পত্র মারফত আবেদনকারীকে অবহিত করবেন;

৫) সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা ১(এক) কর্মদিবসের মধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট নথি উপস্থাপন করবেন;

৬) একটি পূর্ণাঙ্গ আবেদনপ্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু বা বাতিলের [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যা শাখা সহকারী হতে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা মেনে চলবেন।

৭) এতদসংক্রান্ত ইতিপূর্বেকার অফিস আদেশ নথি নং-৫(১৩)১৮/কাস-বন্ড/লাই/পলিসি/ ২০০৫/১২২১০ তারিখ ১২.০৭.২০১২ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

উৎস: *মূল কপি।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

স্থায়ী আদেশ নং-০১/২০১২ তারিখ: ১৭/১২/২০১২

বিষয়: কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার ওয়েবসাইট পরিচালনার লক্ষ্যে দায়িত্ব বন্টন সংক্রান্ত।

আদেশ

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা মূলত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এ দপ্তরের সেবাকার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতার নিকট আরো সহজলভ্য করার লক্ষে একটি তথ্যবহুল ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইটির মাধ্যমে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার সম্ভাব্য সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হবে। ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করার একটি স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো ও দায়িত্বের মধ্যে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষে নিম্নরূপভাবে দায়িত্ব বন্টন করা হলো।

ক্রমিক	**কর্মকর্তা**	**দায়িত্বসমূহ**
মূল দায়িত্ব		
১	অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার (অটোমেশন শাখা)	(১) অটোমেশন শাখার মনিটরিং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার www.cbc.gov.bd এর সামগ্রিক দেখাশুনার কাজ করবেন; (২) তিনি ওয়েবসাইটটি যাতে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় তা নিশ্চিত করবেন; (৩) ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।
২	প্রোগ্রামার	(১) তিনি ওয়েবসাইটের টেকনিক্যাল প্রশাসক হিসেবে কাজ করবেন; (২) তিনি নিজে লাইসেন্স স্টেটাস, অডিট ও জেনারেল বন্ড সংক্রান্ত ডাটাবেইজ আপলোড ও আপডেট করবেন; (৩) তিনি ওয়েবসাইটের ওপর প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করবেন; (৪) ওয়েবসাইটটি ২৪×৭ চালু রাখবেন; (৫) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ডেভলপারের সাথে যোগাযোগ করে সেবা নিশ্চিত করবেন; (৬) কম্পিটার শাখার অপারেটরগণ যাতে বার্ষিক প্রাপ্যতা, জেনারেল বন্ড ও বিধিবিধান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন/ আদেশ/ স্মারক/কার্যবিবরণী ইত্যাদির কপি ওয়েবসাইট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রদান করেন তা নিশ্চিত করবেন; (৭) সহকারী প্রোগ্রামারের কাজ মনিটরিং করবেন (৮) ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।
৩	উপ/সহকারী কমিশনার (অটোমেশন শাখা)	(১) উপ/সহকারী কমিশনার (অটোমেশন শাখা) ওয়েবসাইটের বিজনেস প্রসেস অংশের প্রশাসক হিসেবে কাজ করবেন; (২) তিনি নিজে বন্ড সংক্রান্ত বিধিবিধান ওয়েবসাইটে আপ-লোড করবেন; (৩) প্রয়োজনীয় তথ্য তৈরি ও আপ-লোড করবেন; (৪) ওয়েবসাইটের ডাটাবেইজ নিয়মিত পরীক্ষা করবেন এবং তা আরো কিভাবে অধিকতর ব্যবহারযোগ্য করা যায় তা পর্যালোচনা করবেন; (৫) বিভিন্ন কাস্টম হাউস যাতে ওয়েবসাইটের ডাটাবেইজ নিয়মিত ব্যবহার করে তার জন্য কাস্টম হাউসগুলোর বন্ড শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ

ক্রমিক	কর্মকর্তা	দায়িত্বসমূহ
		রাখবেন; (৬) কাস্টম হাউসগুলোর বন্ড শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ করবেন, অফিসার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজনবোধে নতুন ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ করবেন; এবং (৭) অন্যযেকোন কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।
৪	সহকারী প্রোগ্রামার	(১) তিনি ওয়েবসাইটের সহকারী টেকনিক্যাল প্রশাসক হিসেবে কাজ করবেন; (২) তিনি নিজে বার্ষিক প্রাপ্যতার কপি স্ক্যান ও আপ-লোড করবেন; (৩) অন্য যেকোন কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।
সহযোগী দায়িত্ব		
৫	সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা ও শাখা প্রধান	(১) তাঁরা তাঁদের বিভাগের ও শাখার অধীন জারিকৃত বার্ষিক প্রাপতা, জেনারেল বন্ড, অডিট, লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল, ২০২ ধারা প্রয়োগ, স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার ইত্যাদি সংক্রান্ত আদেশ/পত্রাবলির কপি প্রোগ্রামারকে প্রদান নিশ্চিত করবেন; (২) ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে তাদের দেয়া তথ্য সঠিকভাবে আপ-লোড করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করবেন; (৩) সেবা গ্রহণকারীদের ওয়েবসাইটটি ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন।
৬	কম্পিউটার শাখা	(১) জেনারেল বন্ড, অডিট, লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল, ২০২ ধারা প্রয়োগ, স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার ইত্যাদি সংক্রান্ত আদেশ/পত্রাবলির "অনুলিপি" অংশে প্রোগ্রামারকে অর্ন্তভুক্ত করবেন; (২) বার্ষিক প্রাপতা সংক্রান্ত আদেশ/পত্রাবলির "অনুলিপি" অংশে প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামারকে অর্ন্তভুক্ত করবেন; (৩) নীতি নির্ধারণী আদেশ বা স্মারকের ক্ষেত্রে "অনুলিপি" অংশে উপ/সহকারী কমিশনার (অটোমেশন শাখা)-কে অর্ন্তভুক্ত করবেন।
৭	কাস্টমস শাখা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা বা সরকারের অন্যকোন দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত ও বন্ড দপ্তরের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন নীতি-নির্ধারণী আদেশ বা স্মারক, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রাপ্তির বা জারির ক্ষেত্রে তার কপি উপ/সহকারী কমিশনার (অটোমেশন শাখা)-কে সরবরাহ করবেন।
৮	গ্রহণ-প্রেরণ শাখা	বর্ণিত প্রজ্ঞাপন/আদেশ/পত্রাবলি প্রাপ্তির পর তাতে স্মারক নম্বর ও তারিখ প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট পৌঁছাবে।

০২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

[নথি নং-৫(১৩)৬৮/কাস-বন্ড/ইউপি/দায়িত্ব অর্পণ/২০১০/১৭৯১৯,তারিখঃ ১৭/১২/২০১২]

উৎস: মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)৬৮/কাস-বন্ড/ইউপি/দায়িত্ব অর্পণ/২০১০/১৭৯২০ তারিখঃ ১৭/১২/২০১২

প্রেরকঃ কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

প্রাপকঃ (১) কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাকা/মংলা/বেনাপোল/আইসিডি(কমলাপুর)/পানগাঁও/
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

(২) কমিশনার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)/ঢাকা (দক্ষিণ)/ঢাকা (পূর্ব)/ঢাকা (পশ্চিম)/
এলটিইউ-ভ্যাট/রংপুর/রাজশাহী/খুলনা/যশোর/সিলেট/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম।

(৩) সভাপতি
বিজিএমইএ/ বিকেএমইএ/ বিটিএমএ/ বিপিজিএমইএ/ বিজিএপিএমইএ/
বিএফএলএলএফইএ/ এলএফএমইএবি

বিষয়ঃ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা'র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ব্যবহার সংক্রান্ত।

জনাব,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা দপ্তরের কার্যক্রমকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য একটি ওয়েবসাইট (www.cbc.gov.bd) চালু করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে ইতোমধ্যেই বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রাপ্ত সকল আইন-কানুন ও বিধি-বিধান এবং বন্ড ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অত্যাবশকীয় বিভিন্ন তথ্য আপলোড করা হয়েছে।

০২। ওয়েবসাইটটিতে আইন-কানুন ও বিধি-বিধান এবং বন্ড ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন তথ্য ছাড়াও নিম্নলিখিত তথ্য/ডাটাবেইজ পাওয়া যাবেঃ

(ক) **বন্ড লাইসেন্সের সর্বশেষ অবস্থা (License Status):** লাইসেন্স স্ট্যাটাস আইকন হতে প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে সার্চ করে সেই প্রতিষ্ঠানের Status জানা যাবে। এ ডাটা বেইজ ব্যবহার করে ব্যবসায় সংগঠনগুলো তাদের সদস্যদের লাইসেন্স অটোনবায়নের সুপারিশ করতে পারেন। যেমনঃ কোন প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স স্ট্যাটাস যদি Suspend হয় তাহলে তার লাইসেন্স অটোনবায়ন না করে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এ সেবাটি সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

(খ) **অডিটঃ** কোন প্রতিষ্ঠানের অডিট কোন্ তারিখ পর্যন্ত সম্পন্ন করা আছে তা অডিট মেন্যু হতে পূর্বের পদ্ধতিতে নাম দিয়ে সার্চ করে জানা যাবে। এ সেবাটিও সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

(গ) **জেনারেল বন্ডঃ** আমদানি পর্যায়ে জেনারেল বন্ডের মেয়াদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেনারেল বন্ডের মেয়াদ টেম্পারিং-এর ঘটনাও প্রায়ই ঘটে। কোন্ প্রতিষ্ঠানের জেনারেল বন্ডের মেয়াদ কোন্ তারিখ পর্যন্ত আছে তা জেনারেল বন্ড শীর্ষক মেন্যু হতে পূর্বের পদ্ধতিতে নাম দিয়ে সার্চ করে জানা যাবে। কাস্টম হাউসগুলো এ ডাটা বেইজ ব্যবহার করে বন্ড ব্যবস্থার অপব্যবহার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ সেবাটিও সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

(ঙ) **আমদানি প্রাপ্যতাঃ** আমদানি পর্যায়ে আমদানি প্রাপ্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমদানি প্রাপ্যতার বিপরীতে বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের পণ্য চালান খালাস দেয়া হয়। আমদানি প্রাপ্যতা টেম্পারিং-এর ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কোন প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতায় কোন্ কোন্ পণ্য আছে তা মূল প্রাপ্যতা শীট দেখে নিশ্চিৎ হওয়া জরুরি। শুল্কায়নের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাকে সহায়তার লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে প্রাপ্যতার ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। ইস্যুকৃত প্রাপ্যতা শীট স্ক্যান করে তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। এ ডাটাবেইজ শুধু কাস্টম হাউসের বন্ড গ্রুপের কর্মকর্তাগণ ব্যবহার করতে পারবেন। তাদেরকে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ করা হবে।

০২। আপনাকে ওয়েবসাইটের ডাটাবেইজ ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। ডাটাবেইজে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে তা অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

[নথি নং-৫(১৩)৬৮/কাস-বন্ড/ইউপি/দায়িত্ব অর্পন/২০১০/১৭৯২০, তারিখ: ১৭/১২/২০১২]
উৎস: মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

নথি নং-৫(১৩)১৭৫/বন্ড কমি:/কাস্টম শাখা/কমিটি/২০০৬/১৮৩৬০ তারিখ:২৬/১২/২০১২

বিষয় : কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে বিজিএমইএ প্রতিনিধি দলের অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	:	১৯.১২.২০১২
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
সময়	:	বিকাল ৩.০০ টা
সভাপতি	:	জনাব এম. হাফিজুর রহমান কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে কর্মরত সরকারি কমিশনার তদূর্ধ কর্মকর্তা ও বিজিএমইএ এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ১৯.১২.২০১২ তারিখে বন্ড কমিশনারেটের সভা কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব এম. হাফিজুর রহমান, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়:

০১. **আলোচ্য বিষয়:** অডিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দলিলাদি দাখিল করতে দেরী হলে জরিমানা না করা।

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : তৈরি পোশাক শিল্পের অডিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দলিলাদি দাখিল করতে দেরী হলে ৫০,০০০/-টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, অডিট মেয়াদান্তে সমস্ত রপ্তানির পিআরসি, পাসবই এন্ট্রি ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এটাই বাস্তবতা। বিশেষ করে রপ্তানির পর মূল্য প্রত্যাবাসিত হতে এক থেকে দেড় মাস এবং ডেফার্ড পেমেন্টের ক্ষেত্রে দুই থেকে চার মাস সময় প্রয়োজন হয় এবং তারপর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পিআরসি প্রদান করে থাকে। ফলে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরই অডিটের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এমতাবস্থায়, অডিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দলিলাদি দাখিল করতে দেরী হলে জরিমানা করা সমীচীন হবে না।

বিজিএমইএ এর সুপারিশ : অডিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দলিলাদি দাখিল করতে দেরী হলে জরিমানা না করা।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য : আলোচ্য বিষয়ে বন্ড কমিশনারেট থেকে জানানো হয় যে সকল প্রতিষ্ঠানের কেবল ১ বছর এর অডিট অনিষ্পন্ন আছে তাদের বিলম্বে দলিলাদি দাখিল করার জন্য কারণ দর্শাও নোটিশ জারি বা জরিমানা করা হয় না। যে সকল প্রতিষ্ঠানের এক বছরের অধিক সময় (সাধরণত: ০২ বছর) অডিট অনিষ্পন্ন আছে তাদের লাইসেন্স স্থগিত করে এবং কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে শুনানি গ্রহণ সাপেক্ষে ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা যৌক্তিক বিবেচনায় অর্থদন্ড আরোপ করেন/অব্যাহতি প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত : যে সকল প্রতিষ্ঠানের ১ বছরের বেশি অডিট অনিষ্পন্ন আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিলম্বে দলিলাদি দাখিল করার অনিয়মের কারণে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি বা জরিমানা আরোপ না করার সুযোগ নেই। বিজিএমইএ কে তার সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মিত অডিট করানোর বিষয়ে উৎসাহিত করতে অনুরোধ করা হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, বিলম্বে হলেও অডিটের সমুদয় দলিলাদি দাখিল করা হলে লাইসেন্স স্থগিত না করে কেবল কারণ দর্শাও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

০২. **আলোচ্য বিষয়:** তৈরি পোশাকে ব্যবহৃত সকল ধরনের এক্সেসরিজ অডিটের আওতাভূক্ত না করা।

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : তৈরি পোশাক শিল্পের বার্ষিক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার সময় তৈরি পোশাকে ব্যবহৃত সকল প্রকার এক্সেসরিজকে অডিটের আওতাভূক্ত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বন্ড কমিশনারেটের আদেশ নথি নং ৫(১৩)৩৪/কাস-বিবিধ/২০০৩/১০০৪০ তারিখঃ ০৯/০৬/ ২০০৪ এর মাধ্যমে জারিকৃত ৬টি এক্সেসরিজ আইটেমকে (পলিথিন ব্যাগ, কার্টুন, নেকবোর্ড, ব্যাক বোর্ড, হ্যাঙ্গার এবং সুতা) অডিটের

আওতাভুক্ত রাখা সমীচীন হবে। কারণ এই শিল্পে প্রচুর এক্সেসরিজ ব্যবহার করা হয় এবং তার সম্পূর্ণ বিবরণ অডিটে দাখিল করা অসম্ভব প্রায়।

বিজিএমইএ এর সুপারিশ : বন্ড কমিশনারেটের আদেশ নথি নং ৫(১৩)৩৪/কাস-বিবিধ/ ২০০৩/ ১০০৪০ তারিখঃ ০৯/০৬/২০০৪ এর মাধ্যমে জারিকৃত ৬টি এক্সেসরিজ আইটেমকে অডিটের আওতায় রাখা এবং বাকী সব এক্সেসরিজকে অডিটের আওতার বহির্ভূত রাখা।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য : আলোচ্য বিষয়ে বন্ড কমিশনারেট থেকে জানানো হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষার আওতায় আনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির আমদানি রপ্তানির বার্ষিক কর্মকাণ্ডের একটি স্বচ্ছ চিত্র উপস্থাপন। কোন আংশিক তথ্যের ওপর অডিট করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া রপ্তানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২ অনুযায়ী ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের শর্ত থাকায় এবং Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এতদ্‌সংক্রান্ত বিধি বিধান থাকায় বিজিএমইএ এর সুপারিশকৃত ৬টি আইটেম ব্যতিরেকে বাকী এক্সেসরিজ আইটেমকে অডিটের আওতা বহির্ভূত রেখে value Addition নির্ধারণ ত্রুটিপূর্ণ হবে।

সিদ্ধান্ত : রপ্তানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২ অনুযায়ী ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের শর্ত এবং Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর বিধি বিধান থাকায় বিজিএমইএ এর সুপারিশকৃত ৬টি আইটেমকেই প্রধানত: অডিটের আওতায় রাখা হবে। অন্যান্য এক্সেসরিজ এর হিসাব সামগ্রীক বিবেচনায় মূল্য সংযোজনের হার পরিগণনার জন্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ।

০৩. **আলোচ্য বিষয়** : অডিটে স্ট্যাটিসটিক্যাল ইউনিট হিসাবে আমদানিকৃত সূতা, কাপড়, এক্সেসরিজ ও রপ্তানিকৃত পোশাকের নেট ওজন উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা:

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : বার্ষিক অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করার সময় আমদানিকৃত সুতা, কাপড় ও রপ্তানিকৃত পোশাকের নিট ওজন চাওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কাপড়, এক্সেসরিজ ও রপ্তানিকৃত পোশাক গজ, মিটার, কেজি, পাউন্ড, পিস, ডজন ইত্যাদি ইউনিটের মাধ্যমে দেখানো হয়ে থাকে। এই সকল পণ্য আমদানির সময় পাসবইতে এ ভাবেই উল্লেখ থাকে এবং রপ্তানি শেষে এ হিসাবের ভিত্তিতেই সমন্বয় করা বাঞ্ছণীয় হবে, ওজনের ভিত্তিতে নয়। উল্লেখ্য যে, পণ্যের ওজনের বিষয়টি জাহাজের ভাড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট।

বিজিএমইএ এর সুপারিশ : অডিটে স্ট্যাটিসটিক্যাল ইউনিট হিসাবে আমদানিকৃত সূতা, কাপড় ও রপ্তানিকৃত পোশাকের নিট ওজন উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য : আলোচ্য বিষয়ে বন্ড কমিশনারেট থেকে জানানো হয় যে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ নিট কেজি উল্লেখ ব্যতিরেকে আমদানিকৃত মালামাল খালাসের অনুমতি দেয় না। তবে বিজিএমইএ এর অনুরোধ বিবেচনায় আমদানি ঘোষণা পত্রে যে স্ট্যাটিসটিক্যাল ইউনিটের বর্ণনা থাকে সে ইউনিট অডিট প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা যাবে।

সিদ্ধান্ত : আমদানি ঘোষণাপত্রে যে স্ট্যাটিসটিক্যাল ইউনিটের বর্ণনা আছে অডিট প্রতিবেদনে তা ব্যবহার করা যাবে।

০৪. **আলোচ্য বিষয়** : **অডিট কার্যক্রম সহজীকরণ এবং ত্বরান্বিত করা:**

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : বর্তমানে অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাস্টমস অডিট কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় দলিলাদি চাওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের Query দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে বন্ড কমিশনারেটের স্থায়ী আদেশ নং ১/২০০৯ তারিখ ১৩/১০/ ২০০৯ইং এর আলোকে অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হলে অডিট কার্যক্রম গতিশীল ও ত্বরান্বিত হবে।

এছাড়া প্রতিটি ইউডি এর বিপরীতে সকল ধরনের জাহাজীকরণ দলিলাদি চাওয়া হচ্ছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির পরিমান বেশি তাদের পক্ষে তা সরবরাহ করা আর্থিক দিক এবং স্থান সংকুলান উভয় দিক থেকে কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয়/সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাই করলে অডিট কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে। উল্লেখ্য যে, অডিট কার্যক্রম বিলম্বিত হলে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে।

বিজিএমইএ এর সুপারিশ : প্রয়োজনীয়/সংশ্লিষ্ট দলিলাদির ভিত্তিতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য : আলোচ্য বিষয়ে বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য হলো এ দপ্তরের স্থায়ী আদেশ নং-১/২০০৯ তারিখ ১৩.১০.২০০৯ এর আলোকে পূর্বের ন্যায় অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কোন অনিয়ম/ত্রুটি উদঘাটিত হলে তা স্বল্পতম সময়ে নিরসন এবং সরকারি রাজস্ব হানি প্রতিরোধে উক্ত অফিস আদেশের সম্পূরক অফিস আদেশ নথি নং-৫(১৩)১৯৮/কাস-

বন্ড/অডিট/০৯/১৬১১৫ তরিখ ১২.১১.২০১২ জারি করা হয়েছে। অডিট একটি ব্যাপক বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ না করে অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া SRO-এ নির্ধারিত ৯০ দিন সময়ের মধ্যেই অডিট নিস্পন্ন করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত : স্থায়ী আদেশ নং-১/২০০৯ তারিখ ১৩.১০.২০০৯ এবং অফিস আদেশ নথি নং-৫(১৩)১৯৮/কাস-বন্ড/অডিট/০৯/১৬১১৫ তরিখ ১২.১১.২০১২ এর আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট নিস্পন্ন করা হবে।

০৫. **আলোচ্য বিষয় : বিভিন্ন সমস্যার কারনে সময়মত নিরীক্ষা না হওয়া বা অন্যান্য সমস্যার কারনে বিন লক/২০২ ধারা জারি করা হলে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণে প্রত্যয়নপত্র (NOC) প্রদান।**

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম ২-৩ বছর পর্যন্ত অনিস্পন্ন থাকায় বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যার কারনে বন্ড কমিশনার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিন লক/ ২০২ ধারা জারি করা হচ্ছে। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতিমধ্যে আমদানিকৃত মালামাল ছাড় করাতে না পেরে তা স্টকলটে পরিনত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিপুল অংকের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

বিজিএমইএ এর সুপারিশ : যেহেতু অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, এক্ষেত্রে অডিট সংক্রান্ত দলিলাদি দাখিল করা হলে বিজিএমইএ'র সুপারিশের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণে প্রত্যয়নপত্র (NOC) প্রদান করা সমীচিন হবে।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য : ২০২ ধারা জারি/বিন লক হলে আমদানিকৃত মালামাল প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কেস ভিত্তিক ১০০% নি:শর্ত ও নিরবচ্ছিন্ন ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে ছাড় গ্রহণ করতে পারে।

সিদ্ধান্ত : ২০২ ধারা জারি/বিন লক হলে আমদানিকৃত মালামাল প্রত্যয়ন-পত্রের মাধ্যমে ছাড়করণের বিজিএমইএ এর সুপারিশ বিবেচনার সুযোগ নেই। তবে যেসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সন্তোষজনক তাঁদের ক্ষেত্রে কেস ভিত্তিক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে মালামাল ছাড় করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

০৬. বিবিধ: বিজিএমইএ'র উপস্থিত প্রতিনিধি দল অডিট নিস্পন্ন হওয়ার পর এ দপ্তর থেকে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের অনুরোধ করলে এ দপ্তর সম্মতি প্রকাশ করে।

সিদ্ধান্ত : অডিট নিস্পন্নকারী প্রতিষ্ঠানকে এখন থেকে এ দপ্তর থেকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হবে।

০৭. সভায় আর কোন আলোচ্য সূচি না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার

কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(২৩) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬/৩৫২(১-২) তারিখ: ১৮/০৮/২০১৩ইং

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ বেসরকারী উদ্যোগে প্রাইভেট ইনল্যান্ড-কন্টেইনার ডিপো (আইসিডি) স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ULD pallet Container জাতকরণের লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোগে প্রাইভেট ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো (আইসিডি) স্থাপনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ণ করল:

(১) প্রতিষ্ঠানটিকে যথাযথভাবে নিবন্ধিত একটি লিমিটেড কোম্পানী হতে হবে;
(২) রপ্তানিতব্য পণ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তাবিত স্থানটি অন্ততঃ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বর্গফুট আয়তনের হতে হবে।
(৩) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক হতে হবে;
(৪) রপ্তানি পণ্য পরিবহনের জন্য উপযুক্ত সড়ক সংযোগ থাকতে হবে;
(৫) পণ্য লোডিং ও আনলোডিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(৬) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য দূর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং মোকাবেলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা হবে। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সনদপত্র দাখিল করতে হবে;
(৭) প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের/উদ্যোক্তাগণের প্রাইভেট আইসিডি/অফডক পরিচালনার ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
(৮) প্রস্তাবিত আইসিডি/অফডক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা থেকে অনধিক ১০ (দশ) কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে;
(৯) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্তির পর নীতিমালার নিরীখে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে;
(১০) আইসিডি স্থাপনের জন্য সিভিল এভিয়েশন অথোরিটি অব বাংলাদেশ এর অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করতে হবে।
(১১) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের টিআইএন, মূসক নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে;
(১২) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে;
(১৩) কোন প্রতিষ্ঠান পাবলিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের উপযুক্ত বিবেচিত হলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত করবেন। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে লাইসেন্স ফি বাদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা (অফেরতযোগ্য) ট্রেজারী চালান/পে অর্ডারের মাধ্যমে জমা করিতে হইবে। এবং সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার সঞ্চয়পত্র দাখিল করতে হবে;
(১৪) পাবলিক বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রতি দুই বছর পর পর নবায়ন করতে হবে, নবায়ন ফি বাবদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ট্রেজারী চালান/ পে অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে;
(১৫) প্রতিষ্ঠানটিকে যথাযথ নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ১০,০০,০০০০০ (দশ কোটি) টাকার সাধারণ বন্ড (রিস্ক ও ডিউডি বন্ডসহ) দাখিল করতে হবে, লাইসেন্স নবায়নের সময় সাধারণ বন্ডও পুনরায় দাখিল করতে হবে;
(১৬) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আদেশ অনুযায়ী রপ্তানিতব্য পণ্য পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করবে;
(১৭) যে কোন ধরণের অনিয়ম, অপরাধমূলক কার্যকলাপ, অসত্য ঘোষণা, শর্তের বরখেলাপ, অদক্ষতা বা হয়রানিমূলক কার্যকলাপের দায়ে সংশ্লিষ্ট কমিশনার আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে, লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবহিত করতে হবে;
(১৮) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে কোন সময়ে আলোচ্য নীতিমালা সংশোধন/প্রণয়ন/প্রবর্তন/সংকোচন/পরিমার্জন করতে পারবে;
(১৯) অন্যবিধ কার্যক্রম করার জন্য কোন অফিস, বা অন্য কোন স্থাপনা, ইত্যাদি স্থাপন করা যাবেনা;
(২০) কম্পিউটার সিস্টেম, হিসাব সংরক্ষণ, ইত্যাদি জায়গায় শুধু কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

(২১) শুল্ক কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় স্থান বরাদ্দ, যানবাহন সরবরাহসহ বিধি মোতাবেক অধিকাল ভাতা প্রদান করতে হবে।

(মিয়া মোঃ আবু ওবায়দা)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.cbc.gov.bd

স্থায়ী আদেশ নং-০১/২০১৪ তারিখ: ২৮/০৮/২০১৪

বিষয়: ঢাকা ইপিজেড পূর্ব বিভাগ, ঢাকা ইপিজেড পশ্চিম বিভাগ ও আদমজী ইপিজেড বিভাগ এর কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রজ্ঞাপন নং-৪০/ডি/কাস/৭২, তারিখ: ০৯.০৯.১৯৭২ এর আওতায় সাভার উপজেলাকে ওয়্যার হাউজিং স্টেশন ঘোষণা করে ঢাকা ইপিজেড এলাকাকে পর্যায়ক্রমে ঢাকা কাস্টম হাউস, ঢাকা কালেক্টরেট, ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট ও সর্বশেষ ০১.০১.২০০০ তারিখ হতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার উপর করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন আদেশ দ্বারা ইপিজেডসমূহের কাস্টমস সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পরিপূর্ণ স্থায়ী আদেশ জারী হয়নি। ইতোমধ্যে ডিইপিজেড ছাড়াও আদমজী ইপিজেড সৃষ্টি হয়েছে এবং ডিইপিজেডকে দু'ভাগ করে ডিইপিজেড পূর্ব বিভাগ ও ডিইপিজেড পশ্চিম বিভাগ নামে দু'টি প্রশাসনিক এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভাবে বিভক্ত তিনটি ইপিজেড বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি স্থায়ী আদেশ জারীর প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ইপিজেড সংক্রান্ত ইতোপূর্বে এ দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত সকল আদেশ বাতিলপূর্বক এ স্থায়ী আদেশ জারী করা হলো :

১। লাইসেন্স।-

(ক) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (বেপজা) প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শুধুমাত্র মেশিনারিজ ও নির্মাণ সামগ্রী আমদানির জন্য সাময়িক বন্ড রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করা যাবে। সাময়িক বন্ড রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে-

(অ) ০১ (এক) বৎসর সময়ের মধ্যে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ ও সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালা ও আদেশ এর ভিত্তিতে নতুন ফরমেটে চূড়ান্ত বন্ড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

(আ) ০১ (এক) বছর সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত লাইসেন্স গ্রহণে ব্যর্থ হলে কমিশনারের অনুমোদনক্রমে এ সময়সীমা আরও ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা যাবে।

(ই) বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতিক্রমে কমিশনার উক্ত সময় সীমা বর্ধিত করতে পারবেন।

(খ) লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ ও সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালা ও আদেশ অনুসরণ করতে হবে।

২। জেনারেল বন্ড সম্পাদন।-

The Customs Act, 1969 এর ধারা ৮৬ অনুযায়ী জেনারেল বন্ড সম্পাদন করতে হবে। লাইসেন্স প্রাপ্তির পর লাইসেন্সি শুল্ক কর পরিশোধ ব্যতিরেকে কাঁচামাল আমদানি, গুদামজাতকরণ, ব্যবহার ও রপ্তানি করতে পারবেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ড প্রথা বাতিল করায় বর্তমানে রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ড এর আওতায় পণ্য আমদানির সুযোগ নেই। তাই নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে জেনারেল বন্ড সম্পাদন করতে হবে। ঃ

২,০০০/- (দুই হাজার) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে লাইসেন্সিং বিধিমালায় উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের বন্ড যাতে পরিচালকগণের স্বাক্ষর লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত থাকবে। এরূপ বন্ডসহ আবেদন প্রাপ্তির পর নথি পর্যালোচনাপূর্বক প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নবায়ন থাকলে ০১ (এক) বছরের জন্য জেনারেল বন্ড এবং সরাসরি রপ্তানিকারক (নীট, ওভেন ও সুয়েটার প্রস্তুতকারী) প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র সমূহে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ড সম্পাদন করা যাবে, যথা:-

(ক) যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম হালনাগাদ আছে;

(খ) অডিট (Audit) সংক্রান্ত সমুদয় দলিলাদি জমা প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু লোকবলের স্বল্পতার কারণে শুল্ক কর্তৃপক্ষ অডিট (Audit) কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন অসহযোগিতা ছিল না এরূপ ক্ষেত্রে Audit দু' বছর বাকী থাকলে;

(গ) গত তিন বছরের মধ্যে দু'বছর অডিট (Audit) সম্পন্ন রয়েছে, কিন্তু অডিট (Audit) এর জন্য তৃতীয় বছরের সকল আনুষঙ্গিক দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি;

(ঘ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট (Audit) দুই বছরের অধিক সময়ের জন্য অনিস্পন্ন রয়েছে এবং সমুদয় দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) মাস সময়ের জন্য সাধারণ বন্ড সম্পাদন করা যাবে। Audit এর জন্য সমুদয় দলিলাদি উক্ত ৩ (তিন) মাসের মধ্যে জমা দেয়া না হলে উক্তরূপ সীমিত সময়ের জন্য সম্পাদিত সাধারণ বন্ড বাতিল করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কারণে নিরীক্ষা সম্পন্ন না হলে আরও ২১(একুশ) দিনের জন্য সাময়িক জেনারেল বন্ড দেয়া হবে; এবং

(ঙ) আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য জেনারেল বন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নতুন জেনারেল বন্ডের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।

৩। ইন টু বন্ড ও এক্স বন্ড পদ্ধতি।-

ইনটু বন্ড পদ্ধতি:

আমদানি দলিলাদির সাথে মালামাল সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে এলসি, মাস্টার এলসি, ব্যাক টু ব্যাক এলসি, বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট এর তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বন্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে লাইসেন্সি ও বন্ড অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর পূর্বক ইন টু বন্ড করতে হবে।

এক্স বন্ড পদ্ধতি:

আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী রপ্তানির সপক্ষে শিপিং বিল, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যায়িত কনজাম্পশন সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সহ অন্যান্য রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাইপূর্বক বন্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। লাইসেন্সি ও বন্ড অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক এক্স বন্ড সম্পন্ন করতে হবে।

৪। অস্থায়ীভাবে উপকরণ ও কাঁচামালের আন্তঃবন্ড স্থানান্তর।-

(ক) একই ইপিজেডের মধ্যে অন্য প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্য ইপিজেডের প্রতিষ্ঠানে অথবা স্থানীয় ট্যারিফ এলাকায় (Domestic Tariff Area) অবস্থিত বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের নিকট সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে কাঁচামাল ও উপকরণ স্থানান্তর করা যাবে।

(খ) কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ ও উৎপাদিতব্য পণ্য রপ্তানির সময়সীমা থাকলে নিম্নেবর্ণিত দলিলাদি দাখিলের পর তদন্ত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা অস্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের অনুমোদন দিবেনঃ

(i) কাঁচামাল সাময়িক স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ উল্লেখপূর্বক তার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত আবেদনপত্র;

(ii) কাঁচামাল স্থানান্তর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামা বা কার্যাদেশ;

(iii) স্থানান্তরতব্য বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার অনাপত্তি পত্র ;

(iv) বেপজার অনাপত্তিপত্র :

(v) স্থানান্তরকারী বন্ড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল স্থানান্তরকালে পণ্যের কোনরূপ ক্ষতিসাধন হলে তার দায়দায়িত্ব বহনের লক্ষ্যে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা;

(vi) কাঁচামালের নমুনা এবং

(vii) স্থানান্তর গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার ঘোষণা, এলসি, প্রোফরমা ইনভয়েস।

৫। স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তর।-

নিম্নবর্ণিত দলিলাদি প্রপ্তি সাপেক্ষে বিভাগীয় কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের অনুমোদন দিবেন ঃ

প্রয়োজনীয় দলিলাদি ঃ

i) আবেদন ;

ii) কাঁচামাল প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তরতব্য কাঁচামাল আমদানির দলিলাদি, যেমন ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, ইনভয়েস, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালানোর কপি, বি/ই, ইউডির কপি;

iii) লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র ;

iv) বেপজা এর অনাপত্তি পত্র ;

v) জেনারেল বন্ড এর কপি ;

vi) কাঁচামাল গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের এলসি/সেলস কন্ট্রাক্ট, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, প্রোফরমা ইনভয়েস, ইউডি, ক্রয় আদেশের কপি, জেনারেল বন্ড এর কপি ইত্যাদি।

vii) স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরতব্য কাঁচামালের নমুনা ;

viii) যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ;

ix) স্থানান্তরকালে পণ্যের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়-দায়িত্ব আন্তঃবন্ড গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বহন করবেন মর্মে অঙ্গীকারনামা/রিস্ক বন্ড।

শর্তাবলী ঃ

ক) যে কাস্টম হাউস/স্টেশনের মাধ্যমে স্থানান্তরতব্য কাঁচামাল আমদানি হয়েছে সে কাস্টম হাউস/স্টেশনে বা নিকটতম কাস্টম হাউসে রক্ষিত উভয় প্রতিষ্ঠানের পাশবইয়ে অথবা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে রক্ষিত বন্ড রেজিস্টারে উক্ত স্থানান্তরের তথ্য লিপিবদ্ধ করে নিতে হবে ;

খ) স্থানান্তরতব্য পণ্য রপ্তানির স্বপক্ষে পিআরসি সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানির পরবর্তী ০৩(তিন) মাসের মধ্যে বন্ড কমিশনারেটের বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে উপস্থাপন করতে হবে ; এবং

গ) স্থানান্তরতব্য বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কাস্টমস্ কর্মকর্তার অনাপত্তি পত্র।

৬। আমদানি-রপ্তানি শুল্কায়ন পদ্ধতি।-

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এসআরও-৮৮আইন/৯৮/১৭৩৯/শুল্ক, তারিখ: ২৮.০৫.১৯৯৮ খ্রিঃ মোতাবেক ইপিজেড এ আমদানিকৃত পণ্যকে অরোপনীয় সমুদয় আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর স্থায়ী আদেশ নং-১৮/২০০৯/শুল্ক, তারিখ: ৩১.০৮.২০০৯ এবং সময়ে সময়ে জারীতব্য আদেশ এর মাধ্যমে নির্ধারিত শর্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত পণ্য সমূহ স্থানীয় ট্যারিফ এলাকায় রপ্তানি করা যাবে।

আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকাঃ

১. ওভেন ডাইড এবং প্রিন্টেড কাপড়, ২. নিটেড ডাইড এবং প্রিন্টেড কাপড়, ৩. টেরি টাওয়েল, শপ টাওয়েল, সার্জিক্যাল টাওয়েল, ৪. সেলাই সূতা, ৫. সোয়েটারের ইয়ার্ণ, ৬. হ্যান্ড ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, লাগেজ, ৭. লেবেল, পলিব্যাগ ও অন্যান্য গার্মেন্টস এক্সেসরিজ, ৮. প্যাডিং ও কুইন্টিং মেটিরিয়াল, ৯. জিপার, ১০. কার্টন বক্স, ১১. স্পোর্টস জুতা, চামড়ার জুতা, ১২. ইলেকট্রনিক্স পণ্য, ১৩. ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য, ১৪. সার্কিট বোর্ড, ১৫. অডিও ভিডিও টেপস, ১৬. ইলেকট্রনিক্স ব্যালাষ্ট, ১৭. সফট ওয়্যার, ১৮. ফ্লপি ডিসকেট, ১৯. ফ্যান মটর, ২০. কৃত্রিম ফুল, ২১. প্লাষ্টিক ব্যাগ, ২২. প্রিন্টেড জুট ব্যাগ, দড়ি, ২৩, ভিনাইল বেল্ট, ২৪. খেলনা, ২৫, চেয়ার, টেবিল, বাসকেট, ফোল্ডিং ও কমপ্যাক্ট চেয়ার, ২৬. প্লাইউড, ২৭. এ্যালুমিনিয়াম ইনগট কমপেক্ট চেয়ার, ২৮. ফিসিং রিল ও গলপ স্যাফট, ২৯. গাড়ীর ও অন্যান্য ধাতব যন্ত্রাংশ/যন্ত্রপাতি, ৩০. ধাতব পাইপ ফিটিংস, ৩১. ষ্টীল মেরিন চেইন, ৩২. সাইকেল, ৩৩. সাইকেলের যন্ত্রাংশ, ৩৪. ডাই কাস্ট পার্টস, ৩৫. মেরিন/ইন্ডস্ট্রিয়াল মেকানিক্যাল পার্টস, ৩৬. প্লাস্টিক গ্রানুলস, ৩৭. অপটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের পার্টস, ৩৮, ক্রিষ্টাল ব্লাংক, ৩৯. কোয়ার্টজ ক্রিষ্টাল, ৪০. হেংগার ও হেংগার একসেসরিজ এবং ৪১. গ্লাভস্, ৪২. স্টিল স্টান্ড/ফিটিং/ফরজিং প্রোডাক্টস, ৪৩. সকল ধরণের এক্রালিক রেজিন, স্টাইরিন, ভিনাইল এক্রেইলিক, পিভিসি রেজিন, ৪৪. প্রকৃতিক বার মেল লেটেক্স কনডম, ৪৫. রাবার বেইজড প্রডাক্টস- অটোমোবাইল পার্টস, রাবার ম্যাটস/টাইলস, রাবার মেটার বন্ডেড পর্টস, এক্সেসরিজ, ৪৬. কম্বল , ৪৭. টেক্সটাইল কেমিক্যালস আট্রিলরিজ, ৪৮. ব্যাক লাইট বোর্ড, ৪৯. মাল্টি লেড ল্যাম্প, ৫০. ইমারটেক মাল্টি, ৫১. এলসিডি হোল্ডার, ৫২. এলইডি এ্যাসি, ৫৩. এ্যামউন্ট ইনডিকেটর, ৫৪. ড্যাক্স, ৫৫. সিলেকশন বাটন, ৫৬. কী বোর্ড, ৫৭. পার্টস অব সিলেকশন বাটন, ৫৮. পার্টস অব এ্যামউন্ট ইনডিকেটর, ৫৯. পার্টস অব কী বোর্ড, ৬০. পার্টস অব ভ্যাক্স, ৬১. নাম্বার ডিসপেন্ট, ৬২. এলইডি ডিসপ্লে, ৬৩. ফিটিং বোর্ড, ৬৪. ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, ৬৫. সাটার প্রোফাইল, ৬৬. স্প্রিং বক্স, ৬৭. ক্যালকুলেটর, ৬৮. স্টিপ বাম্পার, ৬৯. ফ্লাট বন্ড ফ্যাট স্ট্যান্ড, ৭০. আয়রন বাম্পার, ৭১. স্টিপ বল, ৭২. রাবার বাম্পার, ৭৩. লক এন্ড লক গাইড, ৭৪. ক্যাপস, ৭৫. হুক, ৭৬. ক্লিপস, ৭৭. এ্যালুমিনিয়াম ফলস, ৭৮. মটর, ৭৯, ফিক্সিং পেন্টট, ৮০. নাইলন স্লাইডিং ব্লক, ৮১. মাইক্রো পারফোরেটেড রোল, ৮২, প্রোটেকশন বক্স, ৮৩. রোলিং বক্স, ৮৪. রোলিং শাটার, ৮৫. টাইলস, ৮৬. হেডওয়্যার এন্ড ক্যাপস এবং ৮৭. টেন্ড এন্ড এক্সেসরিজ

আমদানির পূর্বশর্ত

(ক) কেবলমাত্র উল্লিখিত পণ্যসামগ্রী অনুমতি দেওয়া হবে ;

(খ) আমদানীর জন্য ‘বেপজার’ অনুমোদন/অনুমতি (IP) থাকতে হবে;

আমদানি রপ্তানি, আন্তঃবন্ড স্থায়ী বা অস্থায়ী স্থানন্তর, নিলাম বা অন্যয়ে কোন ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসআরও ৫৭/আইন/২০০০/১৮২১/শুল্ক, তারিখঃ ২৩.০২.২০০০ এর মাধ্যমে জারীকৃত শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা ২০০০ অনুসরণ করতে হবে।

আমদানি (বিদেশী ও স্থানীয়) পর্যায়ে আবশ্যকীয় দলিলাদি :

i) বিল অব এন্ট্রি :
ii) বেপজার আই, পি;
iii) এল, সি;
iv) এল, সি, এ;
v) ইনভয়েস ;
vi) প্যাকিং লিষ্ট :
vii) বিল অব লেডিং ;
viii) বি, বি, এল, সি;
ix) ইউ, পি ;
x) মূসক নিবন্ধন পত্র ও
xi) অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি।

রপ্তানি (বিদেশী ও স্থানীয়) পর্যায়ে আবশ্যকীয় দলিলাদি :

i) বিল অব এক্সপোর্ট :
ii) বেপজার ই পি;
iii) এল, সি;
iv) এল, সি, এ;
v) ইনভয়েস ;
vi) প্যাকিং লিষ্ট :
vii) পাশ বই ;
viii) ইএক্সপি ;
ix) ডেলিভারী চালান ;
x) ইউডি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;
xi) অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি।

৭। ইপিজেড এলাকায় পণ্য আমদানি।-

The Customs (Export Processing Zone) Rules. 1984 এর সংশ্লিষ্ট বিধি/উপবিধি অনুযায়ী ইপিজেড এলাকায় বহিঃ বাংলাদেশ হতে অথবা স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা হতে অথবা অন্য কোন ইপিজেড এলাকা হতে যে কোন পণ্য আমদানি করা যাবে।

(ক) যে কাস্টমস স্টেশন অথবা কাস্টম হাউস দিয়ে বহিঃ বাংলাদেশ হতে অথবা স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা হতে অথবা অন্য কোন ইপিজেড হতে পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশ করবে সে কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশনের তত্ত্বাবধানে পণ্য পরীক্ষণ, শুল্কায়ন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন পূর্বক ইপিজেড এলাকায় পণ্য আমদানি করা যাবে।

(খ) আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধির আলোকে প্রতিটি পণ্য চালান ইপিজেড এলাকায় আমদানির জন্য পণ্যের যাবতীয় বর্ণনা ও দলিলাদি চালান ভিত্তিক পৃথক বিল অব এন্ট্রি বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

(গ) বন্ড লাইসেন্সে উল্লিখিত পণ্য ও পণ্য সামগ্রী আমদানি করা যাবে। আমদানিকৃত পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বার্ষিক প্রাপ্যতা সীমা অতিক্রম করবে না। মেশিনের ক্যাপাসিটির ভিত্তিতে বার্ষিক প্রাপ্যতা সীমা নির্ধারিত হবে।

(ঘ) কেবলমাত্র জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে আদেশের মাধ্যমে স্থিরকৃত পণ্য তালিকা অনুযায়ী বন্ড লাইসেন্স বহির্ভূত পণ্য সামগ্রী আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে।

(ঙ) জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জন নিরাপত্তা বিঘ্নকারী অথবা ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য ইপিজেড এলাকাতে আমদানি করা যাবে না। তবে এরূপ পণ্য সংরক্ষণের বিশেষ সুব্যবস্থা থাকলে অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকলে এরূপ পণ্য ইপিজেড এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশে বাধা দেয়া যাবে না।

৮। স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা হইতে পণ্য ইপিজেড এলাকায় প্রবেশ।-

(ক) বহিঃ বাংলাদেশে কোন পণ্য রপ্তানি করার ক্ষেত্রে যে সকল বিধি বিধান বলবৎ রয়েছে, স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা হতে ইপিজেড এলাকায় পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

(খ) স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা অথবা অন্য কোন ইপিজেড হতে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারী সংশ্লিষ্ট ইপিজেড যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, সে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পণ্য ও শুল্কায়ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে।

(গ) ট্যারিফ এলাকা হতে রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি অথবা শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পনের যে সুবিধা বলবৎ রয়েছে ইপিজেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) যে সকল রপ্তানিতব্য পণ্য শুল্ক রেয়াত প্রাপ্ত অথবা মূল্য সংযোজন কর বা অন্য কোন করের আওতামুক্ত, সেই সকল পণ্য আইন ও বিধির যথাযথ পরিপালন সাপেক্ষে উক্তরূপ সুবিধাদি প্রাপ্য হবে।

৯। ইপিজেড এলাকা হইতে পণ্য রপ্তানিকরণ।-

(ক) আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধির আলোকে প্রতিটি পণ্য চালান ইপিজেড এলাকা হতে রপ্তানির জন্য পণ্যের যাবতীয় বর্ণনা ও দলিলাদিসহ চালান ভিত্তিক পৃথক বিল অব এক্সপোর্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) ইপিজেড এলাকা হতে রপ্তানিযোগ্য সকল পণ্য ইপিজেড গেইটে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে অপসারণ হওয়ার পর পণ্যের পরীক্ষণ ও শুল্কায়নের জন্য রপ্তানিকারক কর্তৃক নির্ধারিত কাস্টম হাউস, কাস্টমস্ স্টেশন বা প্রাইভেট আইসিডিতে নিয়ে যাওয়া হবে।

১০। পুনঃরপ্তানি, রপ্তানি কাম আমদানি বা শিপব্যাক (Ship Back)।-

যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল পূনঃ আমদানি বা রপ্তানি কাম আমদানি বা শিপ ব্যাক (Ship Back) এর ক্ষেত্রে বন্ডার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ইপিজেডের বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে হবে এবং আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে-

i) আমদানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যেমন বিল অব এন্ট্রি, এলসি, আইপি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, বিল অব ল্যাডিং ;

ii) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান (যে প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য প্রেরণ করা হবে) এর সম্মতিপত্র;

iii) বেপজা'র সুপারিশ পত্র;

iv) লিয়েন ব্যাংক এর অনাপত্তি পত্র;

v) যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে দায়-দায়িত্ব বহনের অঙ্গীকারনামা।

আবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রেরিতব্য পণ্য পরীক্ষার জন্য একজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিবেন। সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে শিপ ব্যাক বা রপ্তানি কাম আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে। রপ্তানি শীপ ব্যাক এর ক্ষেত্রে শীপ ব্যাক সম্পন্নের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে Shipped on Board এর কপি বিভাগীয় কর্মকর্তার দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

১১। বিশেষ নিবারণী তৎপরতা।-

ইপিজেড এ অবস্থিত যে কোন শিল্প কারখানায় নিবারণী তৎপরতা চালানোর পূর্বে কমিশনার অথবা কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইপিজেড এর দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার অথবা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা এর নিকট হতে মৌখিক পূর্বানুমতি গ্রহণ করহে হবে। সহকারী কমিশনারের নিম্নে এমন কোন কর্মকর্তা পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে নিবারণ কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এছাড়া সহকারী কমিশনারের নিম্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন এমন কোন কর্মকর্তা বিভাগীয় কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কারখানা পরিদর্শন কিংবা রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন না।

১২। বার্ষিক নিরীক্ষা।-

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৭(খ) অনুযায়ী বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হতে ০১ (এক) বছর পূর্ণ হওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিরীক্ষার সমুদয় কাগজপত্র ও দলিলাদি কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটে উপস্থাপন বাধ্যতামূলক। এটি পরিপালনে ব্যর্থ হলে লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-৯ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ক) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরীক্ষার জন্য কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর ইপিজেড এর দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন পূর্বক সংশ্লিষ্ট ইপিজেড এর বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট পত্র প্রেরণ করবেন।

খ) নিরীক্ষক কর্তৃক কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর নথি নং- ৫(১৩)১৯৮/কাস-উহু/অডিট/০৯/১৬১১৫, তারিখঃ ১২.১১.২০১২ ও সময়ে সময়ে জারীকৃত আদেশাবলীর আলোকে নিরীক্ষা সম্পন্ন করে নির্ধারিত ফরমেটে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

গ) নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাইকালে অধিকতর তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন হলে অথবা দাখিলকৃত দলিলাদি অসম্পূর্ণ থাকলে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

ঘ) নিরীক্ষার জন্য মনোনীত নিরীক্ষকের কাজ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তা যৌথভাবে তদারক করবেন।

ঙ) দলিলাদি প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে এবং ইপিজেড এর দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মকর্তার মাধ্যমে নিরীক্ষা প্রতিবেদন অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। গার্মেন্টস সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে। তবে সকল ক্ষেত্রেই ভিন্নতর কোন কার্যক্রম/সুপারিশ/প্রস্তাব থাকলে কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

চ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষার জন্য কাগজপত্র ও দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের একটি তথ্যপত্র (Information Sheet) সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে ইপিজেড (সদর) শাখার মাধ্যমে কমিশনার এর নিকট আইনী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনিয়ম প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।

১৩। মেশিনারীজের সাময়িক সংযোজন ঃ

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তার প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার সুপারিশক্রমে কমিশনার এর অনুমোদনের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে মেশিনারীজ সংযোজন করা যাবে। তবে মেশিনারীজ প্রতিস্থাপনের পর পুনরায় তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে হবে এবং প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বা অন্য কোন কর (যদি থাকে) নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। সাময়িক সংযোজনকালে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে-

i) মেশিন সাময়িক সংযোজিত হওয়ার কারণ উল্লেখ পূর্বক বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত আবেদনপত্র;

ii) মেশিন স্থানান্তর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা ; (চুক্তিনামায় সার্ভিস চার্জ এর কারণ উল্লেখ থাকতে হবে)

iii) আমদানিকৃত অথবা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত মেশিনারীজের আমদানি/ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি যথাঃ বি/ই, এলসি, ইনভয়েস, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালান, মূসক চালান-১১ এর কপি;

iv) মেশিনারীজ স্থাপনের ঘোষণা পত্র ;

v) মেশিনারীজের ক্যাটালগ ;

vi) স্থানান্তরকালে মেশিনের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়-দায়িত্ব মেশিন গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহনের যথাযথ মূল্যমানের স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা ;

১৪। পুরাতন মেশিনারীজ নিস্পত্তিঃ

দি কাস্টমস্ অ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ৯৫ অনুযায়ী কমিশনার অব কাস্টমস্ মালামালের (পুরাতন মেশিনারিজ, ক্রটিযুক্ত পণ্য) মূল্য নির্ধারণ করবেন। ডিইপিজেড-পূর্ব বিভাগ, ডিইপিজেড-পশ্চিম বিভাগ ও আদমজী ইপিজেড বিভাগে অবস্থিত শিল্পে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পর পুরাতন হলে অথবা ব্যবহার অযোগ্য হয়ে স্ক্র্যাপে পরিণত হলে নিস্পত্তির জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে-

(ক) বেপজার অনাপত্তি পত্র দাখিল করতে হবে ;

(খ) পুরাতন যন্ত্রপাতি বা স্ক্রাপ যেভাবেই শুল্কায়ন হোক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই তার শুল্ক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আয়কর বিভাগের প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী কমিশনারের অনুমোদনক্রমে মেশিনপত্রের আমদানী-মূল্যের অবচয়িত মূল্য হিসাবযোগ্য হবে;

(গ) অবচয়িত মূল্য হিসাবের জন্য বছরের ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ছয় মাস বা তার বেশী সময়কে ১ বছর গণনা করা হবে এবং ছয় মাসের কম সময়কে গণনা করা হবে না; এবং

(ঘ) দেশের বাইরে থেকে শুল্ক এলাকায় আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি/স্ক্রাপ শুল্কায়ন ও খালাসের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ হয় এ সকল ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতিতে পণ্য শুল্কায়ন ও খালাস হবে।

১৫। রপ্তানি অযোগ্য ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের ব্যবস্থাপনা।-
রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি অযোগ্য ত্রুটিপূর্ণ পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেপজার প্রত্যয়ণ পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস অফিসার কর্তৃক শুল্কায়নের পর অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক করাদি পরিশোধের পর পণ্য অপসারণের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

১৬। কমিশারিয়েট ব্যবস্থাপনা।-
রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের অভ্যন্তরে অবস্থিত বেপজা কমিশারিয়েট কর্তৃক বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স এর আওতায় আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য, সিগারেট, লিকার এবং পানীয় দ্রব্য ইপিজেড এর ভিতরে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিদেশী বিনিয়োগকারী ও তাদের বিদেশী কর্মকর্তা/কারিগর কর্তৃক বেপজা কমিশারিয়েট হতে প্রজ্ঞাপন নং-১০৪/২০০০/শুল্ক, তারিখঃ ১৭.০৭.২০০০ এর আলোকে ক্রয় করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে এসআরও-৩৭৭-আইন/২০১৩/২৪৭১/কাস্টমস, তারিখঃ ০৮.১২.২০১৩ এর আলোকে পণ্যের প্রাপ্যতাসীমা নির্ধারিত হবে।

এসআরও-৩৭৭-আইন/২০১৩/২৪৭১/কাস্টমস, তারিখঃ ০৮.১২.২০১৩ অনুযায়ী প্রাপ্যতাসীমা নিম্নরূপঃ

<u>Schedule</u>

Particular of goods	Monthly entitlement of a privileged person or of each member of his or her family	Conditions of Import and Purchase
(1)	(2)	(3)
Articles of foodstuff medicine and other consumable stores	Upto a CIF value of [US$ 120.00]	The total value of goods either imported on duty-free basis or purchased from the diplomatic bonded warehouse of Bangladesh Parjatan Corporation by a privileged person shall not exceed the value mentioned in column 2.
Alcoholic Beverage, Liquor and Tobacco.	Upto a CIF value of [US$ 200.00]	The total value of goods either imported on duty-free basis or purchased from any type of diplomatic bonded warehouse by a privileged person shall not exceed the value mentioned in column 2.

১৭। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার অনুপযোগী পণ্য ব্যবস্থাপনা।-
ক) যে সকল পণ্য আংশিকভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বর্জ্যে পরিনত হয়েছে কিন্তু যার বাণিজ্যিক মূল্য রয়েছে, এরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদন প্রাপ্তির পর সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে পরীক্ষা পূর্বক নিশ্চিত হওয়ার পর বিভাগীয় কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশনার বা তাঁর কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক শুল্কায়ন মূল্য নির্ধারণ পূর্বক অপসারণ করা যাবে। এরূপ নিস্পত্তিকৃত পণ্যের প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে কমিশনারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

খ) যে সকল পণ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়েছে এবং পুনঃ ব্যবহারের কোন সম্ভাবনা নেই তা প্রতিষ্ঠানের আবেদন ও বেপজার অনাপত্তি পত্রের ভিত্তিতে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ বা উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানবলী অনুসরণক্রমে উৎপাদনস্থলের বাইরে মনোনীত অফিসার অব কাস্টমস্রে উপস্থিতিতে উক্তরূপ পণ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস বা বিনষ্ট করতে হবে; এরূপে ধ্বংসকৃত পণ্যের একটি ধ্বংস বা বিনষ্টকরণের প্রতিবেদন ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এ সংক্রান্ত দলিলাদি আইনের বিধান মোতাবেক সংরক্ষণ করবেন।

১৮। নমুনা সরবরাহ।-
The Customs Act, 1969 এর Section 94(1)(E) এর বিধানবলী পরিপালন সাপেক্ষে বিশেষ প্রয়োজন DATA (Domestic Tariff Area) এলাকায় সীমিত সংখ্যক নমুনা নেয়া যাবে। নমুনা সংখ্যা বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হবে। নমুনা বাইরে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক পূর্বেই বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে হবে। চূড়ান্ত রপ্তানির সময় নমুনাকে সমন্বয় করতে হবে।

১৯। জ্বালানী সরবরাহ।-
ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের জেনারেটরসহ অন্যান্য মেশিনারীজে ব্যবহৃত জ্বালানী যেমন ডিজেল, গ্যাস, পেট্রোল, অকটেন, লুবঅয়েল ইত্যাদি বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে এন্ট্রিপূর্বক প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন করসহ অন্যান্য প্রযোজ্য শুল্ক করাদি পরিশোধের স্বপক্ষে প্রমানপত্র প্রদর্শন করতে হবে।

২০। মেশিনারীজ/যন্ত্রাংশ মেরামত।-
মেশিনারীজ বা যন্ত্রাংশের মেরামতকরণ শেষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ফেরত আনার শর্তে প্রয়োজনীয় আমদানি দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে বিভাগীয় কর্মকর্তা মেশিনারীজ/যন্ত্রাংশ মেরামতের জন্য বাইরে নেয়ার অনুমোদন দিতে পারবেন। তবে আবেদনে ফেরত আনার নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ থাকতে হবে।

২১। লিয়েন ব্যাংক সংযোজন।-
নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন করা যাবে।
i) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন ;
ii) সংযোজিতব্য লিয়েন ব্যাংকের সিআইবি এর উদ্বৃতিসহ অনাপত্তি পত্র;
উল্লেখ্য, কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুমোদিত লিয়েন ব্যাংক/শাখার সংখ্যা ০৩ (তিন) টি অতিক্রম করবে না।

২২। লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন।-
নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন করা যাবে।
i) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন;
ii) বিদ্যমান লিয়েন ব্যাংক অথবা শাখা ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র।
iii) সংযোজিতব্য লিয়েন ব্যাংকের সিআইবি এর উদ্ধৃতিসহ অনাপত্তি পত্র।

২৩। লিয়েন ব্যাংকের শাখা পরিবর্তন।-
ব্যাংক ও শাখার নাম উল্লেখ পূর্বক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর যাচাই সাপেক্ষে লিয়েন ব্যাংকের শাখা পরিবর্তন করা যাবে।

২৪। মালিকানা পরিবর্তন।
নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ আবেদন করতে হবে। দলিলাদি যাচাই করে মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে।
i) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন ;
ii) মালিকানা পরিবর্তন বিষয়ে কোম্পানীর বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্ত;
iii) বেপজা অনুমোদিত পরিবর্তিত মালিকানা কাঠামো ;
iv) জয়েন্ট স্টক কোম্পানী অনুমোদিত ফরম-XII ও ১১৭;

v) যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারীকৃত নতুন মালিকগণের নাম, পিতার নাম, পদবী, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, নমুনা স্বাক্ষর, ছবি, পূর্বের এবং পরবর্তীকালে উদ্ভূত দায়-দেনা বহনের অঙ্গীকারনামা;

vi) নতুন আগত পরিচালকদের জাতীয়তা সনদপত্র অথবা পাসপোর্টের কপি;

vii) লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র ও ব্যাংক কর্তৃক নতুন মালিকদের বন্ড সম্পাদনের সক্ষমতার বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র ;

viii) নতুন মালিকগণ কর্তৃক ২০০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ০৩(তিন) কোটি টাকার জেনারেল বন্ড (ধারা ৮৬ অনুযায়ী) এবং;

ix) মেয়াদ থাকলে জেনারেল বন্ডের প্রতিস্থাপন, মেয়াদ না থাকলে নতুন জেনারেল বন্ড ইস্যুকরণ।

২৫। কারখানা স্থানান্তর।-

i) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন; ii) কারখানা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা মালিকানা দলিলের সত্যায়িত কপি ; iii) লে-আউট-প্ল্যান এবং কারখানার অনুমোদিত নীল নকশা; iv) ট্রেড লাইসেন্স ; v) বেপজার অনুমতি পত্র; vi) লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র এবং vii) কারখানা স্থানান্তরকালে মেশিনারীজ, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়-দায়িত্ব বন্ডার বহন করবেন এই মর্মে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা ;

সম্বলিত দলিলাদিসহ আবেদন পাওয়ার ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারখানা সাময়িক স্থানান্তরের অনুমোদন দেওয়া হবে। সাময়িক স্থানান্তর অনুমোদন প্রাপ্তির পরবর্তী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে কারখানা চূড়ান্ত স্থানান্তর পূর্বক নিম্নোক্ত দলিলাদিসহ আবেদন করে চূড়ান্ত স্থানান্তরের অনুমোদন নিতে হবে।

i) নতুন ঠিকানা সংবলিত ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের কপি ;

ii) নতুন ঠিকানা সংবলিত বেপজার অনুমতি পত্র ;

iii) নতুন ঠিকানা সংবলিত আইআরসি ও ইআরসির কপি ;

iv) নতুন ঠিকানা সংবলিত আয়কর সনদপত্রের কপি ;

v) নতুন ঠিকানায় ফায়ার লাইসেন্সের কপি এবং ;

vi) নতুন ঠিকানায় বিদ্যুৎ অথবা জেনারেটরের সংযোগ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ;

উল্লিখিত দলিলাদি দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসার প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক একটি প্রতিবেদন দিবেন। প্রতিবেদনে দলিলাদি এবং স্থাপনা যথাযথ থাকলে চূড়ান্ত স্থানান্তরের অনুমোদন দেয়া হবে।

২৬। কারখানা সম্প্রসারণ।-

i) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন ; ii) সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা প্রণীত সংশোধিত নীলনকশা ; iii) কারখানা ভবনের চুক্তিপত্র অথবা মালিকানা দলিলের কপি ; iv) বেপজার সুপারিশ সম্বলিত দলিলাদিসহ ; আবেদনপত্র পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার সরেজমিন যাচাইয়ে কারখানা ভবন সঠিক পাওয়া গেলে সেই মর্মে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অনুমোদন দেয়া হবে।

২৭। কার্যক্রম সম্পাদনে শুল্ক কর্মকর্তাদের ক্ষমতা অর্পণ ও সুনির্দিষ্ট করণ।-

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার অধিনস্থ ইপিজেড শুল্ক কর্তৃপক্ষের বন্ড সংক্রান্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত কার্যাবলী তার পার্শ্বে উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে ঃ

ক্র/নং	কার্যক্রম	প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১.	বন্ড লাইসেন্স প্রদান	কমিশনার
২.	বন্ড লাইসেন্স নবায়ন	কমিশনার
৩.	মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে বন্ডের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ	কমিশনার
৪.	দাবীনামা সমন্বয়/বকেয়া রাজস্বের কিস্তি নির্ধারণ	কমিশনার
৫.	শুল্ক-কর পরিশোধ কিংবা ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে কাঁচামাল আমদানির প্রত্যয়নপত্র	কমিশনার

	অনুমোদন	
৬.	বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/বাতিলের জন্য কারণ দর্শাও নোটিশ জারী	কমিশনার
৭.	বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/বাতিলকরণ	কমিশনার
৮.	বন্ড লাইসেন্স কাঁচামাল সংযোজন/বিয়োজন	কমিশনার
৯.	মালিকানা হস্তান্তর, পরিবর্তনের হস্তান্তরে, পরিবর্তন সংক্রান্ত অনিয়মের ন্যায় নির্ণয়ন	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১০.	কারখানা স্থানান্তর, পরিবর্তন, সম্প্রসারণ এবং হস্তান্তর, পরিবর্তন, সম্প্রসারণ সংক্রান্ত অনিয়মের ন্যায় নির্ণয়ন	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১১.	অডিট কর্মকর্তা নিয়োগ	সংশ্লিষ্টঅতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১২.	বন্ড প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট অনুমোদন	গার্মেন্টস সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে। তবে সকল ক্ষেত্রেই ভিন্নতর কোন কার্যক্রম/সুপারিশ/ প্রস্তাব থাকলে কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে
১৩.	অডিট সংক্রান্ত অনিয়মের ন্যায় নির্নয়ন	সংশ্লিষ্ট ন্যায় নির্ণয়কারী
১৪.	আমদানি প্রাপ্যতা অনুমোদন/বৃদ্ধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	কমিশনার
১৫.	বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়মের ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	কমিশনার
১৬.	আমদানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তির অনুমোদন ও প্রত্যয়ন পত্র ইস্যুকরণ	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার অনুমোদন দিবেন, ডেপুটি/সহকারী কমিশনার প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করবেন
১৭.	কাঁচামালের অস্থায়ী/স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তর	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা
১৮.	লিয়েন ব্যাংক সংযোজন/পরিবর্তন এবং এ সংক্রান্ত অনিয়মের ন্যায় নির্ণয়ন	ইপিজেড (সদর) এর দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী কমিশনার
১৯.	জেনারেল বন্ড গ্রহণ	ইপিজেড (সদর) এর দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী কমিশনার
২০.	শুল্ক ফাঁকি, আমদানি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত পণ্য আমদানি ও অন্যান্য অনিয়ম সংক্রান্ত মামলার নিস্পত্তি	কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৭৯ অনুযায়ী অনিয়ম সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য অনুসারে সংশ্লিষ্ট ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা
২১	বন্ডিং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের উপর দাবীনামা জারী	কমিশনার
২২.	ডেডো কর্তৃক সহগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রস্তাব/সুপারিশ প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার
২৩.	অংশ নথি খোলার অনুমোদন	সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার
২৪.	উপ/সহকারী কমিশনার/রাজস্ব কর্মকর্তা	কমিশনার (বিভাগীয় কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে)
২৫.	সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, তৃতীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী ও কন্টিনজেন্ট কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা

	মঞ্জুর	

২৮। এ আদেশে যে সকল বিষয় উল্লেখ নেই সে সকল বিষয় এ দপ্তরের স্থায়ী আদেশ ০১/২০০৯, তারিখ: ১৩.১০.২০০৯ এবং বিভিন্ন সময়ে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন/আদেশ দ্বারা পরিচালিত হবে।
২৯। এ আদেশের কোন বিষয় দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ ও এর অধীনে প্রণীত বিধি-বিধান এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলে এ্যাক্টের বিধান, সংশ্লিষ্ট বিধি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ কার্যকর হবে।
৩০। দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর সেকশন ২১৯ বি এর ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারী করা হলো।
৩১। এ আদেশ জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

সাঃ/-
তাঃ ১৯/০৮/২০১৪ ইং
[ড. মোঃ সহিদুল ইসলাম]
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)
ফোন ৯৩৪৭০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-০৮.০১.০০০০.৫৬.০৫.০০৫.১৪/১২৯(৪) তারিখ-০৩/১২/১৪ইং

বিষয়ঃ ০২(দুই) এর অধিক ইউডি সংশোধন গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (১) জাঃরাঃবোঃ এর নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৫৬.০৫.০০৫.১৪/৯৬৮, তাং-১২.০৮.১৪;
(২) জাঃরাঃবোঃ এর নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৫৬.০৫.০০৫.১৪/৯৬৯, তাং-১২.০৮.১৪

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্র সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২) বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা হতে নিয়মিত ইউডি সংশোধনীর তালিকা প্রেরণ করা হচ্ছে। কিন্তু উক্ত তালিকা উল্লেখিত সংশোধনী অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব প্রশাসনের নীতি নির্ধারণ পর্যায় এবং মাঠ পর্যায়ে সরাসরি তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় Infrastructure জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নেই। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধানকারী দপ্তর হিসেবে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট মূল (Focal Point) দায়িত্ব পালন করতে হবে।

০৩) বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, বিজিএমইএ/বিকেএমইএ হতে প্রেরিত ইউডি সংশোধনীর তালিকা সরাসরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরনের পরিবর্তে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক ঝুঁকি বিবেচনায় অর্থাৎ ইউডি সংশোধনীর বিপরীতে জারীতব্য ইউপি, ইউপিতে গৃহীত কাঁচামালের রাজস্ব ঝুঁকির সম্ভাব্যতা, বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের Credibility ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) টি ইউডি এবং ১০(দশ) টি ইউপি এর রপ্তানি পর্যন্ত সম্পূর্ণ কার্যক্রম বিশেষ নিরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আদেশ নং-২৯/২০১৫/শুল্ক, তারিখঃ ১১জানুয়ারী, ২০১৫ ইং।
২৮ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গবব্দ।

বিষয়ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১১/২০০৮/শুল্ক, তাং-১৮.০৩.২০০৮ এর সংশোধন।

সূত্রঃ কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর পত্র নথি নং-৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/বন্ড(সাঃ)/লাই/ ১৬৩/২০১৪/১২১৫২/তাং-১৮.১২.১৪।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১১/২০০৮/শুল্ক, তাং-১৮.০৩.২০০৮ এ উল্লিখিত 'জাহাজ' শব্দের পরিবর্তে সকল স্থানে 'জাহাজ ও ড্রেজার' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(১৯) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/২১৬ তারিখঃ ১৫/০১/২০১৫ইং।

বিষয়ঃ চট্টগ্রাম ইপিজেডের বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে ইস্যুকৃত কাস্টমস্ পাশ বই এর মাধ্যমে কর্ণফুলী ইপিজেডের কমিশারিয়েট মেসার্স এইচ কবির এন্ড কোং লিঃ হতে পণ্য ক্রয়ের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর পত্র নং-৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/বন্ড/কমিশারিয়েট/ সিইপিজেড/পাশ বই/১৮৩/২০১৩/৯২০৭, তাং- ০২.০৯.১৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। আপনার সূত্রীয় পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে, সিইপিজেড এ কমিশারিয়েটের লাইসেন্সপ্রাপ্ত মেসার্স হারবার্ট সন্স এর বিরুদ্ধে দাবীনামা থাকায় এবং প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকায় এটি চালুকরণ, নতুন লাইসেন্স প্রদান এবং বোর্ড থেকে পরবর্তী নির্দেশনা দেয়া পর্যন্ত চট্টগ্রাম ইপিজেড (সিইপিজেড) এ কর্মরত পাশবুকধারী বিদেশী নাগরিকগণ কাস্টমস্ পাশবুকের মাধ্যমে কর্ণফুলী ইপিজেড (কেইপিজেড) এর কমিশারিয়েট থেকে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

০৩। নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

প্রাপকঃ
কমিশনার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
চট্টগ্রাম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৭(৬) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/বিবিধ/২০০৬/২৪৩(৩) তারিখঃ- ২৯/০১/২০১৫ ইং

বিষয়ঃ বন্ডেড প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) মহোদয়ের মৌখিক নির্দেশনা।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং রুলস্, ২০০৮ এর বিধি ৭ এর উপবিধি-খ অনুযায়ী বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাৎসরিক নিরীক্ষা করতে হবে। কোন কোন বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম ০১ বছর এর কম মেয়াদে সম্পাদনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

০৩। এমতাবস্থায়, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-ক অনুযায়ী বন্ড লাইসেন্স নবায়ন এবং উপবিধি-খ এর বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে বন্ড প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(৯) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/২৪৪ তারিখ-০২/০২/২০১৫ইং

বিষয়ঃ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর অধীন ইপিজেডসমূহে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/কাস্টমস্ সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়ে উদ্ভুত সমস্যা নিরসন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ
১) বেপজা এর পত্র নথি নং-০৩.৩১৪.০১৪.০০.০০.০৭৭.২০১৪/৮০৮, তাং- ০১.১০.১৪;
২) বেপজা এর পত্র নথি নং-০৩.৩১৪.০১৪.০০.০০.০৭৭.২০১৪/১১৮০, তাং- ১৫.১০.১৪;
৩) জাঃরাঃবোঃ এর পত্র নথি নং-২(৯) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/১১, তাং- ১৫.১০.১৪;
৪) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর নথি নং-৫(১৩)১২/কাস- বন্ড/ইপিজেড/বিবিধ/২০০৪/১৮৭৮২, তাং- ৩০.১০.১৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রীয়-১ নং পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) হতে প্রস্তাবিত The Customs act, 2014 বিদ্যমান The Customs (Export Processing Zones) Rules, 1984 এবং বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর কতিপয় বিষয়ের ফলে সৃষ্ট সমস্যা নিসরনকল্পে কিছু বিষয়ের উপর মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে এবং কিছু পরামর্শ রাখা হয়েছে। একই সাথে সূত্রীয়-২ নং পত্রের মাধ্যমে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে জারীকৃত স্থায়ী আদেশ নং-০১/২০১৪ এর স্থগিত/বাতিলকরণ এর সুপারিশ করা হয়েছে। সূত্রোক্ত ০১ ও ০২নং পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনা, উক্ত পত্রসমূহের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুপুঙ্খ মতামত নিম্নরূপঃ

১) প্রস্তাবিত “কাস্টমস্ আইন, ২০১৪”- এ নতুন উপধারা সংযোজন প্রসঙ্গেঃ
বেপজার সুপারিশঃ- বেপজা কর্তৃক প্রস্তাবিত “কাস্টমস্ আইন, ২০১৪ এ নতুন উপধারা সংযোজন পূর্বক ইপিজেড সমূহের জন্য কোন বিধি, উপবিধি, অফিস আদেশ জারীর পূর্বে বেপজার সুপারিশ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামতঃ- প্রস্তাবিত কাস্টমস্ আইন, ২০১৪ তে যে কোন বিধি, উপবিধি, অফিস আদেশ জারীর পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণের বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

২) The Customs (Export Processing ZONES) Rules, 1984 হালানাগাদকরণ প্রসঙ্গেঃ

বেপজার সুপারিশঃ- বেপজা কর্তৃক The Customs (Export Processing Zones)Rules, 1984 হালনাগাদ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামতঃ- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ‘কাস্টমস্ (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা), বিধিমালা, ২০১৪ এর খসড়া প্রনয়নপূর্বক ইতোমধ্যেই মতামত প্রদানের জন্য বেপজায় প্রেরণ করা হয়েছে।

৩) ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে “বন্ডেড ওয়্যারহাইস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮” এর আওতামুক্ত রাখা প্রসঙ্গেঃ

<u>বেপজার সুপারিশঃ</u>- বেপজা কর্তৃক ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে "বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮" এর আওতামুক্ত রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। একই সাথে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ ফায়ার লাইসেন্স ও মূল্য সংযোজন কর সনদপত্র সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ, বন্ড লাইসেন্স নবায়ন ও বন্ডিং মেয়াদের প্রয়োগ ইপিজেডের জন্য নেতিবাচক এবং বার্ষিক অডিটের কারণে দ্রুত রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামতঃ The Customs Act, 1969 আইন প্রণয়নকালীন সময়ে বর্ণিত আইনে কিংবা এর অধীন বন্ড লাইসেন্স সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট বিধিমালা ছিল না। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ জারীর পর থেকে এই বিধিমালা রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে ইপিজেড ও ইপিজেডের বাহিরে সকল প্রতিষ্ঠান সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। মূল্য সংযোজন কর সনদপত্র ব্যবসা শুরুর পূর্বে গ্রহণ করতে হয় এবং পুররায় নবায়নের প্রয়োজন নেই। এছাড়া, আমদানি প্রাপ্যতা না থাকলে কিংবা প্রাপ্যতা অসীম থাকলে তা অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে মন্দ বিনিয়োগকারীদের অনৈতিক সুবিধার সৃষ্টি হলেও ভালো বিনিয়োগকারীদের জন্য বিড়ম্বনা তৈরী হয়। "বন্ডেড ওয়্যার হাইস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮" অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতি বছর নামমাত্র নবায়ন ফি গ্রহণ করার মাধ্যমে অতি সহজে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন এবং অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আইনগত সমস্যাগুলোকে দূর করে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং সেই সাথে সরকারের রাজস্ব সুরক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত হয়।

৪) **<u>'সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯' অনুযায়ী ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনসমূহের উৎপাদনকাজে ব্যবহার অযোগ্য পুরাতন মেশিন স্ক্র্যাপে রুপান্তরপূর্বক, পুরাতন অথচ ব্যবহার উপযোগী মেশিনসমূহ এবং আমদানীকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় শুল্কায়ন তথা শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয় প্রসঙ্গেঃ</u>**

<u>বেপজার সুপারিশঃ</u>– বেপজার পত্রে বেপজা গভর্ণর বোর্ডের ২৯তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রণীত 'সমন্বিত নীতিমালা ২০০৯' অনুযায়ী ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনকাজে ব্যবহার অযোগ্য পুরাতন মেশিন স্ক্র্যাপে রূপান্তরপূর্বক পুরাতন অথচ ব্যবহার উপযোগী মেশিনসমূহ এবং আমদানিকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় শুল্কায়ন তথা শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

<u>জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামতঃ</u>- The Customs Act, 1969 এর Section 25, 80,95(2)এবং শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা, ২০০০অনুযায়ী শুল্কায়নযোগ্য মূল্য এবং শুল্ক কর নির্ধারন করার এখতিয়ার শুল্ক কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে শুল্ক মূল্যায়ন সম্পর্কিত কোন কার্যক্রম বিধি অনুযায়ী নির্ধারন পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে সম্পাদিত হলে আইন ও বিধির ব্যত্যয় ঘটে এবং আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও রীট পিটিশন নং-৭৮৯৫/২০১০ এ শুল্ক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

> "We have examined the provision of Customs Act and the Customs Valuation Rules, 2000 from where it is clear that the Commissioner of Customs Bond or any other Commissioner of Customs is authorized by the board to determine the value of the Goods and fixed the value not by any third party. It is clear that the Customs Authority on the basis of the Customs Act, 1969 and Customs Valuation Rules, 2000 assessed and fixed the value of the goods. In the result, the Rule is made absolute."

পণ্য মূল্য নির্ধারনের জন্য The Customs Act, 1969 এ কাস্টমস্ অফিসারকে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতায়ন করায় এবং মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করায় শুল্ক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ বর্তমানে বারিত রয়েছে।

৫) **<u>ঢাকা ইপিজেডকে ঢাকা ইপিজেড পূর্ব বিভাগ এবং ঢাকা ইপিজেড পশ্চিম বিভাগ এ বিভক্তকরণ প্রসঙ্গেঃ</u>**

<u>বেপজার সুপারিশঃ</u>- ঢাকা ইপিজেডের পুরাতন এবং সম্প্রসারণ জোনকে পৃথক দুটি স্টেশনে বিভক্ত করার কারণে একই ইপিজেডের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের একাধিক স্টেশনের অনুমতি গ্রহণ ও পরিচালনগত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে যা আমদানি-রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে মর্মে বেপজা কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামতঃ- মূলত ঢাকা ইপিজেডকে পূর্ব বিভাগ এবং ঢাকা ইপিজেড পশ্চিম বিভাগ এ বিভক্তকরণ করা হয়েছে বিনিয়োগকারীদের প্রশাসনিকভাবে দ্রুত সেবা প্রদান তথা আমদানী-রপ্তানী কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে এবং একই কাজের জন্য একাধিক স্টেশনের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান স্থায়ী আদেশ নং-০১/২০১৪ এ উল্লেখ নেই।

৬) **কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কর্তৃক ঢাকা ও আদমজী ইপিজেড এর কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ জারিকরণ প্রসঙ্গেঃ**

বেপজার সুপারিশঃ- কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কর্তৃক ঢাকা ও আদমজী ইপিজেড এর কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ জারিকরণের ফলে বিভিন্ন ইপিজেড কাস্টমস্ বিধানের/কার্যক্রমের দ্বৈততা হবে মর্মে বেপজা মতপ্রকাশ করেছে। একই সাথে DEDO হতে কনজাম্পশন সার্টিফিকেট গ্রহণ ও ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানের শুল্কমুক্তভাবে আমদানিযোগ্য Other Goods পূর্ণাঙ্গভাবে স্থায়ী আদেশ উল্লেখ না করার কারণে দ্রুত রপ্তানি ব্যাহত এবং এ স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী কাস্টমসের অনুমোদন গ্রহণের কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট বেপজার বকেয়া রাজস্ব আদায়, কারখানা ব্যবস্থাপনা, শিল্প বিষয়ক অনিয়ম দূরীকরণের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামতঃ বেপজার অধীন ৮টি ইপিজেডের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনাক্রমে সংশ্লিষ্ট সকল কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট হতে বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রায় একই মূল নীতি অনুযায়ী অভিন্ন পদ্ধতিতে কাস্টমস্ আইন বা বিধিবিধান পরিচালনা এবং যে কোন দ্বৈততা পরিহারের উদ্দেশ্যে স্থায়ী আদেশ জারী করা হয়েছে। এসকল স্থায়ী আদেশে DEDO হতে কনজাম্পশন সার্টিফিকেট গ্রহণের উল্লেখ করা হলেও এখন পর্যন্ত এটি বাস্তবায়ন করা হয়নি। স্থানীয় শুল্ক এলাকার আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রণয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য তালিকা পরিবর্তনে বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব। পূর্বোক্ত স্থায়ী আদেশসমূহের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আবশ্যিক দলিলাদির তালিকা অনুযায়ী ইউপি/ইউডি এর কথা বলা হয়েছে যা কেবলমাত্র প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে। এতদ্ব্যতীত BEPZA Act, 1980এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট হতে জারীকৃত স্থায়ী আদেশসমূহ পরস্পর পরিপূরক এবং উক্ত স্থায়ী আদেশসমূহ দ্বারা BEPZA Act, 1980 এর কোন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করা হয়নি মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করে।

০৩। এতদ্ব্যতীত সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় থাকলে তা বেপজা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করে আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব বভন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

নথি নং-০৮ .০১.০০০০.৫৬.০২.০০.৯.১৪/২৫৪ তারিখ ঃ ০৫/০২/২০১৫ইং

বিষয়। **১০০% রপ্তানিমুখী গামের্ন্টস প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা প্রসঙ্গে**

সূত্রঃ ০১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং- ০৮.০১.০০০০.৫৬.০৭.০১৫.১৪/২৪৬ (৭), তাং- ০২/০২/২০১৫।
০২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-০৮.০১.০০০০.৫৬.০২.০০৯.১৪/৯১, তাং ১৬/১১/২০১৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বিজিএমইএ কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করা হয়েছে যে, The Customs Act, 1969 এর Section 91 এর অপব্যবহার করে শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিশনারেট হতে শতভাগ রপ্তানি মুখী গার্মেন্টস্ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে এবং একই সঙ্গে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে নিরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করায় রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস্ প্রতিষ্ঠানসমূহ বাড়তি চাপ ও হয়রানির শিকার হচ্ছে।

০৩। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে। রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই এ খাত হতে অর্জিত হয়ে থাকে এবং রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিতকরণের নিমিত্তে সরকারও বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করে থাকে। কাজেই পোশাক রপ্তানি খাতে সেবা প্রদানের বিষয়টি আরও গতিশীল ও সহজ করার স্বার্থে যুগোপযেগী কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি এ খাতের স্বচ্ছতার বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। উল্লেখ্য বন্ড কমিশনারেট প্রয়োজনে এবং নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বছরওয়ারী নিরীক্ষা সম্পন্ন করে থাকে। এক্ষেত্রে শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিশনারেট হতে গৃহীত নিরীক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে বন্ড কমিশনারেটের নিরীক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

০৪। এমতাবস্থায়, ১০০% রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস্ প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কাজে দ্বৈততা পরিহার ও অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নকল্পে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ন্যূনতম ও যৌক্তিক সংখ্যক গামের্ন্টস্/বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিশনারেট সম্পন্ন করবে। নিরীক্ষা কার্যক্রমর সুচারুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলোঃ

(ক)	অতি/ যুগ্ম -কমিশনার -১, বন্ড কমিশনারেট ঢাকা।	আহ্বায়ক
(খ)	যুগ্ম কমিশনার, শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরাক্ষা কমিশনারেট, ঢাকা।	যুগ্ম আহ্বায়ক
(গ)	উপ-পরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য

উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করবেঃ

(ক) কমিটি প্রতি ১৫ দিন অন্তর বসে কার্যসূচি পর্যালোচনাপূর্বক দ্বৈততা পরিহার করে অডিট সূচি প্রদান করবে;

(খ) কোন প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম কোন দপ্তর কর্তৃক গ্রহন করা হবে তার তালিকা অডিট শুরুর এক মাস পূর্বে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে;

(গ) ৩০ দিনের মধ্যে অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে অডিটে প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস বোর্ডকে অবহিত করতে হবে;

(ঘ) প্রতি ৩০ মাস অন্তর কমিটি বোর্ডের কাছে একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন পেশ করবে;

(ঙ) কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে এবং কোন দপ্তর কর্তৃক অডিট সম্পন্ন হবার পর অন্য দপ্তর নিরীক্ষা করতে পারবে;

(চ) নিরীক্ষা জন্যে নিবার্চন করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সুনাম, প্রেক্ষিত ও বর্তমান কার্যক্রম বিবেচনা করতে হবে।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-০৮.০১.০০০০.৫৬.০৫.০০৩.১৪/৩৩৮ (৪) তারিখঃ২৪/০৩/২০১৫ ইং।

বিষয়ঃ ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের বার্ষিক নিরীক্ষার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং লিয়েন ব্যাংকের নিকট ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিক পুরাতন আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত দলিল-পত্রাদি সংরক্ষিত না থাকায় উক্ত তথ্য দাখিল করতে অপারগতা প্রকাশ এবং পরবর্তী করণীয় প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর নথি নং-৫(৬) কাবক/সিইপিজেড/গ্লোবাল ফেঃ/অডিট/০৭/২০১৪/১৭১৩, তাং-০৫.০৩.১৫

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রীয় পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, যে সকল বন্ডেড প্রতিষ্ঠান/লিয়েন ব্যাংক ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিক পুরাতন আমদানি ও রপ্তানির দলিলপত্র এবং রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত PRC প্রদান করতে পারছে না সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অডিট কার্যক্রম হালনাগাদ করণের লক্ষ্যে বিগত সময়ে প্রতিষ্ঠানে নিকট দায়-দেনার উদ্ভব হলে তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে মর্মে অঙ্গীকারনামা গ্রহণপূর্বক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করে।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব বভন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

স্থায়ী আদেশ

স্থায়ী আদেশ নং -৩০/২০১৫/শুল্ক, তারিখঃ ০৮ এপ্রিল, ২০১৫ ইং
২৫ চৈত্র, ১৫২১ বঙ্গাব্দ।

বিষয়ঃ- আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ও বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধযোগ্য স্থানীয় সরবরাহ আদেশের বিপরীতে বন্ড সুবিধায় কাচাঁমাল আমদানির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।

সূত্রঃ (১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-০৫-/আইন/২০১৪/৬৯৪/মূসক, তাং ০৯.০১.১৪;
(২) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার পত্র নং -৫(১৩) ৯৯/কস-বন্ড/জারাবো/বিবিধ/২০১৪, তাং ১১.১৪
(৩) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এম পত্র নং-৫ম (২০)২৮-বন্ড কমিঃ/আকা/বিবিধ/২০০১/১১০৪, তাংং০২.১১.১৪
(৪) Association of Exoprt Oriented Shipbuilding Industries of Bangladesh এর নথি নং এইওএআই/এনবিআর/২০১৪/৫৪, তাং-২৩/০৯/১৪।

মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) (ক) এবং The Customs Act, 1969 এর Section ১৩ (২) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ও বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধযোগ্য স্থানীয় সরবরাহ আদেশের বিপরীতে সূত্রীয়-১ এর আদেশালোকে নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বন্ড সুবিধা জাহাজ/ড্রেজার শিল্পে কাঁচামাল আমদানির অনুমতি প্রদান করা হলোঃ

ক) স্থায়ী বন্ড ব্যবহারকারী জাহাজ/ড্রেজার নির্মাণ/সংস্থাকে কার্যাদেশ/সরবরাহ এর ভিত্তিতে বন্ডের আওতায় সম্পূর্ণ প্রকল্পভিত্তিক কাঁচামাল আমদানি, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের অনুমতি/ইউপি গ্রহণ করতে হবে;

খ) প্রতিটি জাহাজ/ড্রেজার নির্মানে আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ ও উপকরণ কী পরিমাণ ব্যবহৃত হয়েছে সেই বিষয়ে আমদানিকারক/বন্ডার বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) এর Naval Architect & Marine Engineering Department এর বিশেষজ্ঞ দলের লিখিত মতামত গ্রহণ করবেন এবং তা অগ্রগামী পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারক/ বন্ডার কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট ও সংশ্লিষ্ট আমদানি কাস্টম হাউস/স্টেশনকে অবহিত করবেন। এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চার্জ/ফিসহ সকল ব্যয় আমদানিকারক/বন্ডারকে বহন করতে হবে;

গ) নির্মিতব্য জাহাজের কাঁচামালের যথাযথ বর্ণনা ও Specifications সহ প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিষয়ে আমদানিকারক/বন্ডার International Classification Society এর সনদ সংগ্রহ করে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে;

ঘ) এ সংক্রান্ত এস.আর.ও নং-১৩৬-আইন/২০১৪/২৫০০/কাস্টমস্, তাং-০৫.০৬.১৪, এস.আর.ও নং-১৫০/আইন/২০১০/২৪৩৭/কাস্টমস্ তাং-০৬.০৬.১৩, এস.আর.ও নং-২৮০/আইন/২০১১/২৩৬৭/কাস্টমস্, তাং-০৮.০৯.১১ এবং সাধারণ আদেশ আদেশ-১১/২০০৮ /শুল্ক, তাংং০৮.০৩.২০০৮ এর প্রযোজ্য অন্যান্য সকল শর্তাবলী মেনে চলতে আমদানিকারক/বন্ডার বাধ্য থাকবেন;

ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কমিশনার/কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কাস্টমস্ কমর্কতা সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাইয়ে প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে পারবেন;

চ) নন বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার/কমিশনার অব কাস্টমস্ (বন্ড) একইরূপে সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণপূর্বক সম্পূর্ণ প্রকল্পভিত্তিক কাঁচামাল আমদানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন;

ছ) প্রতিটি জাহাজ/ড্রেজার নির্মান ও রপ্তানি সম্পাদনের পর সমগ্র প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আমদানিকারক/বন্ডার সংশ্লিষ্ট কমিশনার/কমিশনার অব কাস্টমস্ (বন্ড) অথবা এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কাস্টমস্ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন। উক্ত কাস্টমস্ কর্মকর্তা প্রতিবেদনটির সঠিকতা যাচাইপূর্বক মন্তব্যসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মুহাম্মাদ ইমতিয়াজ হাসান)

দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

[একই নথির স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৩(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৬/১১ তারিখ: ২১/০৪/২০১৫ ইং।

বিষয়ঃ <u>বাল্ক হিসেবে আমদানিকৃত পশুখাদ্য চট্রগ্রাম কাস্টম হাউজ, কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারী ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো সমূহে স্থানান্তর এবং মালামাল আনস্টাফিং ও ডেলিভারীর অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।</u>

সূত্রঃ- (১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নথি নং-৩(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৬/২০১৮, তাং-০৬.০৭.২০০৬;
(২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নথি নং-৩(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৬/৫৪৫, তাং-০২.০৯.১০;
(৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নথি নং-৩(১৮) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/০৮/৫১৬. তাং ০৬.১২.১২;
(৪) কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম এর পত্র নথি নং-২২/বন্ড সাধারণ/অফডক/বিবিধ/২০১৪/৭০০২ কাস, তাং-২৩.১০.১৪;
(৫) কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম এর পত্র নথি নং-২২/বন্ড সাধারণ/অফডক/বিবিধ/২০১৪/৩১৯১ কাস, তাং-০৫.০৩.১৫;
(৬) Feed Industries Association Bangladesh,এর ১৬.০৬.২০১৪ তারিখের আবেদন;
(৭) Breeder's Association of Bangladesh এর ১৬.০৬.২০১৪ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

০২। সূত্রোক্ত পত্র সমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচিত হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইতোপূর্বে সূত্র-১ এর পত্রে আমদানিকৃত পশুখাদ্য বেসরকারী আইসিডিতে স্থানান্তর এবং মালামাল আনস্টাফিং ও ডেলিভারীর অনুমতি দেয়া হয়। উক্ত পশুখাদ্যের আওতাভুক্ত বিভিন্ন পণ্যের এইচ.এস.কোড অন্তর্ভূক্ত না থাকায় সূত্র-৬ ও ৭ এর পত্রে সুনির্দিষ্টভাবে পণ্য ও এইচ.এস. কোড নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিষয়টি পুনঃপর্যালোচনা করা হয়।

৩। সার্বিক পর্যালোচনায়, কেবল পশুখাদ্য ও পশুখাদ্য হিসেবে আমদানির শর্তে নিম্নে বর্ণিত ছকে উল্লিখিত ০৮ (আট) টি পণ্যকে বেসরকারী আইসিডিতে স্থানান্তর এবং মালামাল আনস্টাফিং ও ডেলিভারী প্রদানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলোঃ

SL No.	Goods Name	H.S.Code
01.	Soyabean Meal/Extraction	2304.00.00
02.	DDGS	2308.00.00
03.	Rice Bran	2302.40.00
04.	Corn Glutten Meal	2302.10.00
05.	Rape Seed Extraction	2306.49.00
06.	Plam Kemels	2306.60.00
07.	Maize	1005.90.90
08.	Soyabean	1201.90.90

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৫(১২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭(অংশ-১)/৮৫ তারিখ:১৩/০৫/২০১৫ ইং।

বিষয়ঃ আমদানিকৃত পণ্য পুনঃরপ্তানির বিপরীতে প্রত্যর্পণ দাবী প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- (১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নথি নং-৫(৪) মূসক(প্রত্যর্পণ ও প্রশিক্ষণ)/২০০৭/১২৬, তাং-২৬.০৭.২০০৭;
(২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নথি নং-১৭(১) শুঃ নীঃ ও বা/৪৯২(১১), তাং-২২.০৯.১১;
(৩) মংলা কাস্টম হাউস এর পত্র নথি নং-এস/১৫৪/রিফান্ড ও রিবেট/মংলা/১৪-১৫/৫৫৪৪, তাং-১০.১২.১৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

০২। সূত্রোক্ত পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়,
ক) উন্নত বিশ্বসহ এশিয়ার অনেক দেশে বিদেশী পর্যটক/যাত্রী কর্তৃক তাদের অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে পণ্য ক্রয়কে প্রাধিকার রপ্তানি হিসেবে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ককরের ড্রব্যাক/প্রত্যর্পণ/রিফান্ড যাত্রীদেরকে বিমান বন্দরেই পরিশোধ করে

দেয়া হয়। মূলত, অভ্যন্তরীণ বাজারকে বিদেশী পর্যটক/ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য তাদের ক্রীত পণ্যকে রপ্তানি হিসেবে গণ্য করে প্রণোদনা হিসেবে উক্ত শুল্ককর ফেরৎ দেয়া হয়। বাংলাদেশের আইনে The Customs Act, 1969 এর Section 35 এ পণ্য মূল্যের সাত অষ্টমাংশ প্রত্যর্পণ/ফেরতের বিধান সংযোজন অনেক আগেই করা হলেও এর চর্চা এখনো বিকাশ লাভ করেনি;
ক) যথাযথভাবে সহায়তা ও প্রণোদনা দিতে পারলে ভবিষ্যতে অপ্রচলিত খাতে দেশের রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হতে পারে। এ ধরনের রপ্তানির ক্ষেত্রে দ্রুত প্রত্যর্পণ/রি-ফান্ড প্রাপ্তি, এটি প্রসার ও ক্রমবর্ধমানতার পূর্বশর্ত। পূর্বের চালানের যথাযথ ও দ্রুত প্রত্যর্পণ/রিফান্ড দিতে না পারলে রপ্তানিকারক, পরবর্তী চালান রপ্তানিতে পিছিয়ে যাবেন। ফলে রপ্তানির অবারিত সুযোগ থাকলেও এ অপ্রচলিত খাতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি উৎসাহিত হবে না এবং রপ্তানি বাণিজ্য বিকশিত হবে না;
গ) বাংলাদেশে বিভিন্ন আমদানিকারকের আমদানিকৃত ও যথাযথভাবে শুল্ককর পরিশোধিত পণ্যসামগ্রী আইএন্ডএম জেনারেল বিজনেস লিঃ কর্তৃপক্ষ দেশীয় আমদানিকারকের/এজেন্ট এর কাছ থেকে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে যথাযথ মূল্য সংযোজন করে বিদেশী ক্রেতার চাহিদা ও ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সরবরাহ ও রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করছে। এটি একটি অপ্রচলিত রপ্তানি খাত- যা যেকোন বিদেশী ক্রেতা, জাহাজের ক্রু বা Ship Chandler এর সাথে সম্পন্ন হতে পারে। অপ্রচলিত খাতে পণ্য রপ্তানির বিষয়টি বাণিজ্যের উদারিকরণ ও বৈশ্বিকরণের সুফল হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে, যা ইতিবাচক ও উৎসাহ-ব্যাঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা সমীচীন।

০৩। এমতবস্থায়, এ ধরণের রপ্তানিকারক ড্র-ব্যাক/রি-ফান্ড প্রদানের প্রক্রিয়া দ্রুততর ও সহজীকরণে সংশ্লিষ্টদের কর্মপ্রবণ ও আন্তরিক হতে হবে। এলক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে ঃ

ক) রপ্তানিকারক ও প্রত্যর্পণ দাবীকারী The Customs Act, 1969 এর Section 35 এর বিধান মোতাবেক, প্রত্যর্পণের জন্য বিবেচ্য পণ্য আমদানির দুই বছরের মধ্যে যথাযথ কাগজপত্রসহ বিল অব এক্সপোর্ট পেশ করতে সক্ষম হলে সাত-অস্টমাংশ প্রত্যর্পণ পাবেন;
খ) যে আমদানি কাস্টম হাউস/স্টেশনে শুল্ককর পরিশোধিত হয়েছে সেখানেই প্রত্যর্পণের আবেদন নিস্পত্তি করতে হবে;
গ) রপ্তানিকালে চালানটি ১০০% কায়িক পরীক্ষা করতে হবে এবং পরীক্ষা প্রতিবেদন নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে;
ঘ) মূল আমদানিকারকের শুল্ককর পরিশোধের প্রমাণ নথিতে রাখতে হবে এবং শুল্ককর পরিশোধিত হয়েছে কি না, যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে;
ঙ) ড্র-ব্যাক দাবীদার যেহেতু সরাসরি আমদানিকারক নয়, সেহেতু এ ধরণের ড্র-ব্যাক/রি-ফান্ড দাবীর ক্ষেত্রে মূল আমদানিকারকের আমদানি দলিল যথাযথভাবে আমদানি শুল্ক ষ্টেশনে রক্ষিত দলিলাদির সাথে যাচাই করতে হবে;
চ) রপ্তানি নীতি ২০১২-২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ২.৪.৭ অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্যের সিআরএফ (Cost and Freight) মূল্যের উপর রপ্তানিকৃত পণ্যের ন্যুনতম ১০% মূল্য সংযোজন হিসাব করতে হবে;
ছ) আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের অনুমতি পত্র ও এতে নির্দেশিত সকল শর্তাবলী পালন করতে হবে;
জ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনালোকে লিয়েন ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যবাসনের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে এবং লিয়েন ব্যাংকের ইস্যুকৃত অনাপত্তি ও Exp'র মাধ্যমে রপ্তানি সম্পন্ন করতে হবে;
ঝ) ড্র-ব্যাক প্রদানকারী/মঞ্জুরকারী কাস্টম হাউস/স্টেশনকে রপ্তানি সম্পন্নের প্রমাণ স্বরূপ রপ্তানি সম্পন্ন হবার পক্ষে বিদেশী মুদ্রায় মূল্য পরিশোধের প্রমানসহ প্রযোজ্য ও প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদির সঠিকতা ও যথাযথভাবে পিআরসি যাচাই করে ড্র-ব্যাক প্রদানের ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে।

০৪। এই ড্র-ব্যাক/প্রত্যর্পণের হার The Customs Act, 1969 এর Section 35 দ্বারা সরাসরি নির্ধারিত থাকায় এক্ষেত্রে সূত্রীয়-১ এর পত্রালোকে মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা-১৩ প্রযোজ্য হবে না এবং এ প্রক্রিয়াকে কাস্টম রিফান্ড প্রদানের সচরাচর প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে কাল ক্ষেপণ/সিদ্ধান্ত দীর্ঘায়িতকরণ সমীচীন হবে না। এ ক্ষেত্রে ড্র-ব্যাকের হার পূর্ব নির্ধারিত থাকায় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একাধিক সিদ্ধান্ত থাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে সিদ্ধান্ত দ্রুতায়নে যথাসম্ভব আন্তরিক হতে হবে। উল্লিখিত বিষয়াদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করে ড্র-ব্যাক/প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া দ্রুত নিস্পন্ন করার জন্যে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৫(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৩/৮৬ তারিখ:১৩/০৫/২০১৫ ইং।

বিষয়ঃ পুনঃরপ্তানির উদ্দেশ্যে মিয়ানমার থেকে চিংড়ি আমদানির ক্ষেত্রে স্থায়ী/Revolving (পুনঃযোজনযোগ্য) ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- (১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৫(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৩/৮৩৫, তাং-২৯.০৫.১৪;
(২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৫(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৩/৮৩৬, তাং-২৯.০৫.১৪;
(৩) মেসার্স ডিকে ফিস এজেন্সী এর ১০.১১.১৪ তারিখের আবেদন;
(৪) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৫(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৩/১৮১, তাং-৩০.১২.১৪;
(৫) কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রামের পত্র নথি নং-৫ম/২০(১৩)এলসি/ব্যাংক গ্যারান্টি/২০১৪/৩৬৭, তাং-২১.০১.১৫;

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান M/S D.K. Fish Agency কর্তৃক পুনঃরপ্তানির উদ্দেশ্যে মিয়ানমার হতে আমদানিকৃত চিংড়ি মাছ, যা S.R.O No-412-L/84/886/Cus, তারিখঃ ১০.১২.১৯৮৪ এর শিডিউলভুক্ত, খালাসে প্রযোজ্য শুল্ক করের বিপরীতে চালান ভিত্তিক ব্যাংক গ্যারান্টি এর পরিবর্তে স্থায়ী/Revolving (পুনঃযোজনযোগ্য) ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণে নিম্নোক্ত শর্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মতি জ্ঞাপন করছে ঃ

(ক) শুল্ককর ঝুঁকি মুক্ত রাখতে এককালিন কি পরিমান অর্থের ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ যুক্তিসংগত ও বাস্তবসম্মত হবে তা সংশ্লিষ্ট কমিশনার নির্ধারণ করবেন;

(খ) ব্যাংক গ্যারান্টি যে বাৎসরিক মেয়াদে গ্রহণ করা হবে, সেই বৎসর শেষে প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি তথ্য যাচাইপূর্বক ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্ত করা যাবে। এক বৎসরে দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি এর বিপরীতে পরবর্তী বৎসর পুনঃরপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য আমদানির জন্য ব্যবহার করা যাবে না;

(গ) বৎসর শেষে পূর্ববর্তী বৎসরের Revolving ব্যাংক গ্যারান্টির সাথে সম্পৃক্ত চালানসমূহের অডিট কার্য সম্পাদন করতে হবে;

(ঘ) মেয়াদ শেষে নতুন Revolving ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করে পূর্ববর্তী ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্ত করতে হবে;

(ঙ) ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ ও অবমুক্তি সংশ্লিষ্ট কমিশনার পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য হবে; এবং

(চ) S.R.O No-542-L/84/886/Cus, তারিখঃ ১০.১২.১৯৮৪ এবং বিদ্যমান বলবৎ সকল আইন ও বিধি পরিপালন করতে হবে।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.৫৬.০২.০০৬.১৪/১১০ তারিখ:১৮/০৫/২০১৫ ইং।

বিষয়ঃ বে-পলি এন্ড প্যাকেজিং লিঃ কে সুপারভাইজড ক্লিয়ারেন্স বন্ড পদ্ধতির আওতায় সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- (১) মাননীয় হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং-৪০০১/২০১৫, তাং-২৬.০৪.১৫;
(২) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর পত্র নথি নং- ৫(১৩)৮৫/কাস-সাঃ বন্ড/৯৯/অংশ-২/২০১২/৭৯৭৮, তাং-০৭.০৪.১৫।
(৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-০৮.০১.০০০০.৫৬.০২.০০৬.১৪/৩৩৩, তাং-২৩.০৩.১৫;
(৪) বে-পলি এন্ড প্যাকেজিং লিঃ এর পত্র নং-বে পলি/এনবিআর/১৫, তাং-১৫.০৩.১৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রীয় পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, মাননীয় হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং-৪০০১/২০১৫, তাং-২৬.০৪.১৫ এর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকৃত সুপারভাইজড ক্লিয়ারেন্স বন্ড লাইসেন্স প্রদানের আবেদন মাননীয় হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের কপি প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রযোজ্য আইনের আলোকে নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক এতদসংক্রান্ত আইনী বিধানসমূহ পর্যালোচনান্তে, অর্থ আইন ২০০২ (২০০২ সালের ১৪ নং আইন) এর মাধ্যমে The Customs Act, 1969 এর Section 117 এবং 117(A) অর্থাৎ সুপারভাইজড বন্ড পদ্ধতির সুবিধা প্রদান বিলোপ করায় বর্তমানে আইনানুগভাবে সুপারভাইজড বন্ড পদ্ধতির সুবিধা প্রদানের কোন অবকাশ নেই বিধায় সূত্রীয়-৪ নং পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারভাইজড বন্ড পদ্ধতির সুবিধা প্রদানের আবেদনের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অপারগতা প্রকাশ করছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশক্রমে,

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(২) শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড/২০০৫/২৭৫ তারিখ-১৯/০৮/২০১৫ইং

বিষয়ঃ মেসার্স হা-মীম ডেনিম লিঃ এর বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পন্য রপ্তানি প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ *(১)* কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার পত্র নং-৫ (১৩)১৮৬/কাস-বন্ড/লাইঃ-২০০৬/পার্ট- ২/২০১২/১৮৯৫১, তাং-০৫.১১.১৪;
(২) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার পত্র নং-৫(১৩)১৮৬/কাস-বন্ড/লাইঃ-২০০৬/পার্ট-২/২০১২/২০৪৮৬, তাং-২৭.১১.১৪;
(৩) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার পত্র নং- ৫(১৩)১৮৬/কাস-বন্ড)লাইঃ ২০০৬/পার্ট-২/২০১২/২৯৫, তাং-০৬.০১.১৫;
(৪) মেসার্স হা-মীম ডেনিম লিঃ এর ১৫.০১.১৫ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, মেসার্স হা-মীম ডেনিম লিঃ এর সূত্রোক্ত- ১ নং পত্রে উল্লেখিত ০৩টি বি/ই এর মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ বর্তমান বলবৎ আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক ০৬ (ছয়) মাস Post Facto বৃদ্ধি এবং নির্ধারিত বন্ডিং মেয়াদের পর পন্য রপ্তানি হওয়া যাচাইপূর্বক সংঘটিত অনিয়মের বিষয়টির ন্যায় নির্ণয়ের নিষ্পত্তির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মতি জ্ঞাপন করছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশক্রমে
(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(২০) শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড/২০০২/২৭৭ (৩) তারিখ-১৯/০৮/২০১৫ইং

বিষয়ঃ মেসার্স হপইক (বিডি) লিঃ মেসার্স হপলুন (বিডি) লিঃ ও মেসার্স ওয়েলফর্ম এ্যাপরেলস্ লিঃ নামীয় তিনটি বন্ডেড প্রতিষ্ঠান একীভুতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১) মহামান্য হাইকোর্টের কোম্পানী ম্যাটার নং-৩৩৪/২০১৪, তাং-১১.০৩.১৫
২) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার নং- ৫(১৩)১৫৮/কাস-বন্ড/রেজি/২০১১/৯৫৪১, তাং- ২৬.০৪.১৫;
৩) যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয় এর পত্র নং- রেজসকো/১৫১, তাং-০২.০৮.১৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২) সূত্রোক্ত পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচিত হয়েছে। পর্যালোচনা দেখা যায়, ইপিজেডস্থ ০৩ (তিন) টি বন্ডেড প্রতিষ্ঠান মেসার্স হপইক (বাংলাদেশ) লিঃ, মেসার্স হপলুন (বাংলাদেশ) লিঃ ও মেসার্স ওয়েলফর্ম এ্যাপারেল্স লিঃ একিভূতকরণের (Merger/Amalgamation) জন্য The Company Act, 1994 এর Section 228 ও 229 মোতাবেক মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের কোম্পানী ম্যাটার নং-৩৩৪/২০১৪ এর আদেশ বলে একীভূতকরণের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

০৩) মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত আদেশালোকে নিম্নে বর্ণিত শর্তে পূর্বোক্ত ০৩ (তিন)টি বন্ডেড প্রতিষ্ঠান একীভূতকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলোঃ
ক) তিনটি প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়্যারহাউস থাকতে হবে;
খ) নতুন লে-আউট প্ল্যান দাখিল করতে হবে;
গ) মেসার্স হপলুন (বাংলাদেশ) লিঃ এবং মেসার্স ওয়েলফর্ম এ্যাপারেল্স লিঃ বন্ড রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে;
ঘ) মেসার্স হপলুন (বাংলাদেশ) লিঃ এবং মেসার্স ওয়েলফর্ম এ্যাপারেল্স লিঃ এর মূসক নিবন্ধন বাতিল করতে হবে; এবং
ঙ) সরকারের কোন সংস্থার নিকট বর্ণিত প্রতিষ্ঠান ০৩(তিন) টির কোন দায় দেনা উদ্ভব হলে একীভুতকৃত মূল প্রতিষ্ঠানটিকে ভবিষ্যতে উক্ত দায় দেনা পরিশোধ করবেন মর্মে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।

মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ২(২২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮(অংশ-১)/৩৫৬(১) তারিখঃ ৬/১০/২০১৫ ইং।

বিষয়ঃ Tapioca Starch & Duplex Board এর বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ Corrg. Sheet Packaging Industries Ltd. এর ০৬.০৮.১৫ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

০২। সূত্রোক্ত পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। Corrg. Sheet Packaging Industries Ltd কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের (বি/ই ন ং-১৮৭৩৩৭, তাং-১০.০৪.১২, নং-৮৬৮৬৯, তাং-১৩.০২.১২, নং-৪৩৩১, তাং-২৯.১১.১২, ন ং-৩৭৮০, তাং-১৪.১১.১২ ও নং-২৬০৩, তাং-২০.০৩.১৩) বন্ডিং মেয়াদ The Customs Act, 1969 এর Section 98(1) অনুযায়ী ০২ (দুই) বছর যা উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ হতে একই আইনের Section 98(2) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস্ প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ০৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করতে পারেন। পরবর্তীতে বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধি আইনগত এখতিয়ার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা সরকারের বিদ্যমান আইনে নেই।

০৩। এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানের আবেদনে উল্লিখিত কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ বিদ্যমান আইনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বৃদ্ধি করার সুযোগ না থাকায় প্রতিষ্ঠানের আবেদনের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অপারগতা প্রকাশ করছে।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব বভন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

নথি নং২ (১২)শুল্ক ঃরপ্তানি ও বন্ড /২০০৭/ ৪৪৪ (১) তারিখঃ ১৭/১১/২০১৫ইং

বিষয়ঃ Continuous Bond সুবিধা প্রদান।

সূত্রঃ ১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-২(২২) শুল্কঃরপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৯২,তাং-২৯০৬.১৫;
২। Bangla Hurricane Dyeing & Printing (Pvt) Ltd. এর ০২.১১.১৫ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি করা হল।

০২। সূত্রীয় পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচিত হয়েছে। পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, সূত্রীয় ০২ নং পত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করেছেন যে, গত ৩০. ০৭.২০১৫ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদের্শ নং- ১২/২০০৮/ শুল্ক/৪৩৯, তাং ১০.০৬.২০০৮ মোতাবেক Continuous Bond সুবিধা প্রদানের জন্য কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা বরাবর আবেদন করেছেন। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে উক্ত দপ্তরে প্রেরিত "গার্মেন্টস্ এক্সেসরিজ খাতে Continuous Bond সুবিধা প্রদানের প্রসঙ্গে" পত্রটি (সূত্র -০১) নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত Continuous Bond সুবিধা প্রদান উক্ত দপ্তর হতে স্থগিত রাখা হয়েছে মর্মে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তাদের আবেদনে উল্লেখ করেছেন।

০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং -১২/০০৮/শুল্ক/৪৩৯, তাং১০.০৬.২০০৮ এর অনুচ্ছেদ-০২ (০৪) অনুযায়ী নীট,ওভেন, ডাইং ও প্রিন্টিং, টাওয়েল, লিলেন, হোম টেক্সটাইল খাতের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Continuous Bond সুবিধা প্রযোজ্য হবে। এর অতিরিক্ত গামের্ন্টস্ এক্সেসরিজ খাতে Continuous Bond সুবিধা প্রদান সম্ভব কিনা সে বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সূত্র- ০১ বর্ণিত পত্রের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু গার্মেন্টস্ এক্সেসরিজ খাতে Continuous Bond সুবিধা বিষয়টি উক্ত কমিটির নিকট পর্যালোচনা প্রক্রিয়াধীন থাকার সময় পূর্বোক্ত ০৬ (ছয়) টি খাতের জন্য Continuous Bond সুবিধা প্রদান কার্যক্রম বোর্ড থেকে স্থগিত করা হয়নি।

০৪। এমতাবস্থায়, এক্সেসরিজ খাতে Continuous Bond সুবিধা প্রদানের বিষয়টি উক্ত কমিটির নিকট পর্যালোচনা প্রক্রিয়াধীন থাকার সময় পূর্বোক্ত ০৬ (ছয়) টি খাতের জন্য Continuous Bond সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম বোর্ড থেকে স্থগিত করা হয়নি বিধায় পূর্বোক্ত ০৬ টি খাতে Continuous Bond সুবিধা প্রদানের আবেদনসমূহ আইনানুগভাবে বিবেচনার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। একই সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের Continuous Bond সুবিধা প্রদানের আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে অন্যকোন আইনগত জটিলতা থাকলে তা বোর্ডকে অবগত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড)
ফোন নং +৮৮০২-৮৩১৮১০১(এক্স-৪৩৯)
ই-মেইলঃ imtiaz.hassan@customs.gov.b

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব বভন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

নথি নং৭(১) শুল্ক ঃরপ্তানি ও বন্ড /২০১০/৪৭৭ তারিখঃ ০১/১২/২০১৫ইং

বিষয়ঃ **প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানি চালানের অনুকূলে লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের পরিবর্তে বাংলাদেশী মুদ্রা প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ ১) বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র নং- এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৫/২০১৫-৩৮১৩, তাং-২০.০৪.১৫;
২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-০৮.০১.০০০০.৫৬.০৭০০৬.১৪/১১৭,তাং২৫.০৫.১৫;
৩) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, চট্টঃপত্র নং-৫ (১৩)কাবক/আকা/বন্ড(সাঃ)/লাই/১৬/ ২০০৫/ (অংশ-১)/ ৮২৩০. তাং-২৩.০৯.১৫

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্র সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত ০১ নং পত্রে উল্লিখিত বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ইতোপূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সূত্রোক্ত ০২ নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সূত্রোক্ত ০৩ নং পত্রে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে এ বিষয়ে কোন নিদের্শনা পাওয়া যায়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়।

০৩। এমতাবস্থায়, এতদ্সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনামতে...................পাতা।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৫(১২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭(অংশ-১)/৫১১ তারিখঃ ২৯/১২/২০১৫ ইং।

বিষয়ঃ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের অনুকূলে শুল্কমুক্তভাবে Dummy খালাস প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-২(২৮) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭(অংশ-১)/৩২৫, তাং-২৭.০৫.২০০৯;
২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৫(১২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭(অংশ-১)/৩৪৮, তাং-৩০.০৯.১৫;
৩) কাস্টম হাউস, ঢাকার পত্র নং-৫-কাস-১২(০৪)গ্রুপ-৫/পাশ বই/অডিট/১৩-১৪/১৫৭০৫, তাং-২৫.১১.১৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।
০২। সূত্রোক্ত-০৩ নং পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়,
ক) Explanatory Notes এর Dummy সম্পর্কিত 96.18 এর ব্যাখ্যায় ‘‘they represent only the trunk of human form.’’ অর্থাৎ টেইলর্স ডামী কেবল মানুষের শারীরিক অবয়বের trunk / গলা থেকে কোমড় পর্যন্ত হবে-বাক্যটির উপর কাস্টম হাউস, ঢাকা কর্তৃক গুরুত্বারোপপূর্বক মস্তক/মাথাযুক্ত হলে তা ডামী নয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এতদসংশ্লিষ্ট আদেশ নং-২(২৮) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭(অংশ-১)/৩২৫, তাং-২৭.০৫.২০০৯ অনুযায়ী শুল্কমুক্তভাবে ছাড়যোগ্য নয় মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে;

খ) কিন্তু, Explanatory Notes এর Dummy সম্পর্কিত ব্যাখ্যার উক্ত বাক্যটির সম্পূর্ণরুপে ‘‘ generally, they represent only the trunk of human form.’’ অর্থাৎ সাধারণত, টেইলর্স ডামী কেবল মানুষের শারীরিক অবয়বের trunk /গলা থেকে কোমর পর্যন্ত হবে। বাক্যটির প্রথম অংশে ‘‘সাধারণত’’ শব্দটি থাকায় ডামীর সংজ্ঞায় কেবল মানুষের শারীরিক অবয়বের trunk /গলা থেকে কোমর পর্যন্ত নয় বরং এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ মস্তক বা মাথাযুক্ত থাকাও অস্বাভাবিক নয় মর্মে প্রতীয়মান।

৩। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, যেহেতু কিন্তু,Explanatory Notes এর Dummy সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় ‘‘সাধারণত, টেইলর্স ডামী কেবল মানুষের শারীরিক অবয়বের trunk /গলা থেকে কোমড় পর্যন্ত হবে’’-মর্মে উল্লেখ করায় এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ ডামীর সাথে মস্তক বা মাথাযুক্ত থাকাও অস্বাভাবিক নয় মর্মে প্রতীয়মান সেহেতু সূত্রোক্ত-০১ নং আদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হোসেন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

নং-৭ (২) শুল্কঃ রপ্তনি ও বন্ড /২০০২/৩৬ তারিখঃ ২৪/০১/১৬ইং।

বিষয়ঃ শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহ সুষমকরণ।

সূত্রঃ- ১) বাংলাদেশ ব্যাংকের ১২.১২.২০১০ তারিখের সার্কুলার পত্র নং এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৫/২০১০/ ১৬৯৩
২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং ৭ (২১) শুল্কঃ রপ্তানি ওবন্ড / ২০০৭/১৭৬, তাং ২১.০৩.১২;
৩) বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন এর ০৭.১২.২০১৫ তারিখে পত্র;
৪) জতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ৭(২) শুল্কঃরপ্তানি ও বন্ড/ ২০০/৫০৮, তাং- ২৭- ১২.১৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১২.১২.২০১০ তারিখের পত্র নং এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৫/২০১০/১৬৯৩ শীর্ষক সার্কুলারে নিম্নরূপ নির্দেশনা রয়েছে।

"রপ্তানি চুক্তির বিপরীতে সাইট বা ইউজ্যান্স আমদানি ঋণপত্র খোলার বিষয়ে আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২ এর ২৩ (১৯) অনুচ্ছেদ অনুমতি দেয়া আছে। এ সব সাইট বা ইউজ্যান্স আমদানি ঋণপত্র ব্যাক টু ব্যাক এর সমতুল্য বিবেচনায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন দৃষ্টিকোন থেকে আপত্তি নেই, তবে এক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা প্রযোজ্য হবার প্রশ্নটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিবেচ্য"।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত সার্কুলারটি সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং ৭(২১) শুল্কঃরপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৭৬, তাং-২১.০৩.১২ এর অনুচ্ছেদ ০২ (i) অনুযায়ী বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে বন্ড লাইসেন্সবিহীন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে (হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ) কার্টন, হ্যাঙ্গার ও প্লাস্টিকজাত পণ্য সরবাহের ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহ মাস্টার এলসির বিপরীতে ব্যাক -টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে হতে হবে মর্মে শর্ত প্রদান করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বোক্ত সার্কুলার অনুযায়ী মাস্টার এলসির পরিবর্তে রপ্তানি চুক্তি এবং ব্যাক টু ব্যাক এলসির পরিবর্তে সাইট বা ইউজান্স এলসি ব্যবহারে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন দৃষ্টিকোন থেকে বাধা নেই। কিন্তু বাস্তবে খুলনাস্থ হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ রপ্তানি চুক্তি ও প্রোফরমা ইনভয়েসের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রায় বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানার ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূকে সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি দিচ্ছেন মর্মে জানা যায়। খুলনাস্থ হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের লিয়েন ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি স্থাপন না করে স্থানীয় মুদ্রায় স্থাপন করছেন। খুলনাস্থ হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ একাধিকবার তাদের ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করেও বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি স্থাপনে লিয়েন ব্যাংক সমূহকে রাজী করাতে পারেনি মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবগত করেছে।

০৪। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, খুলনাস্থ হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি চুক্তি ও প্রোফরমা ইনভয়েসের বিপরীতে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বোক্ত সার্কুলারটি প্রযোজ্য হবে কি না সে বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৫। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বোক্ত স্পষ্টীকরণসহ শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ সরবরাহ সুষমকরণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সূত্রোক্ত - ০৪ নং পত্রের মাধ্যমে গঠিত কমিটির পরবর্তী সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন যথোপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃপ্তানি ও বন্ড)
ফোন নং+৮৮০২-৮৩১৮১০১ (এক্স-৪৩৯)
ইমেইল –imtiazhassan@customs.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০১০/৬৩ তারিখ-০৩/০২/২০১৬ইং

বিষয়ঃ EPZএ উৎপাদিত Scaled Maintenance Free Lead Acid battery স্থানীয় বাজারে ১০% হারে বিক্রয় কালে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ আরজিএল/বেপজা/১৫/১২৩০, তাং-০৬.০৬.১৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। ঈশ্বরদী ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠান Rahimafrooz Globatt Ltd. তাদের উৎপাদিত Scaled Maintenance Free Lead Acid Battery স্থানীয় বাজারে বিক্রয়কালে আরোপিত ২০% সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যাহতি চেয়ে সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করেছেন।

০৩। প্রতিষ্ঠানের আবেদনটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়-
ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থানীয় আদেশ নং-১৬৫৫/৯৬/শুল্ক, তাং-০৬.০৩.৯৬ এবং স্থায়ী আদেশ নং-২৭/২০১৩/শুল্ক, তাং-১৫.০৫.১৩ অনুযায়ী ইপিজেডস্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী অর্থ বছরে রপ্তানিকৃত পণ্যের ১০% এর সমপরিমাণ পণ্য আরোপযোগ্য সকল শুল্ককর পরিশোধ সাপেক্ষে স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেপজা এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে;
খ) সরকার আরোপিত সম্পূরক শুল্ক মূলতঃ স্থানীয় প্রস্তুতকারীদের বাজার রক্ষার জন্য। এক্ষেত্রে ইপিজেডস্থ বন্ডেড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড সুবিধার আওতায় শুল্কমুক্তভাবে কাঁচামাল আমদানিপূর্বক পণ্য উৎপাদন করে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় উৎসাহিত করলে স্থানীয় শুল্ককর পরিশোধপূর্বক কাঁচামাল আমদানিকারক এবং পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকারীগণ অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবেন মর্মে প্রতীয়মান;
গ) ইপিজেডস্থ শতভাগ বিদেশী মালিকানাধীন, যৌথ বিনিয়োগ অথবা সম্পূর্ণ স্থানীয় মালিকানাধীন যে প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন তাকে বন্ড লাইসেন্স দেয়া হয় শতভাগ রপ্তানির উদ্দেশ্যে, স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের জন্য নয়;
ঘ) The Customs (Export Processing Zones) Rules, 1984 এর বিধি-৬ এর উপবিধি-২ অনুযায়ী ইপিজেডস্থ কোন প্রতিষ্ঠান হতে স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বহিঃবাংলাদেশ হতে কোন পণ্য আমদানির জন্য প্রযোজ্য শুল্কায়ন প্রক্রিয়া ও সকল শুল্ককর আরোপযোগ্য হবে। সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আবেদন অনুযায়ী তাদের ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয়কালে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারযোগ্য নয়।

০৪। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদন অর্থাৎ তাদের ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত ৪১,০৫৫ পিস Lead Acid Battery স্থানীয় বাজারে বিক্রয়কালে আরোপিত ২০% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা বর্তমানে সম্ভব নয় বিধায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অপারগতা প্রকাশ করছে।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

এফইপিডি(আমদানি নীতি)/১২৩/২০১৬-১০৪০ তারিখ ঃ ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানী ও বন্ড)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

শতভাগ হিমায়িত মৎস রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ উপকরণসমূহ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প-কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহ প্রক্রিয়া সুষমকরণ প্রসংগে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে আপনাদের ২৪/০১/২০১৬ তারিখের স্মারক নং- ৭ (২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/৩৫ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত সাইট/ইউজেন্স এলসির বিপরীতে উল্লিখিত পত্রে বর্ণিত পণ্যাদির স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি নেই (বৈদেশিক মুদ্রা দৃষ্টিকোণ থেকে) মর্মে আপনাদেরকে অবহিত করা যাচ্ছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(সালমা আক্তার)
উপ-পরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৩০০১০-৭৫/২৫৫৮

[একই নথির স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(১৮) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/৬৬ তারিখঃ ০৪/০২/২০১৬ ইং।

বিষয়ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেসরকারী উদ্যোগে Inland Water Container Termainal (ICT) সমূহের কাস্টমস বন্ড লাইসেন্স নীতিমালা প্রসঙ্গে।

অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য বেসরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (IWCT) নির্মাণ এবং পরিচালনার লক্ষ্যে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে আরসিসি জেটি নির্মাণ এবং তীরভূমি ব্যবহারের অনুমতি/লাইসেন্স প্রদান করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারী উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (IWCT) প্রতিষ্ঠানকে কাস্টমস বন্ড লাইসেন্স প্রদান বিষয়ে The Customs Act, 1969 এর Section 12 এর সাথে পঠিতব্য Section 219(B) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নোল্লিখিত শর্ত সম্বলিত এ নীতিমালা প্রণয়ন করল-

(১) প্রতিষ্ঠানটিকে যথাযথভাবে নিবন্ধিত একটি লিমিটেড কোম্পানি হতে হবে।

(২) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার/কার্গো পরিবহন ও হ্যান্ডলিং কাজে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; অথবা (মালবাহী জাহাজের বৈধ মালিক/চার্টার এজেন্ট/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; অথবা শিপিং লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নৌ-বাণিজ্যিক কাজে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(৩) প্রস্তাবিত Inland Water Container Terminal (IWCT) অন্ততঃ ১৫ (পনের) একর ভূমির উপর অবস্থিত হতে হবে। উক্ত জমি দখলে থাকার স্বপক্ষে দলিল/লিজ দলিল থাকতে হবে।

(৪) নদী তীরবর্তী সরকারি ভূমি ব্যবহারের জন্য ইজারা গ্রহণের স্বপক্ষে প্রমাণপত্র থাকতে হবে।

(৫) প্রস্তাবিত Inland Water Container Terminal (IWCT)-এ কন্টেইনার এবং আমদানি ও রপ্তানি পণ্য পরিবহণের জন্য উপযুক্ত সড়ক সংযোগ থাকতে হবে।

(৬) প্রস্তাবিত Inland Water Container Terminal (IWCT)-এ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত 'বেসরকারী উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (IWCT) নির্মাণ ও পরিচালনা নির্দেশিকা-২০১৩' এর নির্দেশনা অনুযায়ী উপযুক্ত কন্টেইনার ইয়ার্ড, পণ্য লোডিং ও আনলোডিং এবং পণ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা থাকতে হবে। (যেমন- weigh bridge, weighing machine, crane, fork-lift, straddle ইত্যাদি)।

(৭) লাইসেন্স প্রাপ্তির ১ (এক) বৎসরের মধ্যে কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে এ ব্যবস্থা স্থাপনে ব্যর্থ হলে, বেসরকারী আইসিটি- র কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হবে।

(৮) নিকটতম কাস্টম হাউস কর্তৃক সংশ্লিষ্ট IWCT -নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবস্থিত হবে। এক্ষেত্রে অধিক্ষেত্র প্রসঙ্গে কোন বিরোধ উত্থাপিত হলে সেক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

(৯) প্রস্তাবিত Inland Water Container Terminal (IWCT) সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/ বন্দর হতে নদীপথে ৩০/৫০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে।

(১০) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ' (BIWTA) এর নিকট থেকে Port Rules 1966 এর ৫৫ নং বিধিতে উল্লিখিত তীর ভূমিতে বা নদীর তীরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

(১১) BIWTA ও নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি থাকতে হবে।

(১২) মংলা/চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (যে ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন) অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করতে হবে।

(১৩) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের আয়কর ও ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

(১৪) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের মূসক সংক্রান্ত সনদপত্র ও ট্রেড লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।

(১৫) প্রস্তাবিত (Inland Water Container Terminal (IWCT) এর মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ICT-এর বহিরাঙ্গনে নিকটস্থ কোন স্থানে সোনালী ব্যাংকের শাখা স্থাপন সংক্রান্ত ব্যাংকের সম্মতিপত্র এবং ব্যাংকের জন্য উপযুক্ত স্থাপনার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(১৬) প্রস্তাবিত Inland Water Container Terminal (IWCT)- এ অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং মোকাবেলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

(১৭) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় IWCT-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক হতে হবে। এছাড়া কাস্টমস বন্ডেড এলাকায় কোন অনুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশের জন্য প্রবেশদ্বারে স্বয়ংক্রিয় access control system স্থাপন করতে হবে, যার নিয়ন্ত্রণ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

(১৮) কাস্টমস্ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারীদের (কমপক্ষে ১ জন জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস, ২ জন ডেপুটি/এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস, ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ২ জন রেভিনিউ অফিসার, ১০-১২ জন এসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার এবং ৮-১০ জন কর্মচারী) কাজ করার জন্য উপযুক্ত অফিস ও কম্পিউটারসহ অন্যান্য অফিস সরঞ্জামাদি থাকতে হবে।

(১৯) কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাস্টমস কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য নৌ-যান ও যানবাহন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া কাস্টমস কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য বিশ্রামাগার বা ডরমিটরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

(২০) লাইসেন্স প্রাপ্তি ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম চালুর পূর্বেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কারিগরি সহায়তা নিয়ে ASYCUDA World connectivity ও সিষ্টেম স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

(২১) (ক) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত বেসরকারী উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (ICT) নির্মাণ ও পরিচালনা নির্দেশিকা-২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ৬ এর দফা (গ) এর শর্ত (১০) এ উল্লিখিত বীমা, সিএন্ডএফ, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার, শিপিং এজেন্ট এবং অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অফিস (কাস্টমস কর্তৃক পণ্যের কায়িক পরীক্ষা/খালাস সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা ব্যতীত) কোনক্রমেই কাস্টমস বন্ডেড এলাকার অভ্যন্তরে স্থাপন করা যাবে না। কাস্টমস বন্ডেড এলাকার মধ্যে পণ্যের কায়িক পরীক্ষা/খালাস সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্নের লক্ষ্যে কাস্টমস কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা/সুবিধাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপন করতে হবে।

(খ) এছাড়া কাস্টমস বন্ডেড এলাকা সংলগ্ন বা নিকটবর্তী কোন স্থানে কাস্টমস এর কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত স্থানে বিনা ভাড়ায় এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিজ খরচে স্বতন্ত্র অফিস স্থাপন করতে হবে।

(গ) বন্ডেড এলাকার বাহিরে ব্যাংক, সিএন্ডএফ এজেন্টস, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার বা অন্যান্য সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা এবং আমদানি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধাদি স্থাপন করা যাবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস আবেদনকারীকে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে কাস্টমস বন্ডেড এলাকার সীমানা নির্ধারণ এবং বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অফিস কাস্টমস বন্ডেড এলাকার বহিরাংগনে স্থাপন নিশ্চিতকরণার্থে সুনির্দিষ্ট স্ট্রাকচারাল লে-আউট প্ল্যান (detailed structural layout plan) অনুমোদন করবেন।

(ঙ) কাস্টমস কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিধি মোতাবেক অধিকাল ভাতা (MOT) প্রদান করতে হবে।

(২২) কন্টেইনার টার্মিনালের নিয়ন্ত্রণকক্ষ, সিস্টেম, হিসাব সংরক্ষণ, পণ্য সংরক্ষণের স্থান ইত্যাদি জায়গায় কাস্টমস কর্মকর্তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

(২৩) আমদানি চালানোর ক্ষেত্রে আমদানিকারক যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন Inland Water Container Terminal (IWCT) এ আমদানিকৃত পণ্য খালাস করাতে চান অথবা রপ্তানিকারক Inland Water Container Terminal (IWCT) এ রপ্তানীয় পণ্য স্টাফিং করতে চান তাহলে তাঁকে এল.সি এবং বি.এল এর শর্তাবলিতে Port of Delivery/Port of of Shipment এর স্থলে Inland Water Container Terminal (IWCT) এর নাম উল্লেখ করতে হবে।

(২৪) বেসরকারী IWCT -এর মাধ্যমে কোন কোন পণ্য আমদানী ও রপ্তানি করা যাবে, তা বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করা হবে।

(২৫) আমদানির ক্ষেত্রে পণ্য চালান অবশ্যই FCL কন্টেইনারে আমদানি হতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই LCL কন্টেইনারে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে IWCT ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যাবে না।

(২৬) বেসরকারী উদ্যোগে Inland Water Container Terminal (IWCT)-এর জন্য এই নীতিমালার নিরীখে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস- এর কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট হতে প্রয়োজনীয় পাবলিক/বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। কোন কাস্টম হাউস কর্তৃক কোন IWCT-এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হবে তা বোর্ড নির্ধারণ করবে।

(২৭) কোন আবেদনকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (পাঁকা মেঝে, নিরাপত্তা দেওয়াল ইত্যাদি) যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা স্থাপনের লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি প্রদান করতে পারবেন। কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল স্থাপনা ও সুবিধাদি নিশ্চিতকরতঃ প্রতিষ্ঠানের পুনঃআবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রদত্ত শর্ত, মানদন্ড ও নীতিমালার নিরীখে কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট উপযুক্ত বিবেচিত হলে লাইসেন্স প্রদান করতে পারবেন। তবে কোন আবেদনকারীকে বন্ড লাইসেন্স প্রদান করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিশনার যাচাইপূর্বক নিশ্চিত হবেন যে, উক্ত আবেদনকারীর শুল্ক, মূসক ও আয়করের পরিপালন (Compliance) পরিস্থিতি সন্তোষজনক।

(২৮) কমিশনার কর্তৃক বন্ড লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে The Customs Act, 1969 এর ধারা ১০ ও ধারা ১১ এর আওতায় বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাস্টমস বন্ডেড এলাকার সীমানা নির্ধারণ, পণ্য বোঝাই ও অবতরণের স্থান অনুমোদন ও ওয়্যারহাউজিং স্টেশন ঘোষণার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(২৯) কোন প্রতিষ্ঠানকে শুরুতে কেবল খালি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়া যাবে। পরবর্তীতে পারফরমেন্স সন্তোষজনক হতে অন্তত ০১ (এক) বছর পর প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে আমদানি পণ্য খালাসের অনুমতি দেয়া যাবে। তবে নিরাপত্তা, লজিস্টিকস ও পারফরমেন্স ইত্যাদি যথাযথ মর্মে সন্তুষ্ট হলে ০১ (এক) বছরের কম সময়ের পারফরমেন্স এর ভিত্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আমদানি কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের অনুমতি সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস প্রদান করতে পারবেন।

(৩০) কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক কোন প্রতিষ্ঠান পাবলিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের উপযুক্ত বিবেচিত হলে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউসের কমিশনার উক্ত প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স ফি বাবদ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা (অফেরৎযোগ্য) এবং ২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) টাকা মূল্যের সিকিউরিটি ডিপোজিট (যেমন-সঞ্চয়পত্র অথবা নিঃশর্ত ও চলমান ব্যাংক গ্যারান্টি) দাখিল করতে হবে।

(৩১) পাবলিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রতি তিন বৎসর পর পর নবায়ন করতে হবে। নবায়ন ফি বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পরিশোধ করতে হবে।

(৩২) কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট লাইসেন্স প্রদানের উপযুক্ত বিবেচিত হলে, প্রতিষ্ঠানটিকে লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে প্রয়োজনীয় নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকার সাধারণ বন্ড (রিস্ক ও ডিউটি বন্ডসহ) দাখিল করতে হবে। নবায়নের সময় নতুন করে এ বন্ড দাখিল করতে হবে।

(৩৩) যে কোন ধরণের অনিয়ম, বে-আইনি কার্যকলাপ, শর্তের বরখেলাপ, অদক্ষতা বা হয়রানিমূলক কার্যকলাপের দায়ে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস যে কোন সময়ে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল বা বাতিলের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা/কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে লাইসেন্স বাতিল করতে পারবেন।

(৩৪) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অথবা সংশ্লিষ্ট কমিশনার যে কোন সময়ে প্রদত্ত বন্ড লাইসেন্সের বিষয়ে The Customs Act, 1969 এর ধারা ১৩ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করতে পাবেন।

(৩৫) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Inland Water Container Terminal (IWCT) এর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আলোচ্য নীতিমালা সংশোধন/প্রণয়ন/পরিবর্তন/সংকোচন/পরিমার্জন করতে পারবেন।

(৩৬) The Customs Act, 1969 এর বিধানসমূহ বেসরকারি Inland Water Container Terminal (IWCT) এর উপর প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এই নীতিমালা কোন অন্তরায় হিসেবে গণ্য হবে না।

০২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে কোন সময় এতদ্বিষয়ে যে কোন শর্ত, পদ্ধতি, নীতিমালা ইত্যাদি আরোপ/প্রণয়ন/পরিবর্তন করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের পাবলিক ওয়্যারহাউস কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য বোর্ডের পূর্ব অনুমোদনক্রমে শর্ত আরোপ বা পদ্ধতি সংক্রান্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ জারী করতে পারবেন।

স্বাক্ষরিত/০৪.০২.১৬
(মোহাম্মদ শফি উদ্দিন)
প্রথম সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৩(১৮) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/৬৯ তারিখঃ ০৪/০২/২০১৬ ইং।

বিষয়ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেসরকারী উদ্যোগে Inland Water Container Terminal (IWCT)-নীতিমালার আওতায় রপ্তানি ও আমদানিকৃত পণ্যের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর তালিকা।

সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস আদেশ নং-৩(১৮) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/৬৬, তারিখ ঃ ০৪/০২/২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

০২। Summit Alliance Port Limited কর্তৃক স্থাপিত Inland Water Container Terminal (IWCT)-এ পানগাঁও কাস্টম হাউস কর্তৃক সূত্রে বর্ণিত নীতিমালার আওতায় বন্ড লাইসেন্স প্রদানপূর্বক IWCT এর কার্যক্রম শুরু করার পর সূত্রোক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ-০১ এর উপ-অনুচ্ছেদ-২৯ পরিপালন সাপেক্ষে রপ্তানি ও নিম্নে বর্ণিত ছকে উল্লিখিত ২১ (একুশ) টি আমদানি পণ্যের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলোঃ

SL No.	Goods Name	H.S.Code
01.	Peas	0713.10.90
02.	Chickpeas	0713.20.90
03.	Dates (Fresh)	0804.10.19
04.	Wheat	1001.99.90
05.	Rice	Goods under heading 10.06
06.	Maize (corn)	1005.90.90
07.	Soyabean	1201.90.90
08.	Rice Bran	2302.40.10
09.	Poultry/Dairy/Fish feed	2309.90.10
10.	Cement clinkers-imported by VAT registered manufactures of cement	2523.10.20
11.	Petroleum bitumen in drum	2713.20.10
12.	Petroleum bitumen other than drum	2713.20.90
13.	Carbon blacks	2803.00.00
14.	Sodium sulphates (Disodum sulphate)	2833.11.00
15.	Soda Ash (Disodium, carbonate)	2836.20.00
16.	PVC Resin (Poly vinyl chloride, not mixed with any other substances)	3904.10.00
17.	Fuel wood in logs	4401.10.00
18.	Wood in round logs	4403.99.00
19.	Pulp of wood	Goods under Chapter 47
20.	Cotton, not carded or combed	5201.00.00

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়।
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

এফইপিডি (আমদানি নীতি)/ ১২৩/২০১৬-১০৪০ তারিখ: ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক:রপ্তানি ও বন্ড)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

শতভাগ হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ উপকরণসমূহ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহ প্রক্রিয়া সুষমকরণ প্রসংগে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে আপনাদের ২৪/০১/২০১৬ তারিখের স্মারক নং- ৭ (২) শুল্ক ঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০/৩৫ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত সাইট/ইউজেন্স এলসির বিপরীতে উল্লেখিত পত্রে বর্ণিত স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি নেই (বৈদেশিক মুদ্রা দৃষ্টিকোণ থেকে) মর্মে আপনাদেরকে অবহিত করা যাচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত,
সালমা আক্তার
উপ-পরিচালক
ফোনঃ ৯৫৩০০১০-৭৫/২৫৫৮

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অফিস আদেশ
তারিখ, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বিষয়ঃ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে কোন মামলা/দাবীনামা থাকলে নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে।

নং ৩ (৪) শুল্কঃরপ্তানি ও বন্ড/২০০২/৭২ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা এবং বন্ড সুবিধার অপব্যবহার রোধের লক্ষ্যে বর্তমান খেলাপি বন্ডারগণকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে নজরদারী বাড়ানো হয়েছে। নজরদারী নিবিড় রাখার স্বার্থে এ সময়ে একজন বন্ডারের অনিষ্পন্ন মামলা থাকলে (দাবীনামা/২০২ ধারা/সাটিফিকেট মামলা থাকলে

অথবা বন্ডারের কোন দাবীনামার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন মামলা বিচারাধীন থাকলে) সে প্রতিষ্ঠানের কোন পরিচালককে লাইসেন্স দেয়া সমীচীন হবে না।

২। তবে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে একজন Bonafide পরিচালক, অপর একজন খেলাপি পরিচালকের কারণে ব্যবসা করতে ব্যর্থ হলে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট সুপারিশ করলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সেটি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে।

৩। The Customs Act, 1969 এর section 13 (2) (a)-এর সঙ্গে পঠিতব্য Section 219 (B)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব রোর্ড এ আদেশ জারি করছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে
মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃরপ্তানি ও বন্ড)

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৭(২) শুল্ক:রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/৭৫ তারিখঃ ১১/০২/২০১৬ইং

সভার কার্যবিবরণী

বিষয়ঃ শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ সরবরাহ সুষমকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	সদস্য (শুল্কঃরপ্তানি, বন্ড ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকা।
সভা স্থান	ঃ	সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি), মহোদয়ের অফিস কক্ষ (কক্ষ নং-৫০৯)।
সভার তারিখ	ঃ	০৯.০২.১৬খ্রিঃ
সভার সময়	ঃ	সকাল ১১.০০টা।

গত ০৯.০২.২০১৬ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সদস্য (শুল্কঃরপ্তানি, বন্ড ও আইটি) মহোদয়ের অফিস কক্ষে শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ সরবরাহ সুষমকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠাত হয়। সভার উপস্থিতি তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত।

০২। **আলোচনাঃ-**

২.১। শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ সরবরাহ সুষমকরণের লক্ষ্যে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আরো পরীক্ষা-নিরাক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটির আহ্বায়ক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) এবং কমিটির সদস্য শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ১৮.০১.২০১৬ তারিখ মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

খুলনাস্থ শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রথমত দেশীয় উৎস হতে সংগৃহীত মৎস্য প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করেন এবং বৈদেশিক ক্রেতার নিকট হতে রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর রপ্তানি করা হয়। প্রথম ধাপে অর্থাৎ দেশীয় উৎস হতে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার পর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মৎস হিমায়িত করণের পূর্বেই একস্তরের পলিব্যাগ/প্যাকেট ব্যবহার করা হয় বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়কৃত। পরবর্তীতে রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর প্রক্রিয়াজাত সংরক্ষিত মৎস্যের প্যাকেটের উপর প্রয়োজনীয় লেবেল লাগানো হয়। এবং তা বৈদেশিক ক্রেতার চাহিদানুযায়ী কার্টনজাত করা হয়। উক্ত কার্টনের উপরও প্রয়োজনীয় লেবেল লাগানো হয়। এই লেবেল ও কার্টনও বন্ডেড পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্রয়কৃত। অর্থাৎ, বৈদেশিক ক্রেতার নিকট হতে রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পূর্বেই শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে প্যাকেজিং পণ্যের প্রয়োজন হয়।

২.২। শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ সরবরাহ সুষমকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ২০.০১.১৬ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুলনাস্থ হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি চুক্তি ও প্রোফরমা ইনভয়েসের বিপরীতে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১২.১২.২০১০ তারিখের সার্কুলার পত্র নং এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৫/২০১০/১৬৯৩ সার্কুলারটি প্রযোজ্য হবে কি না, সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও নীতি বিভাগের স্পষ্টীকরণ চেয়ে গত ২৪.০১.১৬ তারিখ একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। একই পত্রে গঠিত কমিটির পরবর্তী সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন যথোপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের একই পত্রে বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ করা

হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৪.০২.২০১৬ই তারিখের পত্র নং এফইপিডি (আমদানি নীতি)১২৩/২০১৬ -১০৪০ এর মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

> "বৈদেশকি মুদ্রায় স্থাপিত সাইট/ইউজেন্স এলসির বিপরীতে উল্লিখিত পত্রে বর্ণিত পণ্যাদির স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি নেই (বৈদেশিক মুদ্রা দৃষ্টিকোণ থেকে) মর্মে আপনাদের অবহিত করা হয়েছে।"

২.৩। বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গত ০৯.০২.২০১৬ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সদস্য (শুল্কঃরপ্তানি, বন্ড ও আইটি) মহোদয়ের কক্ষে এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ সরবরাহ সুষমকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সকল সদস্য অর্থাৎ শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের পরিচালক মাহপরিচালক ড. মইনুল খান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (শুল্কঃরপ্তানি ও বন্ড) জনাব মোঃ শফি উদ্দিন এবং দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃরপ্তানি বন্ড) জনাব মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম মোস্তাফা, একই এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি জনাব মোঃ রেজাউল হক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এন্ড প্লাস্টিক ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টাস এসোসিয়েশনের প্রতিধি জনাব মাহমুদ আহসান টিটু এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি ও যুগ্ম পরিচালক জনাব হারুন অর রশিদ উপস্থিত ছিলেন। সভায় শতভাগ রপ্তানিমুখী মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউপি জারীর বিষয়ে নিম্নে প্রস্তাবিত পদ্ধতি সম্পর্কে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

ক) দেশীয় উৎস হতে মৎস্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার পর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পলিব্যাগ/প্যাকেট উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র ও বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/বন্ড কমিশনারেট হতে সাময়িক ইউপি জারী করা হবে;

খ) বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রে দেশীয় উৎস হতে মৎস্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার পর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কি পরিমান পলিব্যাগ/ প্যাকেট প্রয়োজন হবে এবং তা কোন বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদনপূর্বক কবে কোন হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হবে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে;

গ) বৈদেশিক ক্রেতার নিকট হতে রপ্তানি আদেশ পাওয়া পর শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংক হতে বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট অথবা ইউজেন্স এলসি প্রদানপূর্বক বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সরবাহকৃত প্রাথমিকভাবে সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত প্যাকেজিং পণ্য এবং চূড়ান্ত রপ্তানির সময় ব্যবহৃত লেবেল, পলিব্যাগ কার্টন ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মূল্য পরিশোধ করতে হবে। বৈদেশিক ক্রেতা কর্তৃক এ্যাডভ্যান্স পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট এলসি এবং ডেফার্ড পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় ইউজেন্স এলসি প্রদান করতে হবে;

ঘ) বৈদেশিক ক্রেতার নিকট হতে রপ্তানি আদেশ পাওয়া পর শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংক হতে বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট অথবা ইউজেন্স এলসি সাপেক্ষে বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/বন্ড কমিশনারেট হতে চূড়ান্ত ইউপি গ্রহণ করতে হবে;

ঙ) একটি চূড়ান্ত ইউপিতে সর্বেচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি সাইট ইউজেন্স এলসি অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। চূড়ান্ত ইউপি গ্রহণকালে এতদসংশ্লিষ্ট সাময়িক ইউপি সমন্বয় করতে হবে এবং পূর্বের জারীকৃত সাময়িক ইউপি বাতিল করতে হবে। কোন একটি হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে মৎস্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার পর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পলিব্যাগ/প্যাকেট ও সরবরাহের জন্য একটি সাময়িক ইউপি গ্রহণ করলে চূড়ান্ত ইউপির মাধ্যমে তা সমন্বয় না করা পর্যন্ত উক্ত হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে মৎস্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার পর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পলিব্যাগ/প্যাকেট উৎপাদন ও সররাহের জন্য আর কোন ইউপি গ্রহণ যাবে না;

চ) সাময়িক ইউপি গ্রহণের পর অবশ্যই অনধিক ৯০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ইউপি গ্রহণপূর্বক তা সমন্বয় করতে হবে এবং

ছ) যে ক্ষেত্রে দেশীয় উৎস্য হতে মৎস সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার পর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পলিব্যাগ/প্যাকেট সরবরাহের প্রয়োজন নেই, সে ক্ষেত্রে বৈদেশিক ক্রেতার নিকট হতে রপ্তানি আদেশ পাওয়া পর শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংক হতে বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট অথবা ইউজেন্স এলসি প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্যাকেজিং পণ্য সরববাহের জন্য সরাসরি চূড়ান্ত ইউপির জন্য আবেদন করা যাবে।

৪.০ সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এ,এফ,এম, শাহরিয়ার মোল্লা)
সদস্য (শুল্কঃরপ্তানি, বন্ড ও আইটি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ও
আহ্বায়ক, শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য
রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ
সরবরাহ সুষমকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নং-৭(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/৮৯ তারিখ-২২/০২/১৬ইং

বিষয়ঃ নন-বন্ডেড হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি প্রদান।

সূত্রঃ ১) বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি (আমদানী নীতি) ১২৫/২০১০/১৬৯৩, তাং-১২.১২.২০১০;
২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৭(২১) শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৭৬, তাং- ২১.০৩.১২;
৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৭(২১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/৩৬, তাং- ২৪.০১.১৬;
৪) বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র নং-এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৩/২০১৬-১০৪০, তাং- ০৪.০২.২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১২.১২.২০১০ তারিখের পত্র নং-এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৫/২০১০/১৬৯৩ শীর্ষক সার্কুলার (সূত্র-০১) নিম্নরূপ নির্দেশনা রয়েছেঃ

"রপ্তানি চুক্তির বিপরীতে সাইট বা ইউজ্যান্স আমদানী ঋণপত্র খোলার বিষয়ে আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২ এর ২৩(১৯)অনুচ্ছেদে অনুমতি দেয়া আছে। এ সব সাইট বা ইউজ্যান্স আমদানি ঋণপত্র ব্যাক টু ব্যাক এর সমতুল্য বিবেচনায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন দৃষ্টিকোন থেকে আপত্তি নেই, তবে এক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা প্রযোজ্য হবার প্রশ্নটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিবেচ্য"।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত সার্কুলারটি সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৭(২১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৭৬, তাং-২১.০৩.১২ এর অনুচ্ছেদ-০২ (i) অনুযায়ী (সূত্র-০২) বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে বন্ড লাইসেন্সবিহীন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে (হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ) কার্টন, হ্যাঙ্গার ও প্লাষ্টিকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহ মাস্টার এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে হতে হবে মর্মে শর্ত প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বোক্ত সার্কুলার অনুযায়ী মাস্টার এলসির পরিবর্তে রপ্তানি চুক্তি এবং ব্যাক টু ব্যাক এলসির পরিবর্তে সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি ব্যবহারে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন দৃষ্টিকোণ থেকে বাধা নেই। কিন্তু বাস্তবে খুলনাস্থ হিমায়িত মৎস রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ রপ্তানি চুক্তি ও প্রোফরমা ইনভয়েসের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রায় বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাষ্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি দিচ্ছেন মর্মে জানা যায়।

খুলনাস্থ হিমায়িত মৎস রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের লিয়েন ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি স্থাপন না করে স্থানীয় মুদ্রায় স্থাপন করছেন। খুলনাস্থ হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ একাধিকবার তাদের লিয়েন ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করেও বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি স্থাপনে লিয়েন ব্যাংকসমূহে রাজী করাতে পারেনি মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবগত করেছেন।

৪। খুলনাস্থ হিমায়িত মৎস রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি চুক্তি ও প্রোফরমা ইনভয়েসের বিপরীতে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাষ্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বোক্ত সার্কুলারটি প্রযোজ্য হবে কি না, সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে ও নীতি বিভাগের স্পষ্টীকরণ চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে পত্র প্রেরণ করা হয় (সূত্র ০৩)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রোক্ত ০৪ নং পত্র এর মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। উক্ত পত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, "বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত সাইট/ইউজ্যান্স এলসির বিপরীতে উল্লিখিত পত্রে বর্ণিত পণ্যাদির স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি নেই (বৈদেশিক মুদ্রা দৃষ্টিকোণ থেকে) মর্মে আপনাদের অবহিত করা যাচ্ছে।"

বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গত ০৯.০২.২০১৬ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) মহোদয়ের কক্ষে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারসহ এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে যুগ্ম পরিচালক জনাব হারুন অর রশিদ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি অবগত করেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্বানুমোদন বা স্পষ্টীকরণ ব্যতীত বর্ণিত লিয়েন ব্যাংক গুলির অনুমোদিত ডিলার ব্রাঞ্চসমূহের পক্ষে খুলনাস্থ হিমায়িত মৎস রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি চুক্তি ও প্রোফরমা ইনভয়েসের বিপরীতে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাষ্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্টানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে, যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রোক্ত-০৪ নং পত্রে বৈদেশিক মুদ্রা দৃষ্টিকোন থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত সাইট/ইউজ্যান্স এলসির বিপরীতে উল্লিখিত পত্রে বর্ণিত পণ্যাদির স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি নেই মর্মে অবগত করেছেন, সেহেতু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে অনুরোধ করা হলে তাঁরা এতদসংশ্লিষ্ট একটি স্পষ্টিকরণ আদেশ জারীপূর্বক তা সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহে প্রেরণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

০৫। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রোক্ত-০৪ নং পত্রে বর্ণিত মতামত অনুযায়ী বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত রপ্তানি চুক্তির (সেল্স কন্ট্রাক্ট, পার্চেজ অর্ডার, প্রোফরমা ইনভয়েস ইত্যাদি) বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট/ইউজেন্স এলসি স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় স্পষ্টিকরণসহ একটি আদেশ জারী ও তা সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে প্রেরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)
ফোন নং +৮৮০২-৮৩১৮১০১ (এক্স-৪৩৯)
ই-মেইল-imtiaz.hassan@customs.gov.bd

প্রাপক ঃ

মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নং- ৭(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/১০৬ তারিখ-০৩/০৩/১৬ইং

বিষয়ঃ বন্ড লাইসেন্সবিহীন শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কার্টন ও এক্সেসরিজ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প-কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৩/২০১৬-১৯৫১, তাং-০১.০৩.২০১৬;

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত পত্রটি ও এর সাথে সংযুক্ত খসড়া সার্কুলারটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে জানানো যাচ্ছে যে, সংযুক্ত খসড়া সার্কুলারটি অনুচ্ছেদ-০২, নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করে।

"উল্লিখিত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২১.০৩.১২ তারিখের অফিস আদেশ নথি নং-৭(২১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৭৬(২২) এবং সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই মর্মে অবহিত করা যাচ্ছে যে, সকল ধরনের রপ্তানি চুক্তি, যেমনঃ সেল্স কন্ট্রাক্ট, পার্চেজ অর্ডার, প্রোফরমা ইনভয়েস ইত্যাদি বিপরীতে বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্সবিহীন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ পণ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় পরিচালিত প্যাকেজিং শিল্প-কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাষ্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় ইউজ্যান্স এলসি এবং অগ্রিম রপ্তানি মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট এলসি ইস্যু করা যাবে।"

০৩। এতদ্ব্যতীত, জারীতব্য সার্কুলারটির একটি অনুলিপি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

০৪। বিষয়টি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

প্রাপক,
মহা-ব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,
(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)
ফোন নং +৮৮০২-৮৩১৮১০১ (এক্স-৪৩৯)
ই-মেইল-imtiaz.hassan@customs.gov.bd

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা-১০০০।

ফাল্গুন ২৪, ১৪২২
সার্কুলার পত্র নং- এফইপিডি (আমদানি নীতি)১২৩/২০১৬-০৪ তারিখঃ-----------------
মার্চ ৭, ২০১৬

বিষয়ঃ বন্ড লাইসেন্সবিহীন শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প-কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি প্রদান প্রসংগে।

সেলস্ কন্ট্রাক্টের বিপরীতে এলসি স্থাপন প্রসংগে ১২/১২/২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার পত্র নম্বর - এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৫/২০১০-১৬৯৩ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত সার্কুলার পত্রে রপ্তানি চুক্তির বিপরীতে সাইট বা ইউজ্যান্স ব্যবস্থায় আমদানি এলসি খোলার বিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনাপত্তি প্রদান করা হয় এবং চূড়ান্ত রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী হওয়ার আবশ্যকতার প্রসংগটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিবেচ্য বলে উল্লেখ করা হয়।

২। উল্লিখিত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২১/০৩/২০১২ তারিখের অফিস নথি নং-৭(২১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৭৬(২২) এবং সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই মর্মে অবহিত করা যাচ্ছে যে, সকল ধরনের রপ্তানি চুক্তি, যেমন: সেলস কন্ট্রাক্ট, পার্চেজ অর্ডার, প্রোফরমা ইনভয়েস ইত্যাদির বিপরীতে বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্সবিহীন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ পণ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় পরিচালিত প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং

প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় ইউজ্যান্স এলসি এবং অগ্রিম রপ্তানি মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট এলসি ইস্যু করা যাবে।

৩। উপরোল্লিখিত এলসি সমূহের মূল্য পরিশোধে Guidelines for Foreign Exchange Transactions, 2009 এর অধ্যায় ৩ এর অনুচ্ছেদ-৩(সি) এর নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।

অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সার্কুলার পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,
(মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫০

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্টাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

এফইপিডি (আমদানি নীতি)/১২৩/২০১৬ -২১৮১ তারিখ: ৭/০৩/২০১৬

জনাব মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃরপ্তানি ও বন্ড)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

প্রিয় মহোদয়,

বন্ড লাইসেন্সবিহীন শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি প্রদান প্রসংগে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে আপনাদের ০৩/০৩/২০১৬ তারিখের ৭ (২) শুল্ক:রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/১০৬ পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, এই বিষয়ে একটি সার্কুলার পত্র অদ্য জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলার পত্রের একটি ছায়ালিপি আপনাদের অবগতির জন্য এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ননা মোতাবেক ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
(শাহ্নাজ আক্তার দীপু)
সহকারী পরিচলক
ফোনঃ ৯৫৩০০১০-৭৫/২৫৫৬
email:shahnaj.dipu@bb.org.bd

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা-১০০০।
www.bb.org.bd

ফাল্গুন ২৪,১৪২২
সার্কুলার পত্র নং এফইপিডি (আমদানি নীতি)১২৩/২০১৬-০৪ তারিখ ঃ-----------------
মার্চ ৭, ২০১৬

বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনে নিয়োজিত
সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের
প্রধান কার্যালয়/ প্রিন্সিপাল অফিস।

প্রিয় মহোদয়গণ,

বন্ড লাইসেন্সবিহীন শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প-কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি প্রদান প্রসংগে।

সেল্স কন্ট্রাক্টের বিপরীতে এলসি স্থাপন প্রসংগে ১২/১২/২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার পত্র নম্বর-এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৫/২০১০-১৬৯৩ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত সার্কুলার পত্রে রপ্তানি চুক্তির বিপরীতে সাইট বা ইউজ্যান্স ব্যবস্থায় আমদানি এলসি খোলার বিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনাপত্তি প্রদান করা হয় এবং চূড়ান্ত রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী হওয়ার আবশ্যকতার প্রসংগটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিবেচ্য বলে উল্লেখ করা হয়।

২। উল্লিখিত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের২১/০৩/২০১২ তারিখের অফিস আদেশ নথি নং-৭(২১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৭৬ (২২) এবং সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই মর্মে অবহিত করা যাচ্ছে যে, সকল ধরনের রপ্তানি চুক্তি যেমন সেলস্ কন্ট্রাক্ট, পার্চেজ অর্ডার, প্রোফরমা ইনভয়েস ইত্যাদির বিপরীতে বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্সবিহীন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ পণ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় পরিচালিত প্যাকেজিং শিল্প-কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় ইউজ্যান্স এলসি এবং অগ্রিম রপ্তানি মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট এলসি ইস্যু করা যাবে।

৩। উপরোল্লিখিত এলসি সমূহের মূল্য পরিশোধে (Guidelines for Foreign Exchange Transaction) এর অধ্যায়-৩ এর অনুচ্ছেদ-৩ (সি) এর নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।

অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সার্কুলার পত্রের বিষয়বস্ত সম্পর্কে অবহিত করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,
(মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আদেশ

নং- ৭(১২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/১২৭ (১-৩৬) তারিখঃ ২০/০৩/১৬ ইং।

বিষয়ঃ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং, হ্যাংগার ও প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে বন্ড লাইসেন্সবিহীন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে (হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ) কার্টুন, হ্যাংগার, প্লাস্টিকজাত পণ্য ও এক্সেসরিজ সরবরাহকরণ।

সূত্রঃ ১) বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি (আমদানি নীতি)১২৫/২০১০/১৬৯৩, তাং-১২.১২.২০১০;
২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৭(২১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৭৬, তাং-২১.০৩.১২;
৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৭(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/৫০৮, তাং-২৭.১২.১৫;
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৩/২০১৬-০৪, তাং-০৭.০৩.২০১৬;

বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাংগার এবং প্লাস্টিক জাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে বন্ড লাইসেন্স বিহীন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে (হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ) কার্টন, হ্যাংগার, প্লাস্টিকজাত পণ্য ও এক্সেসরিজ সরবরাহের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড The Customs Act, 1969 এর Section 219(B)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ শর্তে ইউপি জারীর বিষয়ে আদেশ জারী করলঃ

(I) পণ্য সরবরাহ মাস্টার এলসি/রপ্তানি চুক্তির বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রোক্ত-০১ এবং সূত্রোক্ত-০৪ নং সার্কুলার অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাক টু/সাইট/ইউজ্যান্স এলসির মাধ্যমে হতে হবে।

(II) ইউপি জারীর আগেই ব্যাক-টু-ব্যাক/সাইট/ইউজ্যান্স এলসি এবং মাস্টার এলসি/রপ্তানি চুক্তির সঠিকতা ব্যাংক থেকে যাচাই করে নিতে হবে;

(III) হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ইউপি জারীর আগে রপ্তানি চুক্তি ও এর বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত সাইট/ইউজ্যান্স এলসি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে যাচাই করে নিতে হবে;

(IV) সংশ্লিষ্ট বন্ড প্রতিষ্ঠান পণ্য রপ্তানির সমর্থনে পিআরসিসহ (PRC/Proceeds Realization Certificate) অন্যান্য রপ্তানি দলিলাদি পরবর্তীতে বন্ড লাইসেন্স নবায়নের সময় বন্ড কমিশনারেটে/সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনে দাখিল করবে এবং

(V) বন্ড প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি কার্যক্রমে কোন অনিয়ম সংঘটিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বন্ড থেকে নন বন্ড প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ইউপি প্রদান করা যাবেনা।

০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সূত্রোক্ত-০২ নং আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হল। তবে, আদেশটি বাতিল করা হলেও বাতিলের তারিখ পর্যন্ত উক্ত আদেশের আওতায় গৃহীত সকল আইনানুগ কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত হবে যেন আদেশটি বাতিল করা হয়নি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)
ফোন নং +৮৮০২-৮৩১৮১০১ (এক্স-৪৩৯)
ই-মেইল-imtiaz.hassan@customs.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আদেশ

নং-৭(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/১২৮(১-৩৬) তারিখঃ ২০/০৩/১৬ ইং।

বিষয়ঃ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহ সুষমকরণ।

সূত্রঃ- ১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ৭(২১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৭৬, তাং-২১.০৩.১২;
২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৭(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/৫০৮, তাং-২৭.১২.১৫;
৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার পত্র ন ং-এফইপিডি (আমদানি নীতি) ১২৩/২০১৬-০৪, তাং-০৭.০৩.২০১৬;
৪) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ৭(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/১২৭, তাং-২০.০৩.১৬।

বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে বন্ড লাইসেন্সবিহীন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে (হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ) কার্টন, হ্যাঙ্গার ও প্লাস্টিকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে সূত্রোক্ত-০১ নং পত্রের মাধ্যমে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ইউপি জারী প্রসঙ্গে আদেশ জারী করা হয়। কিন্তু, উক্ত আদেশ অনুযায়ী বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং পাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্টন, হ্যাঙ্গার ও প্লাস্টিকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় সূত্রোক্ত-০২ নং পত্রের মাধ্যমে বিষয়ে বর্ণিত ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির দখিলকৃত প্রতিবেদনটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে জারীকৃত সূত্রোক্ত-০৪ নং আদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এবং বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ সরবরাহ সুষমকরণের লক্ষ্যে The Customs Act, 1969-এর Section 219(B) -এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নে বর্ণিত আদেশ জারী করছে।

ক) **রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউপি জারীর পদ্ধতিঃ**

i. দেশীয় উৎস হতে মৎস্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার পর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পলিব্যাগ/প্যাকেট উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র ও বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/বন্ড কমিশনারেট হতে সাময়িক ইউপি জারী করতে হবে;

ii. হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের (সেলস্ কন্ট্রাক্ট, পার্চেজ অর্ডার অথবা প্রোফরমা ইনবয়েস এবং বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রে দেশীয় উৎস হতে মৎস্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার পর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কি পরিমান পলিব্যাগ/প্যাকেট প্রয়োজন হবে এবং তা কোন বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদনপূর্বক কবে কোন হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হবে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে। উভয় দলিল সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/বন্ড কমিশনারেট হতে সাময়িক ইউপি গ্রহনকালে সংশ্লিষ্ট বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিল করতে হবে;

iii. বৈদেশিক ক্রেতার নিকট হতে রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংক হতে বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংকে অগ্রিম রপ্তানি মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট অথবা ডেফার্ড পেমেন্টের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় ইউজেন্স এলসি প্রদানপূর্বক বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত প্রাথমিকভাবে সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত প্যাকেজিং পণ্য এবং চূড়ান্ত রপ্তানির সময় ব্যবহৃত লেবেল, পলিব্যাগ, কার্টন ও আনুষঙ্গিক

দ্রব্যাদির মূল্য পরিশোধ করতে হবে। বৈদেশিক ক্রেতা কর্তৃক এ্যাডভ্যান্স পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট এলসি এবং ডেফার্ড পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় ইউজেন্স এলসি প্রদান করতে হবে;

iv. বৈদেশিক ক্রেতার নিকট হতে রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংক হতে বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংকে অগ্রিম রপ্তানি মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট অথবা ডেফার্ড পেমেন্টের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় ইউজেন্স এলসি প্রাপ্তি সাপেক্ষে বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/বন্ড কমিশনারেট হতে চূড়ান্ত ইউপি গ্রহণ করতে হবে;

v. একটি চূড়ান্ত ইউপিতে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি সাইট/ইউজেন্স এলসি অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। চূড়ান্ত ইউপি গ্রহণকালে এতদসংশ্লিষ্ট সাময়িক ইউপি সমন্বয় করতে হবে এবং পূর্বের জারীকৃত সাময়িক ইউপি বাতিল করতে হবে। কোন একটি হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে মৎস্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার পর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পলিব্যাগ/প্যাকেট উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য একটি সাময়িক ইউপি গ্রহণ করলে চূড়ান্ত ইউপির মাধ্যমে তা সমন্বয় না করা পর্যন্ত উক্ত হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে মৎস্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার পর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পলিব্যাগ/প্যাকেট উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য আর কোন সাময়িক ইউপি গ্রহণ যাবে না;

vi. সাময়িক ইউপি গ্রহণের পর অবশ্যই অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ইউপি গ্রহণপূর্বক তা সমন্বয় করতে হবে এবং

vii. যে ক্ষেত্রে দেশীয় উৎস হতে মৎস্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার পর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পলিব্যাগ/প্যাকেট সরবরাহের প্রয়োজন নেই, সে ক্ষেত্রে বৈদেশিক ক্রেতার নিকট হতে রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংক হতে বন্ডেড প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংকে অগ্রিম রপ্তানি মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট অথবা ডেফার্ড পেমেন্টের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় ইউজেন্স এলসি প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্যাকেজিং পণ্য সরবরাহের জন্য সরাসরি চূড়ান্ত ইউপির জন্য আবেদন করা যাবে।

খ) **<u>রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ সরবরাহের ক্ষেত্রে এক্স-বন্ড করার পদ্ধতিঃ</u>**

বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউপি গ্রহণের পর উক্ত ইউপির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্মকর্তা বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বন্ড রেজিষ্টারে সাময়িক ইউপিতে বর্ণিত পরিমাণ কাঁচামাল সাময়িকভাবে এক্স-বন্ড করবেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চূড়ান্ত ইউপি গ্রহণের পর পূর্বোক্ত বন্ড রেজিষ্টারে কৃত সাময়িক এক্স-বন্ড সমন্বয়পূর্বক চূড়ান্তভাবে এক্স-বন্ড করতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)
ফোন নং +৮৮০২-৮৩১৮১০১ (এক্স-৪৩৯)
ই-মেইল- imtiaz.hassan@customs.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

আদেশ

নং-৭(২) শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড/২০০২/১২৬ (১-১০) তারিখ-২০/০৩/১৬ইং

বিষয়ঃ শতভাগ রপ্তানিমুখী হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহ সুষমকরণ।

সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৭(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/৫০৮, তাং-২৭.১২. ১৫।

সূত্রোক্ত আদেশের মাধ্যমে গঠিত কমিটি বর্ণিত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনাধীন রয়েছে। এমতাবস্থায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরবর্তী সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত সূত্রোক্ত পত্রের অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত বন্ড লাইসেন্সি কার্টন এবং প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হিমায়িত মৎস রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিকট পন্য সরবরাহের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে ইউপি জারীর বিধান আপাততঃ স্থগিত করা হলো।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান (রুটিন দায়িত্বে)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
তারিখঃ ২০/০৩/১৬ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৫(৯) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৫৫ তারিখ-০৩/০৪/২০১৬ইং

বিষয়ঃ অলংকার প্রস্তুত ও রপ্তানির লক্ষ্যে বন্ড সুবিধায় শুধুমাত্র Cut and Polished Diamond আমদানির প্রয়োজনীয় আইনগত বিধি বিধান জারী প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১) বেপজার পত্র নং- পত্র নং-০৩.৩১৪.০১৪.০৭.০০.১০৬.২০১১/৩৫০, তাং- ০৫.০৫.১৫;
২) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পত্র নং-রউব/পণ্য-৪/ডঃকাঃপঃ/রপ্তানি/৫৩/২০০৭/৫৫৯৭, তাং- ১১.১১.১৫;
৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৫(৯) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/১৫৪, তাং- ০৩.০৪.১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল।

০২। আমদজী ইপিজেডস্থ বন্ডেড প্রতিষ্ঠান M/S Renaissance Jewellery Bangladesh Pvt. Ltd. কে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের প্রাক্কালে বেপজার সুপারিশের ভিত্তিতে Rough Diamond এবং Cut and Polished Diamond উভয় কাঁচামাল ব্যবহার করে অলংকার প্রস্তুত ও রপ্তানির জন্য কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা হতে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সূত্রোক্ত-০১ নং পত্রে মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের Rough Diamond হতে Cut and Polished Diamond প্রস্তুতকরণের বিষয়টি পণ্য উৎপাদন তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মতামত সাপেক্ষে (কপি সংযুক্ত) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সূত্রোক্ত-৩ নং পত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির আমদানি প্রাপ্যতার তালিকা হতে Rough Diamond হতে বাতিল করে পূর্ববর্তী হারে Cut and Polished Diamond সহ অন্যান্য কাঁচামালের আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

০৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এস.আর. ও নং ১৪৬-আইন/২০০৮, তাং-১২/০৬/২০০৮, রপ্তানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী Cut and Polished Diamond বন্ড সুবিধায় আমদানি ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে কোন বাধা নাই তবে কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনাও নাই। বিদ্যমান এস.আরও এবং প্রজ্ঞাপনসমূহ অমসৃণ হীরা বাংলাদেশে আমদানিপূর্বক Cut and Polished Diamond এ রূপান্তরপূর্বক বিদেশে রপ্তানি সংক্রান্ত। জুয়েলারী খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্টানকে যে বন্ড লাইসেন্স দেয়া হয়েছে তা আইনের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য না হলেও বিদ্যমান এস.আর.ও/প্রজ্ঞাপনের স্পিরিট এর সাথে সংগতিপূর্ণ প্রতীয়মান হয় না। এ পরিপ্রেক্ষিতে মসৃণ হীরা আমদানি করে অলংকার প্রস্তুতের বিষয়ে বিদ্যমান বিধানসমূহে সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা না থাকায় এ বিষয়টি আমদানি নীতি আদেশ এবং রপ্তানি নীতিতে স্পষ্টীকরণের বিষয়ে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ- বর্ণনা মোতাবেক (...............পাতা)।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)
ফোন নং +৮৮০২-৮৩১৮১০১ (এক্স-৪৩৯)
ই-মেইল-imtiaz.hassan@customs.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(১২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭(অংশ-১)/২১৪ তারিখ-১৭/০৫/২০১৬ইং

বিষয়ঃ ফেরতকৃত পণ্য চালান পুনঃরপ্তানির শর্তে খালাস প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মেসার্স অটোমেশন নীট ওয়্যার লিঃ এর ০৭.০২.১৬ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল।

০২। সূত্রোক্ত পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, মেসার্স অটোমেশন নীট ওয়্যার লিঃ এর বি/ই নং- সি ১৩০৯৯৫২, তাং- ১৫.১২.১৫ এর মাধ্যমে ফ্রান্স হতে ফেরতকৃত তৈরী পোশাক The Customs Act, 1969 এর Section-22(c) এর বিধান মোতাবেক পুনঃরপ্তানির শর্তে নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে খালাস ও নতুন বৈদেশিক ক্রেতার নিকট পুনঃরপ্তানির অনুমোদন করার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনাপত্তি জ্ঞাপন করছেঃ

ক) পণ্য খালাসকালে সহকারী কমিশনারের নিম্নে নয় এমন কর্মকর্তা কর্তৃক শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করতে হবে;
খ) কায়িক পরীক্ষার মাধ্যমে পণ্যের যথাযথ এইচ.এস. কোড নিরূপনপূর্বক সুষ্ঠুভাবে শুল্কায়ণ সম্পূর্ণ করতে হবে;
গ) আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য সকল শুল্ককর পরিশোধ ব্যাতিরেকে (AIT ব্যতীত) কেবলমাত্র সরবরাহ পর্যায়ের প্রযোজ্য ৪% মূসকের সমপরিমাণ ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণপূর্বক পণ্য চালান খালাস করতে হবে;
ঘ) পণ্য চালান খালাসের ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে পুনঃরপ্তানি সম্পন্ন করতে হবে;
ঙ) পুনঃ রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্ত করা যাবে;
চ) পণ্য খালাসকালে এবং পুনঃরপ্তানিকালে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আমদানি রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের অনাপত্তিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দাখিল করতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,
(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নং- ৭(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/২৩২ তারিখঃ ২৯/০৫/১৬ ইং।

বিষয়ঃ বন্ডেড প্রতিষ্ঠান থেকে নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠানে ইউপি জারী প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-৭(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২/১২৬, তাং-২০.০৩.১৬
২) কাস্টম হাউস, মংলার পত্র নং-এস/০২/বন্ড/সাউথএশিয়ান/মংলা/২০১২-১৩/২১২৭, তাং-২৫.০৪.১৬;
৩) বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এসোসিয়েশনের ১৯.০৫.১৬ তারিখের পত্র;

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

০২। সূত্রোক্ত পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে অবহিত করা যাচ্ছে যে খুলনাস্থ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কার্টন ও এক্সেসরিজ সরবরাহ সুষমকরণের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ
ক) বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সধারী প্যাকেজিং শিল্প কারখানা ও প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদন পূর্বক আমদানি প্রাপ্যতা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন দায়-দেনার উদ্ভব হলে যদি তা ৫০,০০,০০,০০০ (পঞ্চাশ কোটি) টাকার নিম্নে হয় তবে সকল আইনগত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বন্ডার তা পরিশোধে বাধ্য থাকবেন মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদানের শর্তে আমদানি প্রাপ্যতা ও এর ধারাবাহিকতায় ইউপি প্রদান করা যাবে;
খ) বার্ষিক নিরীক্ষায় কোন দায়-দেনার উদ্ভব হলে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের পর দাবীনামা জারীপূর্বক বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য ন্যায় নির্ণয়ন কার্যক্রম পৃথকভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং
গ) সূত্রোক্ত-০১ নং পত্রের মাধ্যমে বন্ডেড কার্টন এবং প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে শুল্ককরের সমপরিমান ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানপূর্বক ইউপি জারীর বিধান স্থগিত করার পূর্বে এতদসংশ্লিষ্ট জমাকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি সংশ্লিষ্ট বন্ডেড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানি দলিলাদি ও পিআরসি দাখিল করা হলে, তা যাচাইপূর্বক নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে অবমুক্ত করা যাবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,
(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(২৮) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/২৯৯(৩)　　　　　　　তারিখ-২৮.০৭.১৬ ইং।

বিষয়ঃ বিটিএমএ ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ইউপি ইস্যুর ক্ষেত্রে ইউপি দাখিলের বাধ্য-বাধকতা রহিতকরণ এবং শুধু ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র বিপরীতে ইউপি ইস্যু করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা।

সূত্রঃ ১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেও পত্র নং-২(২৮) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/১১৩,　　　　　　তাং:- ১৯.০২.০৯;
২) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার পত্র নং-৫(১৩)৩৩/কাস-বন্ড/লাইঃ/২০১২/পার্ট　　　　নথি-০১/২০১৫/১৭০৯০, তাং-১৫.১২.১৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল।

০২। সূত্রোক্ত পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনা দেখা যায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সূত্রোক্ত-১ নং আদেশ মোতাবেক বিটিএমএ ভূক্ত মিলাঞ্জ সুতা ও পলিস্টার সুতা উৎপাদনকারী বন্ড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইউডি ব্যতিত ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে সাময়িকভাবে ইউপি ইস্যু করার আদেশের কার্যকারিতা বহাল রয়েছে এবং একই বিষয়ে ভিন্নতর কোন আদেশ ইত্যবসরে জারী করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান।

০৩। বিষয়টি সদয় অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিশেষ আদেশ

বিশেষ আাদেশ নং- ২৯/২০১৬/শুল্ক/৩৪৫ তারিখঃ ০৮/০৯/২০১৬ ইং।

বিষয়ঃ ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে খালাসকরণ।

সূত্রঃ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ এর পত্র নং-০৩.৩১৪.০১৪.০০.০৮.০০৬.২০০৮-১২৩৩, তাং-১৪.০৮.১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের সংশ্লেষে The Customs Act, 1969 এর Section 21(b)- এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এস.আর.ও নং-১৩৫-আইন/২০১৫/১৫/কাস্টমস্, তাং-০৪.০৬.১৫ এর TABLE এ বর্ণিত আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতিসমূহ বা যন্ত্রাংশের মূল্য ভিত্তিক ১% (এক শতাংশ) আমদানি শুল্কের সমপরিমান নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণপূর্বক নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে খালাসের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করছেঃ

ক) ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে বেপজা'র নিকট হতে Import Permit (IP) গ্রহণ করতে হবে;
খ) আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য সকল আইনানুগ বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ জারী না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-১(১৬)এনাবিআর/শুল্ক-৪/৯৩(অংশ-১)/৩৫৩(৩) তারিখ-২৪/০৯/২০১৬ইং

বিষয়ঃ ইপিজেডের অভ্যন্তরে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আর্ট পেপারের আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান।

সূত্রঃ ১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নথি নং-১(১৬) এনবিআর/শুল্ক-৪/৯৩(অংশ-১)৬৬২, তারিখ-২৩.১২.১০;
২) কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর এর পত্র নং-৫(১২)৩১/কাস-টেক/বন্ড রেজিঃ/কোয়েস্ট এক্সেঃ/ইপিজেড/নীল/২০০৫(অংশ-১)/১৭৪০, তাং-০৮.০৬.১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে উত্তরা ইপপজেডস্থ প্রতিষ্ঠান মেসার্স কোয়েস্ট এক্সেসরিজ (বিডি) লিঃ এর আমদানি প্রাপ্যতায় ৩০০ জিএসএম এর কম পুরুত্বের আর্ট কার্ড/ডুপ্লেক্স বোর্ড অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মতি জ্ঞাপন করছেঃ

ক) বন্ড লাইসেন্সধারী প্যাকেজ উৎপাদনকারী ৩০০ জিএসএম এর কম পুরুত্বের আর্ট কার্ড/ডুপ্লেক্স বোর্ড প্রথম চালানে ২০' সাইজের এক কন্টেইনার আমদানি করতে পারবেন;

খ) উল্লিখিত এক কন্টেইনার কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির পর যদি আরও এক কন্টেইনার আমদানি করতে চান তবে সে ক্ষেত্রে পূর্বে আমদানিকৃত আর্ট কার্ড/ডুপ্লেক্স বোর্ড রপ্তানির স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত প্রসিড রিয়ালাইজেশন সার্টিফিকেট এবং বেপজা কর্তৃক Need Assesment এর ভিত্তিতে প্রদত্ত অনাপত্তি/সুপারিশপত্র সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস্ এর নিকট দাখিল করতে হবে।

গ) এভাবে পূর্বের এক কন্টেইনার দ্বারা তৈরী পণ্য রপ্তানির বিষয়ে পিআরসিসহ Need Assessment এর ভিত্তিতে বেপজা'র সুপারিশের আলোকে পরবর্তী এক কন্টেইনার আমদানি করা যাবে;

ঘ) অধিকন্তু, আমদনি প্রাপ্যতায় বর্ণিত কাঁচামাল অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডেডো হতে সহগ গ্রহণপূর্বক আমদানিকৃত প্রতিটি চালানের কাঁচামাল গৃহীত সহগ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবহার/রপ্তানি নিশ্চিত করতে হবে।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৩(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৯ (অংশ-২)/ ৩৭০ তারিখ: ৬/১০/২০১৬ইং।

বিষয়ঃ স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সের আওতায় তৈরী পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন।

সূত্রঃ

১) জাঃরাঃবোঃ এর পত্র নথি নং-৩(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৬, তাং-৩০.০৩.৯৮;
২) জাঃরাঃবোঃ এর পত্র নথি নং-৩(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৬/২১৮, তাং-০৬.০৭.০৬;
৩) জাঃরাঃবোঃ এর পত্র নথি নং-২(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০১০/১৬২, তাং-১৩.০৩.১২;
৪) WAC Logistics Limited এর ২৫ শে মে, ২০১৬ তারিখের আবেদন;
৫) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, চট্টঃ এর পত্র নং-৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/তৈরী পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র/৪২/২০১৬/৪৫৮৮, তাং-১৬.০৭.১৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রীয় পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচিত হয়েছে। সুপারভাইজড পদ্ধতিতে WAC Logistics Limited এর অনুকূলে নিম্নে বর্ণিত শর্তে স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও তৈরী পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি প্রদানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মতি জ্ঞাপন করছেঃ

ক. প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ডেড ওয়্যারহাউস পরিচালনার জন্য সূত্রীয়-০১-০৩ এ বর্ণিত আদেশসমূহের বর্নিত প্রযোজ্য শর্তের পাশাপাশি বিদ্যমান আইন, বিধি এবং কমিশনার নির্ধারিত ও লাইসেন্স প্রদত্ত যাবতীয় শর্তবলী পালন করতে হবে;

খ. আলোচ্য স্পোশাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সমূদয় কার্যক্রম যথা তৈরী পোশাকের শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে গুদামজাতকরণ, পরীক্ষা যাচাই, খালাস, রপ্তানি এবং জাহাজীকরণ The Customs ACT 1969 এর একাদশ চ্যাপ্টার এবং সেকশন ১৩ এর শর্ত ও বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনাকারী বন্ডার (পণ্য ওয়্যার হাউস-এ থাকাকালীন) সমস্ত মালামাল ও শুল্ক করের দায়-দায়িত্ব বহন করবেন;

গ. আলোচ্য স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত রপ্তানিতব্য পোশাক ব্যতিত অন্যকোন কাঁচামাল বা অর্ধপ্রস্তুতকৃত পোশাক ইন-টু বন্ড বা অন্য কোন প্রকারে ও পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যাবে না। যে সময়/মেয়াদের জন্য পণ্য তার গুদামে থাকবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে সেই সময়ের জন্য একজন প্রাইভেট বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ হিসাবে সরকারের সকল আইন ও বিধান মেনে চলতে হবে;

ঘ. সুপারভাইজড পদ্ধতি স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স এর আওতায় তৈরী পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে। সুপারভাইজড পদ্ধতি যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শুল্ক কর্মকর্তা পদস্থ হবার পর ওয়্যার হাউসের দায়িত্ব গ্রহণ করা সাপেক্ষে আলোচ্য বন্ডে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু করতে হবে। তৈরী পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সুপারভাইজড পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের নূন্যতম সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা ও একজন সিপাই পদস্থ করতে হবে। তারা সার্বক্ষণিকভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ. কর্তব্যরত অফিসারের অফিস কক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সার্বিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বন্ডার বাধ্য থাকবেন। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী কর্মরত বন্ড অফিসার ও সিপাহীর ওভার-টাইম ও যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন। এ বিষয়ে আদেশ, নীতিমালা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে জারী করতে হবে;

চ. বন্ড অফিসার তার প্রাত্যাহিক কার্যক্রম সম্পর্কে পরের দিন সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তার কাছে সবিস্তারে প্রতিবেদন প্রদান করবেন। উক্ত শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি-কমিশনার/সহকারী কমিশনার তার অধীনস্থ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যাবলীসহ সার্বিক কার্যক্রম তদারিক করবেন এবং তিনি নিয়মিত মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন;

ছ. বন্ডেড প্রতিষ্ঠান ও মান নিয়ন্ত্রন কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, তৈরী পোশাক আগমন ও নির্গমনসংক্রান্ত হিসাব একটি রেজিস্টারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। মালামালের ক্রমিক নং, প্রবেশের সময়, তারখ ও নির্গমন, ক্রেতার নাম, রপ্তানি ঋণপত্র নম্বর, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ইউডি নম্বর উল্লেখ পূর্বক চালান (ইনভয়েস) সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পরীক্ষা করে দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্ড অফিসার উক্ত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে তারিখসহ স্বাক্ষর প্রদান করবেন এবং বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপর একটি কলামে তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন;

জ. পোষাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানির উদ্দেশ্য স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে প্রেরিত তৈরী পোষাকের মাস্টার এলসি নম্বর ও তারিখ, ইউডি নম্বর, ব্যাক টু ব্যাক এলসি নম্বর ও তারিখ, পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, আগমনের সময়, তারিখ, ক্রমিক নম্বর ও নির্গমণের সময়, তারিখ, মন্তব্য ইত্যাদি সম্বলিত একটি ফরমে বিস্তারিত বিবরণী প্রস্তুত করবেন। ফরমে রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ উভয় পক্ষ পৃথক কলামে স্বাক্ষর করবেন। উক্ত স্বাক্ষর সম্বলিত ফরমের এক কপি বন্ডার, এক কপি বন্ড অফিসার (সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) ও এক কপি মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করবেন;

ঝ. পণ্য নির্গমনের পর রপ্তানির উদ্দেশ্যে সরাসরি পাঠাতে হবে এবং রপ্তানি বন্দর পর্যন্ত বর্ণিত তথ্যের সাতে সংগতিপূর্ণ একটি চালানপত্র (ইনভয়েস) মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান ইস্যু করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি রপ্তানিকারকের (গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান) নামে বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্দেশিত) পৃথক আগমন ও নির্গমন হিসাব রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত রেজিষ্টারে বন্ডারের (পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের) প্রতিনিধি, মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রতিনিধি ও বন্ড অফিসার প্রতি কলামে স্বাক্ষর করবেন;

ঞ. পরীক্ষণ ও পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে মালামাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে প্রেরণ এবং পরীক্ষণ ও পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম শেষে মালামাল নির্গমন হবার পর রপ্তানির উদ্দেশ্যে জাহাজীকারণ পর্যন্ত সকল পর্যায়ে মালামালের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকগণ (প্রস্তুতকারী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান) বহন করবেন। তবে, বন্ডেড ওয়্যারহাউস

ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে থাকাকালীন সময়ে মালামারে সম্পূর্ণ দায়–দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী মাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বহন করবেন;

ট. প্রত্যেক বন্ডার বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে রপ্তানি উদ্দেশ্যে মালামাল প্রেরণের পূর্বেই ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে শুল্ক ভবন অনুমোদিত ০৩ (তিন) কোটি টাকা সাধারণ বন্ড প্রদান করবেন এবং প্রত্যেক চালানের ক্ষেত্রে বন্ডারকে এর ছায়ালিপি সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত বন্ডটি প্রতি বছর নবায়নযোগ্য। প্রত্যেক রপ্তানিকারকের জন্য অনুরূপ সাধারণ বন্ড সংরক্ষণের নিমিত্তে মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের দপ্তরের একটি রেজিষ্টারে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে;

ঠ. স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে কোন ধরণের অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে অথবা রপ্তানিকারক (প্রস্তুতকারী) কর্তৃক কোন ধরণের অভিযোগ উত্থাপিত হলে বা কোনরূপ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তার জন্য বন্ডার (মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ) দায়ী থাকবেন;

ড. ১লা জানুয়ারী হতে ৩০ শে জুন এবং ১লা জুলাই থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর মেয়াদ হিসাবে প্রতি বছরে ০২ (দুই) বার মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত ও সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসারের নিকট রক্ষিত রেজিষ্টার সমূহের সাথে শুল্কায়ন গ্রুপে রক্ষিত পাশবই (কাস্টম কপি) মিলিয়ে দেখে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাময়িক রপ্তানি বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পেশ করবেন। মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হতে নির্গমন হওয়া মালামাল যথারীতি ও যথা সময়ে রপ্তানি নিশ্চিত না হলে তা উক্ত প্রতিবেদনে মতামতসহ তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে; এবং

ঢ. স্পেশাল বন্ডে ওয়্যারহাউস ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি ক্ষেত্রে ০২ (দুই) সেট রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে। ০১ (এক) সেট নিয়োজিত বন্ড অফিসার ও অনুরূপ অন্য সেট মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং উভয় কর্তৃপক্ষের (বন্ড অফিসার ও বন্ডার) যৌথভাবে স্বাক্ষর করে তা শুরু ও সমাপ্ত হবে।

০৩। এ আদেশ বর্নিত শর্তসীমা বা অন্য কোন বিষয়ে বা অন্যকোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কোন আপত্তি থাকলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
www.cbc.gov.bd6

নথি নং: ৫(১৩)০৬/বন্ড কমি:/কা:শা:/পলিসি/০১/পার্ট-০১/২০০৩/৮৪৮৪ তাং-১৬/১১/১৬

বিষয়ঃ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা'র সাথে BGMEA এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	ঃ	০১/১১/২০১৬ খ্রি.
সভার সময়	ঃ	বিকাল ৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	ঃ	কনফারেন্স রুম, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
সভাপতি	ঃ	ফৌজিয়া বেগম কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা

০২। সভার শুরুতে কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম সূচনা করেন। সভায় নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার উপস্থিতি তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপিত-

আলোচনা : ০১

বিজিএমইএ প্রতিনিধিগণ জানান, অনেক গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ কারণে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম থাকেনা। কিন্তু আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে যেহেতু আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নেই, সেই বিবেচনায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে স্বয়ংকক্রিয়ভাবে নিরীক্ষা সম্পন্নের অনুরোধ করা হয়। এ দপ্তরের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ জানান, এ জাতীয় ক্ষেত্রে নিরীক্ষা সম্পন্ন জটিল কোন বিষয় নয়, খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন সম্ভব।

সিদ্ধান্ত ঃ

আমদানি-রপ্তানি শুন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরীক্ষা সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা।

আলোচনা : ০২

বিজিএমইএ প্রতিনিধিগণ জানান, অনেক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অডিট সম্পন্ন করে বন্ড লাইসেন্স বাতিল করতে ইচ্ছুক। কিন্তু লাইসেন্স বাতিলের প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বন্ড লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নিকট অন্যান্য শুল্ক ভবন/শুল্ক স্টেশনসমূহে সরকারি পাওনা আছে কিনা ইত্যাদি তথ্য অনলাইনে যাচাই করার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে এ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ বলেন, বন্ড লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রে Customs Act, 1969 এর Section 13 অনুযায়ী কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য শুল্ক স্টেশন হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সরকারি পাওনার তথ্য প্রদান সংক্রান্ত অনুরোধপত্রে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হয়, এর মধ্যে জবাব পাওয়া না গেলে পাওনা নেই মর্মে ধরে নেয়া হয়। কমিশনার মহোদয় বলেন, বন্ড লাইসেন্স দেয়ার সময় যেভাবে প্রতিষ্ঠানের মালিক/পরিচালকগণের এ দপ্তরে সশরীরে উপস্থিত হয়ে স্বাক্ষর প্রদান করেন, বন্ড লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রেও তা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ ভুলবুঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ উপস্থিত না থেকে কমার্শিয়াল অফিসারকে প্রেরণ করেন, অথচ কমার্শিয়াল অফিসার মালিকানা পর্ষদের কেউ নয়। এছাড়া, ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত সংক্রান্ত তথ্য, ফোসর্ড লোন, রপ্তানীতে ব্যর্থতা, অপ্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা রয়েছে কিনা এ সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি না থাকার কারণে বিলম্ব হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

বন্ড লাইসেন্স বাতিলের যথাযথ দলিলাদিসহ আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আইনানুগভাবে লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থাকরণ।

আলোচনা ঃ ০৩

বিজিএমইএ এর প্রতিনিধিগণ যে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ/স্থগিত রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম BGMEA কর্তৃক জারীকৃত UD Statement এবং আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত পাশবই এর ভিত্তিতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সম্পন্নের অনুরোধ জানান। তাঁরা আরো বলেন, যে সকল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। তাদের পক্ষে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনা। যে সকল প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিন ধরে লাইসেন্স স্থগিত করা আছে তাদের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ জারীর সময় থেকে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন ফিসহ বিলম্ব ফি ও অন্যান্য ফি যদি থাকে তা মওকুফের ব্যবস্থাকরণ ও এ বিষয়ে একটি গাইড লাইন প্রণয়নের অনুরোধ করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে এ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ জানান, প্রকৃতপক্ষে রপ্তানি হয়েছে কিনা তা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও সরকারি পাওনা মওকুফের বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

যে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত/বন্ধ রয়েছে তাদের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করা হবে।

আলোচনা : বিবিধ

বিজিএমইএ এর প্রতিনিধিগণ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে কমিশনার মহোদয় তাঁর ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং আলোচ্য বিষয়ে BGMEA কে সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করার অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ

স্বচ্ছতা/জবাবদিহীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহন করা হবে। পাশাপাশি BGMEA কে স্বচ্ছতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৩। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[ফৌজিয়া বেগম] কমিশনার

ফোন ঃ ৯৩৪৭০০০

তারিখ: ১৬/১১/২০১৬ খ্রি.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ৭(৭)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/বিবিধ/২০০৬/৪০১ (২২) তারিখঃ ২৪/১১/২০১৬ ইং।

বিষয়ঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা নির্ধারণ।

সূত্রঃ ১) বেজা এর পত্র নং-০৩.৭৫৯.০১৪.০০.০১.০০২.২০১৫-২০৩৬, তাং-১৯.১০.১৬;
২) জারাবো পত্র নং-৩(১) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/৯৬/২১৮, তাং-০৬.০৭.২০০৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) সমূহ এবং পাবলিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্ত বেসরকারী ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো (আইসিডি) সমূহের জন্য অনুসৃত নীতিমালার সাথে [সূত্র-০২, অনুচ্ছেদ-৪(ছ)] সামঞ্জস্য রেখে স্থাপিতব্য সকল সরকারী ও বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১২ ফুট উচ্চতার সীমানা প্রাচীর ও কমপক্ষে ০৩ ফুট উচ্চতার কাঁটাতারের বেড়া স্থাপনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ- বর্ণনা মোতাবেক (........পাতা)।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

প্রাপক

নির্বাহী চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
বিডিবিএল ভবন, লেভেল-১৫
১২, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
[দৃঃআঃ- জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব, সচিব]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০১১/৪২৮ (৩) তারিখ: ১৪/১২/২০১৬ইং।

বিষয়ঃ ফেরতকৃত পণ্য চালান পুনঃরপ্তানির আবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মেসার্স মৃন্ময় ফ্যাশন এন্ড ট্রেড ইন্টাঃ লিঃ এর ১৬.০৬.১৬ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে নিম্নে বর্ণিত তথ্যসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবগত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলোঃ

ক. মেসার্স মৃন্ময় ফ্যাশন এন্ড ট্রেড ইন্টঃ লিঃ কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বি/ই নং-সি-৪৫৬৬৯, তাং- ১৩.০১.১৫ এর মাধ্যমে ফেরতকৃত ৫৫৫৪ কার্টন (৫৫৫৪০ পিস) Men Basic Shorts পুনঃরপ্তানি করা হয়েছে কি না;
খ. বর্ণিত পণ্য চালান পুনঃরপ্তানি করা না হলে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড গোডাউনে আছে কি না;
গ. বর্ণিত পণ্য চালান পুনঃরপ্তানি করা না হলে এবং তা প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড গোডাউনে থাকালে উক্ত পণ্যের বন্ডিং মেয়াদ আছে কি না;
ঘ. বর্ণিত পণ্য চালান বন্ডেড গোডাউনে থাকলে তার রপ্তানি যোগ্যতা আছে কি না।

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

কার্যবিবরণী

নথি নং- ৭(২) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২-২৮ তারিখ: ১৫/০১/২০১৭ইং।

বিষয়ঃ- হিমায়িত মৎস প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সভাপতি ঃ সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
সভার স্থান ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫৩৪)।
সভার তারিখ ঃ ০৪.০১.২০১৭
সভার সময় ঃ সকাল-১১.০০টা ।

গত ০৪ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলণ কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও মৎস্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভার উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে উপস্থাপিত।

২.০। আলোচনা ঃ- সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয় হিমায়িত মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে বিদ্যমান আইনানুগ বিষয়াদিসহ সার্বিক পরিস্থিত উপস্থাপন করতে সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) কে আহ্বান জানান।

২.১। সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানে সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) জনাব এ, এফ,এম, শাহরিয়ার মোল্লা বলেন, এ বিষয়টি অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্প বন্ড সুবিধার কারণে বিকাশ লাভ করেছে। তবে তৈরী পোশাক শিল্প ও তার ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন শিল্প খাতে এ রকম বিকাশ হয়নি। বাংলাদেশের হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে নিয়োজত প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলো সচল রাখা, অধিক বৈদাশিক মুদ্রা আয় এবং আরো বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কারখানাগুলোকে বিদেশ হতে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ আমদানিপূর্বক প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করে রপ্তানির লক্ষ্যে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড্স এক্সপোর্টস এসোসিয়েশন কর্তৃক গত ৩১ মে, ২০১৬ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়। এ খাতে এখনও কোন বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হয়নি। বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) হতে আবেদন প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর অনুবিভাগের সকল দপ্তরে অর্থাৎ ২৮ টি দপ্তরে এ বিষয়ে মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের উত্তরে এখনও পর্যন্ত ২০ টি দপ্তরের মতামত পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০ টি দপ্তরের মধ্যে ১৪ টি দপ্তর এ খাতে বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হলে দেশীয় মৎস উৎপাদকগণ ক্ষতিগ্রস্থ হবেন এবং বন্ড সুবিধার অপব্যবহরের মাধ্যমে দেশীয় বাজারে বিক্রয় হলে এ খাত সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন বিবেচনায় বন্ড সুবিধা প্রদান করা সমীচীন হবে না মর্মে নেতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন। সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) আরো বলেন, বিদ্যমান আইন অনুযায়ী চিংড়ি আমদানি নিষিদ্ধ। তবে অন্যান্য মাছের ক্ষেত্রে এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা নেই।

২.২। আলোচনার এ পর্যায়ে বিএফএফইএ এর প্রতিনিধি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্প নীতি, রপ্তানি নীতি, মৎস নীতি সর্বত্রই দেশীয় মৎস্য খাতের বিকাশকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিগত ০৩ (তিন) দশকে মৎস প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানিকারক কারখানাগুলি আধুনিকায়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী হিমায়িত মৎস রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বৈদেশিক ক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক খুবই ভাল। তবে দেশীয় উৎস হতে সরবরাহকৃত কাঁচামাল অর্থাৎ চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ সরবরাহের সংকটের কারণে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানিকারক কারখানাগুলি উৎপাদান ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার না হওয়ায় এবং এ ধারাবাহিকতায় রপ্তানির পরিমান

কম হওয়ায় যথোপযুক্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক বাজারে বৈদেশিক ক্রেতার কাছে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি ক্ষেত্রে মৎস অধিদপ্তরের Fish Inspection and Quality Control (FIQC) এর সকল বাধ্য-বাধকতা তারা মেনে চলছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় উৎসের অতিরিক্ত অন্যান্য দেশ থেকে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ আমদানি করে প্রক্রিয়াকরণপূর্বক মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে রপ্তানির ক্ষেত্রে Financial Viability বিবেচনা করে তারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিকট বন্ড লাইসেন্স প্রদানের আবেদন করেছেন। এ খাতে বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হলে এতদসংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান মেনে চলতে তারা উৎসাহী।

২.৩। সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানে আলোচনার এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ বদরুল হাসান বলেন, সকল ধরনের চিংড়ি আমদানি নিষিদ্ধ হওয়ায় বন্ড লাইসেন্স প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সিথিল করা বা প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিএফএফইএ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি পুনঃপর্যালোচনার জন্য আবেদন করতে পারেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মৎস্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে এ বিষয়ে মতামত প্রদান করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে এ খাতে বন্ড লাইসেন্স প্রদানপূর্বক অন্য দেশ হতে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ প্রদান করা হলে দেশীয় উৎপাদকগণ ক্ষতিগ্রস্থ হবেন কি না বা বন্ড সুবিধায় আনীত পণ্য অবৈধভাবে দেশীয় বাজারে প্রবেশ করবে কি না সে সব বিষয় উঠে আসবে। তিনি আরো বলেন বর্তমানে বিশ্বে ভেনামী চিংড়ির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। একারণে অন্য দেশ হতে আমদানির পরিবর্তে বাংলাদেশে ভেনামী চিংড়ি চাষ করে রপ্তানির উপর জোর দেয়া যায়। তিনি সভাপতি মহোদয়কে অবহিত করেন যে, মূলত দেশীয় মৎস্য উৎপাদন খাতকে সংরক্ষণের ও বর্ধনের জন্যই চিংড়ি আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
২.৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির বক্তব্যের পর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ বলেন, দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্যই চিংড়ি আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমান ১০০% যেখানে তৈরী পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন ৭০%। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রতি হেক্টরে চিংড়ি উৎপাদন ৩০০ কেজি থেকে ৫০০০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ০১ লাখ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ সম্ভব হলে প্রায় ৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় সম্ভব। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড) জানতে চান এ খাতে কোন আর্থিক সহায়তার বিষয় আছে কি না। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিনিধি জানান যে, এ খাতে নগদ সহায়তা প্রদানের আইনগত বিধি বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমদানিপূর্বক সব ক্যাপাসিটি ব্যবহৃত হলে দেশীয় উৎপাদকগণের বাজার ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

২.৫। মৎস অধিদপ্তরের প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার শ্রী নিত্য রঞ্জন বিশ্বাস বলেন, বিএফএফইএ তাদের আবেদন ১৪৫টি মৎস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কথা উল্লেখ করলেও বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে ৭৮টি কারখানা সচল । উক্ত ৭৮টি কাখরানার মধ্যে বর্তমানে ৫০টি কারখানা বহির্বিশ্বে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি করে। বর্তমানে এ সকল কারখানায় প্রায় ১.২৫ লাখ মেঃ টন চিংড়ি ও অন্যান্য মাচ প্রক্রিয়াজাত হয়। প্রক্রিয়াজাত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের মধ্যে প্রায় ৭০-৮০ হাজার মেঃ টন স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করা হয়। অবশিষ্ট ৪০-৫০ হাজার মেঃ টন প্রক্রিয়াজাত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি হয়। যদি বিএফএফইএ দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে দেশীয় উৎপাদকদের সহায়তা করেন তবে দেশীয় সরবরাহ সংকট চলে যাবে। বর্তমানে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ দেশীয় উৎস্য হতে সংগৃহীত হওয়ার প্রক্রিয়াজাতকরণের পর রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূল্য দেশে প্রত্যাবাসিত হয়। কিন্তু, এ খাতে বন্ড সুবিধার মাধ্যমে বিদেশ থেকে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ আমদানিপূর্বক প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির ক্ষেত্রে কাঁচামালের মূল্য বাবদ উল্লেখ যোগ্য পরিমান বৈদাশিক মুদ্রা বিদেশে চলে যাবে। এতদ্ব্যতীত, বর্তমানে যে ১২০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয় তা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াজাতকারক না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ কারণে পূর্বেও এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে নেতিবাচক মতামত দেয়া হয়েছিল। এখন এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের মতামত দরকার। মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিনিধি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনায় খাদ্য খাতে রোড ম্যাপ করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে মৎস্য খাত থেকে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং চিংড়ি থেকে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রস্তাবিত বন্ড সুবিধা প্রদান করা হলে এ পরিকল্পনা ক্ষতিগ্রস্থ হবে কি না সে বিষয়টি পর্যালোচনা প্রয়োজন। মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, সাধারণত হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ খাদ্য দ্রব্য হিসেবে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হয়। তবে বাংলাদেশে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মৎসের মূল বাজার ইউরোপ। রপ্তানীকৃত হিমায়িত চিংড়ী ও অন্যান্য মাছ সেখানকার আর্থিকভাবে সম্পন্ন শ্রেণীর জনগণ ক্রয় করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে ইউরোপে এতদসংশ্লিষ্ট প্রচলিত বিধি-বিধানের Compliance বাধ্যতামূলক কাজেই চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ আমদানি করে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িত করে রপ্তানি করতে হলে সে সব দেশ থেকেই কাঁচামাল হিসেবে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ আমদানি করতে হবে যারা ইউরোপ ও আমেরিকাতে রপ্তানির অনুমতি প্রাপ্ত। এ ধরণের দেশগুলি নিজেরাই তাদের অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংগৃহীত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করে বিধায় বাংল্যাদেশে কাঁচামাল হিসেবে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি করতে তারা আগ্রহী হবে মর্মে প্রতীয়মান হয় না।

২.৬। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার যুগ্ম কমিশনার জনাব মোঃ মসিউর রহমান বলেন আমদানি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে লাইসেন্স দিতে বাধা নেই। তেব, লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল খাতে এর প্রভাব পর্যালোচনা করে নতুন নীতিমালা করে বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা প্রয়োজন। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রামের যুগ্ম কমিশনার জনাব মোঃ ফজলুল হক বলেন, বর্তমানে এস.আর. ও ৫৪২-এল/৮৪/৮৮৬/কাস, তাং-১০.১২.৮৪ অনুযায়ী শুল্ককরের সমপরিমান ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানপূর্বক চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ বাংলাদেশে আমদানির পর প্রক্রিয়াজাত করে পুনঃরপ্তানির বিষয়টি চালু আছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যেজাতীয় স্বার্থে নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ খাতে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের নীতিমালা জারী করা যায়। কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনার যুগ্ম কমিশানর জনাব কাজী ফরিদ উদ্দিন এ বিষয়ে বলেন, বিএফএফইএ'র আবেদনে বিদেশ থেকে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ আমদানির পর প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমান কত হতে পারে তা উল্লেখ নেই। যদি এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমান ৩০-৪০% বা তার বেশি হয় তবে এ খাতে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) বলেন, সমগ্র বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় এ খাতে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে দুইটি বিষয়ে বিবেচনা প্রয়োজন। প্রথমতঃ চিংড়ি আমাদানির ক্ষেত্রে বিদ্যামান আইনগত নিষেধাজ্ঞা এবং দ্বিতীয়তঃ দেশীয় উৎপাদান ও রপতানি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিএফএফইএ'র পতিনিধি বলেন, চিংড়ি রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করা পর্যান্ত অন্যান্য মাছের বিষয়ে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের এ কার্যক্রম জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের "ভিশন-২০২১" অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মৎস খাতে ০৫ (পাঁচ) বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করতে হলে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। বন্ড সুবিধায় আনীত পণ্যের Pilferage/Leakage বন্ধ করা এবং মনিটরিং নিশ্চিত করা সম্ভব হলে এখাতে বন্ড সুবিধা প্রদান জাতীয় স্বার্থে লাভ জনক হবে। এই পরিপেক্ষিতে প্রথম সচিব (শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড) বলেন ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতকে উৎসাহিত করা উচিত।

৩.০। আলোচনা এ পর্যায়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, চিংড়ি ব্যতীত অন্যান্য মাছের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা দেয়ার বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিবেচনা করতে পারে। তবে চিংড়ি আমদানির বিষয়ে ফিএফএফইএ হতে আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যালোচনা পূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন, সরকারের যে কোন কর্মাকন্ডে ০২টি বিষয় সর্বাগ্রে গণ্য- প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান এবং দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে কষ্ট সাধ্য হলেও সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তাবায়ন। এ ক্ষেত্রে "win-win approach" নিয়ে রাষ্ট্র এবং বেসরকারী খাত উভয়ের পারস্পারিক লাভজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুষ্ঠিত সভায় আমন্ত্রিত অন্যান্য সকল দপ্তরের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করায় তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, আজকের সভাটি ছিল SWOT Analysis। বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম এবং মায়নামার এক সময় একই সমতলে থাকলেও বর্তমানে ভিয়েতনাম ও মায়ানমার অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিকে সে পর্যায়ে নেয়ার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে বন্ড সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে কোন অপব্যবহার যাতে না হয় সে বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কঠোর থাকবে। তিনি আরো বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবস্থান রপ্তানি বার্ণিজ্য প্রসারে সহায়তা করা। অপর দিকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেশীয় উৎপাদকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সকল ধরণের সহায়ত প্রদান করতে প্রস্তুত।

৪.০। সিদ্ধান্তঃ- সামগ্রিক আলোচনা শেষে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিএফএফইএ হতে প্রাপ্ত হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের আবেদনের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বিবেচনা করবেঃ

ক. প্রথমতঃ- চিংড়ি আমদানির ক্ষেত্রে বলবৎ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত চিংড়ি আমদানিপূর্বক প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন বন্ড সুবিধা প্রদান করা হবে না। এবং

খ. দ্বিতীয়ত ঃ- চিংড়ী ব্যতীত অন্যান্য মাছ আমদানিপূর্বক প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং মৎস্য অধিদপ্তর লিখিতভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে তাদের মতামত অবহিত করবেন। বর্ণিত দপ্তরসমূহ হতে এ বিষয়ে লিখিত মতামত প্রাপ্তির পর মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিকট সার্বিক বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে এবং মাননীয় মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.০। সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/১১.০১.১৭
(মোঃ নজিবুর রহমান)
সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.cbc.gov.bd

বিষয়ঃ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর সাথে বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ০৮.০২.২০১৭
স্থান ঃ মিনি কনফরেন্স রুম, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
সময় ঃ বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
সভাপতি ঃ জনাব ফৌজিয়া বেগম, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
উপস্থিতি ঃ সংলাগ-ক।

সভার শুরুতে কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম সূচনা করেন। সভায় নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র/নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান	বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-৫(২২)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/৫৬৪(২০), তারিখ: ২৩.১১.২০০৮ অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার ৬০% সমপরিমান কাঁচামাল বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা হিসেবে প্রদানের বিধান রয়েছে। তদুপরি সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কোন পর্যায়ে আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধির আবশ্যকতা দেখা দিলে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক ৮০% পর্যন্ত প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যাবে। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত আদেশের আলোকে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হচ্ছেনা এবং আমদানি প্রাপ্যতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বন্ডারগণ অধিকাংশ সময়ে হয়রানির সম্মুখীন হন মর্মে বিজিএপিএমইএ'র সম্মানিত সদস্যগণ উল্লেখ করেন। তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়।	প্রতিষ্ঠানের বিগত মেয়াদের রপ্তানি ও পারফরমেন্স বিবেচনা করে প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০২	গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এবং প্যাকেজিং সেক্টরের পুরো	বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান, বিজিএমইএর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কারখানাকে বন্ডেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রদান করা	বিদ্যমান আইন এবং বোর্ডের প্রজ্ঞাপন ও আদেশে গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এবং

	কারখানা প্রাঙ্গনকে বন্ডের আওতায় গণ্যকরণ	হয়নি। তাই রপ্তানির স্বার্থে এবং হয়রানির হাত হতে রক্ষার জন্য গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এবং প্যাকেজিং সেক্টরের সম্পূর্ণ কারখানাকে বন্ডেড এরিয়া হিসাবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	প্যাকেজিং সেক্টরের পুরো কারখানা প্রাঙ্গনকে বন্ডেড এরিয়া হিসাবে গণ্য করার কোন আইনি সুযোগ রাখা হয়নি।
০৩	বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণপত্র খোলা।	বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান, রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস এক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করে থাকে। এক্ষেত্রে বিল অব এক্সচেঞ্জ, কমার্শিয়াল ইনভয়েস, প্রোফরমা ইনভয়েসসহ সমস্ত ডকুমেন্ট বৈদেশিক মুদ্রায় প্রস্তুত করা হয় এবং কোন ব্যাংক যদি বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলসির পেমেন্ট স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধ করেন সেক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন দায়দায়িত্ব থাকার কথা নয় মর্মে প্রতিনিধিগণ উল্লেখ করেন। কোন ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক এলসির পেমেন্ট স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধ করলে এর দায়ভার এক্সেসরিজ শিল্প প্রতিষ্ঠান বহন করবে না মর্মে বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান।	The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 অনুযায়ী স্থানীয় মুদ্রায় পেমেন্ট পরিশোধের কোন সুযোগ নেই মর্মে এ দপ্তর মনে করে।
০৪	প্রাপ্যতা নবায়নের আবেদন ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তিকরণ।	বিজিএপিএমইএ বন্ড লাইসেন্স নবায়ন ও প্রাপ্যতার জন্য সুপারিশপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান প্রাপ্যতা নবায়নের জন্য আবেদন করলে ০৭ দিনের বেশি সময় লাগার কথা নয় মর্মে প্রতিনিধিগণ উল্লেখ করেন। যদি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে কোন সমস্যা/ঘাটতি থাকে সেক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেয়ার জন্য এবং সকল দলিলাদি সঠিক থাকলে আবেদনের ০৭ দিনের মধ্যে প্রাপ্যতা নবায়নের বিষয়টি নিষ্পত্তির অনুরোধ করা হয়।	প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত দলিলাদি যথাযথ থাকলে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রাপ্যতার আবেদনের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৫	ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) ইস্যুর ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণ	বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান, মাস্টার এলসির সঙ্গে পণ্যের পরিমাণ মিল না থাকার কারণে ইউপি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান	রপ্তানির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ইউপি ইস্যুকালে Master LC দাখিলের সিদ্ধান্ত

	যাচাইকরণ	মাস্টার এলসির বিপরীতে লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করে থাকে। এক্ষেত্রে প্যাকেজিং শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্যের পরিমাণ জানা সম্ভব হয়না। তাই লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলসির সাথে বিজিএমইএকে মাস্টার এলসি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়।	গৃহীত হয়।
০৬	গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এবং প্যাকেজিং খাতে Continuous Bond এর সুবিধা প্রদান বিষয়ে গঠিত কমিটির অগ্রগতি	বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্য বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ এর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের একাধিক স্থান হতে কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে Continuous Bond এর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত সুবিধার আওতায় অত্র এসোসিয়েশনের নাম বহির্ভূত রাখা হয়েছে। অনেক সময় নতুন মেশিনারীজ সংযোজন ও পুনঃবিন্যাসের কারণে কারখানা সম্প্রসারণের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু অন্যত্র কারখানা সম্প্রসারণের স্থানকে একই লাইসেন্সের অন্তর্ভূক্ত করতে চাইলে তা করা হয়না। বিষয়টি সমাধানকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা-কে আহবায়ক করে ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় মর্মে প্রতিনিধিগণ উল্লেখ করেন। কিন্তু উক্ত কমিটির কিছু সদস্য অন্যত্র বদলী হওয়ার কারণে কমিটির কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকায় রিপোর্ট দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে সকল প্রতিষ্ঠানের Continuous Bond সুবিধা প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে Case to Case ভিত্তিতে Continuous Bond সুবিধা প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে এ বিষয়ে জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০২। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা: ২০.০২.২০১৭
(ফৌজিয়া বেগম)
কমিশনার
ফোন: ৯৩৪৭০০০
ই-মেইল: bondcomdhk@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.cbc.gov.bd

নথি নং- ৫(১৩)২৯/কাস-বন্ড/কাস্টমস/২০০৩/১৮৯৫ তারিখ: ১/০৩/২০১৭

অফিস আদেশ

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা হতে প্রাপ্ত পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য, মতামত ইত্যাদি চাওয়া হলে উল্লিখিত পত্র সমূহের বিপরীতে অনেক ক্ষেত্রে কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করে অনিস্পন্ন অবস্থায় ফেলে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে কোন কার্যক্রমের লক্ষ্যে নথি উপস্থাপন করা হলেও উক্ত অনিস্পন্ন বিষয়টি উপস্থাপন করা হয় না। এতে বিষয়টি চাপা পড়ে যায় এবং শাখা সহকারী হতে যুগ্ম কমিশনার পর্যায় পর্যন্ত নথিতে কোন কার্যক্রম অনিস্পন্ন রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয় না। যার ফলে কমিশনারের নিকট বিষয়টি উত্থাপিত না হওয়ার কারণে কোন কাজ পেন্ডিং রয়েছে কিনা এ বিষয়ে তিনি অবহিত থাকেন না। এ ধরণের কার্যক্রমের ফলে কর্তৃপক্ষকে অনেক ক্ষেত্রে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যা অনভিপ্রেত। এ ধরণের পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যকঃ

ক. কোন কর্মকর্তা এ দপ্তর হতে অন্য দপ্তরে বদলী হয়ে গেলে তাঁর নিকট সংরক্ষিত সকল নথির সর্বশেষ অবস্থা তাঁর স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে দিবেন;

খ. বোর্ড/মন্ত্রণালয়ের জরুরী কোন পত্রের তথ্য দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অগ্রগতি পত্র প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে এ ধরনের পত্রের গুরুত্বের বিষয়টি অনুধাবন করে কর্মকর্তাগণ ডায়রীতে নোট করে নেবেন যাতে মনিটর করতে সুবিধা হয়;

গ. বোর্ডের পত্রের উপর পূর্ববর্তী কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রম যা এখনও নিস্পত্তি হয় নি সে সকল ক্ষেত্রে উক্ত নথি নং, সার্কেল/বিভাগ, বিষয় এবং কোন পর্যায়ে কাজটি রয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত রাখতে হবে এবং সে মোতাবেক তা দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঘ. গোপন সূত্র হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তের লক্ষ্যে এ দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন টীম গঠন করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা দাখিল করা হয় না। সে সকল ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যাসহ এ ধরণের কার্যক্রমের তালিকা প্রস্তুত করে দ্রুত নিস্পত্তি করে প্রতিবেদন দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বা: ১/৩/২০১৭
(ফৌজিয়া বেগম)
কমিশনার
ফোন: ৯৩৪৭০০০
ফ্যাক্স: ০২-৯৩৪১০৭৬
ই-মেইল: bondcomdhk@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.cbc.gov.bd

নথি নং-৫(১৩)০৬/০৬/বন্ডকাস:/কা:শা:/পলিসি/০১/পার্ট-০১/২০০৩/২১৩২ তারিখ:-৭/৩/১৭

বিষয়ঃ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর সাথে বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সংশোধনী প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ এ দপ্তরের সমনথির পত্র নং-১৫৯১(১-৬), তারিখ: ২০.০২.২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে জারীকৃত বন্ড সংক্রান্ত নানাবিধ নীতিগত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এন্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে গত ০৮.০২.২০১৭ তারিখে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-০১ এর সিদ্ধান্ত কলাম নিম্নরুপে সংশোধন করা হলোঃ

‘‘প্রতিষ্ঠানের বিগত মেয়াদের রপ্তানি ও পারফরমেন্স সহনীয়ভাবে বিবেচনা করে প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।’’

০৩। উক্ত কার্যবিবরণীর অন্যান্য অংশ অপরিবর্তীত থাকবে।

(মনোয়ারা আক্তার)
সহকারী কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে
ই-মেইলঃ bondcomdhk@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন-বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-৫ (১৩)০৪/কাস-বন্ড/ডিপ্লোমেটিক/বিবিধ/২০১৬ তারিখঃ ৩০.০৩.২০১৭

বিষয়ঃ ''ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেইজড পারসন্স'' বন্ডেড ওয়্যারহাউস সমূহের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নির্দেশনাবলি।

সূত্রঃ ০১। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের স্থায়ী আদেশ নং-০৩/২০০১/, তারিখ: ২৭.১২.২০০২।
০২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-০৪(১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৯/৩৩৪, তারিখ: ২৮.০৮.২০০০।
০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-০৩ (২) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০১, তারিখ: ১৭.১০.২০০৪।
০৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-০৬ (১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/বিবিধ/২০০৬/৫০৭, তারিখ: ২৮.১২.২০১১।
০৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস আদেশ নং-০৩ (২৩)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৮৫/৩০৭(২), তারিখ: ১১.০৬.২০১২।

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর অধিক্ষেত্রাধীন ''ডিপ্লোমেটিক ও প্রিভিলেজড পারসন্স'' ওয়্যার হাউস সমূহের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নির্দেশনাবলীসহ আবশ্যকীয় করণীয় সম্পর্কে সূত্রোল্লিখিত এ দপ্তরের স্থায়ী আদেশ এবং বোর্ডের পত্র/অফিস আদেশ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসে কর্মরত বন্ড অফিসার এবং ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ তা যথাযথ অনুসরণ না করে ইচ্ছামাফিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। পাশবই এবং Exemption Certificate ব্যতীত শুধুমাত্র বন্ডার কর্তৃক দাখিলকৃত ইনভয়েস ও এক্স বন্ড বিল অব এন্ট্রি দাখিলের মাধ্যমে স্বাক্ষরকরত: পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। অথচ, Exemption Certificate এর পরবর্তী পৃষ্ঠা কাস্টমস অথরিটির ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত থাকা সত্বেও উক্ত পৃষ্ঠায় নির্ধারিত ১২ কলামে বিক্রয়ের তথ্যাবলী যথা তারিখ, শিপিং বিলের নং/তারিখ, পণ্যের নাম, সমপরিমাণ মূল্যসহ বন্ড অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তেমনি কাস্টমস পাশবুকেও বিস্তারিত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধপূর্বক স্বাক্ষরের বিধান থাকা সত্বেও বন্ড অফিসার শুধুমাত্র বন্ডার কর্তৃক ইনভয়েস ও এক্স বন্ড দাখিল করা হলে তাতে স্বাক্ষর করছেন। এখানে বন্ডার কর্তৃক পাশবুক/ Exemption Certificate দাখিল ব্যতীত বন্ড অফিসার ইনভয়েস, এক্সবন্ড ও বিল অব এন্ট্রি দাখিল করে তাতে স্বাক্ষর করতে প্রকারান্তে বন্ড অফিসারকে বাধ্য করা হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু ওয়্যারহাউস ইনভয়েস স্বাক্ষর করে পণ্য সরবরাহের অনেক পরে পাশবুকে স্বাক্ষর করিয়ে নিচ্ছেন। এ ধরণের কার্যক্রমের ফলে বন্ড অফিসার কোন পাশবুক/ Exemption Certificate এর অনুকূলে কি পরিমাণ ও মূল্যের পণ্য সরবরাহ করা হলো এবং কতটুকু Balance থাকলো সে সম্পর্কে তার যেমন ধারণা নেই, তেমনি পাশবুক/ Exemption Certificate ব্যতীত যে সকল ইনভয়েস-এ স্বাক্ষর করে পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে সে সকল পাশবুক/ সার্টিফিকেট ভূয়া, অব্যবহৃত, মেয়াদোত্তীর্ণ বা একই পাশবই/সার্টিফিকেটের মাধ্যমে পুনরায় বিক্রয় দেখানো হচ্ছে কি না সে ব্যাপারেও সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকেন না। কোন তথ্য, অর্থাৎ পাশবুক/ Exemption Certificate কপি, ইনভয়েস এবং এক্সবন্ড বিল এর কোন কপি ও বন্ড অফিসার সংরক্ষণ করেন না। অপর দিকে প্রতিটি ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক শুল্কমুক্তভাবে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রির বিক্রয় তথ্যাদির প্রাত্যহিক তথ্য শীট নির্ধারিত ছকে (এ দপ্তরের ২৯/১১/১১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জারীকৃত) সংরক্ষণ করত: মাস শেষে তা সিডিতে ধারণ করে এ দপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা থাকা সত্বেও তা অনুসরন করা হয় না। বরং নির্ধারিত ছকের বাইরে অনিয়মিতভাবে যে তথ্য প্রেরণ করা হয় তা অসম্পূর্ণ। ফলে একটি অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওয়্যারহাউসের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যা, Customs Act, 1969 এর Section 13, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এবং বন্ড লাইসেন্স এর শর্তাবলীর সরাসরি লংঘন।

বর্তমানে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা'র অধীনে বিদ্যমান ও চালু বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা, অধিকতর স্বচ্ছতা, বন্ড সুবিধার অপব্যবহার রোধ ও সরকারি স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে সূত্রে বর্ণিত স্থায়ী আদেশ ও বোর্ডের আদেশসমূহের শর্তাবলী পরিপালনসহ নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী পরিপালনের লক্ষ্যে এ আদেশ জারী করা হলোঃ

(১) ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসে পণ্য বিক্রয়/এক্স বন্ড এর সময় বাধ্যতামূলকভাবে পাশবুক/ Exemption Certificate থাকতে হবে। তাতে বন্ড অফিসার নির্ধারিত কলাম পূরণপূর্বক স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করবেন। এছাড়া, Exemption

Certificate এর পরবর্তী পৃষ্ঠায় যা শুল্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত তাতে, ১২ (বারটি) কলাম যথাযথভাবে পূরণপূর্বক বন্ড অফিসারকে স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করতে হবে। পাশবুক/ Exemption Certificate ব্যতীত কোন ইনভয়েস এবং এক্সবন্ড বিলে স্বাক্ষর করা যাবে না। অন্যথায়, তা অবৈধ বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে ওয়্যারহাউজ কর্তৃপক্ষ বন্ড অফিসারকে তার দায়িত্ব যথাযথ ও আইনানুগভাবে পরিচালনার জন্য সহায়তা করবেন।

(২) বন্ড অফিসার পাশবুক/ Exemption Certificate এর বিপরীতে বিক্রয়ের তথ্য (পণ্যের নাম, বোতল/ক্যান সংখ্যা, প্রতি বোতল/ক্যানের পরিমান লিটার/এমএল উল্লেখসহ সর্বমোট পরিমাণ) লিপিবদ্ধকরত: সীল ও স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

(৩) এক্স বন্ড বিলের তথ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সেখানে পণ্যের বর্ণনার ক্ষেত্রে পণ্যের নাম উল্লেখ, কোন পণ্য কত ক্যান/ বোতল তার পরিমাণ এবং প্রতি বোতল/ ক্যান সমান কত লিটার তা উল্লেখ করতে হবে। এছাড়া প্রতি কেসে কত লিটার সম্পন্ন কতটি ক্যান/ বোতল রয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে।

(৪) ওয়্যারহাউসের দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্ড অফিসার প্রাত্যহিক বিক্রয়ের তথ্য একটি নির্দিষ্ট ফোল্ডারে সংরক্ষণ করবেন। উক্ত ফোল্ডারে বিক্রিত পণ্য সংশ্লিষ্ট পাসবুক, Exemption Certificate, ইনভয়েস ও এক্স বন্ড বিল এর অনুলিপি রাখতে হবে এবং পরবর্তী দিনে তার কপি সদর দপ্তরে প্রেরণ করবেন। বন্ড অফিসার প্রতি মাসের বিক্রয় তথ্যের একটি সমন্বিত (Consolidated Statement) বিবরণী প্রস্তুত করে পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ডাক এবং ই-মেইল যোগে সদর দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি/সহকারী কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রাত্যহিক তথ্যশীট এ দপ্তরের পত্র নথি নং- ৫(১৩)২০/কাস-বন্ড/ডিপ্লো:/ক্রয়-বিক্রয়/০৯/পার্ট-১/১১/১৮০৭৬(৫), ২৯/১১/১১ তারিখে জারীকৃত পত্রের ছকের কলামে পণ্যের বিবরণের ক্ষেত্রে হুইস্কি, বিয়ার ইত্যাদি নামের সাথে কত ক্যান/ বোতল এবং প্রতি বোতল/ক্যান কত লিটার/এমএল সম্পন্ন তা উল্লেখ করতে হবে। এই বিবরণীগুলো প্রতিষ্ঠানওয়ারী সংরক্ষণ করবে শাখা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পরীক্ষাপূর্বক কোন অনিয়ম পেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরত: আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৫) বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক শুল্কমুক্তভাবে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয় তথ্যাদির প্রাত্যহিক তথ্যশীট সংযুক্ত ছকে সংরক্ষণ করতে হবে। মাস শেষে তা সিডি'তে ধারণ করে/ই-মেইল এর মাধ্যমে এ দপ্তরে এবং অপরাপর বন্ডেড ওয়্যারহাউস এ দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্ড অফিসার এর কাছে প্রেরণ করবেন। প্রেরিত তথ্যশীট এ দপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার কম্পিউটার ডাটাবেজে ধারণ করবেন। প্রত্যেক বন্ড অফিসার অপরাপর বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যশীটের সাথে তার অধীনস্ত বন্ডেড ওয়্যারহাউস এর বিক্রয় তথ্য পরীক্ষা করে কোন অনিয়ম/অমিল পেলে তা সাথে সাথে সদর দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি/সহকারী কমিশনারের নিকট পেশ করবেন। অনুরূপভাবে সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখায় নিয়োজিত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানওয়ারী মাসিক বিক্রয় বিবরণীর তথ্যশীট ক্রস ভেরিফিকেশন করে মাসিক প্রতিবেদন ডেপুটি/সহকারী কমিশনারের নিকট পেশ করবেন। কোন অনিয়ম পেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করত: পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৬) প্রত্যেক বন্ড অফিসার দায়িত্ব হস্তান্তরকালে তার উত্তরসূরীদের লিখিতভাবে সকল রেকর্ড, রেজিস্টার, ফোল্ডার ইত্যাদির তথ্য লিখিতভাবে বুঝিয়ে দিয়ে তার দপ্তরের নথিতে কপি সংরক্ষনকরত: একটি কপি সদর দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০৩ (তিন) পাতা।

স্বা: ৩০/০৩/১৭
(ফৌজিয়া বেগম)
কমিশনার
ফোন: ৯৩৪৭০০
ই-মেইল: bondcomdhk@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

www.cbc.gov.bd

নথি নং- ৫(১৩)০১/বন্ড কাস: (সু:ব:)/স্থায়ী আদেশ/১৪/৩০২৯(১০)   তারিখ: ৪/০৪/২০১৭

অফিস আদেশ

সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং, তথা সরকারী রাজস্ব সংরক্ষণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানসমূহে Customs Act, 1969 এর Section 91 অনুযায়ী শুল্ক কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রচলিত বিধিবিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত সেবা গ্রহণের জন্য কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত ফিস বা চার্জ (সংস্থাপন ফি) প্রদান করে। সাধারণত: সুপারভাইজড বন্ড লাইসেন্স গ্রহণকালে আবেদনের সাথে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি নবায়ন মেয়াদে লাইসেন্স নবায়নের প্রাক্কালে এ সংস্থাপন ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

০২। সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসিং কার্যক্রম শুরু করার সময় থেকেই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত একজন সরকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এবং একজন সিপাই এর বেতন স্কেল সর্বোচ্চ সিলিং অনুযায়ী সংস্থাপন ফি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালের কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর অফিস আদেশ অনুযায়ী প্রতিটি সুপারভইজড বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রশাসনিক ব্যয় ১,৮৮,৩৭৩.০০ টাকা নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে জাতীয় বেতন কাঠামো সংশোধিত হওয়ায় জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর সাথে সংগতি রেখে অফিস আদেশ নং-৫(১৩)১৯/বন্ড-কমি:/(সদর)/স্থায়ী আদেশ/০২/৩৮৫৭, তারিখ: ০৯.০৩.২০১৪ এর মাধ্যমে প্রতিটি সুপারভাইজড বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সংস্থাপন ফি ৬,০৪,২০৪.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

০৩। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ০১.০৭.২০১৫ থেকে ৩০.০৬.২০১৬ পর্যন্ত কেবলমাত্র মূল বেতন প্রদান করা হয়েছে। সে আলোকে সংস্থাপন ফি দাঁড়ায় বার্ষিক টাকা ১০,১৯,৩৯১.০০ (দশ লক্ষ উনিশ হাজার তিনশত একানব্বই টাকা), যা ০১.০৭.২০১৫ থেকে ৩০.০৬.২০১৬ মেয়াদ পর্যন্ত পরিশোধযোগ্য। ০১.০৭.২০১৬ থেকে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হওয়ায় সে অনুযায়ী বার্ষিক সংস্থাপন ফি দাঁড়ায় ১২,৭৭,১৬৮.০০ (বার লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত আটষট্টি টাকা), যা ০১.০৭.২০১৬ এর পরবর্তী সময় থেকে পরিশোধযোগ্য।

০৪। এমতাবস্থায়, জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুসারে ০১.০৭.২০১৫ হতে ৩০.০৬.১৬ মেয়াদে বাৎসরিক সংস্থাপন ফি বাবদ টাকা ১০,১৯,৩৯১.০০ (দশ লক্ষ উনিশ হাজার তিনশত একানব্বই টাকা), যা ০১.০৭.২০১৬ এর পরবর্তী মেয়াদ হতে বাৎসরিক সংস্থাপন ফি ১২,৭৭,১৬৮.০০ (বার লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত আটষট্টি) টাকা হারে এবং প্রযোজ্য মূসকসহ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সুপারভাইজড বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হলো।

স্বা: ৪/০৪/২০১৭
[ফৌজিয়া বেগম]
কমিশনার
ফোন: ৯৩৪৭০০০
ই-মেইল: bondcomdhk@gmail.com

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum এর ১ম সভার রেকর্ড নোটিশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলার্স ফোরামের ৮ম সভা ২৭/১০/২০১৫ তারিখ সকাল ১১:০০ টায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আহসান উল্লাহ এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য বাংলাদেশ ব্যাংক এব বাফেদা ও বাণিজ্যিক

ব্যাংকের প্রতিনিধিদের তালিকা যথাক্রমে পরিশিষ্ট ক ও খ তে দেখানো হলো। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় দ্রুত, দক্ষ ও কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবাধর্মী মনোভাব নিয়ে কাজ করার জন্য এবং ব্যাংকের গ্রাহকগণ যাতে অহেতুক হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য উপস্থিত ব্যাংক কর্মকর্তাদেরকে পরামর্শ দেন।

পরবর্তীতে সভাপতি মহোদয় সভার কার্যপত্রে উল্লিখিত আলোচ্যসূচীর বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য ফোরামের সদস্য সচিব বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের যুগ্ম পরিচালক জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিনকে আহ্বান জানান। জনাব মেজবাহ আলোচ্যসূচীতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অতঃপর বিগত সভার (৭ম) গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন/অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১। বিদেশ হতে গৃহীত ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স দ্রুত ও সহজে ছাড়করণে ব্যাংকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যথাযথ গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/এডি শাখাগুলোকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবে।

০২। বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ ও ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ভবিষ্যতে জারীতব্য সকল সার্কুলার/সার্কুলার লেটার বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার পাশাপাশি প্রতিটি এডি ব্যাংকের আন্তর্জাতিক বিভাগ/ট্রেড ডিপার্টমেন্ট ও ট্রেজারী বিভাগে ই-মেইল মারফত জানিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তীতে ব্যাংকগুলো তাদের স্ব স্ব বিভাগ/এডি শাখায় অভ্যন্তরীণ সার্কুলারের মাধ্যমে সার্কুলার/সার্কুলার পত্রসমূহ প্রেরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। এ লক্ষ্যে, ব্যাংকগুলো তাদের স্ব স্ব ব্যাংকের আন্তর্জাতিক বিভাগ/ট্রেড ডিপার্টমেন্ট ও ট্রেজারী বিভাগের দাপ্তরিক ইমেইল ঠিকানা বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগে প্রেরণ করবে প্রেরিতব্য এ রেকর্ড নোটস্ এর পরিপালন পত্রের সাথে)।

০৩। বৈদেশিক মুদ্রা বিধি-বিধান উদারীকরণ এবং হজ্ব উপলক্ষ্যে উদ্ভূত বর্ধিত চাহিদার কারণে বাজারে নগদ বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হওয়ায় নগদ বৈদেশিক মুদ্রা নোটের সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে এডি ব্যাংকগুলো কর্তৃক নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- হাজীদেরকে শুধুমাত্র সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক একই সার্কুলার লেটারে উল্লিখিত বৈদেশিক মুদ্রা ইস্যু করা। উল্লেখ্য, শুধু হজ্ব পালনার্থে সৌদি আরব সফরে বার্ষিক ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা ইস্যুর সুযোগ নেই।
- কার্ডে বা নগদে এফসি ইস্যুর সময় পাসপোর্টে এন্ডোর্সমেন্ট নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ইস্যু রহিতকরণ;
- কার্ডে বা নগদে এফসি ইস্যুর সময় চলতি বৎসরে এ পর্যন্ত কত এফসি ইস্যু/এন্ডোর্সমেন্ট করা হয়েছে তা পরীক্ষাকরণ;
- একাধিক প্রাপ্যতার বিপরীতে হলেও এক সফরে যাত্রীপিছু নগদ মার্কিন ডলার নোটে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) এর বেশী ইস্যু না করা;
- গ্রাহক, গ্রাহক নয় এমন সকলের নিকট হতে নগদ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় সহজীকরণ;
- নগদ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ে কোনরূপ চার্জ আদায় না করা এবং আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহার উৎসাহিত করা।

০৪। রপ্তানি বিল নেগোসিয়েশনে প্রযোজ্য বিনিময় হার নির্ধারণ করার সময় এডি ব্যাংকগুলো তাদের সকল ব্যয় ও ঝুঁকি বিবেচনা করে থাকে যা তাদের বিনিময় হারে প্রতিফলিত হয় বিধায় রপ্তানি বিল নেগোসিয়েশনে বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বহন করবে; কোনবাবে গ্রাহকের উপর অর্পণ করা যাবে না।

০৫। চলতি ২০১৫ সালের পর স্থানীয় মুদ্রায় ফ্রেইট পরিশোধের সুযোগ থাকছে না বিধায় ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার কর্তৃক এফওবি ভিত্তিক রপ্তানি পণ্যের ভাড়া স্ব স্ব এফসি হিসাবের স্থিতি হতে এফসি'তে প্রদান করার লক্ষ্যে ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব স্থাপনে এডি ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় সহায়তা ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৬। ব্যাংকসমূহ সাইট এলসি'র ন্যায় ইউস্যান্স এলসি'র তথ্যও (এলসি স্থাপন, আইএমপি রিপোটিং, বিল অব এন্ট্রি রিপোর্টিং ইত্যাদি) অনলাইনে যথাযথভাবে আপলোড নিশ্চিত করবে।

০৭। এক ব্যাংক কর্তৃক অন্য ব্যাংকের আমদানি দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে কিছু কিছু ব্যাংক কর্তৃক ঢালাওভাবে Irrevocable Reimbursement Undertaking (IRU) ইস্যু করা হচ্ছে মর্মে পরিলক্ষিত হওয়ায় IRU ইস্যুর ঝুঁকি বিবেচনায় ইস্যুকারী ব্যাংক এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি অনুসরণ করবেঃ

- IRU ইস্যুর জন্য প্রতিসঙ্গী ব্যাংকের counterparty limit অনুসরণ করতে হবে। counterparty limit ... ব্যাংকের ALM ও Roreign Exchange Risk Management Guideling অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। ব্যাংক ভিত্তিক counterparty limit ও সর্বোচ্চ IRU limit ব্যাংকের ALCO কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

- IRU ইস্যু একধরনের Contingent liability সৃষ্টি করে বিধায় এটি দৈনিক এক্সচেঞ্জ পজিশন বিবরণী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশনসহ বিভিন্ন বিভাগের রিপোর্টি এর Contingent liability ’র অধীনে আবশ্যিকভাবে রিপোর্ট করতে হবে।

০৮। কিছু কিছু ব্যাংক প্রচ্ছন্ন রপ্তানি তথা মাষ্টার ঋণপত্রের বিপরীতে স্থাপিত অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের দায় বিধি বহির্ভূতভাবে স্থানীয় মুদ্রায় নিষ্পত্তিপূর্বক পিআরসি ইস্যু করছে মর্মে পরিলক্ষিত হওয়ায় নগদ সহায়তা ও শুল্ক-প্রত্যর্পণ সুবিধাদি প্রাপ্তির জন্য মাষ্টার ঋণপত্রের বিপরীতে স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের দায় সংশ্লিষ্ট রপ্তানি আয় হতে বৈদেশিক মুদ্রায় নিষ্পত্তির জন্য এডি ব্যাংকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৯। রপ্তানি ডকুমেন্ট এডি ব্যাংকে দাখিলের পর স্বীকৃতি প্রদানে অহেতুক বিলম্ব এডি ব্যাংকগুলো পরিহার করবে। পাশাপাশি আমদানি দায় যথাসময়ে পরিশোধ নিশ্চিতকল্পে এডি ব্যাংকগুলো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। এসব ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনে লক্ষ্য করা গেলে তা কঠোর মনোভাবের সাথে দেখা হবে।

১০। এডি ব্যাংকের অটোমেশন প্রক্রিয়ায় এক্সচেঞ্জ পজিশন বিবরণী স্বয়ংক্রিয়ভাবে... বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্সচেঞ্জ পজিশন বিবরণী সংশ্লিষ্ট দিনের মধ্যেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে...কবে নাগাদ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে সে বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক আগামী ৩০-১১-২০১৫ তারিখের মধ্যে ব্যাংকের অডিট বিভাগ ও ট্রেজারী বিভাগের প্রধানের যৌথ স্বাক্ষরে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

১১। এডি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ও আইটি বিভাগ বৈদেশিক মুদ্রায় সংঘটিত সকল লেনদেনের অনলাইন রিপোর্ট (২০১৩ ও ২০১৪ সালের লেনদেনসমূহ) নিরীক্ষা পূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টে একটি প্রতিবেদন (উভয় বিভাগের প্রধানের যৌথ স্বাক্ষর ও যোগাযোগের বিবরণ সহযোগে) ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে দাখিল করবে।

১২। প্রতিটি ব্যাংকের ওভারডিউ বিল অব এন্ট্রির মাসিক বিবরণীর তথ্যাদির সাথে অনলাইনে ইমপোর্ট মনিটরিং সিস্টেম হতে প্রাপ্ত রিপোর্টের সামঞ্জস্যতা এবং পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বিবরণী দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। এফই সার্কুলারপত্র নং-২৬, তারিখ ০৯-১২-২০১২ এর নির্দেশনা মোতাবেক সকল সম্পাদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন অনলাইনে রিপোর্ট করার কথা থাকলেও কিছু কিছু ব্যাংকের ওবিইউ এর লেনদেন অনলাইনে ... পরিলক্ষিত হওয়ায় ওবিইউ এর লেনদেন এডি’র লেনদেনের মতই এফইওডি’র পোর্টালে...... হবে।

১৪। ইপিজেড-টু-ইপিজেড, ইপিজেড-টু-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ-টু-ইপিজেড ফরম এর ব্যবহার হতে অব্যাহতি দেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

১৫। ইডিএফ পুনঃভরণ কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গ্রাহকদের নিকট থেকে আবেদন পাওয়ার পর দ্রুত তা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া, ইডিএফ এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণ এবং এফসি ক্লিয়ারিং হিসাবের তথ্য ই মেইলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে দৈনিক ভিত্তিতে প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকগুলো তাদের মনোনীত কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, বিভাগ ও ই-মেইল ঠিকানা বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে akm.kamruzzaman@bb.org.bd ঠিকানায় প্রেরণ করবে।

১৬। ইডিএফ কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ওয়েবপোর্টাল ভিত্তিক একটি সফটওয়্যার (e-refinance) চালু করার লক্ষ্যে ইডিএফ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যাংকগুলোকে তাদেরর রপ্তানিকারকদের তথ্য সংযোজন করার নিমিত্ত user ID ও password দেয়া হয়েছে। যেসকল ব্যাংক এখনো রপ্তানিকারকদের তথ্য সংযোজন সম্পন্ন করতে পারেনি তারা এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তির তারিখ হতে ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে রপ্তানিকারকদের তথ্য সংযোজন সম্পন্ন করবে।

১৭। বিদ্যমান ব্যবস্থায় বিদেশে স্বীকৃত কোর্সসমূহে অধ্যয়নের জন্য বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের অনুকূলে একমুখী এয়ার টিকেটের বিপরীতে এডি ব্যাংক বার্ষিক ভ্রমণ কোটার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়ে প্রাধিকার প্রাপ্ত। এ ধরনের পড়াশুনা চালু থাকা সাপেক্ষে প্রতি পঞ্জিকাবর্ষে প্রযোজ্য বার্ষিক ভ্রমণ কোটার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করা যাবে।

পরিশেষে, সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ..... কার্যকর বৈদেশিক মুদ্রা বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহবান জানান। মূল্যবান মতামত .... মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আহসান উল্লাহ)
আহবায়ক ও
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।

[বিদেশী সংস্থা জড়িত থাকা ইংরেজিতে লিখিত]

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Finance
Internal Resource Division
National Board of Revenue
Segunbagicha, Dhaka.

[Customs]

Standing Order No. 42/2017/Customs/l99 (7). In exercise of the power conferred by Section 13 and Section 2 1 9(B) of the Customs Act, 1969 (IV of 1969), read with item 23 of the third schedule thereof, the National Board of Revenue is pleased to make the following procedures, namely:

The Customs (Economic Zones) Procedures, 2017

1. **Short Title and Extent:**
(I) These procedures may be called the Customs (Economic Zones) Procedures, 2017. (2) They shall apply to all Zones specified by the government under section 4 of the Bangladesh Economic Zones Act, 2010 (Act No. 42 of 2010).

2. **Definitions:**
In these procedures, unless there is anything repugnant in the subject or context-

a) "Act" means the Customs Act, 1969 (IV of 1969);
b) "Zone" means such area as is specified by the Government to be a Zone under section 4 of Bangladesh Economic Zone Act, 2010(42 of 2010).
c) "Authority" means the Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) established under section 17 of the Bangladesh Economic Zones Act, 2010 (Act no. 42 of 2010);
d) "Board" means the National Board of Revenue constituted under the Presidential Order No 76 of 1972;
e) "Commissioner of Customs (Bond)" in relation to a Zone means the Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs authorized by the Board under whose jurisdiction such Zone is situated;
f) "Import" in relation to Zone means import from outside Bangladesh and includes goods brought into a Zone from the Tariff Area or from any Export Processing Zone or from any other Zone;
g) "Export" from a Zone means export to outside Bangladesh and includes goods supplied from a Zone to the Tariff Area or to Export Processing Zones or to any other Zone;
h) "Tariff Area" means any area in Bangladesh outside the limit of a Zone;
i) "Export Processing Area" means the area within the Zone established under Section 07 (a) of the Bangladesh Economic Zone Act, 2010 (Act no 42 of 2010) specified for export- oriented processing/manufacturing industries ;
j) "Domestic Processing Area" means the area within the Zone established under Section 07 (b) of the Bangladesh Economic Zone Act, 2010 (Act no 42 of 2010) specified for processing/manufacturing units to be established to meet the demand of the domestic

market in the Tariff Area;

k) "Commercial Area" means the area within the Zone established under Section 07(c) of the Bangladesh Economic Zone Act, 2010 (Act no 42 of 2010) specified for business organizations, banks, warehouses or any other organization;

l) "Licence" means Bonded Warehouse Licence provided to any person, company or industry as per section-13 of the Customs Act, 1969 and rules made there under;

m) "Licensee" means any person, company or industry in the Zone who has been provided with a Bond Licence as per the Act and the rules made there under:

n) "Bonded Warehouse" means the warehouse where goods/ semi processed goods/raw materials can be stored for export/re-processing/processing/sale in the domestic market of the country;

o) "In-bond" means entry of imported raw materials or semi-finished materials in the bond register as well as in the bonded warehouse which are imported for licensed bonded warehouse industries without paying any duty or taxes in a manner determined by the Board or the Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs authorized by the Board;

p) "Ex-bond" means removal of finished materials or semi-finished materials from the bond register as well as in the bonded warehouse for export or domestic sale which is processed by the licensee from raw materials of semi-finished materials imported without paying any duty of taxes under bond in a manner determined by the Board or the Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs authorized by the Board;

q) "Wastage" means such materials which has been completely or partially damaged and has lost quality to be re-utilized after being used in the manufacturing process;

r) "Defected goods not fit for export" includes processed or manufactured goods which could not qualify for export as per the criteria of the foreign buyer but may be sold to the domestic market.

3. **Procedures in relation to Export Processing Area of the Zone**

3.1 Import of Goods into the Export Processing Area of a Zone:-

a) Subject to Sub-clause 3.1.g and 3.l.h, any goods may be imported into a Zone from outside Bangladesh or from the Tariff Area or from any Export Processing Zone or from another Zone.

b) A separate bill of entry in respect to goods imported by any bonded warehouse in the Export Processing Area of a Zone along with other documents showing details of other goods as required under the Act and the rules made there under shall be presented to the Commissioner of Customs (Bond) for assessment and clearance.

c) Goods imported into a Zone shall be assessed in accordance with the procedure laid down in the Act and the rules made there under.

d) Goods which are entitled to exemption of Customs duties and Value Added Tax on exportation by the government under the Act shall qualify for such exemption when imported by any bonded warehouse in the Export Processing Area of a Zone.

e) Goods imported and admitted into any bonded warehouse in the export processing area of a Zone shall be assessed as per Customs procedure but Customs Duty, Regulatory Duty. Supplementary Duty. Value Added Tax and Advanced Income Tax (if

applicable) will be realized at the time of giving permission for domestic sale.

f) All goods cleared shall be secured and forwarded to the Export Processing Are of a Zone under Customs supervision and a pass shall be sent with the goods specifying the name of the importer and clearing agent, if any, number of conveyance, description and quantity of goods with the marks and numbers and contents thereof and on receipt of the goods in the Zone, the officer of Customs allowing the goods to enter the Zone shall retain the pass.

g) Admission of goods imported for a Zone shall not be refused except when the goods are liable to restrictions or prohibitions imposed on the grounds of public morality or order, public security, public hygiene or health of for veterinary or phyto-pathological consideration or relating to protections of patent, trade mark or copy rights .

h) Hazardous goods may be allowed to be admitted to a Zone only when an area specially designed for its storage is made available within the Zone.

i) Goods admitted to a Zone may remain there for such period as per the provisions of the Act.

3.2 Introduction of Goods into the Export Processing Area of a Zone from Tariff Area:

a) Goods from the Tariff Area required for further processing in the Export Processing Area of the Zone shall be admitted after completion of export formalities which are normally observed for export out of the country.

b) Goods which are entitled to exemption or repayment of Customs duties and Value Added Tax on exportation shall qualify for such exemption of repayment immediately after these have been admitted into any bonded warehouse in the Export Processing Area of a Zone in accordance with the provisions of the Act and the rules made there under.

3.3 Export of Goods from the Export Processing Area of a Zone:

a) Any person exporting goods from any bonded warehouse in the Export Processing Area of a Zone shall follow the export procedure as laid down in the Act and the Rules made there under.

b) Goods cleared for export shall be secured and forwarded to the Customs station under Customs supervision, and a pass shall be sent with the goods, specifying the name of the importer and the clearing agent, if any, number of conveyance, description and quantity of goods with the marks and number and contents thereof, and on receipt of the goods at the Customs stations, the officer of Customs allowing the export of goods shall retain the pass.

c) All Customs formalities regarding removal of goods from the Export Processing Area shall be completed at the Customs stations or at any place within the Zone approved for this purpose by the Commissioner of Customs (Bond).

3.4 Removal of goods from the Export Processing Area of a Zone to Tariff Area:

a) Removal of goods from any bonded warehouse in the Export Processing Area of a Zone for home consumption may be restricted to only such goods as may be prescribed by the Authority and authorized by the Board. The quantity of the goods for removal will be determined by the Commissioner of Customs (Bond), but it shall not exceed more than 20% of the export volume of the concerned bonded warehouse in the previous fiscal

year.

b) Any goods permitted by the Board for entry into the domestic market of the Tariff Area under sub-clause 3.4.(a) may be taken out of the Zone after fulfilling all requirements prescribed under the Act and the rules made there under for import of goods from out of Bangladesh into the Tariff Area.

c) For the purpose of determination of value and the rate of duties and other taxes applicable to goods removed for home consumption shall be determined in accordance with the provisions of the' Act and the rules made there under,

4. Procedures in relation to Domestic Processing Area of the Zone

4.1 Import of Goods into the Domestic Processing Area of a Zone:-

a) Subject to Sub-clause 4.1 (g) and 4.1(h), any goods may be imported into a Zone from outside Bangladesh or from the Tariff Area or from any Export Processing Zone or from another Zone.

b) A separate bill of entry in respect to goods imported into any bonded warehouse in the Domestic Processing Area of a Zone along with other documents showing details of other goods as required under the Act and the rules made there under shall be presented to the Commissioner of Customs (Bond) for assessment and clearance.

c) Goods imported into any bonded warehouse in the Domestic Processing Area of a Zone shall be assessed in accordance with the procedure laid down in the Act and the rules made there under.

d) Goods which are entitled to exemption of Customs duties and Value Added Tax on exportation by the government under the Act shall qualify for such exemption when imported by any bonded warehouse in the Domestic Processing Area of a Zone.

e) Goods imported for any Bonded warehouse in the Domestic Processing Area of a Zone shall be admitted into the Zone with assessment as per Customs procedure but Customs duty. Regulatory Duty, Supplementary Duty. Value Added Tax and Advanced Income Tax (if applicable) will be realized at the time of giving permission for domestic sale.

f) All goods cleared shall be secured and forwarded to the Zone under Customs supervision and a pass shall be sent with the goods specifying the name of the importer and clearing agent, if any. number of conveyance, description and quantity of goods with the marks and Numbers and contents thereof and on receipt of the goods in the Zone, the officer of Customs allowing the goods to enter the Zone shall retain the pass.

g) Admission of goods imported for a Zone shall not be refused except when the goods are liable to restrictions or prohibitions imposed on the grounds of public morality or order, public security, public hygiene or health of for veterinary or phyto-pathological consideration or relating to protections of patent, trade mark or copy rights.

h) Hazardous goods '111ay be allowed to be admitted to a Zone only when an area specially designed for its storage is made available within the Zone.

i) Goods admitted to a Zone may remain there for such period as per the provisions of the Act.

4.2 Introduction of Goods into the Domestic Processing Area of a Zone from Tariff Area:

a) Goods from the Tariff Area required for further processing in the Domestic Processing Area of the Zone shall be admitted after completion of export formalities which are normally observed for export out of the country.
b) Goods which are entitled to exemption or repayment of Customs duties and Value Added Tax on exportation shall qualify for such exemption of repayment immediately after these have been admitted into a' Zone in accordance with the provisions of the Act and the rules made there under.
c) Goods admitted into ant Bonded warehouse in the Domestic Processing Area of a Zone shall be assessed 'as per Customs procedure for record keeping purpose but no demand note will be issued for duty and taxes, if any, until goods are processed and released for sale in the domestic market.

4.3 Export of Goods from the Domestic Processing Area of a Zone:

a) Any bonded warehouse in 'the Domestic Processing Area exporting goods from a Zone shall follow the export procedure as laid down in the Act and the Rules made there under.
b) Goods cleared for export shall be secured and forwarded to the Customs station under Customs supervision. and a pass shall be sent with the goods, specifying the name of the importer and the clearing agent, if any, number of conveyance, description and quantity of goods with the marks and number and contents thereof, and on receipt of the goods at the Customs stat ions, the officer of Customs allowing the export of goods shall retain the pass.

, ,

c) All Customs formalities regarding removal of goods from the Domestic Processing Area shall be completed at the Customs stations or at any place within the Zone approved for the is purpose by the Commissioner of Customs (Bond).

4.4 Removal of goods from the Domestic Processing Area of a Zone to Tariff Area:

a) Removal of goods from a Zone for home consumption may be restricted to only such goods as may be prescribed by the Authority and authorized by the Board.
b) Any goods permitted by the Board for entry into the domestic market or Domestic Tariff Area under sub-clause 4.4(a) may be taken out of the Zone after fulfilling all requirements prescribed under the Act and the rules made there under for import of goods from out of Bangladesh into the Tariff Area.
c) For the purpose of determination of value and the rate of duties and other taxes applicable to goods removed for home consumption shall be determined in accordance with the provisions of the Act and the rules made there under.

5. Procedures in relation to Commercial Area of the Zone:

a) The Commissioner of Customs (Bond) may provide bond licence to any export processing unit and domestic processing unit established in the commercial area of the Zone.
b) The Commissioner of Customs (Bond) may also provide bond licence to warehouse operators established in the commercial area of the Zone who will import raw materials or semi-finished materials for storing and exporting thereof to bonded warehouses in the Zone,

any Export Processing Zone and bonded warehouses in the Tariff Area. The bonding period-of the, materials admissible in such warehouse shall be determined as per the provisions, of the. Act in. relation to the nature of the bonded warehouses the materials are finally destined to. But, the whole period of warehousing shall comprise the period of stay in such warehouse and the period of stay in the bonded warehouse of final user. The whole period of warehousing shall not exceed the bonding period as mentioned in the Act.

c) Subject to sub-clause 5(a) and (b), the Commissioner of Customs (Bond) will not provide bond licence to any bank, financial institution or business office of any kind. But, they shall enjoy privileges in relation with duty and tax as applicable for them for establishing their office in the Zone;

d) For use in any area of the Zone other than raw materials or semi-finished materials, the Board may, from time to time, as prescribed by the Authority, specify the list of goods to be imported without paying any duty or tax by notification in the official gazette as per the provisions of the Act.

6. Inter-bond Transfer:

a) Inter-bond transfer of imported raw materials or semi-finished materials, both temporary and permanent, may be allowed by the Commissioner of Customs (Bond) or any other officer of Customs authorized by the Commissioner of Customs (Bond) in such manner as may be prescribed by the Commissioner of Customs (Bond).

b) Subject to sub-clause 6(a), each inter-bond transfer of imported raw materials 'or semi finished materials which are permitted for by the Commissioner of Customs (Bond) or any other officer of Customs authorized by the Commissioner of Customs (Bond) shall be entered in the Customs 'passbooks or bond registers of both the transferor and the transferee which are preserved either in the importing Customs House/Customs station or in the Customs Bond Commissionerate.

c) Proceed realization certificate (PRC) shall be submitted by the exporter to the Commissioner of Customs (Bond) or any other officer of Customs authorized by the Commissioner of Customs (Bond) within 03 (three) months after export has been completed utilizing the materials collected through inter-bond transfer.

d) The bonded warehouse who is receiving the imported raw materials or semi-finished materials through inter-bond transfer shall submit a permission from the concerned Commissioner of Customs or any other officer authorized by the Commissioner of Customs under whose jurisdiction the receiving bonded warehouse is to the Commissioner of Customs (Bond) or any other officer of Customs authorized by the Commissioner of Customs (Bond) under whose jurisdiction the Zone is.

7. Import Permit and Export Permit:

a) The Authority, on receiving written application in a prescribe manner, may provide Import Permit (IP) to the manufacturing/processing units to import raw materials or semi-finished materials without paying any duty or tax against valid bond licence for further processing and export or domestic sale thereof. The Authority shall determine the

quantity to be approved in an IP on the basis of approved list of raw materials or semifinished materials with corresponding H.S Code and tariff description and at a time import entitlement as annexed with the bond licence of the concerned unit. Number of copies shall be submitted to the concerned officer of Customs as required. On receiving the copy of IP, the concerned officer shall conduct Customs procedures as prescribed in Clause-3 and 4, in accordance with the provisions of the Act and rules made there under, for the materials imported by the manufacturing/processing units established in the Zone.

b) The Authority, on receiving written application in a prescribe manner, may provide Export Permit (EP) to the manufacturing/processing units to export finished or semi finished goods outside Bangladesh without paying any duty or tax against valid bond licence. In case of finished or semi-finished goods supply for home consumption to the domestic market, EP may be issued in the same manner. Number of copies shall be submitted to the concerned officer of Customs. On receiving the copy of EP, the concerned officer shall conduct Customs procedures as prescribed in Clause-3 and 4, in accordance with the provisions of the Act and rules made there under, for the goods to be exported outside Bangladesh or to be supplied for home consumption in the domestic market.

8. Disposal of used machineries, scraps and defected goods not fit for export:

a) Machineries imported by manufacturing/processing units established in any area of the Zone which after setting up and consequential use have become old and/or scrap, having commercial value, may be sold to the Tariff Area, as prescribed by the Authority and permitted by the Commissioner of Customs (Bond).

b) Subject to sub-clause 8(a), the Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs authorized by the Board shall assess the Customs value as per Section-95 of the Act, for selling the used machineries, scraps and defected goods not lit for export to the Tariff Area.

c) Subject to sub-clause 8(a) and (b), used machineries and/or scraps shall be disposed off in the following manner:

i. The concerned unit shall obtain permission of the Ministry of Commerce or as the case maybe. Chief Comptroller of Imports and Exports (CC1E) through the One Stop Service Center of the Zone to sell the used machineries and/or scraps in the Tariff Area.

ii. The person or unit in the Tariff Area also shall obtain permission of the Ministry of Commerce or as the case maybe, Chief Comptroller of Imports and Exports (CCIE) to purchase the used machineries and/or scraps from the unit concerned in the Zone.

iii. The used machineries and/or scraps, as described by the Ministry of Commerce or as the case maybe, Chief Comptroller of Imports and Exports (CCIE), will be

assessed as per the provisions of the Act and rules made there under.

iv. Subject to sub-Clause 8 (c) (iii), used machineries and/or scraps, may be taken out of the Zone after fulfilling all requirements prescribed under the Act and the rules made there under for import of such goods from out of Bangladesh into the Tariff Area.

v. In case of disposal of used machineries, the residual life of the machineries must be declared in writing not less than 10 (Ten) years by an internationally recognized Surveyor.

vi. The value and the rate of duties and other taxes applicable to used machineries and/or scrap, as described by the Ministry of Commerce or as the case maybe, Chief Comptroller of Imports and Exports (CCIE) for sale from the Zone to the Tariff Area, shall be determined on the basis of depreciation. In such cases, the base year for determining the Customs value shall be clearly marked and year-wise depreciation shall not be more than 20% (Twenty Percent). The overall depreciated value shall not be more than 80% (Eighty Percent) of the original import value.

vii. For the purpose of determination of value and the rate of duties and other taxes applicable to used machineries and/or scrap, fraction of 06 (six) months or more than 06 (six) months in a year shall be considered as a full year while calculating depreciation. Fraction of time less than 06 (six) months shall not be taken into account.

9. Warehousing Bond:

Every bonded warehouse licence holder shall execute a warehousing bond as per Section-86 of the Act, read with Rule-12 of the Bonded Warehouse Licensing Rules, 2008.

10. Disposal of Wastage:

a) Upon application of the concerned unit and approval of the Authority, waste materials which have been completely or partially damaged and has lost quality to be re-utilized after being used in the manufacturing process and have no commercial value, shall be completely destroyed according to the provisions of the Bangladesh Environmental Conservation Act, 1995 (I of 1995) in a place outside the production area of the concerned unit on presence of an officer of Customs authorized by the Commissioner of Customs (Bond).

b) A detailed report of the destroyed materials shall be sent to the Commissioner of Customs (Bond) by the concerned unit within 07 (seven) days of the destruction. The Concerned unit shall preserve all documents in relation the destruction process as per the provision of the Act.

c) Upon application of the concerned unit and approval of the Authority, waste materials which have commercial value shall be assessed through physical examination by the officer authorized by the Commissioner of Customs (Bond) and disposed off in the manner prescribed in Clause-8.

11. In-bond and Ex-bond procedure:

a) Verifying the imported raw materials of semi-finished materials with import

document such as L/C, Master L/C, Back-to-back L/C, Sales Contact, Bill of Entry, Invoice, Packing List (whatever may be applicable according to existing rules and regulations) etc. the bond officer will make in-bond in the bond register as well as the bonded warehouse with joint signature of the licensee or any person authorized by the licensee in the prescribed manner.

b) The bond officer shall make ex-bond from the bond register as well as the bonded warehouse of finished or semi-finished materials processed of manufactured by the concerned bonded unit utilizing materials under in-bond with joint signature of the licensee or any person authorized by the licensee in the prescribed manner.

12. Destruction:

Any goods brought into a Zone having been rendered unfit for consumption may be allowed to be destroyed or rendered commercially valueless by an officer of Customs not below the rank of a Assistant Commissioner of Customs (Bond) in such manner as may be prescribed by the Commissioner of Customs (Bond).

13. Bond licence:

a) The Commissioner of Customs (Bond) shall issue license to all persons/industries involved in warehousing, processing, manufacturing, exporting and/or domestic selling of goods in the Zone as per the provisions of the Act and the rules made there under.

b) All manufacturing/processing units established in any area of the Zone shall set machineries according to the project proposal approved by the Authority. The Commissioner of Customs (Bond) or any other officer of Customs authorized by the Commissioner of Customs (Bond) shall conduct a physical examination of the production capacity of the machineries set by the manufacturing/processing units within any area of the Zone according to the project proposal approved by the Authority and measure the warehousing capacity of the bonded unit to determine at a time import entitlement.

c) Subject to sub-clause 13(b), list/lists of to be imported by bonded manufacturing/processing units describing corresponding H.S Code and tariff description as per the FIRST SCHEDULE of the Act and at a time import entitlement will be attached with the bond licence as annex. A copy of the bond licence for each unit in any area of the Zone will be forwarded to be Authority.

14.Annual Audit:

The Commissioner of Customs (Bond) shall carry out annual audit of each person/industry set up in a Zone in such manner as he deems fit.

15.Unaccounted Goods:

If any importer fails to give proper accounts of the imported goods to the satisfaction of an officer Customs not below the rank of an Assistant Commissioner of Customs, the importer shall pay demand an amount equal to the duties and taxes leviable thereon and shall also be liable to pay penalties imposed for such violation under the Act and the rules made there under.

16. Restriction on Removal of Goods from Zones:

No goods shall be taken out of Zone except as provided in rules 5 and 6 or for transfer to another Zone or Export Processing Zone or for being used in the production, manufacture, processing, repair, or refitting in the Tariff Area with the prior permission of Commissioner of Customs (Bond) on such conditions, restrictions and limitations as he may prescribed.

17. Security of a Zone:

a) Each Zone shall be bounded with security walls not less than 12 (twelve) feet. The security wall will be constructed with permanent secured boundary fencing not less than 03 (three) feet. Suitable check posts may be established after approval of the Commissioner of Customs (Bond).

b) The Construction of Check posts shall be carried out by the Authority in accordance with layout plan approved by the Commissioner of Customs (Bond).

c) The Commissioner of Customs (Bond) may impose restrictions on means of access to a Zone and regulate the hours of business, and may keep the means of access to a Zone under supervision and make spot checks on the goods brought into or taken out of the Zone to ensure that these have complied with the provisions of the Act and rules made there under.

18. Placement of Customs Officers:

a) The Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs under whose jurisdiction the Zone is, Shall depot an officer of Customs not below the rank of an Assistant Commissioner to be in charge of conducting Customs procedures in relation to the Zone as authorized by the Commissioner.

b) In addition, necessary number of Revenue Officers, Assistant Revenue Officers and ministerial staff shall be posted in the Zone by the Commissioner of Customs (Bond) to assist the officer in charge of Customs procedures as authorized by the Commissioner.

c) The officer in charge Customs procedures in the Zone shall assign Assistant Revenue Officers who are posted in the Zone by the

Commissioner of Customs (Bond) as Bond Officers to supervise warehousing activities of bonded units.

19. Transport, Residence, Office Space, Logistics and Merchant Overtime (MOT) of Customs Officers:

a) Office space, logistics, residence and transportation for the officers of Customs shall be provided by the Authority as may be prescribed by the Board or the Commissioner of Customs (Bond).

b) Merchant Overtime (MOT) for the officers of Customs shall be paid by the concerned unit in any area of the Zone as per existing rules and regulations.

20. Re-export and Ship Back:
Procedures in relation with re-export and ship back will be laid in such manner, as prescribed by the Commissioner of Customs (Bond) or" any other Commissioner of Customs authorized by the Board under whose jurisdiction the Zone is, on such conditions, restrictions or limitations as he may deem fit.

21. Connectivity with Customs Computer System:
The Authority shall provide all necessary support to the officer of Customs to establish connection with the Customs computerized entry processing system established by the Board for the purposes of the Act.

22. Deposition of Duty and Taxes:
For the purposes of deposition of duty and taxes, the Authority will communicate with Bangladesh Bank and Sonali Bank. Bangladesh Bank and Sonali Bank will established a branch of Sonali Bank authorized with the capacity to deposit duty and taxes against Treasury Challan (TR Challan). The treasury code of the Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs, under whose jurisdiction the Zone is, will be. used as the treasury code in the Treasury Challan (TR Challan).

23. Commissariat management:
Commissariat established in the Zone shall operate under bond licence to import foodstuff, cigars and cigarettes, liquor and beverage and sale then to the foreign investor in the Zone and their foreign technicians or employees working in the Zone as per the notification of the Board.

24. Offences and Penalties:
Any violation of the Act and the rules, regulations, orders and notifications made there under shall be penalized as per the provision of the Act.

25. Application of other rules and regulations:
Any other rules, regulations, orders and notifications by the Board in relation with bonded warehouse management shall Act as complimentary with this standing order.

By the order of the Board,

(Muhammad Imtiaz Hassan)
Second Secretary Customs: Export & Bond)
National Board of Revenue
Date: 02.05.17

Foreign Exchange Policy Department

Bangladesh Bank
Head Office, Dhaka.
www.bb.org.bd.

FE Circular No. 21 **Date : 11 May, 2017**

All Authorised Dealers of
Foreign Exchange in Bangladesh

Foreign Exchange Transactions by the Enterprises of Economic Zones (EZs) in Bangladesh.

Attention of the authorised dealers (AD) is drawn to the FE Circular No. 22, dated August 09, 2016. In consultation with the Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA), it has been decided to issue a new FE Circular by replacing the above mentioned circular as follows:

1. Introduction: By an Act of the Parliament, namely 'The Bangladesh Economic Zones Act, 2010 (Act No. 42 of 2010), Economic Zones (EZs) will be established in all potential areas including backward and underdeveloped regions under the supervision of the BEZA. The broad features relating to the operations of the enterprises in the zones will be published by BEZA. Broad features of foreign exchange regulations relating to the operations of enterprises of EZs are being enumerated in the following para for being compliance by all concerns:

2. Enterprises of EZs and their Category: Throughout this FE Circular, enterprises of EZs will mean industrial enterprises established in different EZs and will also include developers and other service providing enterprises exclusively formed and registered to serve a particular EZ. For foreign exchange regulatory purpose, enterprises of EZs shall be categorized in three types as follows:

(a) 'Type A': 100 percent foreign owned including those owned by Bangladeshi nationals ordinarily resident abroad;
(b) 'Type B': Joint venture between foreign investors and Bangladesh entrepreneurs resident in Bangladesh;
(c) 'Type C': 100 percent owned by Bangladeshi entrepreneurs resident in Bangladesh.

3. Foreign Investment in EZs: Foreign investors are free to invest in EZs, subject to registration with BEZA. Foreign investment in EZs (in 'Type A' and 'Type B' Units) shall have to be reported to Bangladesh Bank within 14 (fourteen) days of issuance of shares favoring non-resident investors as per instructions mentioned in Para 2, Chapter 9, Guidelines for Foreign Exchange Transactions (GFET), 2009 (Volume 1). Such investment shall have to be reported to Statistics Department, Bangladesh Bank also as mentioned in Para 26, Chapter 02, GFET (Volume 2) and subsequent circulars/circular letters. Similarly, transfer of shares of the companies not listed in the stock exchanges, from resident to non-resident, non-resident to resident and non-resident to non-resident shall have to be reported including
additional documents mentioned in Para 2 (B), Chapter 9, GFET 2009 (Volume 1).

4. Maintaining Foreign Currency (FC) Accounts and Taka Accounts by Enterprises of EZs: Enterprises of EZs shall maintain FC accounts without prior permission of Bangladesh Bank as mentioned in Section V, Chapter 13, GFET, 2009 (Volume 1) with ADs. 'Type A' enterprises may also open and maintain such accounts with Offshore Banking Units (OBUs) of scheduled banks of

Bangladesh. Proceeds from exports of goods or providing services by enterprises of EZs shall be retained and used through such FC accounts in accordance with instructions as mentioned in the said Chapter of GFET, 2009 (Volume 1). Besides, equity from foreign shareholders and loan received in foreign currency from authorised sources may be credited in such FC accounts of 'Type A' and 'Type B' enterprises of EZs. In case of inward remittance on account of equity, ADs may issue a certificate with the amount credited in FC account mentioning equivalent Taka as per Format A/Format B attached with FE Circular 09, dated March 19, 2017. Moreover, authorised external loan proceeds may be credited in FC accounts of 'Type C' units of EZs. Enterprises of EZs may open and maintain Taka accounts in the same manner as mentioned in Section V, Chapter 13, GFET, 2009 (Volume 1). However, developers and other service providing enterprises as mentioned in Para 2 of this FE circular may, at the request of the industrial enterprises, receive service charges/fees either in FC or BDT (subject to authorisation by BEZA) for crediting the concerned accounts as the case may as mentioned above. This is to mention here that all foreign currency and local currency payment obligations of EZ enterprises shall be met from FC accounts and BDT accounts of the enterprise concern respectively as mentioned above.

5. Export/Selling of goods from EZs: Selling of goods from EZ to abroad and to other places of Bangladesh through letter of credit (LC) or contract (including sales within EZ, to other EZs, to EPZs, to other areas of Bangladesh) shall be treated as exports. Exports from EZs (abroad/within Bangladesh) are subject to the usual requirement of declaration of exports in 'EXP Form' and repatriation of export proceeds mentioned in Chapter 8 of the GFET, 2009 (Volume 1) and related FE circulars/circular letters issued thereafter. For identification, EXP Forms for these exports should be rubber stamped or over printed with words "EXPORT FROM EZ" in bold letters. Procedures to release of foreign exchange to the enterprises of EZs against exports will be in the same manner as mentioned in Section V, Chapter 13, of the GFET, 2009 (Volume 1).

6. Selling of Bangladeshi goods or raw materials or non-physical contents to enterprises of EZs: Selling of permissible Bangladeshi goods or raw materials to enterprises of EZs through LC or contract shall be against convertible FC only to be received from FC accounts maintained by the enterprises of EZs with ADs (also OBUs for 'Type A' enterprises) as mentioned above subject to compliance with other relevant instructions issued by BEZA, National Board of Revenue and Ministry of Commerce. **S**elling of goods including non-physical contents to enterprises of EZs against payment in FC shall be treated as exports from Bangladesh within the purview of Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (as amended upto September 09, 2015). Therefore, normal foreign exchange regulations concerning declaration of exports on 'EXP Forms' in case of export in physical form and repatriation of proceeds
shall be applicable for exports to EZs from other areas of Bangladesh.

7. Import by enterprises of EZs: For import from abroad by the enterprises of EZs through LC or contract, usual IMP Form reporting procedures will, however, be applicable as mentioned in Chapter 7, GFET, 2009 (Volume 1) and related FE Circulars/Circular Letters issued subsequently. For using foreign exchange fund from AD, instructions as mentioned in Para 20, Section-II, Chapter 16, GFET, 2009 (Volume 1) shall be applicable for enterprises of EZs. However, 'Type C' enterprises of EZs shall be allowed to obtain foreign exchange from ADs to settle obligations for importing capital machinery by the conversion of equivalent equity and/or authorised loan received in local currency. Similarly, ‘Type B’ enterprises may be allowed to convert their local equity/ authorised loan received in local currency into foreign exchange to settle obligations for importing capital machinery if equity/authorised foreign loan received from abroad falls short to meet such obligations.

8. Credit Facilities: For obtaining short term credit facilities from abroad (including from parents, associates or shareholders), other associates in Bangladesh, other banks in Bangladesh (both long and short term, as the case may be) by the enterprises of EZs, instructions mentioned in Section-II, Chapter 16 of GFET, 2009 (Volume 1) and subsequent related FE circulars/circular letters shall be applicable. However, for obtaining medium and long term debt from abroad/OBUs of scheduled banks in Bangladesh by the enterprises of EZs, applications for borrowing approvals shall have to be submitted to Bangladesh Bank through BEZA following the procedures as mentioned in FEID Circular Letter No. 03/2014, dated May 06, 2014.

9. Repatriation of dividend to non-resident Shareholders of 'Type A' and 'Type B' enterprises of EZs: ADs (also OBUs for 'Type A' enterprises) may remit dividends favoring non-resident shareholders of 'Type A' and 'Type B enterprises of EZs without prior permission of Bangladesh Bank subject to observance of the instructions stipulated in Para 31, Chapter 10, GFET, 2009 (Volume 1). However, submission of documents as per instructions mentioned in Para 31(e), Chapter 10, GFET, 2009 (Volume 1) to Bangladesh Bank for post facto approval will not be required though usual reporting, online returns etc. shall be submitted by ADs/OBUs as per instructions mentioned in GFET (Volume 1 & 2) and related FE circulars/circular letters.

10. Repatriation of disinvestment proceeds by non-resident shareholders: Sales proceeds of shares held by non-resident investors of EZ enterprises listed with the stock exchange(s) may be repatriated without prior approval of Bangladesh Bank following the instructions mentioned in Para 3(A), Chapter 9, GFET, 2009 (Volume 1). Repatriation of sales proceeds of shares held by non-resident investors of EZ enterprises not listed with the stock exchange(s) may be effected with prior permission of Bangladesh Bank as mentioned in Para 3(B), Chapter 9, GFET, 2009 (Volume 1) and FE Circular No. 32, dated August 31, 2014.

11. Repatriation of royalty, technical know-how and technical assistance fees: ADs (also OBUs for 'Type A' enterprises) may remit the royalty, technical know-how and technical assistance fees of enterprises of EZs from their FC accounts without prior permission from Bangladesh Bank or BEZA if the total fees and other expenses connected with above mentioned purposes do not exceed the following limits:

(a) for new projects, not exceeding 6% of the cost of imported machinery;
(b) for ongoing concerns, not exceeding 6% of the previous year’s sales as declaredin the income tax returns.

However, remittance of such fees in excess of the prescribed limit is subject to prior specific approval from BEZA. Besides usual reporting to Bangladesh Bank, each transaction shall have to be reported to BEZA also.

12. Working in EZs by foreign nationals: Foreign nationals working in EZs (with validwork permit issued by BEZA) and who have an income in Bangladesh are permitted to makemonthly remittances to the country of their domicile out of their current savings upto 75%(seventy five percent) of their net income as mentioned in Para 8, Chapter 11, GFET, 2009(Volume 1) and FE Circular No. 06, dated April 15, 2013. They are also permitted to remit100% (hundred percent) of leave salary, actual savings and all pension benefits without priorBangladesh Bank approval as mentioned in Chapter 11, GFET, 2009 (Volume 1).

13. Reporting: ADs shall report all foreign exchange transactions of enterprises of EZsthrough 'Online Foreign Exchange Transaction Monitoring System' of Bangladesh Bank.Such transactions are also to be reported in monthly returns to Statistics Department, FEODand other concerned office of Bangladesh Bank in relevant Statements (S-10 and S-11),Schedules, etc. as mentioned in Para 14, Chapter 02, GFET (Volume 2).

FE Circular 04, dated February 14, 2016 and FE Circular No. 22, dated August 09, 2016, hence, shall stand nullified through the issuance of this FE Circular. Please bring the revised directions regarding foreign exchange transactions by enterprises of EZs to the notice of all your concerned constituents. ADs are also advised to provide necessary supports to the investors of EZs.

This FE Circular is issued under the authority of Section 20(3) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act VII of 1947, amended upto September 09, 2015).

Yours faithfully,

(Jagannath Chandra Ghosh)
Deputy General Manager
Phone: 9530092
E-mail: gm.fepd@bb.org.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
www.cbc.gov.bd

নথি নং: ৫(১৩)০৩/কাস-বন্ড/বিবিধ/কাস্টমস নীতি/২০১৫/৪২৬০ তাং-১৬/৫/১৭

বিষয় ঃ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর সাথে বিজিএমইএ এবং বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ০৭.০৫.২০১৭ খ্রিঃ।

স্থান ঃ মিনি কনফরেন্স রুম, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

সময় ঃ বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।

সভাপতি ঃ জনাব ফৌজিয়া বেগম, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

উপস্থিতি ঃ সংলাগ - ক।

বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাদী বিষয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এন্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে গত ০৭.০৫.২০১৭ তারিখ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ফৌজিয়া বেগম, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

বিজিএমইএ

ক্র/নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	রপ্তানিমূখী তৈরী পোশাক শিল্পের অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মেয়াদান্তে অডিটের জন্য দলিলাদি দাখিলের সময়সীমা ৩ মাসের পরিবর্তে ৬ মাস করা প্রসঙ্গে।	বিজিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান, রপ্তানীমূখী তৈরী পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে রপ্তানির পর ইজিএম পেয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাশ বইতে রপ্তানি তথ্যাদি এন্ট্রি, রপ্তানি সম্পাদন হওয়ার পরে ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত হওয়া এবং ব্যাংক হতে পি.আর.সি পাওয়া ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। ডেফার্ড পেমেন্ট প্রত্যাবাসনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ৩-৪ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। উল্লেখিত দলিলাদি দাখিল না করা হলে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয় না। এক্ষেত্রে, মেয়াদান্তে অডিটের জন্য দলিলাদি দাখিলের সময়সীমা তিন মাসের পরিবর্তে ছয় মাস করার বিধান রেখে বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সিং বিধি-মালা ২০০৮ সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়।	বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সিদ্ধান্তের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২	যে সকল	যে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দীর্ঘদিন	ক) অডিট

ক্র/নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ/স্থগিত রয়েছে এবং অডিট দীর্ঘদিন ধরে অনিস্পন্ন রয়েছে তাদের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করার প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার গাইড লাইন প্রণয়ন করা।	ধরে বন্ধ/স্থগিত রয়েছে যে সকল প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ অডিট কার্যক্রম বিজিএমইএ কর্তৃক জারী করা ইউডি স্টেটমেন্ট এবং আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত পাশবই এর ভিত্তিতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য বিজিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ আবেদন জানান। এধরনের প্রতিষ্ঠানের যেহেতু দীর্ঘদিন যাবৎ আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম নেই এবং কারখানা বন্ধ রয়েছে সেহেতু বিবিধ দলিলাদি দাখিল করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এ সময় প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ অডিট নিস্পন্ন হবার পরে সে সকল প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করতে অনিচ্ছুক তাদেরকে বন্ড লাইসেন্স বাতিল করার বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা, এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অডিট অনিস্পন্ন থাকার কারণে প্রযোজ্য জরিমানাদি মওকুফ করার ব্যবস্থা করা এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক স্থগিত করে রাখা হয়েছে সে জন্য তাদের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ জারীর সময় থেকে বন্ড লাইসেন্স নবায়নের ফি সহ বিলম্ব ফি ও অন্যান্য ফি যদি থাকে তা মওকুফ করা এবং এ বিষয়ে একটি লিখিত গাইড লাইন প্রণয়ন করার বিষয়ে বিজিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ আবেদন জানান।	কার্যক্রম শুধুমাত্র ইউডি, কাস্টমস পাশ বই, পিআরসি এর ভিত্তিতে সম্পন্ন করার অবকাশ নেই। বিদ্যমান বিধি/বিধানের আলোকে অডিট কার্যক্রম নিস্পত্তি হওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে বিধায় শুধুমাত্র বর্ণিত ০৩ টি ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া যায়না, এর সাথে অন্যান্য শিপিং ডকুমেন্টস সম্পৃক্ত বিধায় তা যাচাই/পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকে। এখানে সহজীকরণের আইনি গ্রাউন্ডস নেই। খ) বন্ড লাইসেন্স নবায়ন ফি, জরিমানা সহ অন্যান্য ফি মওকুফ করার এখতিয়ার বন্ড দপ্তরের নেই, সরকার মওকুফ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। গ) অনিচ্ছুক ব্যবসা পরিচালনাকারীর বন্ড লাইসেন্স বর্তমানে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে

ক্র/নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
			বিধায় এ ব্যাপারে নতুন করে আলোচনার করা হয়নি।
৩	অন-লাইনের ভিত্তিতে ইউডি সংশোধনী পাঠানো কার্যক্রম শুরু হলে হার্ড কপি সকল কাস্টম পয়েন্টে প্রেরণ না করা এবং মূল হার্ড কপির পরিবর্তে অন-লাইন তথ্যের ভিত্তিতে মালামাল খালাস ও রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন করা প্রসঙ্গে।	বিজিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান, বর্তমানে বিজিএমইএ হতে জারীকৃত ইউডি অন-লাইনে বন্ডে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং অতিসত্বর ইউডি সংশোধনীর তথ্যও অন লাইনে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। অন-লাইনের ভিত্তিতে ইউডি ও সংশোধনীর তথ্য প্রেরণ করার কার্যক্রম শুরু হলে হার্ড কপি বিভিন্ন কাস্টম পয়েন্টে প্রেরণ করা হতে অব্যহতি প্রদান করা এবং মূল হার্ড কপির পরিবর্তে অন লাইন তথ্যের ভিত্তিতে পণ্য খালাস ও রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন করার প্রস্তাব করা হয়। অনলাইনের ভিত্তিতে ইউডি ও সংশোধনীর তথ্য যেহেতু বোর্ডের নির্দেশনার ভিত্তিতেই বিভিন্ন শুল্ক স্টেশনে ASYCUDA World System-এ প্রেরণ করতে হবে সেহেতু ইউডির হার্ডকপি বিভিন্ন কাস্টমস পয়েন্টে প্রেরণ না করা বা প্রেরণ হতে অব্যাহতির বিষয়টিও এক্ষেত্রে বোর্ডের এখতিয়ারাধীন।	এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নির্দেশনা ব্যতীত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয় বিধায় বিজিএমইএ-কে বোর্ডের সাথে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪	বন্ড কমিশনারেট হতে রপ্তানিমূখী তৈরী পোশাক শিল্পের বন্ড সংক্রান্ত যে সব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে সে সকল কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত দলিলাদির সংখ্যা যুক্তি সংগতভাবে হ্রাস করা ও কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা।	রপ্তানিমূখী তৈরী পোশাক শিল্পের বন্ড সংক্রান্ত যে সকল কার্যক্রম বা সেবা বন্ড কমিশনারেট থেকে প্রদান করা হয়ে থাকে যে সকল কার্যক্রমের বিপরীতে প্রযোজ্য দলিলাদির সংখ্যা যুক্তিসংগতভাবে হ্রাস করা এবং কার্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট করে দেয়া হলে জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে মর্মে বিজিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান।	এটি একটি সময় সাপেক্ষ বিষয়। এ বিষয়ে আবেদন করা হলে যাচাই বাছাই স্বাপেক্ষে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিজিএপিএমইএ

ক্র/নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	নির্দিষ্ট পরিমানের বৈদেশিক মুদ্রার রপ্তানি ইউপি গ্রহণ ব্যতিরেকে সম্পন্ন করা।	বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান, বায়ারগণ/গার্মেন্টস শিল্পের মালিকগণ এক্সোসরিজ শিল্পের নিকট দ্রুত মালামাল ডেলিভারী চান যা অনেক সময় ২৪ ঘন্টার মধ্যে সরবরাহ করতে হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এলসি নিয়ে ইউপি সংগ্রহ করে মালামাল সরবরাহ করা সম্ভব হয়না। তাছাড়াও, গার্মেন্টস মালিকগণ ছোট ছোট অর্ডারের বিপরীতে এলসি দিতে অগ্রহী হননা। ছোট ছোট কয়েকটি অর্ডারের বিপরীতে এলসি দিয়ে থাকেন। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এর প্রিভেন্টিভ দল প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক পরিদর্শনে গেলে, সে এলসির বিপরীতে ইউপি নিয়ে মজুদকৃত কাঁচামালের অসামঞ্জস্য পান এবং সংশ্লিস্ট কারখানার বিরুদ্ধে দাবীনামা জারী করে। এক্ষেত্রে এক্সেসরিজ শিল্পের দায়দায়িত্ব কতটুকু তা ভেবে দেখা দরকার মর্মে প্রতিনিধিগণ জানান।	এটি একটি নীতি নির্ধারণী বিষয় বিধায় এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২	ইপিজেড সংক্রান্ত আলোচনা।	বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান, ইপিজেডে অবস্থিত এক্সেসরিজ শিল্প ও ইপিজেডের বাইরে বন্ড কমিশনারেটের অধীনে অবস্থিত শিল্পের মধ্যে আমদানির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে অসম প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে।	The Customs (Export Processing Zones) Rules, 1984, সংশ্লিষ্ট এ্যাক্ট এবং বিভিন্ন সময়ে বেপজা গভর্নর বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ইপিজেড এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ বিষয়ে বন্ড দপ্তরের তেমন করনীয় কিছু নেই। তবে বিদ্যমান বিধি-বিধানের আলোকে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব থাকলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর সাথে

ক্র/নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
			যৌথ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
৩	কারখানায় দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ।	বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান, অনেক সময় দেখা যায় কারখানা পরিদর্শনকালীন সময়ে কাস্টমস কর্মকর্তাগণ কারখানায় দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে থাকেন যা কোনভাবেই কাম্য নয়।	বন্ড দপ্তরের শুদ্ধাচার ও নৈতিকতার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে যুগ্ম-কমিশনার বিষয়টি পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৪	বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলসির পেমেন্ট বৈদেশিক মুদ্রায় দেয়ার পরিবর্তে স্থানীয় মুদ্রায় পেমেন্ট।	বিজিএপিএমইএ'র প্রতিনিধিগণ জানান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে তফশিলি/ বানিজ্যিক ব্যাংকগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলসির পেমেন্ট বৈদেশিক মুদ্রায় দেয়ার বিধান থাকলেও কোন কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা স্থানীয় মুদ্রায় পেমেন্ট করে থাকে। এক্ষেত্রে এক্সেসরিজ শিল্প মালিকগণ অনিচ্ছা সত্বেও স্থানীয় মুদ্রায় পেমেন্ট গ্রহণ করে থাকেন। এ ধরনের পেমেন্টের কারণে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ দাবীনামাসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এক্সেসরিজ শিল্পকে হয়রাণির কি যৌক্তিকতা তা ভেবে দেখা দরকার মর্মে প্রতিনিধিগণ জানান।	The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এবং Guidelines for Foreign Exchange Transactions, 2009 অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সুস্পষ্ট নীতিমালার বাইরে সিডিউল ব্যাংক কর্তৃক স্থানীয় মুদ্রায় মূল্য পরিশোধের কোন সুযোগ নেই। যেহেতু এ দপ্তরের করনীয় কিছু নেই এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর এখতিয়ারাধীন বিধায় বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকে বিজিএপিএমইএ-কে উপস্থাপনপূর্বক তা নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০২। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাঃ ১৬/৫/১৭

(ফৌজিয়া বেগম)

কমিশনার

ফোন : ৯৩৪৭০০০
ই-মেইল : bondcomdhk@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
www.cbc.gov.bd6

নথি নং:৫(১৩)৫০/কাস-বন্ড/লাই:/ফুড বেড/২০১১/পার্ট-০১/২০১৫/৪৩৬২ তাং-১৮/৫/১৭

বিষয়ঃ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশ ফিনিশড্ লেদার, লেদারগুড্স এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিগণের সুপারভাইজড বন্ডের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ০৩.০৫.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	ঃ	০৩.০৫.২০১৭খ্রিঃ
স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
সময়	ঃ	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
সভাপতি	ঃ	ফৌজিয়া বেগম কমিশনার কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা

বাংলাদেশ ফিনিশড্ লেদার, লেদারগুড্স এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ০৩.০৫.২০১৭ তারিখে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা'র সম্মেলন কক্ষে সুপারভাইজড বন্ড এর আওতাভূক্ত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফৌজিয়া বেগম, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা সভাপতিত্ব করেন। সভার শুরুতেই সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগনদের তালিকা 'পরিশিষ্ট-ক'- এ দেখানো হলো :-

সকলের পরিচয় প্রদানের পর বাংলাদেশ ফিনিশড্ লেদার, লেদারগুড্স এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন এর ভাইস চেয়ারম্যান সভার সুযোগ করে দেয়ার জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়।

প্রথমেই বর্ণিত এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিগণ সভাপতি বরাবর নিম্নরুপ প্রস্তাব পেশ করেন :-

প্রস্তাব-১ ঃ সুপারভাইজড বন্ডের সংস্থাপন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১২,৭৭,১৬৮ টাকা। একজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও একজন সিপাই এর বেতন হিসেবে এই ফি ধার্য করা হয়েছে। বন্ডধারী প্রতি ট্যানারীতে দুজন কর্মচারী নিয়োগ করা হয় না। দুই জন কর্মচারী প্রায় ৩০টি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেন। এই অবস্থায় উপকারভোগী ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে সমান হারে ধার্যকৃত ফি ভাগ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।

আলোচনা ঃ এ বিষয়ে এ দপ্তরের যুগ্ম কমিশনার-২ মোহাঃ মসিউর রহমান জানান যে, শুরুর দিকে সুপারভাইজড বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার তুলনায় কর্মকর্তার সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু বর্তমানে সুপারভাইজড বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তুলনামূলকভাবে অফিসারের সংখ্যা কমে গেছে। এই মুহূর্তে লেদারগুডসভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্বেও বর্তমান বেতন কাঠামো তথা আইনি পদ্ধতির আওতায় সংস্থাপন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এ দপ্তর থেকে করণীয় কিছু নেই। পরবর্তীতে সভাপতি বলেন ৩০টি লেদার এন্ড লেদারগুডস সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানরে মধ্যে সংস্থাপন ফি বাবদ ১২,৭৭,১৬৮ টাকা ভাগ করে দেয়া সম্ভব নয়। একজন কর্মকর্তার পক্ষে সব প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে যাওয়া সম্ভব না হলেও সুপারভাইজড বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তারা

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কাচাঁমাল ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে রিকুইজিশন স্লিপ ইস্যু করে থাকে। সুতরাং তারা সার্বক্ষনিকভাবে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও এখানে সুপারভাইজড বন্ড পদ্ধতির আওতায় সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করেন বিধায় আবেদন বিবেচনার আইনি আবকাশ নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ এ দপ্তর থেকে ০৪.০৪.২০১৭ তারিখে জারীকৃত অফিস আদেশ নং-৫(১৩)০১/বন্ড কমি:/(সু:ব:)/স্থায়ী আদেশ/১৪/৩০২৯(১-৪২) অনুযায়ী সংস্থাপন পরিশোধযোগ্য এখানে সংস্থাপন ফি ভাগ করার কোন আইনি গ্রাউন্ডস বিদ্যমান নেই।

প্রস্তাব-২ **ঃ** অডিট না হওয়ার কারণে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা চূড়ান্ত হয়নি-এমন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের চালান সময়মত খালাস না করার কারণে Demurrage দিতে হয়। এরুপ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রত্যয়নপত্র/আদেশ জারী করে ঐ পণ্য চালান খালাসের ব্যবস্থা করলে Demurrage পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থেকে প্রতিষ্ঠনাসমূহ রক্ষা পাবে।

আলোচনা ঃ কোন প্রতিষ্ঠানকেই অডিট ছাড়া প্রাপ্যতা দেয়া হয় না। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের অডিট সম্পন্ন না থাকলেও ৩ মাসের আনুপাতিক হারে সাময়িক ভাবে প্রাপ্যতা দেয়া হয়ে থাকে। সভাপতি বলেন, প্রাপ্যতা পেতে যে সকল দলিলাদি প্রয়োজন তা ঠিকসময়ে যথাযথভাবে দাখিল করা হলে প্রাপ্যতা দ্রুত হওয়ার কথা। তবে দলিলাদি অসম্পূর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ, প্রতিটি দলিলাদি একটির সাথে আরেকটি সম্পৃক্ত বিধায় সার্বিক দলিলাদির ভিত্তিতে যাচাই /পরীক্ষা করতে হয়। রপ্তানি সংক্রান্ত সকল দলিলাদি দাখিল করা হলে তখন ৭-১০ দিনের মধ্যেই অডিট/প্রাপ্যতা দেয়া সম্ভব।

এ বিষয়ে সমিতির প্রতিনিধি বলেন, বার্ষিক অডিটের জন্য কাগজপত্র তৈরী করতে ৫-৭ দিন সময় লাগে। নিরীক্ষাকালীন সময়ে পোর্টে যে কাচাঁমাল Demurrage দিতে হয় তার বিষয়ে ৩ মাসের সাময়িক আমদানি প্রাপ্যতার বিষয়টি তাদের জানা ছিল না। ৩ মাসের সাময়িক আমদানি প্রাপ্যতার ব্যাপারে তিনি আরও সদয় নির্দেশনা চান। এ বিষয়ে কমিশনার বলেন, ৩ মাসের সাময়িক আমদানি প্রাপ্যতা ঢালাও ভাবে দেয়া হয় না। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স বিবেচনায় নিয়ে প্রাপ্যতা দেয়া হয়। তবে, তার সংখ্যা সীমিত। এছাড়া, দ্রুত অডিট সম্পন্নের লক্ষ্যে সকল দলিলাদি দাখিল হলে ৭-১০ দিনে অডিট সম্পন্ন হলে তখন ৩ মাসের সাময়িক আমদানি প্রাপ্যতার বিষয়টি থাকে না।

প্রতিনিধি আরও বলেন, কাঁচামাল পোর্টে আসলে তা ছাড় করাতে প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর প্রয়োজন পড়ে। এ বিষয়ে এ দপ্তরের যুগ্ম কমিশনার-১ বলেন, যদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রত্যয়নপত্রের জন্য আবেদন করে তাহলে তা দেয়া হবে। এ বিষয়ে কমিশনার জানতে চান, এল.সি গুলো কিসের ভিত্তিতে এবং কখন খোলা হয় এবং তার সময় কিভাবে নির্ধারণ করা হয়। জবাবে সমিতির প্রতিনিধিগণ জানান, যেহেতু Export cannot be Stopped সেহেতু এল.সি গুলো বিক্রেতার অর্ডার এর ভিত্তিতে খোঁলা হয়। নিরবচ্ছিন্ন রপ্তানির সাথে মাঝে মাঝে আমদানিকৃত কাঁচামাল নবায়ন মেয়াদ শেষ হবার পরে বন্দরে এসে যায়। নবায়ন মেয়াদ শেষ হলে অর্থাৎ আমদানি প্রাপ্যতা বহাল না থাকায় আমদানিকৃত পণ্য খালাসের সময় তখন প্রত্যয়ন পত্রের প্রয়োজন হয়। জবাবে কমিশনার মহোদয় বলেন, এল.সিগুলো এমন ভাবে খোলতে হবে যেন কাঁচামাল নবায়ন মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই বন্দরে এসে যায়। তাহলে এ ধরণের প্রত্যয়ন পত্র সংক্রান্ত বিড়ম্ভনা এড়ানো যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ নবায়নের ব্যাপারে সকল দলিলাদি সঠিকভাবে দাখিল করতে হবে। সেক্ষেত্রে অডিট ৭-১০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে পারফরমেন্স বিবেচনা করে প্রত্যয়নপত্র দেয়া যেতে পারে। তবে, ঢালাওভাবে সম্ভব নয়।

প্রস্তাব-৩ **ঃ** বন্ডধারী এক প্রতিষ্ঠান থেকে অনুরুপ আরেকটি প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত পণ্য প্রচ্ছন্ন রপ্তানী হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আলোচনা ঃ যুগ্ম কমিশনার-১ বলেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আন্তঃবন্ড স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসাবে বিবেচনার বিষয়টি আইন দ্বারা নির্ধারিত। প্রতিনিধি জানান, ট্যানারী গুলো থেকে চামড়া যখন স্যু ফ্যাক্টরীতে যাচ্ছে তখন তা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসাবে বিবেচনার জন্য। কারণ ট্যানারীগুলো ঐ চামড়াকে রপ্তানি হিসাবে দেখাতে পারছে না। কমিশনার বলেন, যেহেতু সরাসরি রপ্তানীকারক হিসেবে বিবেচিত এই বিষয়ে বোর্ডের কোন আদেশ

থেকে থাকলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যতটুকু জানা যায় এতদবিষয়ে বোর্ডের কোন আদেশ বা নির্দেশনা পত্র নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ এ বিষয়ে বিদ্যমান আদেশ ও এসআরও এর বাইরে করণীয় কিছু নেই। নীতি নির্ধারণী বিষয় বিধায় সংশ্লিষ্ট সমিতি বোর্ডে আবেদন করতে পারেন।

প্রস্তাব-৪ ঃ সকল ট্যানারী স্থানান্তর স্বল্প সময়ে এক যোগে করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি ট্যানারীর বন্ড স্থানান্তরের জন্য পৃথক পৃথক স্থানান্তর অনুমোদন জারী না করে ৬ মাসের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য একটি জেনারেল আদেশ দেয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে পরিবর্তিত কাগজপত্র দাখিল করে প্রতিটি ট্যানারী পৃথকভাবে স্থানান্তর অনুমোদন করিয়ে নেবে।

আলোচনা ঃ এ বিষয়ে সমিতির প্রতিনিধি আলোচনাকালে বলেন, সকল ট্যানারীসমূহ সাভারে স্থানান্তর লক্ষ্যে অত্র দপ্তর হতে একটি জেনারেল অর্ডার করার জন্য। পরবর্তীতে দলিলাদি দাখিল করে স্থায়ী স্থানান্তরের অনুমতি গ্রহণ করবে। কমিশনার বলেন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা, অবস্থান পৃথক। সুতরাং, এখানে জেনারেল আদেশ দ্বারা সব কিছু COVER করা সম্ভব নয়। সকল কারখানা যেহেতু সাভারে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো একই জায়গায় অবস্থানের কারণে কায়িক পরিদর্শন সম্ভব তাই এক্ষেত্রে জেনারেল অর্ডার বাস্তবসম্মত নয়। তবে এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সময়ে কাজটি যাতে সম্পন্ন হয় তা মনিটর করা হবে বলে সভাপতি জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ ৬ (ছয়) মাসের বিষয়টি বিবেচনা করা সম্ভব নয় তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রস্তাব-৫ **ঃ** প্রতি বর্গফুট চামড়ায় ব্যবহার্য কেমিক্যালের আনুপাতিক প্রাপ্যতার সময় সীমা বাতিল করা এবং নতুন পণ্য উৎপাদন কিংবা ফ্যাশন ডিজাইন পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্যতা পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আলোচনা: এ বিষয়ে ডেডো দপ্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমুহকে ডেডোতে আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সহগের বিষয়টি ডেডো'র আওতাধীন। এ বিষয়ে ডেডো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখে।

প্রস্তাব-৬ **ঃ** কারখানা বন্ধ করে দেয়ার ফলে স্টকে রাখা কেমিক্যাল ব্যবহারও বন্ধ রয়েছে। আমদানিকৃত পণ্য ব্যবহারের সময় সীমা ২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৪ বছর করা প্রয়োজন।

আলোচনা ঃ প্রতিনিধির পক্ষ হতে কেমিক্যালস দ্বারা উৎপাদিত পণ্য (প্রক্রিয়াজাত চামড়া) এর মেয়াদ ০৪ (চার) বছর করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বন্ডিং মেয়াদের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন বিধায় এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। তবে, কেমিক্যাল দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বন্ডিং মেয়াদ ০৪ বছর করা হলে পণ্যের গুনগত মান হ্রাস পেতে পারে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই বোর্ডে আবেদন করতে হবে।

এম এ আওয়াল, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিনিশড্ লেদার, লেদারগুড্স এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন সবার পক্ষ থেকে কমিশনার মহোদয়-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বা: ১৮/৫/১৭

(ফৌজিয়া বেগম)

কমিশনার

ফোন : ৯৩৪৭০০০

ফ্যাক্স : ০২-৯৩৪১০৭৬

ই-মেইল : bondcomdhk@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিশেষ আদেশ

বিশেষ আদেশ নং- ৫৬/২০১৭/কাস্টমস/২৮৬ (১৮) তারিখ: ১৩/০৬/২০১৭ইং।

বিষয়ঃ ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদানকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণ।

সূত্রঃ ১) এস, আর, ও নং-৫৬-আইন/২০১৭/০৪/কাস্টমস, তাং-১৪.০৩.১৭;
২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশোধনী নোটিশ নং-২(৯) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২ (অংশ-১)/১৪৪, তাং-০৬.০৪.১৭;
৩) বেপজা এর পত্র নং-০৩.৩১৪.০১৪.০০.০০.০৭৭.২০১৪-৩৮৬, তাং-১৮.০৫.১৭।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ শর্ত সাপেক্ষে শুল্কমুক্তভাবে খালাসকরণের লক্ষ্যে এস, আর, ও নং-৫৬-আইন/২০১৭/০৪/কাস্টমস, তাং-১৪.০৩.১৭ জারী করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, The Customs Act, 1969 এর Section-219(b) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এতদসংশ্লিষ্ট বিশেষ আদেশ নং-২৯/২০১৬/শুল্ক/৩৪৫, তাং-০৮.০৯.১৬ স্থগিত করা হলো।

০৩। এতদ্ব্যতীত, ইতোমধ্যে পূর্বোক্ত বিশেষ আদেশে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের বিপরীতে দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি, উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কারখানায় যথোপযুক্ত ভাবে স্থাপন ও ব্যবহারের স্বপক্ষে বেপজা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র প্রদানের ভিত্তিতে অবমুক্তির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশক্রমে,

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

Foreign Exchange Policy Department

Bangladesh Bank
Head Office, Dhaka
www.bb.org.bd

FE Circular No. 25 Date: 14 June, 2017

All Authorized Dealers in
Foreign Exchange in Bangladesh

Dear Sirs,

Operations of Taka Accounts for enterprizes of Export Processing Zones (EPZs) and Economic Zones (EZs).

Paragraph 31 (i), chapter 13 of the Guidelines for Foreign Exchange Transactions-2009 (GFET), Volume-1 permits Type A industrial units in EPZs to retain 100% of their repatriated export proceeds in Foreign Currency (FC) Accounts. The balances held in FC accounts are usable for utilization of all foreign payment obligations and encashable for local currency disbursements or for crediting Taka accounts to meet payment obligations in Taka. This paragraph also stipulates operational instructions of Taka accounts to credit payment received in Taka against specified sales subject to approval from Zone Authority, payment of duties/taxes etc.

02. Paragraph 31 (ii), chapter 13 of the GFET, Volume-1 permits Type B and Type C industrial units in EPZs to retain specified portion of their repatriated export proceeds in FC accounts and the remainder in Taka account after encashment. This is to clarify that besides encashment from FC accounts, Taka accounts of Type B & Type C industrial units may also be credited with authorized payment received in Taka in accordance with same instructions as stipulated in paragraph 31(i) ibid. This clarification is also applicable for FE Circular No.21, dated 11 May 2017, to execute transactions in Taka accounts by Type B and Type C enterprizes of EZs.

Please bring the above clarification to the notice of all your concerned constituents.

Yours Faithfully,

(Jagannath Chandra Ghosh)
Deputy General Manager
Phone: 9530092

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
www.cbc.gov.bd

নথি নং: ৫(১৩)৩৩/বন্ডকমি:/ বিজিএপিএমইএ/২০০১/৫৩৯৬ তাং-৪/৭/২০১৭

বিষয় : কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর কর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ)-এর প্রতিনিধিগণের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	:	১৪.০৬.২০১৭
স্থান	:	কনফারেন্স রুম, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
সময়	:	দুপুর ১২.০০ ঘটিকা।
সভাপতি	:	জনাব ফৌজিয়া বেগম, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ)-এর প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে গত ১৪.০৬.২০১৭ তারিখে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা'র সম্মেলন কক্ষে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধাপ্রাপ্ত প্লাস্টিক পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব ফৌজিয়া বেগম, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা সভাপতিত্ব করেন। সভার শুরুতেই সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের তালিকা 'পরিশিষ্ট-ক'-এ দেখানো হলো:

সকলের পরিচয় প্রদানের পর বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ)-এর সভাপতি সভার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়।

প্রথমেই বর্ণিত এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিগণ সভাপতি বরাবরে পূর্ব নির্ধারিত এজেন্ডা মোতাবেক আলোচ্য বিষয় পেশ করেন:

আলোচ্য বিষয় ১ : বিপিজিএমইএ এর সদস্যভুক্ত প্লাস্টিক পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক বন্ডেড প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ ১৪/২০০৮ অনুসরণ করার অনুরোধ জানানো হয়।

আলোচনা : এ প্রসঙ্গে সভার সভাপতি জনাব ফৌজিয়া বেগম, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা জানান যে, কোন প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিপুল অঙ্কের দাবীনামা সম্বলিত মামলা থাকলে বা Customs Act, 1969 এর ২০২ ধারা জারি থাকলে সেক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা হয় না। তবে কারখানা সচল রাখার স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবেদনের ভিত্তিতে তিন (০৩) মাসের অথবা ছয় (০৬) মাসের সাময়িক আমদানি প্রাপ্যতা দেওয়া হয় তবে কখনই ঢালাওভাবে দেয়া হয় না। একই প্রসঙ্গে এ দপ্তরের যুগ্ম কমিশনার-২ মোহাঃ মসিউর রহমান জানান যে, মামলাজনিত কারণে কারখানা যেন বন্ধ হয়ে না যায় সে স্বার্থ বিবেচনায় রেখেই এ ধরণের কিছু প্রতিষ্ঠানকে তিন (০৩) মাসের/ছয় (০৬) মাসের সাময়িক আমদানি প্রাপ্যতা দেওয়া হয়েছে। তবে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য। বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ আদেশ, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম এবং রপ্তানি পারফরম্যান্স বিবেচনা করে প্রাপ্যতা প্রদান করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত : এক্সেসরিজ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম এবং রপ্তানি পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-১৪/২০০৮, তারিখ: ২৯.০৬.২০০৮ অনুসরণ মোতাবেক বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ২	: LDPE/LLDPE কাঁচামালের এইচ.এস.কোড এক হওয়ায় বন্ড লাইসেন্সে এদের প্রাপ্যতা একই সাথে প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক উক্ত দুটি পণ্যের এইচ.এস.কোড বিভাজন হচ্ছে।
আলোচনা	: এ প্রসঙ্গে সভায় উপস্থিত বিপিজিএমইএ-র সভাপতি জানান যে, LDPE/LLDPE উভয় কাঁচামালই ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক আনুপাতিক হারে মিশ্রিত করে পণ্য উৎপাদন করা হয়। এসোসিয়েশন এর পক্ষ হতে উক্ত কাঁচামালদ্বয়ের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করার পরই সুপারিশ করা হয়। এই প্রসঙ্গে সভার সভাপতি বলেন যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাপ্যতার আবেদনে LDPE এবং LLDPE এর ব্যবহারের Ratio তথা অনুপাত উল্লেখ না থাকায় অনুমোদন প্রদান জটিল হয়ে পড়ে। প্রাপ্যতার আবেদনে সুস্পষ্টভাবে কোন কাঁচামাল কি পরিমাণে ব্যবহৃত হবে তা উল্লেখ থাকলে এই জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে। এছাড়া, LDPE/LLDPE-র H.S.Code অভিন্ন হলেও দু'টো পণ্যের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে এবং মূল্যের ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। সেক্ষেত্রে পৃথকভাবে প্রাপ্যতা প্রদান বাস্তবসম্মত বলে সভাপতি উল্লেখ করেন।
সিদ্ধান্ত	: বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার আবেদনে LDPE এবং LLDPE এর পরিমাণ পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং এ দপ্তর থেকেও পৃথকভাবে প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে।
আলোচ্য বিষয় ৩	: স্থানীয় বাজার হতে মূসক-চালান দিয়ে কাঁচামাল ক্রয় করলে উক্ত কাঁচামালকে বন্ডেড পণ্য হিসেবে গণ্য করার অনুরোধ জানানো হয়।
আলোচনা	: এ প্রসঙ্গে সভার সভাপতি জানান যে, বন্ডেড লাইসেন্সের সুবিধার স্পিরিট হলো প্রতিষ্ঠান বিদেশ হতে আমদানিকৃত অথবা দেশের অভ্যন্তরে BBLC-র বিপরীতে সংগৃহীত কাঁচামালের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন পূর্বক প্রচ্ছন্ন রপ্তানি করবেন। শুল্ক-কর মুক্ত ভাবে কাঁচামাল ক্রয়ের পাশাপাশি শুল্ক-করাদি প্রদান করে কাঁচামাল ক্রয়ের বিষয়টি বন্ড সুবিধার spirit-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যে কোন একটি সুবিধা চলমান থাকা বিধানসম্মত। তবে বিশেষক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে স্বল্প পরিমাণ কাঁচামাল কোন প্রতিষ্ঠান যদি স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করে পণ্য উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ করে, তবে অবশ্যই স্থানীয় ক্রয়ের অব্যবহিত পরমুহূর্তেই তা বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে হবে। বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি না থাকলে স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত কাঁচামালকে বন্ডেড কাঁচামাল হিসেবে গণ্য করার কোন সুযোগ নেই।
সিদ্ধান্ত	: পণ্য উৎপাদনে বিশেষ প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে স্থানীয় বাজার হতে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হলে তা বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে হবে এবং বিদ্যমান নিয়মাবলী অনুসরণ করে রপ্তানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
আলোচ্য বিষয় ৪	: ইউপিতে HDPE ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না ফলে বন্ডেড প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাংক ইন্টারেস্ট গুনতে হচ্ছে ও রপ্তানি বাজার হারাতে হচ্ছে।
আলোচনা	: বিপিজিএমইএ-র সভাপতি সভায় জানান যে, আন্তর্জাতিক পোশাক ব্র্যান্ডগুলো তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিপনণে হ্যাঙ্গার ব্যবহার করেন। বাংলাদেশের প্লাস্টিক দ্রব্যাদি উৎপন্নকারী বন্ডেড প্রতিষ্ঠানসমূহ এর একটি বড় অংশ প্রতিনিয়ত ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করে আসছেন। সুতরাং HDPE ব্যবহারের অনুমোদন না দেওয়ার কোন কারণ নেই। এই প্রসঙ্গে সভার সভাপতি সভায় উপস্থিত ইউপি-১ বিভাগের সহকারী কমিশনারের নিকট ব্যাখ্যা চাইলে তিনি জানান যে, ইউপিতে হ্যাঙ্গার-এর উল্লেখ থাকলে বর্তমানে তার ভিত্তিতে ইউপি দেওয়া হচ্ছে।
সিদ্ধান্ত	: প্রতিষ্ঠানে মেশিনারিজের উপস্থিতি ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে HDPE প্রদান করা হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করা হবে।
আলোচ্য বিষয় ৫	: ইউপি ইস্যুতে মজুদ যাচাই এর ফলে অযথা বিলম্বের দরুন ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক পণ্য ডেলিভারিতে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।
আলোচনা	: এ প্রসঙ্গে যুগ্ম কমিশনার-২ জানান যে, নতুন লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান প্রথমবার ইউপি নিতে আসলে অথবা কোন প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ইউপি আবেদন করলে সেক্ষেত্রে তার মজুদকৃত পণ্য ইউপি আবেদন মোতাবেক সঠিক আছে কী না তা যাচাই করা হয়। এ সংখ্যা একেবারেই নগন্য। এসোসিয়েশনের মোট সদস্য

সংখ্যা ১৪০০ টি। সেক্ষেত্রে প্রতিমাসে ২/১ টির বেশি প্রতিষ্ঠানে মজুদ যাচাই করা যেতে পারে। এভাবে অতীতেও মজুদ যাচাই কার্যক্রম নেয়া হয়েছিল, বর্তমানেও একইভাবে হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত : ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে অধিক, মধ্যম এবং নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যায়ক্রমে মজুদ যাচাই কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে আসছে এবং তা বহাল থাকবে।

আলোচ্য বিষয় ৬ : কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কর্তৃক মামলা/কারণ দর্শাও নোটিশের মাধ্যমে ডিমান্ড নোট জারি করে দাবীকৃত অর্থ জমা দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। এতে প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আলোচনা : এ প্রসঙ্গে সভার সভাপতি অবহিত করেন যে, কারণ দর্শাও নোটিশ জারীর মাধ্যমে বিচারিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান যদি মনে করে দাবীকৃত রাজস্ব সঠিক এবং যথাযথ তখন বিচারিক কার্যক্রম চলাকালে দাবীকৃত অর্থ পরিশোধে কোন আইনি বাধা নেই। বরং অনেক প্রতিষ্ঠান স্বতঃস্ফুর্তভাবে দাবীনামার টাকা এভাবে পরিশোধ করে আসছেন যাতে নমনীয় মনোভাব নিয়ে দন্ডের পরিমাণ অধিক আরোপিত না করে। কারণ দর্শাও নোটিশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে এ দপ্তরের অনীত অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং শুনানির মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আহবান জানানো হয়। ন্যায় নির্নয়ন আদেশে প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হলে উচ্চতর আদালতে আপীল করার সুযোগ বহাল থাকছেই।

সিদ্ধান্ত : দাবীকৃত রাজস্বের বিষয়ে যদি প্রতিষ্ঠানের কোন আপত্তি না থাকে সেক্ষেত্রে দাবীনামা জারীর পর দাবীকৃত রাজস্ব পরিশোধে কোন আইনি বাধা নেই এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়েই তা পরিশোধযোগ্য।

আলোচ্য বিষয় ৭ : সরাসরি রপ্তানিকারক বন্ডেড গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে সমগ্র কারখানার স্থান বন্ডেড এলাকা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এক্সেসরিজ প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বন্ড গুদামকে বন্ডেড এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে বন্ডেড গার্মেন্টস কারখানার মত পুরো প্রতিষ্ঠানের স্থানকে বন্ডেড এলাকা হিসেবে বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়।

আলোচনা : এ প্রসঙ্গে সভার সভাপতি বলেন বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নীতি নির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এ বিষয়ে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর পক্ষ হতে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব নয়।

আলোচ্য বিষয় ৮ : পারচেজ অর্ডারের বিপরীতে এক্সেসরিজ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে পণ্য সরবরাহের অনুমতি প্রদান করা।

আলোচনা : সভায় আগত বিপিজিএমইএ প্রতিনিধি জানান যে, গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এক্সেসরিজ শিল্প প্রতিষ্ঠানে পারচেজ অর্ডারের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহের অর্ডার দিয়ে থাকলে পরবর্তীতে উক্ত পারেচজ অর্ডারের ভিত্তিতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি জারি করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এলসির মাধ্যমেও এক্সেসরিজ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পণ্য সরবরাহের অর্ডার প্রদান করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, পারচেজ অর্ডারের বিপরীতে পণ্য সরবরাহকালে প্রয়োজনীয় দলিলাদি না পাওয়ার কারণে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ও কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট পণ্য সরবরাহে বাধার সৃষ্টি করছেন।

এ প্রসঙ্গে সভায় আগত বিপিজিএমইএ-এর সভাপতি জানান বাস্তবতা এমন যে অনেক সময় এলসি পাওয়ার পূর্বেই পণ্য সরবরাহ করতে হয়। সুতরাং, বাস্তবতার নিরীখে পারচেজ অর্ডারের বিপরীতে পণ্য সরবরাহকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করা সময়ের দাবী।

সভার সভাপতি জানান যে, পারচেজ অর্ডারের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিবিএলসির পরিবর্তে ইউজেন্স এলসি প্রদান করা হয়। পারচেজ অর্ডার হলো ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার ক্রয় সংক্রান্ত একটি চুক্তি যাতে তৃতীয় কোন পক্ষ যেমন- ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা এসোসিয়েশন ইত্যাদির কোন সংশ্লেষ থাকেনা। ক্রস-চেকিং এর মাধ্যমে পারচেজ অর্ডারের সত্যতা নিরূপণের কোন সুযোগ নাই। ফলে পারচেজ অর্ডারকে প্রমাণসিদ্ধ দলিলরূপে গণ্য করা যায় না। পারচেজ অর্ডারে মূল রপ্তানির ব্যাংকিং লেনদেন সংক্রান্ত এক্সপোর্ট এল.সি ও স্থানীয় লেনদেন সংক্রান্ত লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলসির তথ্য না থাকায় মূল রপ্তানির বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত হচ্ছে কী না সে বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া যায় না। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, যেহেতু ইতিমধ্যেই BGAPMEA কর্তৃক এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথ সভা আয়োজনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

সিদ্ধান্ত : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্ণিত বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের মতামত আহবান করেছে। সেক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা যায়।

আলোচ্য বিষয় ৯ : মজুদ যাচাইয়ে কাঁচামাল অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হলে তা আমলে নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

আলোচনা : বিপিজিএমইএ সভাপতি জানান যে, ক্রেতার অর্ডার বেশি থাকলে অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাল মজুদ করে রাখতে হয়। এক্ষেত্রে তিনি প্রস্তাব রাখেন যে, পণ্য জাহাজীকরণের তারিখ থাকলে বন্ড গুদামে মজুদকৃত অতিরিক্ত কাঁচামাল আমলে নেয়া যেতে পারে।
এ প্রসঙ্গে সভার সভাপতি জানান যে, বন্ড গুদামে অতিরিক্ত কাঁচামাল পাওয়া গেলে তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট প্রমানাদি সহকারে দাখিল করলে তা আইনানুগভাবে নিস্পত্তি করা হবে।

সিদ্ধান্ত : বন্ড গুদামে অতিরিক্ত কাঁচামাল প্রাপ্ত হলে তা যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রমানাদির ভিত্তিতে আইনানুগভাবে নিস্পত্তি করা হবে।

আলোচনা শেষে সভায় উপস্থিত বিপিজিএমইএ সভাপতি জানান যে, সম্প্রতি এসোসিয়েশন কর্তৃক ইউপি জারির ক্ষমতা দিয়ে এস.আর.ও জারি করা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জানান যে, অটোমেশনের মাধ্যমে তারা একটি মডিউল তৈরীর চেষ্টা করছেন। এতে কিছু সময় লাগতে পারে। শতভাগ গুছিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা তাঁরা প্রতিনিয়ত করছেন। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এক্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশনের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে মর্মে উল্লেখ করে তিনি সভাপতি বরাবরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাঃ ৪/৭/২০১৭

(ফৌজিয়া বেগম)
কমিশনার

ফোন : ৯৩৪৭০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৩৪১০৭৬
ই-মেইল : bondcomdhk@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
www.cbc.gov.bd

নথি নংঃ ৫ (১৩)০১/বন্ড কমিঃ (সুঃবাঃ)/ স্থায়ী আদেশ/২০১৪/৫৬০৩ তাং-১২/৭/২০১৭

বিষয়ঃ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে লেদারগুড্স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর প্রতিনিধিগণের সুপারভাইজড বন্ডের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ০৬.০৭.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ০৬.০৭.২০১৭খ্রিঃ
স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
সময় ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা
সভাপতি ঃ ফৌজিয়া বেগম
কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা

লেদারগুড্‌স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ০৬.০৭.২০১৭ তারিখে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা'র সম্মেলন কক্ষে সুপারভাইজড বন্ড এর আওতাভূক্ত চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী, জুতা উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফৌজিয়া বেগম, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা, সভাপতিত্ব করেন। সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের তালিকা 'পরিশিষ্ট-ক'- এ দেখানো হলো :-

সকলের পরিচয় প্রদানের পর লেদারগুড্‌স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর নির্বাহী পরিচালক কাজী রওশন আরা সভার সুযোগ করে দেয়ার জন্য কমিশনারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়।

প্রথমেই বর্ণিত এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিগণ সভাপতি বরাবর নিম্নরুপ প্রস্তাব পেশ করেন :-

প্রস্তাব-১ : **সুপারভাইজড বন্ডের সংস্থাপন ফি পুন:নির্ধারণ।**

আলোচনা : সর্বশেষ নির্ধারণকৃত সুপারভাইজড বন্ডের সংস্থাপন ফি প্রতিষ্ঠানের টার্নওভারের তুলনায় অত্যন্ত বেশি হয়ে গেছে, ক্রেতার দেয়া পণ্যের মূল্য কমে গেছে, কিন্তু সংস্থাপন ফি বাড়ানোর মাধ্যমে Business cost বেড়ে যাচ্ছে বলে লেদারগুড্‌স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান (সোহেল) জানান। এ বিষয়ে কমিশনার জানান যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নতুন পে-স্কেল অনুযায়ী সুপারভাইজড প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত বন্ড অফিসারের অনুকূলে বেতন ভাতা বাবদ সংস্থাপন ফি বাড়ানো হয়েছে। বন্ড কর্মকর্তারা প্রতিটি কারখানার বিপরীতে রিকুইজিশন স্লিপ ইস্যু করছে অর্থাৎ তাঁরা ৮০টি প্রতিষ্ঠানে বাস্তবে যাওয়া সম্ভব না হলেও তাঁদের উপর রিকুইজিশন স্লিপ দেওয়ার দায় থাকছেই। তিনি আরও জানান যে, সংস্থাপন ফি এর অর্থ বোর্ডের বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতেই ধার্য করা হয়ে থাকে এবং এই ফি সরাসরি সরকারের ট্রেজারীতে চলে যাচ্ছে। ফলে এটি পুন: নির্ধারণ করার সুযোগ নেই। এসোসিয়েশন থেকে আরও বলা হয় যে, সংস্থাপন ফি অর্থাৎ বেতনের উপর মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা খুবই অযৌক্তিক। প্রতিষ্ঠানের টার্ণওভারের উপর ভিত্তি করে সংস্থাপন ফি নির্ধারণ করা যায় কীনা সে বিষয়টি ভেবে দেখতে বলা হয়। কমিশনার জানান, এ বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত ব্যতীত এবং এটি বিধিগত বিষয় বিধায় এ দপ্তরের করণীয় কিছু নেই।

সিদ্ধান্ত : বর্তমানে সংস্থাপন ফি পুন: নির্ধারণ করার আইনি অবকাশ নেই।

প্রস্তাব-২ : বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এর আওতাভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মতো লেদারগুড্‌স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর সদস্যভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকেও Continuous Bond সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়।

আলোচনা : এ বিষয়ে লেদারগুড্‌স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান (সোহেল) জানান যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১২/২০০৮/শুল্ক/৪৩৯(১-১৫), তারিখ: ১০.০৫.২০০৮ অনুযায়ী নীট, ওভেন,ডাইং ও প্রিন্টিং, টাওয়েল, লিলেন, হোম টেক্সটাইল খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকে জেনারেল ভিত্তিতে Continuous Bond এর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে লেদারগুডস এবং ফুটওয়্যার উৎপাদনকারী ও রপ্তনিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেস টু কেস ভিত্তিতে Continuous Bond সুবিধা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এই অবস্থায় রপ্তনির সুবিধার্থে লেদারগুড্‌স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর সদস্যভূক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের জন্যই জেনারেল ভিত্তিতে Continuous Bond সুবিধা প্রয়োজন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জেনারেল ভিত্তিতে Continuous Bond সুবিধা প্রদানের জন্য গত ০৩ বছর যাবৎ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে তাঁরা আবেদন করে

যাচ্ছেন এবং এ দপ্তরকেও উক্ত বিষয়ে সহযোগীতা করার জন্য অনুরোধ জানান। লেদারগুড্‌স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর নির্বাহী পরিচালক জানান যে, কেস টু কেস ভিত্তিতে ইতোপূর্বে এ.বি.সি ফুটওয়্যার, পিকার্ড বাংলাদেশ লিঃ প্রতিষ্ঠানকে Continuous Bond সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সেই মোতাবেক বর্তমানে আরও ০২(দু'টি) প্রতিষ্ঠান Continuous Bond সুবিধা প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উক্ত Continuous Bond সুবিধা দ্রুত ভিত্তিতে প্রদানের জন্য আনুরোধ করা হয়। দ্রুত বিষয়গুলো মনিটর করার জন্য কমিশনার সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক কেস-টু-কেস ভিত্তিতে দ্রুততার সাথে Continuous Bond সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রস্তাব-৩ **ঃ** ০৩(তিন) বছরের জন্য লাইসেন্স নবায়ন অনুমোদন এবং একই সাথে ০৩(তিন) বছরের জন্য জেনারেল বন্ড অনুমোদন প্রদান।

আলোচনা ঃ লেদারগুড্‌স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর প্রতিনিধি জনাব মুসতাইন বিল্লাহ বলেন যে, এসোসিয়েশনভূক্ত প্রতিষ্ঠনগুলোর নিরীক্ষা ও আমদনি প্রাপ্যতা প্রদান প্রতিবছরই হতে পারে কিন্তু বন্ড লাইসেন্স নবায় মেয়াদ ০৩ (তিন) বছরের জন্য অনুমোদন করতে অনুরোধ জানান। এ দপ্তরের যুগ্ম-কমিশনার-২ এ বিষয়ে জানান যে, আমদানি প্রাপ্যতা অনুমোদনের সাথেই প্রতিবছর লাইসেন্স নবায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে, প্রতিবছর আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের সাথে প্রতিবছর নবায়ন করা হলে প্রতিষ্ঠানের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। পরবর্তীতে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ভূক্ত প্রতিষ্ঠানের মত তাঁদের এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠানের জেনারেল বন্ডের মেয়াদও ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রতি বছর নিরীক্ষা ও আমদানি প্রাপ্যতা অনুমোদনের সময় প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করা হবে। ০৩(তিন) বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ড অনুমোদনের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট দিক-নির্দেশনা চেয়ে প্রত্র প্রেরণ করা হবে।

প্রস্তাব-৪ **ঃ** বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (BGMEA) এবং বাংলাদেশ নীট গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন (BKMEA) এর মতো ইউডি অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান।

আলোচনা ঃ লেদারগুড্‌স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর প্রতিনিধিগণ কর্তৃক ০৩ নং প্রস্তাবের বিষয়ে এ দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করা হয়। এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি জনাব মুসতাইন বিল্লাহ বলেন যে, ইউডি প্রদানের অনুমোদনটি তাঁরা দায়িত্ব হিসেবে নিতে চাচ্ছেন, ক্ষমতা হিসেবে নয়। কেননা রপ্তানির বৃহত্তর স্বার্থে এই সুবিধাটি এসোয়েশনের থাকা খুবই জরুরী। উক্ত বিষয়ে এ দপ্তরের যুগ্ম-কমিশনার-২ বলেন, সাম্প্রদায়িক সময়ে একটি এস.আর.ও জারীর মাধ্যমে (BPGMEA) ও (BGAPMEA)-কে কিছু শর্ত আরোপ করে ইউডি দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বুয়েট এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং সবকিছু অনলাইনে করার শর্তে উক্ত সুবিধা দেওয়া হবে। এ দপ্তর থেকে ইউপি ও অন্যান্য যে সেবাগুলো বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দেওয়া হচ্ছে তা অনলাইনে দেওয়ার জন্য একনেক কর্তৃক একটি Project (প্রকল্প) পাশ করা হয়েছে। আগামী ০২ (দুই) বছরের মধ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ দপ্তরের সব সেবাই অটোমেটেড হয়ে যাবে। তিনি আরও জানান যে, এর পর অটোমেশন হয়ে গেলে বর্তমানে সৃষ্ট জটিলতা গুলো নিরসন হয়ে যাবে ও অনলাইনে সকল সেবা পাওয়া যাবে। এসাসিয়েশনের প্রতিনিধি আগামী দুই বছরের জন্য রপ্তানির সুবিধার্থে ইউডি সুবিধা প্রদানের অনুমতি চেয়ে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ইউডি প্রদানের অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে।

প্রস্তাব-৫ ঃ লেদারগুড্স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর প্রতিষ্ঠানসমূহের আমদানি প্রাপ্যতা ৬০%-৮০% প্রদান।

আলোচনা ঃ লেদারগুড্স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর প্রতিনিধি জানান যে, পূর্বে সুপারভাইজড বন্ডভূক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ৭০% আমদানি প্রাপ্যতা দেওয়া হতো যা এখন দেওয়া হচ্ছে না । এস.আর.ও মোতাবেক ৮০% পর্যন্ত আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে এ দপ্তরের যুগ্ম-কমিশনার-২ বলেন যে, প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে রপ্তানির পারফরমেন্স বিবেচনায় ৮০% পর্যন্ত আমদানি প্রাপ্যতা দেয়া হয়ে থাকে এবং তা ভবিষ্যতেও দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধি পেলে এ দপ্তরের পক্ষ থেকে সেই হারে/অনুপাতে আমদানি প্রাপ্যতা দিতে কোন অসুবিধা নেই। কমিশনার এ বিষয়ে বলেন যে, এস.আর.ও-তে ৮০% আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের কথা থাকলেও সেটা বাধ্যতামূলক নয়। আমদানি প্রাপ্যতা দেয়ার ক্ষেত্রে বিগত বছরের রপ্তানি পারফরমেন্স বিবেচনায় নেয়া হয়। এ বিষয়ে যুগ্ম-কমিশনার-১ বলেন যে, যে সব প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, সে সব প্রতিষ্ঠানকে আমদানি প্রাপ্যতা দিতে কোন সমস্যা নেই কিন্তু, ব্যবহার করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে না, এটা কোন ঢালাও বিষয় নয়। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সামগ্রিক চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি জানান, প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতার আবেদনের সাথে পরবর্তী ১৬ মাসের এক্সপোর্ট অর্ডার/রপ্তানির চাহিদা সংযুক্ত করে দেয়া হবে। এক্সপোর্ট অর্ডারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ পণ্য রপ্তানির পরিমান ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পারফরমেন্স পর্যালোচনা করে যৌক্তিকভাবে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে ।

প্রস্তাব-৬ **ঃ** বন্ড লাইসেন্স নেই কিন্তু লেদারগুড্স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর সদস্য এমন প্রতিষ্ঠানকে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করার অনুমতি প্রদান।

আলোচনা: লেদারগুড্স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব কাজী রওশন আরা সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্যের ডিজাইন করিয়ে নেওয়ার অনুমতি প্রদানের জন্য সভাপতির নিকট অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, এর মাধ্যমে Small and Medium Enterprise (SME) শিল্পের বিকাশ ঘটবে। এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান (সোহেল) জানান যে, লেদারগুড্স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর সদস্যভূক্ত প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল দিয়ে ডিজাইন করিয়ে নেওয়ার জন্য সাব-কন্ট্রাক্টের অনুমতি প্রদানার্থে নির্দেশনা চেয়ে ইতোপূর্বে এ দপ্তর থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। তবে, এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে কিছু জানানো হয়নি। এ দপ্তরের একটি কমিটি ছিল। উক্ত কমিটি পুনরায় চালুর মাধ্যমে এ দপ্তর থেকে উক্ত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাব-কন্ট্রাক্ট সুবিধা প্রদানের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে এ দপ্তর থেকে যোগাযোগ করা হবে।

প্রস্তাব-৭ **ঃ** লেদারগুড্স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এর প্রতিনিধিগণের সাথে এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের একটি যৌথ কমিটি গঠন।

আলোচনা ঃ এসোসিয়েশন থেকে জানানো হয় যে,কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ঢাকা'র সাথে এসাসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এসোসিয়েশনের বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা/নির্দেশনা প্রদান এবং এসোসিয়েশনের বিভিন্ন কাজের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য পূর্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটির কোন সদস্যই বর্তমানে এ দপ্তরে কর্মরত না থাকায় তা পুনরায় গঠন করতে অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নথি দেখে বিষয়টি পুন:নির্ধারণ করা হবে।

কাজী রওশন আরা, প্রেসিডেন্ট লেদারগুড্‌স এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) সবার পক্ষ থেকে কমিশনার-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় কমিশনার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাঃ ১২/৭/১৭

(ফৌজিয়া বেগম)
কমিশনার
ফোন : ৯৩৪৭০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৩৪১০৭৬
ই-মেইল : bondcomdhk@gmail.com

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা-১০০০

www.bb.org.bd

১২ শ্রাবণ ১৪১৪
সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি(আমদানি নীতি)১১৭/২০১৭-১২ তারিখ:-----------------
২৭ জুলাই ২০১৭

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনে নিয়োজিত সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস

প্রিয় মহোদয়গণ,

বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন ও পরিশোধ কার্যক্রম প্রসঙ্গে

গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সেচেঞ্জ ট্রানজেকশন-২০০৯, ভলিউম-১ এর ৭ অধ্যায়ের ৩৭ অনুচ্ছেদ, ৩ অধ্যায়ের ৩(সি) অনুচ্ছেদ এবং এতদবিষয়ে পরবর্তীতে জারীকৃত সার্কুলারে [১২/১২/২০১০ তারিখের সার্কুলার পত্র নম্বর-এফইপিডি(আমদানি নীতি)১২৫/২০১০-১৬৯৩, ০৭/০৩/২০১৬ তারিখের সার্কুলার পত্র নম্বর-এফইপিডি(আমদানি নীতি)১২৩/২০১৬-৪০] বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র স্থাপন ও বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ নিশ্চিত করার বিষয়ে জ্ঞাপিত নির্দেশনার প্রতি অনুমোদিত ডিলারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে ।

০২। উল্লিখিত গাইডলাইন্স/সার্কুলারের নির্দেশনা মোতাবেক বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধার আওতায় পরিচালিত শতভাগ রপ্তানিমূখী প্রতিষ্ঠানের মাস্টার এলসি'র বিপরীতে স্থানীয় উৎপাদনকারী তথ্য সরবরাহকারী (manufacturer-cum-supplier) এর অনুকূলে এডি ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি স্থাপন করার প্রাধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় পরিচালিত প্যাকেজিং শিল্প-কারখানা ও হ্যাঙ্গার এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে শুধুমাত্র কার্টন ও এক্সেসরিজ পণ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারক (বন্ড লাইসেন্সবিহীন) কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় ইউজ্যান্স/সাইট এলসি (চুক্তি/অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে) স্থাপন করার জন্য অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে প্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

০৩। উপরোক্ত ২ ক্রমিকে উল্লিখিত লেনদেনের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের এফসি ক্লিয়ারিং হিসাবের মাধ্যমে নিস্পত্তিযোগ্য হবে। বর্তমানে বর্ণিত নির্দেশনাগুলো কিছু কিছু যথাযথভাবে অনুসরন করা হচ্ছে না মর্মে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

০৪। এক্ষণে, এ মর্মে স্পষ্টীকরণ করা যাচ্ছে যে, শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান/প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শুধুমাত্র উপরোল্লিখিত লেনদেনের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী তথ্য সরবরাহকারী (manufacturer-cum-supplier) এর অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র স্থাপন ও বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সরবরাহকারীর (Trader/Supplier) নিকট হতে উপকরণাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তে স্থানীয় মুদ্রায় ঋণপত্র ব্যবহার প্রযোজ্য হবে।

সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এতদমর্মে অবহিত করার জন্য এবং নির্দেশনার যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত

স্বা/-

(মোঃ আব্দুল মান্নান)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০৩১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[আদেশ]

নথি নং- ১(৩) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৪/৩৬৪ তারিখঃ ০৯/০৮/২০১৭ ইং।

বিষয় ঃ সুপারভাইজ বন্ডের সংস্থাপন ফি পুণঃ নির্ধারন।

সূত্র ঃ- ১) বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস্ এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন এর ২৫.০৫.১৭ তারিখের পত্র;
২) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর আদেশ নং- ৫(১৩)০১ বন্ড কমিঃ (সুঃ বঃ) স্থায়ী আদেশ/১৪/৩০ জন (৫) তারিখঃ ০৪.০৪.২০১৭।

সূত্রোক্ত পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, The Customs Act, 1969 এর section-219B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ আদেশ জারী করছেঃ

ক) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা হতে সুপারভাইজড বন্ডের সংস্থাপন ফি ১২,৭৭,১৬৮ টাকা নির্ধারন সংশ্লিষ্ট সূত্রোক্ত ২নং আদেশটি স্থগিত করা হলো;

খ) সূত্রোক্ত ২নং আদেশটি জারীর পূর্বে এ খাতের জন্য ধার্যকৃত ৬,০৪,২০৪ টাকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান আদেশটি জারীর পর হতে সকল সুপারভাইজড বন্ডের সংস্থাপন ফি হিসেবে আদায় করতে হবে;

গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ জারী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর সূত্রোক্ত ২ নং আদেশের আওতায় বিভিন্ন সুপারভাইজড বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের নিকট সংস্থাপন ফি হিসেবে দাবিকৃত ১২,৭৭,১৬৮ টাকা সংশ্লিষ্ট বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সরকারী বকেয়া রাজস্ব হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ জারী না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশক্রমে,

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(৫) শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০২(অংশ-১)/৩৬৩(১৯)   তারিখঃ ১০/০৮/২০১৭ ইং।

বিষয় ঃ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের আমদানিতব্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বা উভয়ই শুল্কমুক্ত ভাবে ছাড়করন।

সূত্র ঃ- ১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত এস.আর.ও নং-৫৬-আইন/২০১৭/০৪/কাস্টমস, তারিখঃ ২০.০৩.২০১৭;
২) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক নীতি বিভাগ হতে সার্কুলার নং-এফইপিডি (আমদানি নীতি)১২৫/২০১০/১৬৯৩, তারিখঃ ১২.১২.২০১০;
৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং- এফইপিডি(আমদানি নীতি)১২৩/২০১৬-১০৪০, তারিখঃ ০৪.০২.২০১৬;
৪) বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং- এফইপিডি(আমদানি নীতি)১২৩/২০১৬-০৪, তারিখঃ ০৭.০৩.১০১৬
৫) আমদানি নীতি আদেশ- ২০১৫-১৮।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্র-১ এ বর্ণিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত এস.আর.ও নং-৫৬-আইন/২০১৭/০৪/কাস্টমস, তারিখঃ ২০.০৩.২০১৪ এর শর্তাবলির অনুচ্ছেদ-১ এ ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এক বা একাধিক ঋণপত্রের বিপরীতে আমদানিতব্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বা উভয়ই শুল্কমুক্ত ভাবে ছাড়করনের বিধান রয়েছে (পত্র পাতা-৪০৯)। তবে, উক্ত ঋণপত্র কি রূপ অর্থাৎ ব্যাক টু ব্যাক অথবা সাইট বা ইউজ্যান্স কোন নির্দিষ্ট প্রকার হতে হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা উক্ত এস.আর.ও তে নেই। ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এ যাবৎ মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ শুল্কমুক্ত সুবিধায় Sales contract/TT এবং L/C এর মাধ্যমে আমদানি করে আসছে। সম্প্রতি ইপিজেডস্থ বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে পূর্বোক্ত এস.আর.ও এর অধীনে আমদানিকৃত এ সকল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিমানবন্দর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণপত্র (L/C) ব্যতীত ভিন্ন পদ্ধতিতে অর্থাৎ Sales contract/TT এর মাধ্যমে শুল্কমুক্ত ভাবে ছাড়করণের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কোন কোন দপ্তরে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে জানা গেছে।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রোক্ত- ২নং সার্কুলার এর মাধ্যমে সকল ধরনের রপ্তানি চুক্তি, যেমন: সেলস্ কন্ট্রাক্ট, পার্চেজ অর্ডার, প্রোফরমা ইনভয়েস ইত্যাদির বিপরীতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সের আওতায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় ইউজ্যান্স এলসি এবং অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি বা প্রেরণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় সাইট এলসি স্থাপনের বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হয় (কপি সংযুক্ত)। উক্ত অনাপত্তি পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, এ সব সাইট বা ইউজ্যান্স আমদানি ঋণপত্র ব্যাক টু ব্যাক এর সমতুল্য বিবেচনায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ দৃষ্টিকোন থেকে আপত্তি নেই। গত ০৪.০২.২০১৬ সূত্রোক্ত- ৩নং সার্কুলার এবং ০৭.০৩.২০১৬ তারিখে সূত্রোক্ত-৪নং সার্কুলার এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়কে বিষয়টি পুনরায় অবহিত করা হয় (কপি সংযুক্ত)। অধিকন্তু, আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ -২৩ (২৬) অনুযায়ী বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাক টু ব্যাক এলসির পাশাপাশি ক্যাশ এলসি অর্থাৎ সাইট বা ইউজ্যান্স এলসি সুবিধা চালু থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

০৪। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক নীতি বিভাগ হতে সার্কুলার নং-এফইপিডি(আমদানি নীতি)১২৫/২০১০/১৬৯৩, তারিখঃ ১২.১২.২০১০ ও সার্কুলার নং- এফইপিডি(আমদানি নীতি)১২৩/২০১৬-০৪, তারিখঃ ০৭.০৩.২০১৬ এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ -২৩ (২৬) অনুযায়ী Sales contract/Purchase Order/Proforma invoice/ TT ইত্যাদি ক্যাশ এলসি হিসেবে বিবেচ্য বিধায় ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Sales contract/Purchase Order/Proforma invoice/ TT এর বিপরীতে আমদানিতব্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বা উভয়ই সূত্রোক্ত-১ নং এস.আর.ও এর অধীনে ছাড়করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশক্রমে,

(মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস রপ্তানি ও বন্ড)

প্রাপকঃ

কমিশনার,
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট,
ঢাকা।